কৃষি মন্ত্রণালয়ের ২০১৭১৮ অর্থ বছরের এডিপিভূক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ওপর
মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক সারসংক্ষেপ

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়ের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
০১	কৃষি মন্ত্রণালয়	১৭টি	১৭টি	-	-	০৩টি	০৬টি	৮.৩৩%-২০০%	০৫টি	২.২৭%-৪১.৭৭%

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকৃত বাস্তবায়ন
০১।	পাট ও পাট জাতীয় ফসলের কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তর	২২৩৩.৩৫	জানুয়ারি ২০১৫ থেকে জুন ২০১৮
০২।	বিনা'র গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ এবং উপকেন্দ্রসমূহের উন্নয়ন (৩য় সংশোধিত)	১৬০০৯.০৪	মে ২০১০ হতে জুন ২০১৮
০৩।	সাইট্রাস ডেভেলপমেন্ট (১ম সংশোধিত) প্রকল্প (ডিএই অংগ)	২৬৯৬.৪৭	জুলাই ২০১৩ থেকে জুন ২০১৮
	সাইট্রাস ডেভেলপমেন্ট (১ম সংশোধিত) প্রকল্প (বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিষ্টিটিউট অঙ্গ)	১৩৭৮.০০	জুলাই ২০১৩ থেকে জুন ২০১৮
০৪।	গভীর নলকূপ স্থাপন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)	২৭৪০০.৫৮	জানুয়ারী ২০১০ হতে জুন ২০১৮
০৫।	চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ-২য় পর্যায় প্রকল্প।	৪৮৭৫.০৬৭	জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৮
০৬।	জীব প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষি বীজ উন্নয়ন মান নিরুপণ ও প্রযুক্তি বিস্তার, বর্ধিতকরণ প্রকল্প	২২৫৫.১৯	মার্চ ২০১৫ হতে জুন ২০১৮
০৭।	বরেন্দ্র এলাকায় খালে পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে সেচ সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত)	১১৬১৩.০০	জানুয়ারি ২০১৫ হতে জুন ২০১৮
০৮।	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় এবং মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া উপজেলায় দুটি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন	৬৩৩৫.৭৭	জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৮
০৯।	কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণে গ্রামীণ যোগাযোগ উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)	৩৩৬৯৫.৬৯	অক্টোবর ২০১০ হতে জুন ২০১৮
১০।	রাজশাহী, নওগাঁ ও চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলায় পুরাতন গভীর নলকূপ পুনর্বাসন	৭৭২৪.৯০	ফেব্রুয়ারি ২০১৪ হতে জুন ২০১৮
১১।	চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প -২য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)	১১২৫০.০০	জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৮
১২।	বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের হাইব্রিড ধান গবেষণা দক্ষতা বৃদ্ধি	৩১৭২.৮২ (২৬১২.১৮)	জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০১৮
১৩।	সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (আইপিএম) কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন (১ম সংশোধিত)	৫৭৬২.১৭	জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৮
১৪।	বিএডিসির বিদ্যমান সার গুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বাসন ও সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	১৪৪৬৫.৭৫	জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৮
১৫।	কৃষি কার্যক্রমের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়ন (Orienting Agriculture toward Improved Nutrition and Women's Emporwerment)	৭৯৬.২৮ ১১৪.০০ ৬৮২.২৮	২০/০৯/২০১৫ হতে ৩০/০৬/২০১৮

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকৃত বাস্তবায়ন
১৬।	বরেন্দ্র বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও সেচ প্রকল্প-২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত)	১৯৯৯৫.৮৭	মার্চ ২০১১ হতে জুন ২০১৮
১৭।	নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় ডাল ও তৈল বীজ বর্ধন খামার এবং বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প	৩৫০০.৬৮	ফেব্রুয়ারি ২০১৪ হতে জুন ২০১৮

সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ

- বাস্তবসম্মতভাবে বাজার দর যাচাই না করে প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় নির্ধারণ করা;
- প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ শুরুতে বিলম্ব হওয়া;
- প্রকল্প পরিচালক নিয়োগে বিলম্ব হওয়া;
- জমি অধিগ্রহণে বিলম্ব হওয়া;
- প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বাস্তবায়নে বিলম্ব হওয়া;
- দরপত্রে উদ্ধৃত দর প্রকল্পের প্রাক্কলিত বাজেটের চেয়ে বেশী হওয়া;
- প্রকল্প সংশোধন করায় প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়া;
- জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫ এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে বেতন ভাতাদি খাতে ব্যয় পুনঃ নির্ধারণ করা ইত্যাদি;

সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশঃ
এডিপি সেক্টরঃ কৃষি সাব-সেক্টরঃ ফসল, সেচ

ক্রমিক	সমস্যা	সুপারিশ
০১	কৃষি বাণিজ্যিকীকরণ ও ফসল সংরক্ষণের অভাব পরিলক্ষিত হয়।	কৃষি বাণিজ্যিকীকরণ ও ফসল সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়্য যেতে পারে।
০২	মাঠ পর্যায়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের মনিটরিং এর দুর্বলতা লক্ষ্য করা যায়।	মাঠ পর্যায়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের মনিটরিং বৃদ্ধি করা যেতে পারে।
০৩	টেকসইকরণঃ প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম /সৃষ্ট সুবিধাদি প্রকল্প শেষে সঠিকভাবে পরিচালিত হয় না।	প্রকল্প গ্রহণের সময় প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কাজ /সৃষ্ট সুবিধাদি প্রকল্প সমাপ্তির পর পরিচালনার পরিকল্পনা থাকতে হবে।
০৪	কৃষক প্রশিক্ষণ উপজেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রশিক্ষণের মেয়াদ সাধাণত ০১ দিন হয়। ফলে কৃষকের উপস্থিতি কম। এ সকল প্রশিক্ষণে একই কৃষক সবসময় উপস্থিত হয়।	গ্রাম/ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে এবং একই কৃষককে বার বার প্রশিক্ষণ না দিয়ে নতুন নতুন কৃষকক বিবেচনা করা যেতে পারে।
০৫	প্রদর্শনীর জন্য বীজ, সার ইত্যাদির মৌসুমের সঠিক সময়ে কৃষকের নিকট পৌঁছায় না, ফলে প্রদর্শনী সঠিক মাত্রায় কার্যকরী হয় না।	দেশের বিভিন্ন এলাকায় আবহাওয়া ও ভূ-প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন। তাই সার ও বীজ প্রদানের ক্ষেত্রে এলাকাভিত্তিক পরিকল্পনা নিতে হবে।
০৬	ফসলের নতুন নতুন জাত সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কৃষকদের মাঝে প্রদানকৃত যন্ত্রপাতি, প্রদর্শনী, বীজ, সার ইত্যাদ কৃষি মন্ত্রণালয়ে বিভিন্ন সংস্থা একই কৃষক/গ্রুপ পাচ্ছে; ফলে প্রদানকৃত যন্ত্রপাতি , প্রদর্শনী, বীজ, সারের সর্বোচ্চ সুবিধা সম্প্রসারণ কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে না।	কৃষি কাজে যথাযথ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে একই ব্যক্তিকে বিভিন্ন সংস্থা থেকে সেবা প্রদান না করে সর্বাধিক সংখ্যক কৃষককে সুবিধা প্রদানের নিমিত্তে কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয় করে সুবিধাভোগী কৃষক নির্বাচন করে সম্প্রসারণ/উন্নয়ন কাজ পরিচালনা করা যেতে পারে।

ক্রমিক	সমস্যা	সুপারিশ
০৭	প্রদর্শনীর জন্য বীজ, সার ইত্যাদি মৌসুমের সঠিক সময়ে কৃষকে নিকট পৌঁছায় না। ফলে প্রদর্শনী সঠিক মাত্রায় কার্যকরী হয় না।	দেশের বিভিন্ন এলাকার আবহাওয়া ও ভূ-প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন , তাই সার ও বীজ প্রদানের ক্ষেত্রে এলাকা ভিত্তিক পরিকল্পনা নিতে হবে।
০৮	বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই সম্ভাব্যতা (feasibility) যাচাই না করেই তাড়াহুড়া করে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ফলে প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে অনেক সমস্যায় পড়তে হয় এবং বাস্তবতার নিরিখে নতুন নতুন বিষয় (component) প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজন হয় এবং কতিপয় অপ্রয়োজনীয় বিষয় (component) বাদ দিতে হয়। ফলে প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়ের সাথে বিস্তর পার্থক্য হয় এবং প্রকল্প সংশোধনের প্রয়োজন হয়। ফলে প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদকাল বৃদ্ধি পায়।	প্রকল্প গ্রহণের পূর্ব যথাযথভাবে সম্ভাব্যতা (feasibility) যাচাই পূর্বক প্রকল্পের অঙ্গ (component) নির্ধারণ করতে হবে এবং অঙ্গভিত্তিক প্রকল্পের ব্যয়ের প্রাক্কলন যথাযথভাবে করতে হবে।
০৯	প্রকল্পের আওতায় কৃষক দল গঠন করা হচ্ছে। কিন্তু প্রকল্প শেষে দলগুলো সঠিকভাবে পরিচালিত হয় না।	প্রকল্প শেষে কৃষক দল পরিচালনার পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা নিতে হবে।
১০	বাস্তবায়িত প্রকল্পের এক্সটারনাল অডিট সম্পন্ন করা হয় না।	জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে এক্সটারনাল অডিট কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্নপূর্বক অডিট রিপোর্ট আইএমইডিসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।

পাট ও পাট জাতীয় ফসলের কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তরশীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন (সমাপ্তঃ ৩০ জুন,২০১৮)

০১ . **প্রকল্পের নাম** : **পাট ও পাট জাতীয় ফসলের কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তর**

০২ . **উদ্যোগী মন্ত্রণালয়** : কৃষি মন্ত্রণালয়

০৩ . **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই)

০৪ . **প্রকল্পের ধরণ** : বিনিয়োগ

০৫ . **অর্থায়নের উৎস** : সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত

০৬. **প্রকল্প অনুমোদন ও সংশোধন সংক্রান্ত** :

প্রকল্পটি গত ১৯/০৩/২০১৫ তারিখে জানুয়ারী মেয়াদে ২০১৮ থেকে জুন ২০১৫ ,২১৩৯.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী অর্থ মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং গত ,২৯-১০২০১-৭ তারিখে জানুয়ারী , মেয়াদে ২০১৮ থেকে জুন ২০১৫২২৯১.৭৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মাননীয় কৃষি মন্ত্রী কর্তৃক ১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত হয়।

০৭ .**প্রকল্প এলাকা** : দেশের ০৫ বিভাগের ১৫টি জেলার ১৫টি উপজেলায় প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে ।

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ঢাকা	ঢাকা	বিজেআরআই সদর দপ্তর, তেজগাঁও
	মানিকগঞ্জ	কেন্দ্রিয় গবেষণা কেন্দ্র, মানিকগঞ্জ সদর
	কিশোরগঞ্জ	পাট গবেষণা আঞ্চলিক কেন্দ্র, কিশোরগঞ্জ সদর
	ফরিদপুর	পাট গবেষণা আঞ্চলিক কেন্দ্র, ফরিদপুর সদর
	নারায়নগঞ্জ	পাট গবেষণা উপকেন্দ্র, রূপগঞ্জ
রংপুর	দিনাজপুর	পাট বীজ উপকেন্দ্র, দিনাজপুর সদর (নশিপুর)
	রংপুর	পাট গবেষণা আঞ্চলিক কেন্দ্র, রংপুর সদর
খুলনা	যশোর	পাট গবেষণা উপকেন্দ্র, মনিরামপুর
	সাতক্ষীরা	সাতক্ষীরা সদর
	বাগেরহাট	মোড়লগঞ্জ
	খুলনা	দাকোপ
বরিশাল	পটুয়াখালী	পাট গবেষণা উপকেন্দ্র, কলাপাড়া
	বরগুনা	বেতাগী
	পিরোজপুর	নাজিরপুর
চট্রগ্রাম	কুমিল্লা	পাট গবেষণা আঞ্চলিক কেন্দ্র, চান্দিনা

০৮। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় মোট (প্রঃ সাঃ)	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনু: ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট (প্রঃ সাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত মোট (প্রঃসাঃ)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২১৩৯.০০	২২৯১.৭৬	২২৩৩.৩৫	জানুয়ারী২০১৫ , থেকে জুন পর্যন্ত ২০১৮	জানুয়ারী ২০১৫ , ২০১৮ থেকে জুন পর্যন্ত	জানুয়ারী ২০১৫ , ২০১৮ থেকে জুন পর্যন্ত	১৫৩. (৭.১৫%)	--

০৯। প্রকল্পের মুখ্য উদ্দেশ্যঃ

- পাট ও পাট জাতীয় ফসলের জাত উদ্ভাবন এবং বহুমুখী পাটপণ্য উদ্ভাবন সংক্রান্ত গবেষণার উন্নয়ন;
- পাট ও পাট জাতীয় ফসলের লবনাক্ততা এবং অন্যান্য প্রতিকূলতা সহিষ্ণুজাত উদ্ভাবন;
- আধুনিক পাট আঁশ এবং পাট বীজ উৎপাদন প্রযুক্তি কৃষক পর্যায়ে হস্তান্তর;
- বহুমুখী পাটজাত পণ্য হস্তান্তর ও জনপ্রিয়করণ;
- বিজেআরআই এর মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং
- বিজেআরআই এর প্রধান কার্যালয় এবং বিভিন্ন আঞ্চলিকপ্রদ ,উপকেন্দ্রের গবেষণাগার/শর্নী কেন্দ্র ,প্রশিক্ষণ ও মাঠ গবেষণা সুবিধার উন্নয়ন।

১০। প্রকল্পের অংগভিত্তিক ক্রমপুঞ্জিভূত আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি:

প্রকল্পের অংগভিত্তিক ক্রমপুঞ্জিভূত আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি নিম্নে প্রদান করা হল।

(লক্ষ টাকায়)

ডিপিপি কাজের পরিমাণ	ইউনিট	সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		বাস্তব অগ্রগতি		মন্তব্য
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
গবেষণা ব্যয়	থোক	৬৫৯.৯০	থোক	৬১৯.৫৫	১২৬০ টি	১২৬০টি এক্সপেরিমেন্ট পরিচালনা করা হয়েছে
জালানি, তৈল, পর্দাথ	থোক	১৭.৪৬	থোক	১৭.৪৬	-	
অফিসের আনুষঙ্গীক জিনিসপত্র সরবরাহ	থোক	৭.৯৭	থোক	৭.৮১	-	
ভিডিও ডকুমেন্টরি প্রস্তুত	সংখ্যা	৪.৯৫	০৪	৪.৯৫	০৪	
ভ্রমন ভাতা	থোক	১০.৪৯	থোক	১০.৪৯	-	
কম্পিউটার মালামাল এবং টোনার	থোক	৫.১৮	থোক	৫.১৭	-	
উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণ	থোক	৩২০.৯৭	১৪.০০	৩২০.১৯	১০ জনকে PhD ও ১০৪৭১ জন কে প্রশিক্ষণ	বিজেআরআই কর্মকর্তা/কর্মচারী-২১ জন, কৃষক-৮৭০০ Extention/NGO Worker -১০০০, AEO-৪৫০, পাটপণ্য উৎপাদনকারী-৩০০ জন

সেমিনার – সেম্পোজিয়াম ওয়ার্কশপ	**সংখ্যা**	**৭.৯৫**	**০৫**	**৭.৭৩**	**০৫**	
রক্ষনাবেক্ষণ ও মেরামত	**থোক**	**১০.০০**	**থোক**	**১০.০০**	-	
পাটের বিভিন্ন পণ্য বিনামূল্যে তৈরি	**থোক**	**৯.৯৯**	**থোক**	**৯.৯৯**	-	
সম্মানী	**থোক**	**৯.৯৯**	**থোক**	**৯.৯৮**	-	
রাসায়নিক, কাচঁমাল দ্রব্যসামগ্রী	**থোক**	**১২.১৪**	**থোক**	**১২.১৪**	-	
বিজ্ঞাপন	**থোক**	**৯.৯৩**	**থোক**	**৯.৩২**	-	
প্রিন্টিং পাবলিকেশন	**থোক**	**৪.৯৯**	**থোক**	**৪.৯৯**	-	
পরীক্ষাগার সরঞ্জাম	**সংখ্যা**	**৭৫৩.০৯**	**১৭৮**	**৭৫২.৯৩**	**১৭৮**	
আসবাবপত্র	**সংখ্যা**	**৩১.৮৪**	**২৫৬**	**৩১.৮৬**	**২৫৬**	
যানবাহন	**সংখ্যা**	**৮৯.৯৬**	**০২**	**৮৯.৯৬**	**২**	
কম্পিউটার যন্ত্রপাতি	**সংখ্যা**	**৫০.০০**	-	**৪৭.৭৯**	**২৭ টি ডেস্কটপ, ০৩টি ল্যাপটপ, ০১টি ফটোকপি ও ০১ সেট নেট ওয়াকিং যন্ত্রপাতি,** internet connection	
নির্মাণ কাজ	**বর্গফুট**	**২৭৪.৯৬**	**১২.০০**	**২৬০.৩৪**	**কমিটি রুম নির্মাণ-২২০০ বর্গফুট, প্রদর্শনী সেন্টার-২০০০ বর্গফুট (০৫টি), বাউন্ডারী ওয়াল-৯২০৫ রানিং ফুট**	
ব্যাংক চার্জ				**০.৭০**	**০.০৩**	
মোট		**২২৯১.৭৬**	**১০০.০০**	**২২৩৩.৩৫**		

সূত্র: পিসিআর ও বিজেআরআই

১১। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যাদিঃ

প্রকল্প পরিচালকের নাম	মূল পদবী ও দপ্তর	দায়িত্বকাল	দায়িত্বের ধরণ
১। মোঃ নজরুল ইসলাম	মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ বিভাগ বিজেআরআই	০১-০৭-২০১৫ হতে ২৯-১১-২০১৭	অতিরিক্ত দায়িত্ব
২। ড. মোঃ মাহবুব হোসেন	মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (চলতি দায়িত্ব) পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ বিভাগ বিজেআরআই	২০-১২-২০১৭ হতে অদ্যাবধি	অতিরিক্ত দায়িত্ব

১২. প্রকল্পের মূল কার্যক্রম:

- মাঠ ও ল্যাবরেটরি গবেষণা;
- মানব সম্পদ উন্নয়ন;
- অবকাঠামোগত উন্নয়ন ;
- ১৭৮ টি গবেষণা যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং
- তথ্য প্রযুক্তি সম্প্রসারণ;

১৩. **প্রকল্পের প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত তথ্যাদি:**

সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয় পরিকল্পনা

প্যাজেকের বর্ণনা	কার্য/সেবা/পণ্যের নাম	একক	পরিমান	প্রাক্কলিত মূল্য
জিডি-০১	ল্যাব যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	১৭৮টি	৭৫৩.০৯
জিডি-০২	আসবাবপত্র	সংখ্যা	২৫৪	৩১.৮৪
জিডি-০৩	পিক-আপ	সংখ্যা	০১	৪৯.৮১
	পিক-আপ	সংখ্যা	০১	৪০.১৫
জিডি-০৪	কম্পিউটার এক্সেসরিজ	সংখ্যা	৫৭	৫০.০০

প্যাজেকের বর্ণনা	কার্য/সেবা/পণ্যের নাম	একক	পরিমান	প্রাক্কলিত মূল্য
ডব্লিউডি-০১	রেনোভেশন অব কমিটি রুম	বর্গফুট	২২০০	৩৪.৯৪
ডব্লিউডি-০২	ডিসপ্লে সেন্টার এট ফরিদপুর	বর্গফুট	৪০০	১০.৭২
	ডিসপ্লে সেন্টার এট চান্দিনা, কুমিল্লা	বর্গফুট	৪০০	১০.৫৮
ডব্লিউডি-০৩	ডিসপ্লে সেন্টার এট কিশোরগঞ্জ	বর্গফুট	৪০০	৮.৪৯
	ডিসপ্লে সেন্টার এট মনিরামপুর	বর্গফুট	৪০০	১০.২৩
	ডিসপ্লে সেন্টার এট কলাপাড়া	বর্গফুট	৪০০	১০.১১
ডব্লিউডি-০৪	বাউন্ডারী ওয়াল ফর সেন্ট্রাল এগ্রিকালচারাল এক্সপেমেন্টাল স্টেশন, মানিকগঞ্জ	রানিং ফুট	৫৬০০	৭৫.৭৮
ডব্লিউডি-০৫	বাউন্ডারী ওয়াল ফর পাট গবেষণা আঞ্চলিক কেন্দ্র, রংপুর	রানিং ফুট	৮৪৫	২৯.১১
ডব্লিউডি-০৬	বাউন্ডারী ওয়াল ফর পাট বীজ উৎপাদন ও গবেষণা কেন্দ্র, নশিপুর, দিনাজপুর	রানিং ফুট	৭৬০	২৫.০০
ডব্লিউডি-০৭	বাউন্ডারী ওয়াল ফর পাট গবেষণা উপকেন্দ্র, তারাবো	রানিং ফুট	২০০০	৬০.০০

প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত গাড়ী দুইটি পুলে হস্তান্তর করা হয়নি। জানা গেছে গাড়ী দুইটি বিজেআরআই এর অন্য প্রকল্পে ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত দলিলপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, প্রকল্পের আওতায় মোট ১১ টি প্যাকেজের মাধ্যমে ক্রয় সম্পন্নের কথা থাকলেও মোট ১৫ টি প্যাকেজের মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

SL	Package- Description of procurement (goods/works /consultancy) as per bid document	Tender/Bid/Proposal Cost (in crore Taka)			Tender/Bid/Proposal		Date of completion of works/services and supply of goods	
		As per DPP	Contracted value	Actual cost	Invitation date	Contract signing/ L.C opening date	As per contract	Actual
	1	2	3		4	5	6	7
1	P-1. 1785 running feet boundary wall of JAES, Jagir, Manikgonj	0.3070115	0.2536520	0.2536370	30.08. 15	02.11.2015	02.02. 16	02.02.2016
2	P-2. 2075 running feet boundary wall of JAES, Jagir, Manikgonj	0.3144086	0.2458470	0.2458128	30.08. 15	29.10.2015	02.02. 16	02.02.2016
3	P-3. 1235 running feet boundary wall of JAES, Jagir, Manikgonj	0.1929770	0.1478818	0.1478501	30.08. 15	02.11.2015	02.02. 16	02.02.2016
4	P-4. 505 running feet boundary wall of JAES, Jagir, Manikgonj	0.1163805	0.1105615	0.1105378	24.12. 15	24.01.2016	25.03. 16	24.032.016
5	Renovation works of PD office, DPD office and other officers & staff office	0.323429	0.320447	0.320277	11.11. 15	03.12.2015	06.01. 16	04.01.2016

sl	Package- **Description of procurement (goods/works /consultancy) as per bid document**	**Tender/Bid/Proposal Cost (in crore Taka)**			**Tender/Bid/Proposal**		**Date of completion of works/services and supply of goods**	
		As per PP	**Contracted value (**Variation order value**)**	**Actual cost**	**Invitation date**	**Contract signing/ L.C opening date**	**As per contract**	**Actual**
	1	2	3		4	5	6	7
6	Renovation of BJRI Committee Room	0.6226516	0.6036404	0.6036404	22.08. 16	19.10. 16	19.01. 17	18.05. 17
7	Display Centre at Monirampur	0.1250233	0.1121999 (**0.1202710**)	0.1202710	22.08. 16	13.10. 16	22.01. 17	22.03. 17
8	Display Centre at Faridpur	0.1250233	0.1045786 (**0.1131920**)	0.1131920	22.08. 16	06.10. 16	10.01. 17	02.01. 17
9	Display Centre at Patuakhali	0.1250233	0.1119493 (**0.1164178**)	0.1164178	22.08. 16	10.10. 16	10.01. 17	08.03. 17
10	Display Centre at Kishoregonj	0.1250233	0.915330	0.915152	22.08. 16	13.10. 16	18.01. 17	19.03. 17
11	Display Centre at Chandina,	0.1250233	0.1231766	0.1231704	22.08. 16	06.12. 16	07.03. 17	07.03. 17

	Comilla							
12	Construction works of open threshing floor and land development at Head Office, Dhaka	0.499853	0.498977	0.498944	07.05. 17	25.05. 17	28.06. 17	20.06. 17
13	Construction of 845 running feet boundary wall at JRRS, Rangpur	0.2866830	0.2580147	0.2579627	28.08. 17	07.11. 17	15.03. 18	30.05. 18
14	Construction of 760 running feet boundary wall at JSPRC Nashipur, Dinajpur	0.2368191	0.2131371	0.2127913	28.08. 17	07.11. 17	15.03. 18	30.05. 18
15	Construction of 2000 running feet boundary wall at JRSS Tarabo, Narayangonj	0.5813165	0.5241599	0.5241276	28.08. 17	07.11. 17	15.03. 18	30.05. 18

সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী ০৪ টি প্যাকেজের মাধ্যমে বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণের পরিকল্পনা ছিল কিন্তু ০৭ টি প্যাকেজের মাধ্যমে কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে। এছাড়া ডিসপ্লে সেন্টার নির্মাণের জন্য মোট ০২ প্যাকেজের পরিকল্পনা ছিল। সেটি মোট ০৫ টি প্যাকেজের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়েছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জানিয়েছেন যে বরাদ্দের ভিত্তিতে বছরভিত্তিক কাজগুলো করতে হয়েছে।

১৪। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ প্রযোজ্য নয়

১৫। মূল্যায়ন পদ্ধতিঃ প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি বিবেচনা করা হয়েছেঃ

- প্রকল্পের ডিপিপি পর্যালোচনা ;
- প্রকল্পের PEC/ECNEC সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা ;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন ;
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানী/কর্মকর্তাদের মতামত গ্রহণ;

১৬। বছরভিত্তিক অনুমোদিত ডিপিপি বরাদ্দ, এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়:

আর্থিক বছর	মূল ডিপিপি বরাদ্দ	সংশোধিত ডিপিপি বরাদ্দ	আরএডিপি বরাদ্দ	অবমুক্ত	প্রকৃত ব্যয়	অবমুক্তি ও ব্যয়ের পার্থক্য
১	২	৩	৫	৬	৭	৮
২০১৫-১৬	**৫৩৫.০০**	**৫৩৫.০০**	**৫৩৫.০০**	**৫৩৫.০০**	**৫৩৪.৫৮**	০.৪২
২০১৬-১৭	**১০০০.০০**	**১০০০.০০**	**১০০০.০০**	**১০০০.০০**	**৯৯৯.৮৮**	০.১২
২০১৭-১৮	**৬০৪.০০**	**৭৫৬.৭৬**	**৭৫৬.৭৬**	**৬৯৯.৯৯**	**৬৯৮.৮৯**	১.১
	২১৩৯.০০	২২৯১.৭৬	২২৯১.৭৬	২০৩৪.৯৯	২২৩৩.৩৫	১.৬৪

সূত্রঃ পিসিআর

১৭। অডিটঃ

মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর অনুযায়ী ২০১৫ -১৬ ও ২০১৬ -১৭ অর্থবছরের অডিটে আপত্তি আছে । দ্রুত অডিট আপত্তি মিটানো হবে মর্মে পিসিআরে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের অডিট সম্পন্ন হয়নি ।

১৯। প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন ও সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনা:

গত ১৪ জুন, ২০১৯ খ্রি:, ০৬ জুন, ২০১৯ খ্রি: এবং ২১ মে , ২০১৯ খ্রি: তারিখে মোঃ ওয়াহিদ হোসেন , উপ-পরিচালক, সেক্টর-০৪, আইএমইডি কর্তৃক প্রকল্পটির আওতায় ঢাকা , মানিকগঞ্জ ও নারায়নগঞ্জে বাস্তবায়িত কার্যক্রম পরিদর্শন, নথিপত্র পর্যালোচনা ও সংশ্লিষ্টদের সাথে প্রকল্পের কাজ নিয়ে আলোচনা করা হয়।

প্রকল্পের আওতায় গবেষণা কার্যক্রমঃ

সংশ্লিষ্টদের সাথে প্রকল্পের কাজ নিয়ে আলোচনায় জানা যায় যে , দক্ষিণাঞ্চলের ৬ টি জেলায় মাঠ পর্যায়ে গত ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭ এবং ২০১৭-১৮ পাট মৌসুমে বীজ এবং আঁশ ফসলের সর্বমোট ১২৬০ টি গবেষণা পরীক্ষণ পরিচালনা করা হয়েছে। বিজেআরআই উদ্ভাবিত মধ্যম লবণাক্ততাসহিষ্ণু (9 dS/m) উচ্চ ফলনশীল বিজেআরআই দেশী পাট-৮ এর চাষাবাদ প্রকল্প এলাকায় সম্প্রসারণ ও কৃষকদের মাঝে জনপ্রিয় করা হয়েছে। ফলে ১০টি উপকূলীয় অঞ্চলের অনেক একফসলী জমিকে দু'ফসলী শষ্য বিন্যাসের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে মর্মে জানা গেছে।
উচ্চ লবণাক্ততাসহিষ্ণু (14 dS/m পর্যন্ত) আরও ৪টি অগ্রবর্তী প্রজনন সারি মাঠ পর্যায়ে উপযোগিতা পরীক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে জাত হিসাবে অবমুক্ত করার জন্য একটি প্রজনন সারি/লাইন (C-12221) DUS Test-এর জন্য বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীতে জমা দেয়া হয়েছে মর্মে জানা যায় । উক্ত প্রজনন সারি থেকে কাঙ্খিত মানসম্পন্ন একটি উচ্চ লবণাক্ততাসহিষ্ণু (14 dS/m পর্যন্ত) জাত উদ্ভাবন করা সম্ভব হবে মর্মে সংশ্লিষ্টরা আশা করা করছে। খরা সহিষ্ণু– ৩টি (Acc-2817, Acc-890 এবং Acc-2753) এবং জলমগ্নতা সহিষ্ণু – ২টি (P-24 এবং P-19) লাইন উদ্ভাবন করা হয়েছে। উল্লেখিত লাইনগুলো থেকে জাত উদ্ভাবনের জন্য আরো গবেষণার প্রয়োজন- যা রাজস্ব বাজেট থেকে পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন করা হবে মর্মে জানা গেছে।

প্রকল্পের আওতায় গাড়ী ক্রয়ঃ

আরডিপিপিতে অনুমোদিত অর্থের সংস্থান ও ক্রয় পরিকল্পনা **অনুযায়ী ২০১৫-১৬ অর্থবছরে** প্রকল্পের কাজের জন্য ০২টি পিক-আপ ক্রয় করা হয়েছে। ০১টি পিক-আপ দক্ষিণাঞ্চলের ০৬টি জেলায় গবেষণা কাজের জন্য সার্বক্ষনিকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে এবং অপরটি গবেষণাসহ প্রকল্পের ভৌত অবকাঠামো মনিটরিং কাজে ব্যবহৃত হয়েছে।




চিত্র-১ঃ **প্রকল্পের অর্থায়নে পরিচালিত গবেষণা ও প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কাজে ব্যবহারের জন্য ক্রয়কৃত ০২টি যানবাহন**

সীমানা প্রাচীরঃ

পাটের কৃষি পরীক্ষা স্টেশন, মানিকগঞ্জ, পাট গবেষণা আঞ্চলিক কেন্দ্র, রংপুর, পাট বীজ উৎপাদন ও গবেষণা কেন্দ্র, নশিপুর, দিনাজপুর এবং পাট গবেষণা উপকেন্দ্র, তারাবো, নারায়নগঞ্জ-এ সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে। প্রকল্পের অর্থায়নে কেন্দ্রীয় কৃষি পরীক্ষা স্টেশন, মানিকগঞ্জ-এ ৫৬০০ রানিং ফুট সীমানা প্রাচীর, পাট গবেষণা আঞ্চলিক কেন্দ্র, রংপুর-এ একটি গেটসহ ৮৪৫ রানিং ফুট সীমানা প্রাচীর, পাট বীজ উৎপাদন ও গবেষণা কেন্দ্র, দিনাজপুর-এ একটি গেটসহ ৭৬০ রানিংফুট সীমানা প্রাচীর এবং পাট গবেষণা উপকেন্দ্র, তারাবো, নারায়নগঞ্জ-এ ২০০০ রানিং ফুট সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ফলে খামারগুলোতে পরীক্ষণ প্লটের নিরাপত্তা নিশ্চিত এবং জনসাধারণের খামারের ভিতর দিয়ে অবাধে যাতায়াত নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। এছাড়াও সরকারি জমি জনসাধারণ কর্তৃক দখল

নিয়ন্ত্রণ/মুক্ত করা সম্ভব হয়েছে মর্মে জানা যায়। সরেজমিনে পাট গবেষণা উপকেন্দ্র, তারাবো, নারায়নগঞ্জ-এ সীমানা প্রাচীর নির্মাণ এবং পাটের কৃষি পরীক্ষা স্টেশন, মানিকগঞ্জে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করা হয়। সরেজমিন পরিদর্শনে দেখা গেছে খামারগুলোতে পরীক্ষণ প্লটের নিরাপত্তা নিশ্চিত এবং জনসাধারণের খামারের ভিতর দিয়ে অবাধে যাতায়াত নিয়ন্ত্রিত হয়েছে এবং সরকারি জমি জনসাধারণ কর্তৃক দখল নিয়ন্ত্রণ/মুক্ত করা সম্ভব হয়েছে মর্মে জানা যায়। পাটের কৃষি পরীক্ষা স্টেশন, মানিকগঞ্জে আরও প্রায় ৫০০ ফুট সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা প্রয়োজন।



মানিকগঞ্জ খামারের সীমানা প্রাচীর



তারাবো খামারের সীমানা প্রাচীর

চিত্র-২ প্রকল্পের অর্থায়নে নির্মিত বিভিন্ন আঞ্চলিক/উপ-কেন্দ্রের সীমানা প্রাচীরের চিত্র

ডিসপ্লে সেন্টারঃ

ডিপিপি অনুযায়ী আঞ্চলিক কেন্দ্র ফরিদপুর, কিশোরগঞ্জ, কুমিল্লা এবং উপকেন্দ্র-পটুয়াখালী ও যশোরের মনিরামপুরে একটি করে মোট ৫টি পাট পণ্য প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। প্রকল্পের অর্থায়নে বিজেআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত বহুমূখী পাট পণ্য দিয়ে উক্ত ০৫টি প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র সজ্জিত করা হয়েছে। উক্ত পাট পণ্যগুলো জনসাধারণের ক্রয়ের জন্য (কোন লাভ ছাড়া) উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। যশোরের মনিরামপুরে নির্মিত পাট পণ্য প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্রটি পরিদর্শন করা হয়েছে। পাট পণ্য প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্রটি জেলা না হওয়া ও উপজেলা শহর হতে দূরে হওয়ায় পাট পণ্য প্রদর্শনী ও বিক্রয় কার্যক্রম লক্ষ্য অনুযায়ী হচ্ছে না। তাছাড়া পাট পণ্য প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্রটির প্রবেশ পথ কেন্দ্রের মধ্যে হওয়ায় আগ্রহীদেরকে মূল কেন্দ্রে প্রবেশ করতে হয়। তাই অনেকে সরকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রবেশ করে না। রাস্তার দিকের জানালাগুলো বন্ধ রয়েছে। ফলে বাহির হতে প্রদর্শনী সেন্টারটি চিহ্নিত করা আগ্রহীদের জন্য সহজ নয়।





চিত্র-৩ ঃ বহুমুখী পাট পণ্যের প্রদর্শনী ও বিক্রয়ের জন্য বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্রে স্থাপিত পাট পণ্য প্রদর্শনী ও বিক্রয়কেন্দ্র

সম্মেলন কক্ষ মেরামতঃ

জানা যায় বিজেআরআই এর কমিটি রুমটি ১৯৫২ সালে স্থাপন করা হয়েছে। ফলে কমিটি রুমটি ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়েছিল। এমতাবস্থায় প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী কমিটি রুমটি বুয়েটের একজন প্রফেসর (সিভিল) এবং ইনটেরিয়র ডিজাইন বিশেষজ্ঞের সমন্বয়ে তাঁদের পরামর্শ অনুযায়ী ছাদ সংস্কার , ফ্লোর টাইলসসহ সকল ধরনের আধুনিক যন্ত্রপাতি , ইনটেরিয়র ডেকোরেশন , সাউন্ড সিস্টেম , আসবাবপত্র ইত্যাদি স্থাপনপূর্বক আধুনিকায়ন করা হয়েছে।




চত্রি-৪ ঃ প্রকল্পরে র্অথায়নে সংস্কারকৃত বিজেআরআই এর আধুনিক সম্মেলন কক্ষের চিত্র

যন্তপাতি ও আসবাবপত্র ক্রয়ঃ

বিজেআরআই এর গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করার উদ্দেশ্যে গবেষণা ল্যাবরেটরিগুলোকে আধুনিকায়ন করার লক্ষ্যে জুন/২০১৮ পর্যন্ত সর্বমোট ১৭৮ ধরণের আধুনিক গবেষণা যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। যন্ত্রপাতিগুলো বিজেআরআই এর কৃষি ও কারিগরি গবেষণা উইং-এর বিভিন্ন ল্যাবরেটরিতে স্থাপন করা হয়েছে এবং বর্তমানে সেগুলো গবেষণা কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে মর্মে জানা যায়। **বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন হতে এবং টেন্ডারের মাধ্যমে ১৮ ধরণের সর্বমোট ৩১২ টি আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়েছে**মর্মে জানা যায়।






চিত্র-৫ ঃ **বিজেআরআই-এর বিভিন্ন গবেষণা উইং এর গবেষণার জন্য ক্রয়কৃত আধুনিক যন্ত্রপাতি**

প্রশিক্ষণ ও সেমিনার/ওয়ার্কশপঃ

প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের অর্থায়নে গত তিন অর্থ বছরে মোট ৯০০০ জন কৃষক ও পাট পণ্য উৎপাদনকারী, ১০০০ জন উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা ও এনজিওকর্মী এবং ৪৫০ জন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা/উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও বিজেআরআই-এর মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে বিজ্ঞানী/কর্মচারীদেরকে ২১ টি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বিজেআরআই এর ১০ জন বিজ্ঞানীকে পিএইচডি বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। বৃত্তিপ্রাপ্ত বিজ্ঞানীরা দেশের বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি অধ্যয়নরত আছে। কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী জুন/২০১৮ পর্যন্ত মোট ৫টি সেমিনার/ওয়ার্কশপ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।



চিত্র-৬ ঃ প্রকল্পের অর্থায়নে বাস্তবায়িত কৃষক, সম্প্রসারণ/এনজিওকর্মী এবং কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের চিত্র (প্রকল্প পরিচালক হতে সংগৃহীত)

সম্প্রসারণ কর্মী ও এনজিও কর্মীঃ

পাট চাষ কখন করলে ভাল হয় এবং পাট চাষকে আধুনিক প্রযুক্তিতে রূপান্তরিত করার জন্য বিভিন্ন কর্মী ও এনজিও কর্মী সম্প্রসারণ করা হয়। এই প্রকল্পের আওতায় প্রতি ব্যাচে ৩০ জন করে কৃষকদের ০৩ দিন করে পাট জাতীয় ফসলের প্রযুক্তি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।



চিত্র-৭টি প্রকল্পের অর্থায়নে বাস্তবায়িত কৃষক, সম্প্রসারণ/এনজিওকর্মী এবং কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের চিত্র (প্রকল্প পরিচালক হতে সংগৃহীত)

২০. প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

উদ্দেশ্য	অর্জন	মতামত
পাট ও পাট জাতীয় ফসলের জাত উদ্ভাবন এবং বহুমুখী পাটপণ্য উদ্ভাবন সংক্রান্ত গবেষণার উন্নয়ন; পাট ও পাট জাতীয় ফসলের লবনাক্ততা এবং অন্যান্য প্রতিকূলতা সহিষ্ণুজাত উদ্ভাবন;	চার পাট মৌসুম (৩ অর্থ বছর) উল্লেখিত গবেষণার ফলে একটি অধিকতর লবণাক্ততা সহিষ্ণু জাত/অগ্রবর্তী লাইন উদ্ভাবিত হয়েছে - যা বর্তমানে সরকারী অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। জাতটি অবমুক্ত এবং ঐ অঞ্চলে চাষাবাদের উদ্যোগ গ্রহণ করলে মোট আবাদী জমির একদশমাংশ জমি (যেখানে বর্তমানে একটি ফসল উৎপন্ন হয়) এক-ফসলী হতে দো -ফসলী জমিতে রূপান্তরিত হবে। ফলে ভবিষ্যতে ঐ অঞ্চলের কৃষকদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন সূচকের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটবে। লবণাক্ততা সহিষ্ণু পাট জাত উদ্ভাবনের জন্য দেশের দক্ষিণাঞ্চলের ৬টি জেলার ৬টি উপজেলায় (কলাপাড়া, পটুয়াখালী; বেতাগী, বরগুনা; নাজিরপুর, পিরোজপুর; মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট; দাকোপ, খুলনা ও সাতক্ষীরা সদর, সাতক্ষীরা) পাট আঁশ ও বীজ মৌসুমে কৃষকের জমিতে মোট ১২৬০টি (আঁশ ফসলের ৯৬০টি এবং বীজ ফসলের ৩০০টি) পরীক্ষণ পরিচালনা করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের গবেষণার মাধ্যমে ৪টি অগ্রবর্তী লাইন পাওয়া গেছে-যা থেকে উচ্চ লবণাক্তযুক্ত (14 dS/m) জমিতে চাষাবাদযোগ্য জাত উদ্ভাবন করা যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। ইতোমধ্যে লবণাক্ততা সহিষ্ণু জাত উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে একটি প্রজনন লাইন (C-12221) DUS Test-এর জন্য বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীতে জমা দেয়া হয়েছে। তাছাড়া বিজেআরআই উদ্ভাবিত বিজেআরআই দেশী পাট-৮ কে দক্ষিণাঞ্চলের ৬টি জেলার ৬টি উপজেলায় কৃষকদের মাঝে জনপ্রিয় করার জন্য মাঠ দিবস ও কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। ফলে, উপকূলীয় এলাকার বিস্তর এক ফসলি জমিতে ২টি ফসল আবাদ করা যাবে। এতে ঐ এলাকার কৃষক অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবে।	
আধুনিক পাট আঁশ এবং পাট বীজ উৎপাদন প্রযুক্তি কৃষক পর্যায়ে হস্তান্তর; বহুমুখী পাটজাত পণ্য হস্তান্তর ও জনপ্রিয়করণ;	পাটের বহুমুখী ব্যবহার বৃদ্ধি ও পাটজাত পণ্যকে জনপ্রিয় করার জন্য বিজেআরআই-এর ৩টি আঞ্চলিক কেন্দ্র (ফরিদপুর, কিশোরগঞ্জ এবং চান্দিনা, কুমিল্লা) এবং ২টি উপকেন্দ্রে (মনিরামপুর, যশোর এবং পাখিমারা, পটুয়াখালী) মোট ৫টি পাট পণ্য প্রদর্শনী ও বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।	
বিজেআরআই এর মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং	বিজেআরআই-এর উর্ধ্বতন ১০ জন বিজ্ঞানীকে বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি কোর্সে সঠিক সময়ে মনোনয়ন প্রদান করা হয়েছিলো এবং তাদের সকলের কোর্সই সমাপ্তির পর্যায়ে । বিজেআরআই উদ্ভাবিত বিভিন্ন প্রযুক্তি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ৯০০০ জন কৃষক /পাট পণ্য উৎপাদনকারীদের নিকট সফলভাবে সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এছাড়াও বিজেআরআই বিভিন্ন গ্রেডের কর্মচারী ও মাঠ পর্যায়ে বিজেআরআই গবেষণা সাফল্য পৌছানোর লক্ষ্যে (ডিএই'র) ১০০০ জন উপ- সহকারী কৃষি কর্মকর্তা এবং ৪৫০ জন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা/কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও বিজেআরআই-এর বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে ২১ ধরণের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, যা বিজ্ঞানী/কর্মকর্তাদেরকে দক্ষতার সাথে গবেষণা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে সহায়তা করবে।	
বিজেআরআই এর প্রধান কার্যালয় এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক/উপকেন্দ্রের গবেষণাগার, প্রদর্শণী কেন্দ্র, প্রশিক্ষণ ও মাঠ গবেষণা সুবিধার উন্নয়ন।	সীমানার প্রাচীর নির্মাণঃ বিজেআরআই কেন্দ্রীয় গবেষণা খামারসহ আরো তিনটি আঞ্চলিক ও উপকেন্দ্রে মোট ৯২৫০ ফুট সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে। এতে খামারগুলো সরকারী/বেসরকারী ও ব্যক্তিমালিকানাধীন ভূমি দখলধারীদের নিকট হতে বিজেআরআই -এর জমি রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়াও খামারগুলোতে অবাধে জনসাধারনের চলাচল বন্ধ হয়েছে। খামারগুলোতে নিরাপত্তা বেষ্টনী স্থাপিত হওয়ার ফলে গবেষণা প্লটগুলো সুরক্ষিত রাখা সম্ভব হবে। কমিটি রুম সংস্কার ও আধুনিকায়নঃ তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানের সময় স্থাপিত (১৯৫২) কমিটি রুমটি বিগত প্রায় ২০ বছর ধরে ব্যবহারের প্রায় অনুপযোগী ছিল। এ প্রকল্পের অর্থায়নে কমিটি রুমটি সংস্কার করে অত্যাধুনিক তথা আন্তর্জাতিক মানের একটি কমিটি রুমে রূপান্তিরিত করা সম্ভব হয়েছে। ফলে কমিটি রুমটিতে সেমিনার , সিম্পোজিয়াম ও বিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন সভা করা সম্ভব হচ্ছে।	

উদ্দেশ্য	অর্জন	মতামত
	গবেষণা যন্ত্রপাতি ক্রয়ঃপ্রকল্পের অর্থায়নে বিজেআরআই এর সংস্কারকৃত ও আধুনিকায়নকৃত ২টি গবেষণাগারসহ বিভিন্ন ল্যাবরেটরিতে মোট ১৭৮টি অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে বিজ্ঞানীদের গবেষণা কাজ পরিচালনা করা সহজ হয়েছে এবং বিশ্বমানের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। তথ্য প্রযুক্তি সম্প্রসারণঃ বিজেআরআই সদর দপ্তর কর্মরত সকল বিভাগীয় /শাখা প্রধান ও প্রশাসনের কর্মকর্তা এবং আঞ্চলিক /উপকেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের ২৭টি ডেস্কটপ কম্পিউটার (ইউপিএস ও প্রিন্টারসহ) এবং ০৩টি ল্যাপটপসহ ইন্টারনেট সেবা প্রদান করা হয়েছে। একই সাথে বিজেআরআই সার্ভার রুমের Band width নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আধুনিক device ক্রয় করা হয়েছে।	

২১. পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশঃ

পর্যবেক্ষণ	সুপারিশ
১) প্রকল্পের অর্থায়নে উচ্চ লবণাক্ততা সহিষ্ণু (14 dS/m পর্যন্ত) ৪টি অগ্রবর্তী প্রজনন সারি মাঠ পর্যায়ে উপযোগিতা পরীক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং জাত হিসাবে অবমুক্ত করার জন্য একটি প্রজনন সারি/লাইন (C-12221) DUS Test-এর জন্য বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীতে জমা দেয়া হয়েছে;	১) উচ্চ লবণাক্ততা সহিষ্ণু **(14 dS/m** পর্যন্ত) যে প্রজনন সারি/লাইন **DUS Test-**এর জন্য বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীতে জমা দেয়া হয়েছে সেটি অনুমোদনের পর কৃষকের মাঠে সম্প্রসারণের উদ্যোগ নিতে হবে ; মাঠ পর্যায়ে উপযোগিতা পরীক্ষণ সম্পন্নকৃত বাকী ০৩টি অগ্রবর্তী প্রজনন সারির বাকী কাজগুলো সম্পন্ন করতে বিজেআরআইকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে;
২) **প্রকল্পের অর্থায়নে** খরা সহিষ্ণু – ৩টি (Acc-2817, Acc-890 এবং Acc-2753) এবং জলমগ্নতা সহিষ্ণু– ২টি (P-24 এবং P-19) লাইন উদ্ভাবন করা হয়েছে।	২) **প্রকল্পের অর্থায়নে উদ্ভাবিত** খরা সহিষ্ণু – ৩টি (Acc-2817, Acc-890 এবং Acc-2753) এবং জলমগ্নতা সহিষ্ণু– ২টি (P-24 এবং P-19) লাইনগুলোর পরবর্তী কাজগুলো বিজেআরআই কর্তৃক সম্পন্নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে এবং মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ করতে হবে;
৩) **প্রকল্পের কাজের মাধ্যমে দেশের** ১০টি উপকূলীয় অঞ্চলের অনেক একফসলী জমিকে দু'ফসলী শষ্য বিন্যাসের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে ;	৩) দেশের উক্ত ১০টি উপকূলীয় অঞ্চলের শষ্য বিন্যাসের নিবিড়তা বৃদ্ধির জন্য প্রকল্পের আওতায় গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত উচ্চ লবণাক্ততাসহিষ্ণু জাতের সম্প্রারণের উদ্যোগ নিতে হবে;
৪) প্রকল্পের অর্থায়নে বিজেআরআই কর্তৃক নির্মিত ০৫টি পাট পণ্য প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে পাট পণ্য পরিচিত ও সম্প্রসারণ করা হচ্ছে । তবে যশোরের মনিরামপুরে নির্মিত কেন্দ্রটির প্রবেশ পথ পাট গবেষণা কেন্দ্রের ভিতরে হওয়াতে এবং রাস্তা হতে সরাসরি প্রবেশে সুযোগ না থাকায় উদ্দেশ্য অনুযায়ী সুফল পাওয়া যাচ্ছে না;	৪) যশোরের মনিরামপুরে নির্মিত কেন্দ্রটির প্রবেশ পথ পুনরায় রাস্তার দিকে নির্মাণ করতে হবে যাতে করে আগ্রহীরা সহজে পাট পণ্য প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্রে প্রবেশের সুযোগ পায়।
৫) প্রকল্পের ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অর্থবছরের আর্থিক লেনদেনের বিষয়ে অডিট আপত্তি রয়েছে এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরের অডিট সম্পন্ন হয়নি;	৫) অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি নিশ্চিত করতে হবে এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরের অডিট সম্পন্ন করতে হবে। বিষয়টি এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে;
৬) বিজেআরআই এর মানবসম্পদ উন্নয়নের অংশ হিসেবে বিজেআরআই -এর উর্ধ্বতন ১০ জন বিজ্ঞানীকে বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি কোর্সের জন্য অর্থায়ন করা হয়েছে;	৬) আলোচ্য প্রকল্পের অর্থায়নে উচ্চ শিক্ষারত ১০ জন বিজ্ঞানীর পিএইচডি যাতে যথাযথভাবে সম্পন্ন হয় সে জন্য বিজেআরআইকে প্রয়োজনীয় মনিটরিং করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা করতে হবে;

পর্যবেক্ষণ	সুপারিশ
৭) বিজেআরআই কেন্দ্রীয় গবেষণা খামারসহ আরো তিনটি আঞ্চলিক ও উপকেন্দ্রে মোট ৯২৫০ ফুট সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে। এতে খামারগুলো সরকারী/বেসরকারী ও ব্যক্তিমালিকানাধীন ভূমি দখলধারীদের নিকট হতে বিজেআরআই -এর জমি রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়াও খামারগুলোতে অবাধে জনসাধারনের চলাচল বন্ধ হয়েছে। খামারগুলোতে নিরাপত্তা বেষ্টনী স্থাপিত হওয়ার ফলে গবেষণা প্লটগুলো সুরক্ষিত রাখা সম্ভব হবে।	৭) আলোচ্য কেন্দ্রগুলোর অবশিষ্ট সীমানা প্রাচীর নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে;
৮) ২০১৫-১৬ হতে ২০১৭ -১৮ অর্থবছরে আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত মোট ২২৯১.৭৬ লক্ষ টাকার মধ্য হতে ২০৩৪.৯৯ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে এবং ২২৩৩.৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে অর্থাৎ মোট ১.৬৪ লক্ষ টাকা অব্যয়িত রয়েছে।	৮) অব্যয়িত ১.৬৪ লক্ষ টাকা সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে;
৯) পিসিআরের ০৩ নম্বর পাতার ২নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় (২২৯০.১২২ লক্ষ টাকা) ০৪ নম্বর পাতার ০৫ নম্বর অনুচ্ছেদে বর্ণিত কমপোনেন্ট অনুযায়ী সর্বমোট প্রকৃত ব্যয় (২২৩৩.০৫ লক্ষ টাকা) ও ০৮ নম্বর পাতার ১ (b) তে বর্ণিত ব্যয়ের তথ্যের (২২৯১.৭৬ লক্ষ টাকা) মধ্যে মিল নেই। প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় কত তা নিশ্চিত হবার জন্য বিজেআরআই ও প্রকল্প পরিচালকের সাথে যোগাযোগ করা হয়। পরবর্তীতে বিজেআরআই ও প্রকল্প পরিচালকের নিকট হতে সংশোধিত তথ্য (প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় ২২৩৩ .৩৫ লক্ষ টাকা) নিয়ে প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে। সঠিকভাবে যাচাই-বাছাই করে প্রকৃত ব্যয়ের তথ্য পিসিআরে উল্লেখ করা আবশ্যক এবং সংস্থা ও মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিষয়টি যাচাই করা প্রয়োজন।	৯) প্রকৃত পক্ষে প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় কত তা মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাকে পুনরায় পরিক্ষা করে এ বিভাগকে জানাতে হবে এবং ভবিষ্যতে পিসিআরে সঠিক তথ্য উপস্থাপন নিশ্চিত করতে হবে।
১০) অনুচ্ছেদ ২১.১ -২১.৯ এ উল্লিখিত পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় / সংস্থাকর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা এ বিভাগ আগামী ০২ মাসের মধ্যে জানাতে হবে;	

ক্রমিক নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা **পণ্য**	একক	পরিমান
১	২	৩	৪
১.	ইসি মিটার	সংখ্যা	৫
২.	সয়েল ময়েশ্চার মিটার	সংখ্যা	৫
৩.	সিড ময়েশ্চার মিটার	সংখ্যা	৮
৪.	ডিজিটাল ব্যালেন্স (৪ ডিজিট)	সংখ্যা	৪
৫.	ডিজিটাল ব্যালেন্স (২ ডিজিট)	সংখ্যা	২
৬.	সিড ডিভাইডার	সংখ্যা	৩
৭.	অটোক্লেভ (৪০ লি.)	সংখ্যা	১
৮.	এসপিএডি মিটার	সংখ্যা	১
৯.	ওয়াটার বাথ	সংখ্যা	১
১০.	ডিজিটাল স্লাইড ক্যালিপারস্	সংখ্যা	২০
১১.	হিট টলারেন্ট গ্লাস পেট্রিডিস	সংখ্যা	২০০ (১ সেট)
১২.	ইনকিউবেটর ২৮ লি.	সংখ্যা	১
১৩.	মেগনেটিক স্টেয়ারার উইথ হট প্লেট	সংখ্যা	২
১৪.	মাইক্রোলিটার পিপেট (২, ১০,১০০, ২০০, ১০০০ মাইক্রোলিটার) সিঙ্গেল চ্যানেল	সংখ্যা	১০ (১ সেট) (প্রতিটি ২টি)
১৫.	মাল্টি চ্যানেল (৮ চ্যানেল) পিপেট	সংখ্যা	৩
১৬.	মিনি ফটোসিন্থেসিস মিটার	সংখ্যা	১
১৭.	রেফ্রিজারেটরস্ (-১০^0 থেকে -৪০^{0}সে.)	সংখ্যা	২
১৮.	ওভেন (৩৩০^0 সে.)	সংখ্যা	২
১৯.	ইলেকট্রিক গ্রেইন/সিড কাউন্টার	সংখ্যা	৩
২০.	জেল ইলেকট্রোফরেসিস	সংখ্যা	২
২১.	মিনি সেন্ট্রিফিউজ (আপ টু ১৪০০ আরপিএম)	সংখ্যা	২
২২.	স্পেক্টোফটোমিটার	সংখ্যা	১
২৩.	ভরটেক্স মেশিন	সংখ্যা	২
২৪.	লাক্স মিটার	সংখ্যা	২
২৫.	বেঞ্চ টপ সেকার	সংখ্যা	১
২৬.	অটোক্লেভ মেশিন (৪৫ লিটার)	সংখ্যা	১
২৭.	বুনসেন বার্ণার	সংখ্যা	১
২৮.	সিড ড্রায়ার	সংখ্যা	১
২৯.	রেফ্রিজারেটর (নরমাল)	সংখ্যা	৩
৩০.	কলোনি কাউন্টার	সংখ্যা	২ (১ সেট)
৩১.	ডিসপেনসার	সংখ্যা	৬ (১ সেট)
৩২.	ইনসেক্টোরিয়াম (এয়ারকুলার, রুম হিটার উইথ টেম্পারেচার কন্ট্রোল ডিভাইস, ইনসেক্ট বক্স, রুফ অপটিক্যাল ফাইবার গ্লাস, ফেন্সিং নেট ইত্যাদি)	সংখ্যা	১ সেট
৩৩.	এয়ার কন্ডিশনার ৫টি ৩ টন ও ১০টি ১.৫ টন)- (নিউ সিড ল্যাব-২টি, আদার ল্যাব-৭টি, সেমিনার রুম-২টি, সিড স্টোর-৪টি)	সংখ্যা	১৫
৩৪.	সিড ময়েশ্চার মিটার	সংখ্যা	২
৩৫.	ল্যাবরেটরি মডেল সিড ড্রায়ার	সংখ্যা	০
৩৬.	ডিজিটাল ব্যালেন্স (৪ ডিজিট)	সংখ্যা	১

ক্রমিক নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা **পণ্য**	একক	পরিমান
১	২	৩	৪
৩৭.	ডিজিটাল ব্যালেন্স (২ ডিজিট)	সংখ্যা	২
৩৮.	সিড ডিভাইডার	সংখ্যা	১
৩৯.	পিউরিটি এনালাইসিস বোর্ড	সংখ্যা	১
৪০.	ডায়াফেনোস্কোপ	সংখ্যা	৩
৪১.	মেগনিফায়ার	সংখ্যা	২
৪২.	ইলেকট্রনিক গ্রেইন কাউন্টার	সংখ্যা	২
৪৩.	ভ্যাকুয়াম গ্রেইন কাউন্টার	সংখ্যা	২
৪৪.	এলুমিনিয়াম কন্টইনার উইথ কভার ফর সিড ড্রাইয়িং	সংখ্যা	৫০ (১ সেট)
৪৫.	হিট টলারেন্ট গ্লাস পেট্রিডিস	সংখ্যা	২০০ (১ সেট)
৪৬.	অটোক্লেভ (১০০ লি.)	সংখ্যা	১
৪৭.	জার্মিনেটর	সংখ্যা	১
৪৮.	এসপিএডি মিটার/ক্লোরোফিল মিটার	সংখ্যা	১
৪৯.	স্পেকট্রোফটোমিটার	সংখ্যা	১
৫০.	সিড গ্রাইন্ডার	সংখ্যা	১
৫১.	ওভেন (৩৩০^{0}সে.)	সংখ্যা	০
৫২.	রেফ্রিজারেটর (২^{0} থেকে ৮^{0}সে.)	সংখ্যা	১
৫৩.	ডিপ ফ্রিজার (-১০^{0} থেকে -৪০^{0}সে.)	সংখ্যা	১
৫৪.	আল্ট্রা লো রেফ্রিজারেটর (-৪০^{0} থেকে -৮৬^{0}সে.)	সংখ্যা	১
৫৫.	মিনি সেন্ট্রিফিউজ (আপ টু ১৪০০ আরপিএম)	সংখ্যা	১
৫৬.	আল্ট্রা সেন্ট্রিফিউজ (২৫০০০ আরপিএম)	সংখ্যা	১
৫৭.	মেম্ব্রাপিউর/আল্ট্রাপিউর ওয়াটার পিউরিফিকেশন সিস্টেম	সংখ্যা	১
৫৮.	গ্রেডিয়েন্ট পিসিআর মেশিন	সংখ্যা	১
৫৯.	অটোমেটেড ডিএনএ এক্সট্রাকশন সিস্টেম	সংখ্যা	১
৬০.	ওয়াটার বাথ	সংখ্যা	১
৬১.	অরবিটাল সেকার উইথ ইউনিভার্সাল এটাচমেন্ট	সংখ্যা	১
৬২.	জেল ইলেকট্রোফরেসিস উইথ পাওয়ার প্যাক	সংখ্যা	২
৬৩.	ভরটেক্স মেশিন	সংখ্যা	১
৬৪.	আইস মেকার মেশিন	সংখ্যা	১
৬৫.	বুনসেন বার্নার	সংখ্যা	১
৬৬.	সকস্ লেট এপারেটাস	সংখ্যা	১
৬৭.	মেগনেটিক স্টেয়ারার উইথ হট প্লেট	সংখ্যা	১
৬৮.	ইলেকট্রিক্যাল কনডাকটিভিটি মিটার	সংখ্যা	১
৬৯.	হাই পারফরমেন্স লিকুইড ক্রোমাটোগ্রাফি	সংখ্যা	১
৭০.	ইলাইজা প্লেট রিডার উইথ ওয়াসার	সংখ্যা	১
৭১.	ফ্রিজার ড্রায়ার ২.৫ লি.	সংখ্যা	১
৭২.	আল্ট্রাসনিক ভাইব্রেশন	সংখ্যা	১
৭৩.	ট্রিনোকুলার স্টেরিও মাইক্রোসকোপ উইথ পিসি	সংখ্যা	১
৭৪.	ইনভারটেড মাইক্রোসকোপ ফেজ কনটাক্ট উইথ এলইডি মনিটর	সংখ্যা	১
৭৫.	ট্রিনোকুলার কমপাউন্ড মাইক্রোসকোপ ফেজ কনটাক্ট উইথ পিসি	সংখ্যা	১
৭৬.	ফিউম হুড	সংখ্যা	১
৭৭.	জেনারেটর ২০০ কেভিএ (ডিজেল)	সংখ্যা	১
৭৮.	এয়ার পারমিয়েবিলিটি টেস্টার	সংখ্যা	১
৭৯.	ডিজিটাল ফটো ভল্ট মিটার	সংখ্যা	১

ক্রমিক নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা **পণ্য**	একক	পরিমান
১	২	৩	৪
৮০.	ওয়াটার পারমিএবিলিটি টেস্টার	সংখ্যা	১
৮১.	ওয়াটার ভেপার টেস্টার	সংখ্যা	১
৮২.	উইকেবিলিটি টেস্টার	সংখ্যা	১
৮৩.	এফটিআর-স্পেকট্রোফটোমিটার	সংখ্যা	১
৮৪.	ওডি ব্যাচ ইমালসন মিক্চার এম/সি	সংখ্যা	১
৮৫.	ডিজিটাল টুইস্ট টেস্টার	সংখ্যা	১
৮৬.	প্রিজলে ফাইবার স্ট্রেন্থ টেস্টার	সংখ্যা	১
৮৭.	টিজিএ	সংখ্যা	১
৮৮.	ডিজিটাল কাউন্ট এনালাইজার	সংখ্যা	১
৮৯.	ডিজিটাল ফাইনেস মিটার	সংখ্যা	১
৯০.	ডিজিটাল নেপ টেস্টার	সংখ্যা	১
৯১.	থিকনেস টেস্টার	সংখ্যা	১
৯২.	এক্সট্রুডার	সংখ্যা	০
৯৩.	হিটার (লোকাল)	সংখ্যা	১
৯৪.	হট প্রেস	সংখ্যা	১
৯৫.	সিওবিবি টেস্টার	সংখ্যা	১
৯৬.	বয়েলিং পট (ডাইজেস্টার)	সংখ্যা	১
৯৭.	হাইড্রলিক প্রেস (১০ টন)	সংখ্যা	১
৯৮.	লিফটিং ভ্যাট	সংখ্যা	১
৯৯.	ইলেকট্রনিক ব্যালেন্স ০.০০১৮গ্রাম -১২০০ গ্রাম	সংখ্যা	১
১০০.	ডিজিটাল থার্মাল কনডাকটিভিটি মিটার	সংখ্যা	১
১০১.	হিউমিডিফায়ার	সংখ্যা	১
১০২.	ডিহিউমিডিফায়ার	সংখ্যা	১
১০৩.	পিএইচ মিটার	সংখ্যা	১
১০৪.	এয়ার পারমিয়েবিলিটি টেস্টার	সংখ্যা	০
১০৫.	হাইগ্রো মিটার	সংখ্যা	১
১০৬.	ক্রিজ রিকোভারি টেস্টার	সংখ্যা	১
১০৭.	ইউভি-স্পেকট্রোফটোমিটার	সংখ্যা	১
১০৮.	পেডিং মেশিন	সংখ্যা	১
উপমোট			**১৭৮**

বিনা'র গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ এবং উপকেন্দ্রসমূহের উন্নয়ন (৩য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত: জুন ২০১৮)

১। প্রকল্পের নাম : বিনা'র গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ এবং উপকেন্দ্রসমূহের উন্নয়ন (৩য় সংশোধিত)।

২। মন্ত্রণালয়/বিভাগ : কৃষি মন্ত্রণালয়।

৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা), ময়মনসিংহ।

৪। প্রকল্পের অবস্থান : ৮টি বিভাগের ১৪টি জেলার ১৪টি উপজেলা।

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ সদর
	শেরপুর	নালিতাবাড়ী
	জামালপুর	জামালপুর সদর
রংপুর	রংপুর	রংপুর সদর
বরিশাল	বরিশাল	বরিশাল সদর
চট্টগ্রাম	খাগড়াছড়ি	খাগড়াছড়ি সদর
	কুমিল্লা	কুমিল্লা সদর
	নোয়াখালী	সুবর্ণচর
ঢাকা	গোপালগঞ্জ	গোপালগঞ্জ সদর
খুলনা	মাগুরা	মাগুরা সদর
	সাতক্ষীরা	সাতক্ষীরা সদর
রাজশাহী	পাবনা	ঈশ্বরদী
	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর
সিলেট	সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ সদর
বিভাগ = ৮টি	জেলা = ১৪টি	মোট উপজেলা = ১৪টি

৫। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট টাকা প্রঃ সাঃ	সর্বশেষ সংশোধিত মোট টাকা প্রঃ সাঃ	মোট টাকা প্রঃ সাঃ	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১১২৯২.০০ ১১২৯২.০০ -	১৬০৫৫.৯২ ১৬০৫৫.৯২ -	১৬০০৯.০৪	১ মে, ২০১০ হতে ৩০ জুন, ২০১৩	১ মে, ২০১০ হতে ৩০ জুন, ২০১৮	১ মে, ২০১০ হতে ৩০ জুন, ২০১৮	৪৭১৭.০৪ (৪১.৭৭)	৫ বছর (১৬৬%)

৬। প্রকল্পের উদ্দেশ্য (আরডিপিপি অনুযায়ী)

- নিউক্লিয়ার ও অন্যান্য আধুনিক কলাকৌশল ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নত এবং অঞ্চল ভিত্তিক উচ্চ ফলনশীল মাঠ ও উদ্যান ফসলের জৈবিক (রোগবালাই ও কীটপতঙ্গ) এবং অজৈবিক (অম্ল, লবণাক্ততা, ক্ষরা, জলামগ্নতা) প্রতিকূল পরিবেশ সহনীয় জাত উদ্ভাবন।
- নতুন উপকেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণ, ল্যাব ও অফিস ভবন, প্রশিক্ষণ হল ও গেস্ট হাউজ ইত্যাদি নির্মাণ এবং পরীক্ষণ মাঠের উন্নয়ন।
- নতুন উপকেন্দ্রসহ সকল উপকেন্দ্র ও বিভাগের জন্য যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্য, গ্লাসওয়্যার, আসবাবপত্র ইত্যাদি ক্রয়ের মাধ্যমে গবেষণাগার উন্নতকরণ।

- প্রধান কার্যালয়ের নতুন তিনটি বিভাগ (বায়োটেকনোলজি, উদ্যানতত্ত্ব ও কৃষি অর্থনীতি) সহ উপকেন্দ্রসমূহের জনবল (চাঁপাইনবাবগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, খাগড়াছড়ি, বরিশাল, নোয়াখালী, শেরপুর এবং গোপালগঞ্জ) ও অবকাঠামো গড়ে তোলা।
- মলিকুল্যার পদ্ধতির মাধ্যমে শস্যের উন্নতজাত, আদিজাত ও স্থানীয় জাত এবং জীবানুর স্ট্রেইন এর কৌলিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নিরুপন।
- বিনার উদ্ভাবিত শস্যের জাত ও প্রযুক্তিসমূহের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্ভাবনার বিশ্লেষণ, উচ্চ ফলনশীল জাতের পার্থক্য, ঝুঁকি গ্রহণের উপযোগিতা ও প্রতিবন্ধকতা পরীক্ষণ।
- বিনা উদ্ভাবিত প্রযুক্তির স্থানভিত্তিক উন্নয়ন ও দেশব্যাপী সম্প্রসারণে বিভিন্ন কৃষি অঞ্চলে মাঠ পরীক্ষণ ও স্থানীয় কৃষি সমস্যা নিয়ে গবেষণা করার লক্ষ্যে দক্ষ জনবল গড়ে তোলা এবং কৃষক ও সম্প্রসারণ কর্মী প্রশিক্ষণ।

৭। প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম :

- ০৭টি নতুন উপকেন্দ্র ও পুরাতন ০২টি উপকেন্দ্রের নির্মাণ কাজ;
- মূল কার্যালয়ের ০৩টি নতুন বিভাগের নির্মাণ কাজ;
- উন্নত, অঞ্চলভিত্তিক, উচ্চ ফলনশীল ও প্রতিকূল পরিবেশ সহনশীল জাত উদ্ভাবন;
- ল্যাব যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্য, আসবাবপত্র ক্রয়;
- প্রদর্শনী/মাঠ দিবস/কৃষক ও সম্প্রসারণ কর্মীদের প্রশিক্ষণের আয়োজন।

৮। প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন, পিসিআর এর ভিত্তিতে) : পরিশিষ্ট-ক

৯। প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন সম্পর্কিত :

৯.১। আলোচ্য প্রকল্পটির মূল বাস্তবায়নকাল ছিল মে, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩ পর্যন্ত। পরবর্তীতে ০১ বার ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধিসহ প্রকল্পটি ০৩ বার সংশোধন করা হয়। নিম্নবর্ণিত কারণে মূল প্রাক্কলিত ব্যয় ১১২৯২.০০ লক্ষ টাকা অপরিবর্তিত রেখে বাস্তবায়ন মেয়াদ জুন, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৪ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে প্রকল্পের ১ম সংশোধন করা হয়ঃ

- শ্রমিকের মজুরি, পণ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে ব্যয় বেড়ে যাওয়া;
- গবেষণা ব্যয়, প্রশিক্ষণ ও ফেলোশিপ খাতে বৃদ্ধি পাওয়া;
- ল্যাবরেটরী যন্ত্রপাতি, মেশিনারিজ, কম্পিউটার, অফিস যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র, নির্মাণ কাজ ইত্যাদির ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়া;
- ডিপিপি অনুসারে নির্ধারিত ভূমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন না হওয়া।

৯.২। ২য় সংশোধনঃ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ১১২৯২.০০ লক্ষ টাকা হতে ১২৭৭৪.৯৩ লক্ষ টাকায় বৃদ্ধি করে এবং প্রকল্প সমাপ্তির মেয়াদ জুন, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৫ পর্যন্ত বর্ধিত করে নিম্নবর্ণিত কারণে প্রকল্পের ২য় সংশোধন করা হয়ঃ

- শ্রমিকের মজুরি, পণ্যদ্রব্যের মূল্য, ল্যাবরেটরী যন্ত্রপাতি, মেশিনারিজ, কম্পিউটার, অফিস যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র, নির্মাণ কাজ ইত্যাদির ব্যয় বেড়ে যাওয়া;
- নির্মাণ কাজে কিছু নতুন আইটেম যেমন গ্যারেজ, আনসার শেড, ডকইয়ার্ড ইত্যাদি এবং গবেষণা কাজে নতুন কিছু আণবিক গবেষণা যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র যুক্ত হওয়ায় ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়া;
- বৈদেশিক শিক্ষা সফর/সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণের জন্য দৈনিক ভাতা বৃদ্ধি এবং এই সকল প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়া;
- ১ম সংশোধিত ডিপিপিতে ভূমি উন্নয়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ পর্যাপ্ত না হওয়ার কারণ প্রস্তাবিত ভূমি অনেক নীচু ছিল।

৯.৩। ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধিঃ জুন, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৬ পর্যন্ত প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়।

৯.৪। ৩য় সংশোধনঃ এই সংশোধনীর মাধ্যমে প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ১২৭৭৪.৯৩ লক্ষ টাকা থেকে বর্ধিত করে ১৬০৫৫.৯২ লক্ষ টাকায় উন্নীত করা হয়। একই সাথে প্রকল্পের মেয়াদ জুন, ২০১৬ হতে বৃদ্ধি করে ডিসেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। প্রকল্প সংশোধনের কারণগুলো হলোঃ

- নতুন পে স্কেল ২০১৫ অনুযায়ী প্রকল্পের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন প্রদান করায় ব্যয় বৃদ্ধি পায়;

- ইতোপূর্বে প্রকল্পের মেয়াদ এক বছর বৃদ্ধি করায় বর্ধিত মেয়াদে গবেষণা সম্পাদনের জন্য গবেষণা ব্যয় বৃদ্ধি এবং শ্রমিকের মজুরিও বৃদ্ধি পায়;
- বৈদেশিক শিক্ষা সফর/ফেলোশীপ/উচ্চ শিক্ষা/সেমিনার/ওয়ার্কশপ/মাঠ দিবস/ভূমি উন্নয়ন ইত্যাদির জন্য ২য় সংশোধিত প্রকল্পের বাজেট বরাদ্দ পর্যাপ্ত না হওয়ায় ব্যয় বৃদ্ধি পায়;
- নির্মাণ কাজে পিডব্লিউডি এর নতুন রেইট সিডিউল এর কারণে নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া।

৯.৫। ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধিঃ ডিসেম্বর, ২০১৭ হতে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়।

১০। বছর ভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়:

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	লক্ষ্যমাত্রা	অবমুক্তি (টাকা)	ব্যয় ও ভৌত অগ্রগতি
	মোট (টাকা)	মোট (টাকা)		মোট (টাকা)
২০০৯-১০	-	-	-	-
২০১০-১১	২২৩৯.৫১	২২৩৯.৫১	২২৪৭.০০	২২৩৯.৫১
২০১১-১২	১৭৫৬.৭০	১৭৫৬.৭০	১৮০০.০০	১৭৫৬.৭০
২০১২-১৩	২৩৯৬.৪৯	২৩৯৬.৪৯	২৪০০.০০	২৩৯৬.৪৯
২০১৩-১৪	৩১৮৯.৮৪	৩১৮৯.৮৪	৩২০০.০০	৩১৮৯.৮৪
২০১৪-১৫	১৬৯০.৬৯	১৬৯০.৬৯	১৬৯৯.০০	১৬৯০.৬৯
২০১৫-১৬	১০৪২.৯৭	১০৪২.৯৭	১০৪৩.০০	১০৪২.৯৭
২০১৬-১৭	১২৩৯.৭৮	১২৩৯.৭৮	১২৫০.০০	১২৩৯.৭৮
২০১৭-১৮	২৪৯৯.৯৪	২৪৯৯.৯৪	২৪৯৯.০০	২৪৫৩.০৬
মোট	১৬০৫৫.৯২	১৬০৫৫.৯২	১৬১৩৮.০০	১৬০০৯.০৪

১১। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য :

প্রকল্প পরিচালকের নাম	পদবী	মেয়াদকাল	দায়িত্বের প্রকৃতি
ড. এম এ সাত্তার	মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিনা	০১-১১-২০১০ হতে ২৮-০৭-২০১১	প্রেষণে
ড. এ এইচ এম রাজ্জাক	মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিনা	২৮-০৭-২০১১ হতে ০১-১২-২০১১	প্রেষণে
ড. মোঃ মোহসীন আলী	মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিনা	০১-১২-২০১১ হতে ২৭-০৬-২০১৩	প্রেষণে
ড. ইকরামুল হক	প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিনা	২৭-০৬-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৮	প্রেষণে

১২। প্রকল্প মূল্যায়ন পদ্ধতি: প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে-

- প্রকল্প দলিল পর্যালোচনা;
- প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) পর্যালোচনা;
- কৃষি মন্ত্রণালয় প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- CEPসভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটি ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি'র কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিন পরিদর্শন ;এবং
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিনা'র পরিচালক, উপ-পরিচালক ও সহকারী পরিচালকদের সাথে মত বিনিময় কর্মকর্তাদের সাথে মত বিনিময়।

১৩। প্রকল্পের পরিকল্পিত উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
১। নিউক্লিয়ার ও অন্যান্য আধুনিক কলাকৌশল ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নত এবং অঞ্চল ভিত্তিক উচ্চ ফলনশীল মাঠ ও উদ্যান ফসলের জৈবিক (রোগবালাই ও কীটপতঙ্গ) এবং অজৈবিক (অম্ল, লবণাক্ততা, ক্ষরা, জলামগ্নতা) প্রতিকূল পরিবেশ সহনীয় জাত উদ্ভাবন।	১। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ১২টি শস্যের ৫১টি জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে (পিসিআর এ প্রদত্ত তালিকা অনুযায়ী)। এর মধ্যে ধান-১৩টি, চিনাবাদাম-০৫টি, সরিষা-০৪টি, ছোলা-০৪টি, তিল-০৩টি, ডাল-০৭টি, সয়াবিন-০৫টি, মুগডাল-০২টি, টমেটো-০৭টি, গম-০১টি, রসুন-০১টি, কাঁচামরিচ-০১টি এর জাতগুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
২। নতুন উপকেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণ, ল্যাব ও অফিস ভবন, প্রশিক্ষণ হল ও গেস্ট হাউজ ইত্যাদি নির্মাণ এবং পরীক্ষণ মাঠের উন্নয়ন।	২। নতুন ৭টি উপকেন্দ্র (চাঁপাইনবাবগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, খাগড়াছড়ি, বরিশাল, নোয়াখালী, শেরপুর এবং গোপালগঞ্জ) এবং পুরাতন দুইটি উপকেন্দ্র (সাতক্ষীরা ও জামালপুর) নির্মাণে ১৬.২৫ হেক্টর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। ৫৪০৫ বর্গ মিটার অফিস ভবন, ৪৭৫ মিটার ল্যাব, ১২১০ মিটার প্রশিক্ষণ নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া ২৯,৯৯৯,৯২ ঘন মিটার গবেষণা মাঠ প্রস্তুত ও উন্নয়ন করা হয়েছে।
৩। নতুন উপকেন্দ্রসহ সকল উপকেন্দ্র ও বিভাগের জন্য যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্য, গ্লাসওয়্যার, আসবাবপত্র ইত্যাদি ক্রয়ের মাধ্যমে গবেষণাগার উন্নতকরণ।	৩। ৯টি সাব স্টেশন এবং ৩টি নবনির্মিত বিভাগের জন্য সর্বমোট ৫২১টি গবেষণা যন্ত্রপাতি, ১৯৮৯টি আসবাবপত্র, ১৭৯টি কম্পিউটার, ৭৮টি অফিস যন্ত্রপাতি এবং গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় কম্পিউটার যন্ত্রপাতি, ৭৮টি অফিস যন্ত্রপাতি, প্রয়োজনীয় রাসায়নিক এবং কাঁচের সামগ্রী ইত্যাদি ক্রয় করা হয়েছে।
৪। প্রধান কার্যালয়ের নতুন তিনটি বিভাগ (বায়োটেকনোলজি, উদ্যানতত্ত্ব ও কৃষি অর্থনীতি) সহ উপকেন্দ্রসমূহের জনবল (চাঁপাইনবাবগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, খাগড়াছড়ি, বরিশাল, নোয়াখালী, শেরপুর এবং গোপালগঞ্জ) ও অবকাঠামো গড়ে তোলা।	৪। ৭টি নতুন উপকেন্দ্রসহ ৩টি নতুন গবেষণা বিভাগ স্থাপন করা হয়েছে। এই সকল উপকেন্দ্র ও নতুন বিভাগের জন্য রাজস্ব বাজেটের আওতায় নতুন ১৯৮ জনের একটি জনবল কাঠামোও অনুমোদিত হয়েছে। এই জনবলের সাহায্যে বর্তমানে উপকেন্দ্রসমূহের দাপ্তরিক কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
৫। মলিকুল্যার পদ্ধতির মাধ্যমে শস্যের উন্নতজাত, আদিজাত ও স্থানীয় জাত এবং জীবানুর স্ট্রেইন এর কৌলিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নিরুপন।	৫। ৫০টি কালটিভার এর মলিকিউলার বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করা হয়েছে। এছাড়া ১০টি ব্যাকটেরিয়াল স্ট্রেইন, ১০টি ল্যান্ডড্রেসেস এবং ৮টি জার্মপ্লাজম এর মলিকিউলার বৈশিষ্ট্য উদ্ভাবন করা হয়েছে।
৬। বিনার উদ্ভাবিত শস্যের জাত ও প্রযুক্তিসমূহের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্ভাবনার বিশ্লেষণ, উচ্চ ফলনশীল জাতের পার্থক্য, ঝুঁকি গ্রহণের উপযোগিতা ও প্রতিবন্ধকতা পরীক্ষণ।	৬। ১০টি জাতের অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা এবং অপর ১০টি জাত/প্রযুক্তির উৎপাদনে পার্থক্য ঝুঁকি এবং অভিযোজন ক্ষমতা ইত্যাদি পরীক্ষা করা হয়।
৭। বিনা উদ্ভাবিত প্রযুক্তির স্থানভিত্তিক উন্নয়ন ও দেশব্যাপী সম্প্রসারণে বিভিন্ন কৃষি অঞ্চলে মাঠ পরীক্ষণ ও স্থানীয় কৃষি সমস্যা নিয়ে গবেষণা করার লক্ষ্যে দক্ষ জনবল গড়ে তোলা এবং কৃষক ও সম্প্রসারণ কর্মী প্রশিক্ষণ।	৭। প্রকল্পের আওতায় আয়োজিত ৬ মাসের সংক্ষিপ্ত কোর্স, বৈদেশিক স্টাডি ট্যুর/শিক্ষা সফর/ওয়ার্কশপে (পিসিআর অনুযায়ী) সর্বমোট ১৪৩ জন কর্মকর্তা/বৈজ্ঞানিক অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া বিনা কর্তৃক উদ্ভাবিত জাত/প্রযুক্তিসমূহের প্রচার ও প্রসারের জন্য ১০০০০টি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয় এবং ১১০০০ কৃষক ও সম্প্রসারণ কর্মীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

১৪। পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণঃ

আলোচ্য প্রকল্পের কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শনের জন্য গত ২৩/০৫/২০১৯ ও ২৪/০৫/২০১৯ তারিখে ময়মনসিংহ, জামালপুর ও শেরপুর জেলায় প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কার্যাবলী পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট

প্রকল্প পরিচালক, উপ-প্রকল্প পরিচালক, বিনা 'র বিভিন্ন বিভাগে কর্মরত প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনের পর্যবেক্ষণসমূহ প্রধান প্রধান কম্পোনেন্ট অনুযায়ী নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

১৪.১। নির্মাণঃ

নির্মাণ অঙ্গের আওতায় চাঁপাইনবাবগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, খাগড়াছড়ি, বরিশাল, নোয়াখালী, শেরপুর এবং গোপালগঞ্জ জেলায় অবস্থিত বিনার সাতটি নতুন উপকেন্দ্রসহ জামালপুর ও সাতক্ষীরা জেলায় অবস্থিত পুরাতন দুইটি উপকেন্দ্রের ল্যাবরেটরী ভবন, অফিস ভবন, প্রশিক্ষণ কাম অতিথি ভবন, আবাসিক ভবন, বীজ গুদাম, থ্রেসিং ফ্লোর, পাম্প হাউজ ও বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া বিনার মূল কার্যালয় ময়মনসিংহে বায়োটেকনোলজি, উদ্যানতত্ত্ব ও কৃষি অর্থনীতি নামক তিনটি গবেষণা বিভাগ নির্মাণ করা হয়েছে। নির্মিত এই স্থাপনা সমূহের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক জামালপুর, ময়মনসিংহ ও শেরপুর জেলায় নির্মাণসহ অন্যান্য কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়।



ছবিঃ বিনা উপকেন্দ্র, শেরপুর



ছবিঃ বিনা উপকেন্দ্র, জামালপুর

১৪.১.১। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় জামালপুর জেলার সদর উপজেলায় ০৮ একর জমিতে ভূমি উন্নয়ন করে তিন তলা ভিত্তিবিশিষ্ট দোতলা অফিস ভবন, দুই তলা ভিত্তিবিশিষ্ট দুটি দোতলা আবাসিক ভবন, গ্যারেজ, বীজ গুদাম, থ্রেসিং ফ্লোর, সোলার সিষ্টেম, আনসার শেড, পাম্প হাউজ ও বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া নবনির্মিত কার্যালয়ে আসবাবপত্র ও গবেষণাগারের জন্য যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, নির্মিত এ সকল স্থাপনায় বিনা কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ তাদের দাপ্তরিক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। তারা জানান, এই ভবনটির বিদ্যুতের চাহিদা মূলতঃ প্রকল্পের অর্থায়নে স্থাপিত সোলার সিষ্টেমর সাহায্যে পূরণ করা হয়। অফিস ভবনের পাশের গুদামটিতে বীজ সংরক্ষণ করা হচ্ছে। উপকেন্দ্র চত্বরে কৃষি গবেষণার জন্য প্রস্তুতকৃত জমির কিছু অংশে ধানের আবাদ করতে দেখা যায়; অপর অংশ বর্তমানে ফাঁকা রয়েছে। কর্মকর্তাগণ জানান অন্য অংশে তারা গবেষণা কাজের জন্য সবজি চাষ করবেন।

১৪.১.২। বিনা'র শেরপুর উপকেন্দ্রটি নির্মাণের জন্য শেরপুরের নলিতাবাড়ি উপজেলায় মোট ০৮ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়। এই উপকেন্দ্রে তিন তলা ভিত্তিবিশিষ্ট একটি দ্বিতল অফিস ভবন, একটি দোতলা স্টাফ কোয়ার্টার ও একটি দোতলা অফিসার্স কোয়ার্টার, একটি বীজ গুদাম, একটি থ্রেসিং ফ্লোর, একটি আনসার শেড, গ্যারেজ ও পাম্প হাউজ নির্মাণ করা হয়েছে। পরিদর্শনে দেখা যায় যে, অফিস ভবনসমূহ এ প্রকল্পের আওতায় ক্রীত আসবাবপত্র ও কম্পিউটার সামগ্রী দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়েছে এবং বীজ গুদামটিতে বীজ সংরক্ষণ করা হচ্ছে। এই কেন্দ্রটিতে অধিকাংশ সময় বিদ্যুত এর সরবরাহ থাকে না ফলে এ প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত সোলার প্যানেলের মাধ্যমে বিদ্যুতের চাহিদা (অফিসে) মেটানো হচ্ছে। ২০১৩ সালে নির্মিত এই ভবনটি কিছুটা পুরাতন হয়ে গিয়েছে এবং ভবনের বাহিরের দেয়ালের বিভিন্ন অংশে রং উঠে গিয়েছে। জানা যায় যে, নির্মাণের পর হতে এই ভবনটির তেমন কোন রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করা হয় নি।

১৪.১.৩। বিনা 'র মূল কার্যালয়ে নির্মিত নতুন ০৩টি গবেষণা বিভাগ (১) বায়োটেকনোলজি (২) উদ্যান তত্ত্ব ও (৩) কৃষি অর্থনীতি পরিদর্শন করা হয়। এই বিভাগগুলো প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত যন্ত্রপাতি দিয়ে সুসজ্জিত করা হয়েছে। ২০১৩-১৪ সালে নির্মিত বায়োটেকনোলজি ও হর্টিকালচার ল্যাব এর দেয়ালের উপরের অংশে বিশেষতঃ যে সকল স্থাপনে এয়ারকুলার লাগানো হয়েছে, সে সকল স্থানে এয়ারকুলারের পানি চুইয়ে পড়ে অত্যন্ত স্যাঁতসেঁতে হয়ে গিয়েছে। জানা যায় যে, নির্মাণের পর হতে এই দুটি ভবনেরও কোন রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করা হয় নি।

১৪.২। গবেষণা ব্যয়ঃ

১৪.২.১ গবেষণা কম্পোনেন্ট এর আওতায় বিনা হতে প্রকল্প মেয়াদে অর্থাৎ মে, ২০১০ হতে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ১২টি শস্যের সর্বমোট ৫১টি জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। এদের বিস্তারিত বর্ণনা নিম্নে দেয়া হলোঃ

ফসলের নাম (সংখ্যা)	জাত	ছাড়করনের সাল	চাষাবাদের মৌসুম	জীবন কাল (দিন)	গড় ফলন (টন/হেঃ)	প্রধান বৈশিষ্ট্য
ধান (১৩)	বিনাধান-৮	২০১০	বোরো	১৩০-১৩৫	৫.০ (লবণাক্ত জমিতে) ৭.০ (লবণাক্ত জমিতে)	লবন সহিষ্ণু (ইসি ৮.১০ ডিএস/মি.), দক্ষিণাঞ্চলের লবণাক্ত এলাকার ৩০-৪০ ভাগ চাষের আওতায় এসেছে।
	বিনাধান-৯	২০১২	আমন	১২০-১২৫	৩.৭৫-৪.২৫	সুগন্ধি জাতগুলোর মধ্যে সবচেয়ে স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন।
	বিনাধান-১০	২০১২	বোরো	১২৫-১৩০	৫.৫ (লবণাক্ত জমিতে) ৮.৫ (লবণাক্ত জমিতে)	লবন সহিষ্ণু (ইসি ১০-১২ ডিএস/মি.), চাল লম্বা ও মাঝারি, দক্ষিণাঞ্চলের লবণাক্ত এলাকার ৩০-৪০ ভাগ চাষের আওতায় এসেছে।
	বিনাধান-১১	২০১৩	আমন	১১৫-১২০	৪.০-৪.৫ (জলমগ্ন অবস্থায়)	চারা অবস্থায় ২০-২৫ দিন পর্যন্ত জলমগ্নতা সহ্য করতে পারে।
	বিনাধান-১২	২০১৩	আমন	১২৫-১৩০	৪.০ (জলমগ্ন অবস্থায়) ৪.৫ (স্বাভাবিক অবস্থায়)	চারা অবস্থায় ২০-২৫ দিন পর্যন্ত জলমগ্নতা সহ্য করতে পারে।
	বিনাধান-১৩	২০১৩	আমন	১৩৮-১৪২	৩.৫	সুগন্ধি জাত, শীষের প্রায় সবগুলো দানাই পুষ্ট হয়, গাছ হেলে পড়ে না।
	বিনাধান-১৪	২০১৩	বোরো	১২০-১৩০	৬.৮৫	গাছ খাটো, হেলে পড়েনা, চাল লম্বা ও চিকন। সারা দেশে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।
	বিনাধান-১৫	২০১৪	আমন	১১৫-১২৫	৪.৮	বিদেশে রপ্তানীযোগ্য ও উচ্চফলনশীল জাত।
	বিনাধান-১৬	২০১৪	আমন	১০০-১০৭	৫.৬	আগাম জাত এবং চাল লম্বা ও চিকন।
	বিনাধান-১৭	২০১৫	আমন	১১২-১১৮	৬.৮	আগাম জাত এবং চাল লম্বা ও চিকন। সার ও পানি সাশ্রয়ী জাত।
	বিনাধান-১৮	২০১৬	বোরো	১৪৮-১৫৩	৭.৩	ব্রিধান-২৯ এর চেয়ে ১০-১৫ দিন আগে পাকে কিন্তু ফলন প্রায় সমান। চাল লম্বা ও মাঝারী মোটা এবং হালকা সুগন্ধিযুক্ত।
	বিনাধান-১৯	২০১৭	আউশ	৯০-১০৫	৩.৮	স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন জাত।
	বিনাধান-২০	২০১৭	আমন	১৩০	৪.৫	উচ্চ ফলনশীল ও জিংক সমৃদ্ধ।
	বিনাচীনা বাদাম-৫	২০১১	রবি	১৪০-১৫০	২.৬/২.৪ (স্বাভাবিক/লবণাক্ত)	ফুল ফোটা থেকে পরিপক্কতা পর্যন্ত ৮ ডিএস/মি. লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে।
	বিনাচীনা বাদাম-৬	২০১১	রবি	১৪০-১৫০	২.৪	ফুল ফোটা থেকে পরিপক্কতা পর্যন্ত ৮ ডিএস/মি. লবণাক্ততা

ফসলের নাম (সংখ্যা)	জাত	ছাড়করনের সাল	চাষাবাদের মৌসুম	জীবন কাল (দিন)	গড় ফলন (টন/হেঃ)	প্রধান বৈশিষ্ট্য
						সহ্য করতে পারে।
চীনাবাদাম (৫)	বিনাচীনা বাদাম-৭	২০১৪	রবি	১৪০-১৫০	২.৬/১.৮ (স্বাভাবিক/লবণাক্ত)	ফুল ফোটা থেকে পরিপক্কতা পর্যন্ত ৮ ডিএস/মি. লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে।
	বিনাচীনা বাদাম-৮	২০১৪	রবি	১৪০-১৫০	২.৬/১.৮ (স্বাভাবিক/লবণাক্ত)	ফুল ফোটা থেকে পরিপক্কতা পর্যন্ত ৮ ডিএস/মি. লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে।
	বিনাচীনা বাদাম-৯	২০১৪	রবি	১৪০-১৫০	২.৯/১.৯ (স্বাভাবিক/লবণাক্ত)	ফুল ফোটা থেকে পরিপক্কতা পর্যন্ত ৮ ডিএস/মি. লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে।
সরিষা (৪)	বিনাসরিষা-৭	২০১১	রবি	১০২-১১০	২.০	গাছ খাটো, উচ্চ ফলনশীল।
	বিনাসরিষা-৮	২০১১	রবি	১০০-১০৮	১.৭	গাছ খাটো, উচ্চ ফলনশীল, রোগ সহনশীল।
	বিনাসরিষা-৯	২০১৩	রবি	৭৫-৮০	১.৮	গাছ খাটো, উচ্চ ফলনশীল, অল্টারনেরিয়া রোগ সহনশীল।
	বিনাসরিষা-১০	২০১৩	রবি	৭৮-৮২	১.৮	গাছ খাটো, উচ্চ ফলনশীল, অল্টারনেরিয়া রোগ সহনশীল।
সয়াবিন (৫)	বিনা সয়াবিন-১	২০১১	রবি/ খরিফ-২	১১০-১১৫ /৯৫-১০০	রবিঃ ২.৪ খরিফ-২.৪	উচ্চ ফলনশীল জাত
	বিনা সয়াবিন-২	২০১১	রবি ও খরিফ	১০৮-১১২/ ১১৫-১২০	রবিঃ২.৪ খরিফ-২.৭	উচ্চ ফলনশীল জাত
	বিনা সয়াবিন-৩	২০১৩	রবি ও খরিফ	১০৯-১১৬/ ১০৫/১১৫	রবিঃ ২.৬ খরিফ-২.৯	উচ্চ ফলনশীল জাত
	বিনা সয়াবিন-৪	২০১৩	রবি ও খরিফ	১২০-১২৫/ ১১০-১১৫	রবিঃ ২.৭ খরিফ-২:২.৫	উচ্চ ফলনশীল জাত
	বিনা সয়াবিন-৫	২০১৭	রবি ও খরিফ	১১০-১১৫/ ৯৫-১১০	রবিঃ ২.৭ খরিফ-২:২.৮	উচ্চ ফলনশীল জাত
তিল (৩)	বিনাতিল-২	২০১১	খরিফ-১	৯১-৯৮	১.৪	শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট, প্রতি পাতার কক্ষে একটি ফল ধরে, বীজ কালো।
	বিনাতিল-৩	২০১৩	খরিফ-১	৮৫-৮৮	১.৫	বীজে তেলের পরিমাণ ৩৫-৪০%, গোড়া পচা রোগ সহ্যক্ষমতা সম্পন্ন, উচ্চ ফলনশীল।
	বিনাতিল-৪	২০১৬	রবি	৮৭-৯৩	১.৫	গাছ শাখাযুক্ত, প্রতিটি গিরায় ২-৩টি মাঝারী আকারের ফল ধরে, বীজের বর্ণের রং হালকা কালো।
মসুর (৭)	বিনামসুর-৫	২০১১	রবি	৯৫-১০৪	২.২০	গাছ খাড়া ও রোগ সহনশীল।
	বিনামসুর-৬	২০১১	রবি	১০৫-১১০	২.০	গাছ খাড়া ও রোগ সহনশীল।
	বিনামসুর-৭	২০১৩	রবি	১০৮-১১০	২.৪	গাছ খাড়া ও রোগ সহনশীল।
	বিনামসুর-৮	২০১৪	রবি	৯৫-১০০	২.৬	গাছ খাড়া এবং অধিক শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট, ফুল গোলাপী বর্ণের আগাম পাকে।
	বিনামসুর-৯	২০১৪	রবি	৯৯-১০৪	২.৩	কান্ড হালকা সবুজ এবং

ফসলের নাম (সংখ্যা)	জাত	ছাড়করনের সাল	চাষাবাদের মৌসুম	জীবন কাল (দিন)	গড় ফলন (টন/হেঃ)	প্রধান বৈশিষ্ট্য
						পাতাগুলো গাঢ় সবুজ, ফুল সাদা বর্ণের, আগাম পাকে।
	বিনামসুর-১০	২০১৬	রবি	১০৮-১১০	১.৯/১.৫ (স্বাভাবিক/খরা)	কান্ড সবুজ, সুস্পষ্ট আকর্ষি বিদ্যমান।
	বিনামসুর-১১	২০১৭	রবি	১০৮-১১০	২.০	কান্ড সবুজ, সুস্পষ্ট আকর্ষি বিদ্যমান এবং বীজত্বকে স্পটেড প্যাটার্ন বিদ্যমান।
ছোলা (৪)	বিনাছোলা-৭	২০১৩	রবি	১২০-১২৫	১.৭	দানা মাঝারি আকারের।
	বিনাছোলা-৮	২০১৩	রবি	১২৫-১৩০	১.৮	দানা মাঝারি আকারের। গোড়া পঁচা ও বট্রাইটিস গ্রে মোল্ড রোগ সহনশীল।
	বিনাছোলা-৯	২০১৬	রবি	১১৫-১২৫	১.৭	বীজের আকার বড় (১০০টি বীজের ওজন ২১.৭ গ্রাম), বীজের রঙ ক্রীম বর্ণের (কাবুলী ছোলার মত)
	বিনাছোলা-১০	২০১৬	রবি	১১৫-১২২	১.৮	বীজের আকার বড় (১০০টি বীজের ওজন ২৩.৫ গ্রাম), বীজের রঙ খড় বর্ণের।
	বিনাটমেটো-৬	২০১০	সারা বছর	১২০-১২৪	৮৫	উচ্চ ফলনশীল।
টমেটো (৫)	বিনাটমেটো-৭	২০১১	সারা বছর	১২০-১২৪	৮৭	উচ্চ ফলনশীল।
	বিনাটমেটো-৮	২০১৩	শীতকালীন	৯০-৯৫	১০৮	উচ্চ ফলনশীল।
	বিনাটমেটো-৯	২০১৩	শীতকালীন	৮৫-৯০	১০৫	উচ্চ ফলনশীল।
	বিনাটমেটো-১০	২০১৩	শীতকালীন	৮০-৮৫	১১১	চেরি টমেটো ও উচ্চ ফলনশীল।
	বিনাটমেটো-১১	২০১৬	শীতকালীন	৬০-৭০	৯৫-১০০	ফলের উপরের অংশে বোটার দিকে কিনারায় সামান্য ঢেউ খেলানো।
	বিনাটমেটো-১২	২০১৬	শীতকালীন	৭০-৮০	৯০-৯৫	পাকা ফলের রং হলুদাভ লাল হয় এবং ফল ডিম্বাকার।

ফসলের নাম (সংখ্যা)	জাত	ছাড়করনের সাল	চাষাবাদের মৌসুম	জীবন কাল (দিন)	গড় ফলন (টন/হেঃ)	প্রধান বৈশিষ্ট্য
মুগকালাই (২)	বিনামুগ-৮	২০১০	খরিফ-১	৬৪-৬৭	১.৮	গাছ খাড়া, রোগ সহনশীল।
	বিনামুগ-৯	২০১৭	খরিফ-১	৬৪-৬৭	২.০	গাছ খাড়া, রোগ সহনশীল।
মরিচ (১)	বিনামরিচ-১	২০১৭	রবি	১৩০-১৩৫	৩৫-৪০ (কাঁচা অবস্থায়)	উচ্চ ফলনশীল।
রসুন (১)	বিনারসুন-	২০১৭	শীতকালীন	১৩৫-১৪০	১৪.০	উচ্চ ফলনশীল।
গম (১)	বিনাগম-১	২০১৬	শীতকালীন	১০০-১২০	৩.৫-৪.৫	লবন সহিষ্ণু (ইসি ১০-১২ ডিএস/মি.)

১৪.২.২। গবেষণা অঙ্গের আওতায় Yield gap, Risk and Adoption বিষয়ে মোট ১০টি এবং economic & financial feasibility বিষয়ে মোট ১০টি গবেষণা করা হয়। এই গবেষণাগুলোর বিষয়বস্তু এবং গবেষণায় প্রাপ্ত পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে পিসিআর-এর এনেক্সার-১০ এ বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। গবেষণা সমূহের মূল বিষয়বস্তু ছিল বিনা উদ্ভাবিত বিভিন্ন নতুন জাতের গবেষণাগার ও মাঠ পর্যায়ের উৎপাদন ও লাভজনকতার পার্থক্য নির্ণয়, বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশে জাতগুলোর অভিযোজন ক্ষমতা পরীক্ষাকরণ এবং অর্থনৈতিক ও আর্থিক সম্ভাব্যতা যাচাইকরণ। এছাড়া এ অঙ্গের আওতায় গবেষণার জন্য ^{60} Co source, Atomic Absorption Spectrophotometer, Gamma Spectrophotometer ইত্যাদি মেশিনারিজ ক্রয় করা হয়েছে এবং বিনা উদ্ভাবিত নতুন জাত সমূহের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে ১০,০০০টি প্রদর্শনী এবং ২,০০০টি on firm research করা হয়েছে। বিনায় স্থাপিত ^{60} Co source, Atomic Absorption Spectrophotometer, Gamma Spectrophotometer মেশিন সমূহ দেখা হলো। ২০১১-২০১৩ অর্থ বছর সময়ে স্থাপিত এই মেশিনগুলো বর্তমানে সচল রয়েছে। এগুলোর সাহায্যে গবেষণা কার্যক্রম চলমান দেখা যায়।

১৪.২.৩। পরিদর্শনে জানা যায় যে, জামালপুর Flash Flood (হঠাৎ বন্যা) প্রবন এলাকা হওয়ায় ২০১৩ সালে উদ্ভাবিত বিনা ধানের জাত ১১ ও ১২ (আমন) বেশ উপযোগী। এই দুটো ধানের জাতই চারা অবস্থায় ২০-২৫ দিন পর্যন্ত জলমগ্নতা সহ্য করতে পারে। জাতগুলো মাঠ পর্যায়ে চাষীদের নিকট প্রচলন করার লক্ষ্যে বেশ কিছু মাঠ প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়। এছাড়া প্রকল্পের মাধ্যমে উদ্ভাবিত জাত বিনা ধান-১৯ মূলতঃ আউশ; তবে এটি আমন মৌসুমেও চাষ করা যায়। বিনার জামালপুর উপকেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জানান ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে আউশ মৌসুমে তারা বিনা ধান-১৯ এর বীজ কৃষকদের মাঝে বিতরণ করেন। এছাড়া কর্মসূচির সহায়তায় এই আউশ ধানের প্রায় ৮৫টি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। বিনা সরিষা-৪ ও ৯ এর চাষ কৃষকদের নিকট জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে বীজ সহায়তা প্রদান করা হয়।

১৪.২.৪। উল্লেখ্য, মাঠ পর্যায়ে কৃষকের নিকট বিনা ধানের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে ধারণা অর্জনের জন্য BINA এর Demonstration এ অংশগ্রহণকারী জামালপুরের কৃষক এর সাথে আলোচনা করা হয়। তিনি জানান, তার প্রদর্শনী প্লটে বিনা-১১ (আমন) ধান চাষ করেছিলেন। এতে তিনি প্রতি বিঘাতে ১৬ মন করে ধান পেয়েছেন এবং ধানে কোন রোগ ব্যাধির আক্রমণ হয়নি। তিনি জানান, আমন চাষে দেশীয় জাত হিসেবে এই এলাকায় কৃষকরা মূলতঃ ব্রি ধান ১১ ও ৪৯ এর চাষ করে থাকে। তিনি আরও জানান, ব্রি ধান ৪৯ এর তুলনায় বিনা ১১ (আমন) ধান চাষ করে অধিক ফলন পেয়েছেন। বিনা ধান ১৪ মূলতঃ বোরো মৌসুমে আবাদ করা হয়। বোরো মৌসুমে তিনি ১.৫০ একর জমিতে এই ধান চাষ করেন এবং ৩.৫০ একর জমিতে হাইব্রিড China Tejgold ধান আবাদ করেন। তিনি ০১ একর জমিতে BRRI ৫৮ ধান চাষ করেন। ব্রি ২৮ ধানে ব্লাস্ট হওয়ায় এ এলাকার কৃষকরা বোরো মৌসুমে ব্রি ধান ৫৮ চাষ করতে শুরু করেছেন। এই এলাকার কৃষকদের মাঝে হাইব্রিড Tejgold এর জনপ্রিয়তা রয়েছে। তিনি জানান, দেশীয় যে কোন জাতের তুলনায় হাইব্রিড ধানের ফলন অনেক বেশি। বিনা ১১ এর একর প্রতি ফলন ভালো হলেও এর ফলন হাইব্রিড ধানের জাতের বেশি হয় না।

১৪.২.৫। নিম্নবর্ণিত জেলা সমূহের উপ-পরিচালক, ডিএই কর্মকর্তাদের সাথে পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার আলোচনার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন জেলায় প্রচলিত দেশীয় জাতের ফসলের চাষ সম্পর্কিত তথ্যাদি (বিদেশী/হাইব্রিড জাত ব্যতীত) উল্লেখ করা হলোঃ

জেলার নাম	অধিক প্রচলিত ফসলের নাম		
জামালপুর	<u>ধানঃ</u> আমন-গাঞ্জিয়া, বিনাশাইল বোরো-দেশীয় জাত চাষের পরিমাণ নগন্য		

জেলার নাম	অধিক প্রচলিত ফসলের নাম		
	আউশ-বিনা ১৯, ব্রি ৪৮		
নোয়াখালী	ধানঃ আমন-ব্রি ৪১, ব্রি ৪৯, ব্রি ৫২, ব্রি ৬২ বোরো-ব্রি ২৮, ব্রি ৫৫, ব্রি ৫৮, ব্রি ৫৯, ব্রি ৬৭, ব্রি ৮১ আউশ-ব্রি ২৬, ব্রি ২৭, ব্রি ৪৮,	চিনাবাদামঃ বিনা ২, বিনা ৪ ঢাকা ১, বারি ৮ মরিচঃ দেশীয় জাত চাষের পরিমাণ অতি নগন্য	সয়াবিনঃ বিনা ৩, বিনা ৪ বারি ৬ টমেটোঃ দেশীয় জাত চাষের পরিমাণ অতি নগন্য
শেরপুর	ধানঃ আমন-ব্রি ৪৯, বিনা ১১, বিনা ১৭ (চাষের হার কিছুটা বৃদ্ধি পাচ্ছে), চিনিশাইল, তুলসীমালা বোরো-ব্রি ২৮, ব্রি ২৯, ব্রি ৫৮, বিআর ২৬ আউশ-ব্রি ৪৮, বিনা ১৯		
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	ধানঃ আমন-ব্রি ৫১, ব্রি ৫৬, ব্রি ৬৬, ব্রি ৭১, ব্রি ৭৩, ব্রি ৭৫ বোরো-জিরা, ব্রি ২৮, ব্রি ২৯, ব্রি ৩৬, ব্রি ৫৫, ব্রি ৮১ আউশ-ব্রি ৪৮, পারিজা, সমশী, ব্রি ২৬, মেরিকা ২৬	সরিষাঃ বারি-১৪, বারি ১৫, বারি ১৬, তরি-৭	টমেটোঃ সুরক্ষা, মানিক রতন
বরিশাল	ধানঃ আমন-মৌলতা, সাদা মোটা, লাল মোটা, দুধ কলম, ব্রি-৫১, ব্রি ৪৫, ব্রি ৪৮, ব্রি ৭৬, ব্রি ৭৭, বিআর ২২, বিআর ২৩ বোরো- ব্রি ২৮, ব্রি ২৯, ব্রি ৪৭ আউশ- ব্রি ৪৮	মুগডালঃ বারি মুগ ৫, বারি মুগ ৬, বিনা মুগ ০৮ চিনাবাদামঃ বারি চিনাবাদাম, ঝিঙ্গাবাদাম	
খাগড়াছড়ি	ধানঃ আমন-উফশী ব্রি ৪৯, বিআর ১১, সোনালী, বিন্নি, চিনিগুড়া, কালোজিরা বোরো- উফশী ব্রি ৫৮, ব্রি ২৮, ব্রি ২৯ আউশ- ব্রি ৪৮, ব্রি ৪৩, ব্রি ৫৫, বিন্নি, গেলং	সরিষাঃ বিনা ৪, বিনা ৯, বিনা-১০, রাই ১৪, তরি ৭ চিনাবাদামঃ বিনা ৮, ঢাকা ১	তিলঃ বারি তিল ০৪ মুগডালঃ বারিমুগ ৬, বিনামুগ ২৮ টমেটোঃ বারি ১১, রতন
সুনামগঞ্জ	ধানঃ আমন-ব্রি ৪৯, ব্রি ৩৯, বিনা ৭, ব্রি ৫২, বিআর ১১, বিআর ২২, বোরো- ব্রি ২৮, ব্রি ২৯, ব্রি ৫৮, ব্রি ৭৪, বিআর ১৯ গোচি-টেপি আউশ- ব্রি ৪৮	সরিষাঃ বারি ১৪, বারি ১১, বারি ৯, তরি ৭ চিনাবাদামঃ তিরানা, ঢাকা ১	গমঃ বারি ২৮, বারি ২৯, বারি ৩০ টমেটোঃ দেশীয় জাত চাষের পরিমাণ অতি নগন্য

সংগৃহীত তথ্য হতে দেখা যায় যে, বিনা উদ্ভাবিত কিছু কিছু জাত জনপ্রিয় হলেও অন্যান্য জাতসমূহ মাঠ পর্যায়ে তেমন জনপ্রিয় নয়। দেশী জাতের মধ্যে মাঠ পর্যায়ে ব্রি ও বারি উদ্ভাবিত ফসলের জাতগুলো স্থান দখল করে আছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে উদ্ভাবিত জাত সমূহের যেগুলো প্রকল্পের শুরুর দিকে প্রদর্শনী করা হয়েছে সেগুলো বর্তমানে কতজন কৃষক চাষ করেছেন/করছেন এই সম্পর্কিত কোন তথ্য সংরক্ষণ করা হয়েছে কিনা- এ প্রশ্নের জবাবে উপ-প্রকল্প পরিচালক জানান, এই ধরনের কোন তথ্য সংরক্ষিত নেই। তবে, বর্তমানে BINA উদ্ভাবিত শস্যের জাত সমূহ মাঠ পর্যায়ে কতটা প্রচলিত আছে এ সম্পর্কিত তথ্য সংরক্ষণের জন্য ৬৪ জেলার উপ-পরিচালক (কৃষি), ডিএই কর্মকর্তাদের নিকট হতে তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম শুরু করেছেন বলে জানান।

১৪.৩। নব নির্মিত Division সমূহ পরিদর্শনঃ

১৪.৩.১। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় বিনার মূল কার্যালয়ে নব নির্মিত ০৩ ডিভিশন (১) বায়োটেকনোলজি ডিভিশন (২) হর্টিকালচার ডিভিশন (৩) এগ্রিকালচার ইকোনোমিক্স এই তিনটি বিভাগ এর কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। বায়োটেকনোলজি বিভাগে মূলতঃ মিউটেশন ব্রিডিং (mutation breeding) এর মাধ্যমে কাজ করা হয়। রেডিয়েশনের সাহায্যে শস্যের জিন এর DNA (Deoxyribonucleic Acid) পরিবর্তন করে বিভিন্ন জাত উদ্ভাবন করা হয় যা বিদ্যমান জাতকে উন্নতকরণের

কাজ করা হয়, যেমন- কোন শস্যের আকৃতি ছোট করা, ফুল আসার সময় কমানো ইত্যাদি। এছাড়া Gene cloning, gene isolation এবং genetic transformation এর মাধ্যমে শস্যের abiotic stress যেমন লবনাক্ততা, ক্ষরা, শীত, জলমগ্নতা ইত্যাদি সহিষ্ণু জাত উদ্ভাবন এবং biotic stress যেমন রোগবালাই ও পোকামাকড় এর আক্রমণ কম হবে এ ধরনের জাত উদ্ভাবন করা হয়। পরিদর্শনে জানা যায় যে, এই ল্যাবগুলো প্রায় ০৫ বছর আগে নির্মাণ করা হয়েছে।



ছবিঃ বায়োটেকনোলজি বিভাগের কার্যক্রম



ছবিঃ বায়োটেকনোলজি বিভাগ পরিদর্শন

১৪.৩.২। প্রকল্পের আওতায় নব নির্মিত বায়োটেকনোলজি ডিভিশনের জন্য মোট ৬৪ প্রকারের বিভিন্ন ধরনের মেশিনারিজ ক্রয় করা হয়। বায়োটেকনোলজি ডিভিশনের দায়িত্বরত বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তার নিকট ডিপিপি অনুযায়ী এই ৬৪টি মেশিনের নাম অনুযায়ী মেশিনগুলো দেখানোর জন্য অনুরোধ করা হলে তিনি প্রতিটি ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়কৃত মেশিন রিসার্চে সুনির্দিষ্ট কোন কাজে ব্যবহৃত হয় তা ব্যাখ্যা করেন এবং মেশিন/যন্ত্রপাতিগুলো সচল আছে বলে জানান। Biotechnology Lab পরিদর্শনে দেখা যায় যে, অত্যন্ত সুসজ্জিত ও পরিচ্ছন্ন কক্ষে প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতির সাহায্যে বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাগণ গবেষণার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। সংশ্লিষ্ট বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাকে DNA Sequering system with power pac, Gene gun, UV-VIS spectrophotometer Ultra pure water system, Freeze dryers, Laminar air flow calinet auto clave machine, plant growth cabinet sophisticated এবং আধুনিক মেশিনগুলোর গুরুত্ব সম্পর্কে বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করেন।

১৪.৩.৩। হর্টিকালচার বিভাগের জন্য ক্রয় করা হয়েছে মোট ৪৫ আইটেমের মেশিন/যন্ত্রপাতি। হর্টিকালচার বিভাগের সংশ্লিষ্ট বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এই যন্ত্রপাতি/মেশিনারিজ দেখান এবং এগুলো রিসার্চের কাজে কিভাবে ব্যবহৃত হয় সে সম্পর্কে অবহিত করেন। তিনি জানান, ক্রয়কৃত সকল মেশিন চলমান রয়েছে। Gene Bank শাখায় এ প্রকল্পের অর্থায়নে ক্রয়কৃত Gamma (casuyn+37) detector machine টির কার্যক্রম দেখা হয়। এছাড়া গবেষণার কাজে ব্যবহৃত ^{60} Co source, atomic absorption specto photometer, Gamma spectrophotometer মেশিনগুলোও সচল দেখা যায় এবং গবেষণা কার্যক্রমে ব্যবহৃত হচ্ছে বলে জানা যায়।



^{60} Co source



অটোক্লেভ মেশিন

১৪.৩.৪। Agriculture Economics বিভাগটি পরিদর্শনকালে জানা যায় যে, এই বিভাগটি নির্মিত হয় ২০১৩ সালের মধ্যে। এই বিভাগটির মূল কাজ হলে বিনা উদ্ভাবিত বিভিন্ন জাতের economic impact analysis করা। এই কাজটি মূলতঃ করা হয় শস্যের বিভিন্ন জাত release করার পরে। প্রকল্পের আওতায় এই ডিভিশনে একটি video conference ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।



ল্যামিনার এয়ারফ্লো কেবিনেট



ইসি মিটার, পিএইচ মিটার

১৫। সুপারিশ/মতামতঃ

১৫.১। প্রকল্পের অন্যতম ইতিবাচক দিক হলো প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত প্রায় সকল যন্ত্রপাতি/মেশিন চালু আছে এবং এগুলো ব্যবহার করে বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাগণ গবেষণা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। এছাড়া উপকেন্দ্র সমূহ নির্মাণকালে জনবল কাঠামো সৃষ্টি করায় বর্তমানে সকল উপকেন্দ্রেই কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ দাপ্তরিক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন।

১৫.২। নির্মাণের পর ০৫ বছর অতিবাহিত হলেও কোনরূপ রক্ষণাবেক্ষণ না করায় বায়োটেকনোলজি ও হর্টিকালচার ল্যাবের দেয়াল বিশেষতঃ যে সকল স্থানে এসি স্থাপন করা হয়েছে, সে সকল অংশ স্যাঁতসেঁতে দেখা যায়। নব নির্মিত এই ভবন সমূহ ও ক্রীত যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রাজস্ব খাতে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ রাখতে হবে এবং এগুলো নিয়মিতভাবে রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। বিনা'র সংশ্লিষ্ট দপ্তর এ বিষয়ে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। (বিস্তারিত অনুচ্ছেদ ১৪.১.৩)

১৫.৩। প্রকল্প অনুমোদনের পর হতে প্রকল্পটি তিন বার সংশোধন করা হয়েছে। পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, প্রকল্প সংশোধনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, ডিপিপি যথাযথভাবে প্রণয়ন করা হলেও প্রকল্প সংশোধনকালে সঠিকভাবে প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয় নি। ভবিষ্যতে ডিপিপি প্রণয়ন/সংশোধনকালে যথাযথভাবে প্রাক্কলন প্রস্তুতের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, সংস্থাকে নির্দেশনা দিবেন যাতে বার বার প্রকল্প সংশোধনের প্রয়োজন না হয়। (বিস্তারিত অনুচ্ছেদ ৯.১, ৯.২ ও ৯.৩)

১৫.৪। পরিদর্শনে দেখা যায়, প্রকল্পের আওতায় প্রধান কার্যালয় তিনটি নতুন গবেষণা বিভাগ এবং নয়টি উপকেন্দ্র, অফিস ভবন, গবেষণাগারসহ প্রয়োজনীয় সকল অবকাঠামো নির্মাণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে, যা প্রকল্প মেয়াদে সৃষ্ট রাজস্ব খাতের ১৯৮টি জনবল দ্বারা পরিচালনা করা হচ্ছে। এই উপকেন্দ্রগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রাজস্ব খাতে বরাদ্দ থাকা প্রয়োজন।

১৫.৫। পর্যবেক্ষণে দেয়া যায় যে, বিনা উদ্ভাবিত জাত সমূহের মধ্যে কয়েকটি বেশ জনপ্রিয় হলেও অধিকাংশ জাত মাঠ পর্যায়ে তেমন প্রচলিত নয়। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই)-র সহায়তায় বিনা উদ্ভাবিত জাতসমূহ দেশের কোন কোন এলাকায় চাষ হচ্ছে- এ সম্পর্কিত একটি ডাটাবেইজ তৈরি করা অত্যন্ত প্রয়োজন। বিনা 'র সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। (বিস্তারিত অনুচ্ছেদ ১৪.২.৪ ও ১৪.২.৫)

১৫.৬। পরিদর্শনকালে জানা যায় যে, ব্রি ২৮ ধানে ব্লাষ্ট (ফাংগাস জাতীয় রোগের আক্রমণ) হওয়ায় জামালপুরের অনেক এলাকার কৃষকরা বর্তমানে এটি চাষ করছেন না। একইভাবে বিনা উদ্ভাবিত জাত সমূহের ক্ষেত্রে এই ধরনের সমস্যা দেখা দিলে তা প্রতিরোধ করার জন্য গবেষণা কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।

সাইট্রাস ডেভেলপমেন্ট(১ম সংশোধিত) (ডিএই অংগ) শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ ৩০ জুন, ২০১৮)

১। প্রকল্পের নাম : **সাইট্রাস ডেভেলপমেন্ট (১ম সংশোধিত) প্রকল্প (ডিএই অংগ)**

২। প্রকল্পের অবস্থান : ০৫টি বিভাগ ১৭টি জেলা ৬৮ উপজেলা।

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম (৫)	ফটিকছড়ি, হাটহাজারী, সীতাকুন্ড, মীরেরশ্বরাই, রাঙ্গুনিয়া;
	কক্সবাজার (৫)	কক্সবাজার সদর, টেকনাফ, রামু, চকরিয়া, উখিয়া
	রাঙ্গামাটি(৫)	রাঙ্গামাটি সদর, বাঘাইছড়ি, নানিয়ারচর, বিলাইছড়ি, কাপ্তাই;
	বান্দরবান (৬)	বান্দরবান সদর, রুমা,নাইক্ষ্যংছড়ি, লামা, আলীকদম, রোয়াংছড়ি;
	খাগড়াছড়ি (৭)	খাগড়াছড়ি সদর, মহালছড়ি, মাটিরাঙ্গা, রামগড়, দীঘিনালা, পানছড়ি, মানিকছড়ি;
	ব্রাহ্মণবাড়িয়া (৩)	আখাউড়া , কসবা, বিজয়নগর
	কুমিল্লা (২)	কুমিল্লা সদর, কুমিল্লা সদর দক্ষিণ;
রংপুর	পঞ্চগড় (৫)	পঞ্চগড় সদর, আটোয়ারী, তেঁতুলিয়া, বোদা, দেবীগঞ্জ;
	ঠাকুরগাঁও (৫)	ঠাকুরগাঁও সদর, রানীশংকৈল ,পীরগঞ্জ, বালিয়াডাঙ্গী, হরিপুর
ঢাকা	টাঙ্গাইল (৪)	মধুপুর, ঘাটাইল, সখীপুর, মির্জাপুর;
	গাজীপুর (৫)	গাজীপুর সদর, কাপাসিয়া, শ্রীপুর, কালিয়াকৈর, কালিগঞ্জ;
	নরসিংদী (৪)	মনোহরদী, রায়পুরা, শিবপুর, বেলাবো;
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ (৪)	ভালুকা, হালুয়াঘাট, ধোবাউড়া, ফুলবাড়িয়া;
	শেরপুর (৩)	ঝিনাইগাতি, শ্রীবর্দী, নালিতাবাড়ি;
	নেত্রকোনা (২)	কলমাকান্দা, দূর্গাপুর;
সিলেট	সিলেট (২)	বিয়ানীবাজার, জৈন্তাপুর;
	মৌলভীবাজার (১)	শ্রীমঙ্গল;
৫টি	১৭টি	৬৮টি

৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : **কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর**

৪। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : **কৃষি মন্ত্রনালয়**

৫। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় মোট (প্রঃ সাঃ)	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনু: ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট (প্রঃ সাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত মোট (প্রঃসাঃ)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২৮৪৮.০০	২৯৭০.০০	২৬৯৬.৪৭	১ জুলাই/২০১৩ থেকে ৩০ জুন ২০১৮	১ জুলাই/২০১৩ থেকে ৩০ জুন ২০১৮	১ জুলাই/২০১৩ থেকে ৩০ জুন ২০১৮	৪.২৮%	-

প্রকল্পটি দুইটি সংস্থা, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) ও বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট (বারি) কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পের প্রক্কলিত ব্যয় ডিএই অংগ ২৯৭০.০০ লক্ষ টাকা ও বারি অংগ ১৪২৫.০০ লক্ষ টাকা সর্বমোট প্রক্কলিত ব্যয় ৪৩৯৫.০০ লক্ষ টাকা।

৬। প্রকল্পের কাজের বিবরণঃ

৬.১। প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়নঃ প্রকল্পটির অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

(লক্ষ টাকায়)

ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প কাজের বিভিন্ন অঙ্গের নাম		একক	অনুমোদিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব পরিমাণ	আর্থিক	বাস্তব পরিমাণ (%)	আর্থিক (%)
ক্রঃ নং	১	২	৩	৪	৫	৬
(ক)	**রাজস্ব ব্যয়:**					
	কর্মকর্তার বেতন	সংখ্যা	৩	৭১.১৪	(৩) ১০০%	৬৩.৩১৩৫৭ ৮৯.৯৯%
	সংস্থাপনীয় কর্মচারী	সংখ্যা	২	৮৬.০৫	(২) ১০০%	(৭৬.৪৬০৯৯) ৮৮.৮৬%
	ভাতাদি	সংখ্যা	৫	৯৯.৬৫	(৫) ১০০%	(৬৪.০২২৪১) ৬৪.২৫%
	উপমোট			২৫৬.৮৪	(৫) ১০০%	২০৩.৭৯৬৯ ৭ (৭৯.৩৫%)
সরবরাহ ও সেবা						
	কৃষক প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	৪০৭০০	২২৫.৭৪	৪০৭০০ ১০০%	২২৫.৬৭৭ ৯৯.৯৭%
	এসএএও প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	১০৫০ (৩ বার)	২৬.৮১	৪০৫০ ১০০%	২৪.৪৯১৪ ৯১.৩৫%
	স্টাডি ট্যুর	সংখ্যা	২৯	৭২.৪৮	২৯ ১০০%	৭২.৪৭০৮ ৯৯.৯৯%
	জাতীয় কর্মশালা	সংখ্যা	৩	৬.৭৫	৩ ১০০%	৬.৭৫ ১০০%
	মধ্যবর্তী মূল্যায়ন ও সম্মানী ভাতা	থোক	১	১০.০০	১	৯.৫৩

ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প কাজের বিভিন্ন অঙ্গের নাম		একক	অনুমোদিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব পরিমাণ	আর্থিক	বাস্তব পরিমাণ (%)	আর্থিক (%)
ক্রঃ নং	১	২	৩	৪	৫	৬
	ব্লক প্রদর্শনী	সংখ্যা	৪৮০০	৫৭৬.০০	৪৮০০ ১০০%	৫৭৫.৯৯২৬ ১০০%
	বসতবাড়ি প্রদর্শনী	সংখ্যা	৩৫৯০০	৩৫৯.০০	৩৫৯০০ ১০০%	৩৫৯.০০ ১০০%
	উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ	সংখ্যা	৭০	৩৫.০০	৭০ ১০০%	৩৫.০০ ১০০%
	মাঠ দিবস	সংখ্যা	১৪০	৩৫.০০	১৪০ ১০০%	৩৫.০০ ১০০%
	নার্সারী ব্যবস্থাপনা	সংখ্যা	১৫	৪৯.৫০	১৫ ১০০%	৪৯.৪৯৯৩ ১০০%
	পেট্রোল / লুব্রিক্যান্ট	থোক	থোক	১০১.২৫	১০০%	১০১.০৭৭০২ ৯৯.৮৩%
	প্রিন্টিং ও পাবলিকেশন	থোক	থোক	১০.০০	১০০%	৯.৯৯৩১৯ ১০০%
	ভ্রমণ ব্যয়	থোক	থোক	২১.৬০	১০০%	২১.৫৯০৯৪ ৯৯.৯৬%
	অফিস স্টেশনারী এন্ড সিল	থোক	থোক	৩০.০০	১০০%	২৯.৯৯৬৮৫ ১০০%
	টেলিফোন বিল	থোক	থোক	৩.০০	১০০%	.৮৫০৩২ ২৮.৩৫%
	গাড়ীভাড়া	থোক	থোক	১৫.০০	১০০%	১৫.০০ ১০০%
	অন্যান্য ব্যয়	থোক	থোক	৯০.৬৩	১০০%	৯০.৫৫৪২৯ ৯৯.৯২%
	মেরামত ও সংরক্ষণ	থোক	থোক	৭৫.০০	১০০%	৭৪.৯৮২১৩ ৯৯.৯৮
	হায়ারিং (আউট সোর্সিং)	সংখ্যা	২২	৯২.০০	২২ ১০০%	৯১.৭২৫০৬ ৯৯.৭০%
	মোট সরবরাহ ও সেবা			১৮৩৪.৭৬	১০০%	১৮২৯.১৮০৯ ৯৯.৭০%
(ক)	রাজস্ব মোট			২০৯১.৬০	১০০%	২০৩২.৯৭৭৮৭ ৯৭.২০
(খ)	মূলধন খরচ					
যানবাহন						
	জীপ	সংখ্যা	১	৬৭.৭৬	১	৬৭.৭৬
	ডাবল কেবিন পিকাপ (ফোর ডোর পিকাপ)	সংখ্যা	৮	৩৭৬.০০	৬ ৭৭.৭৭%	২৬৪.৮৩৭ ৭০.৪৪%
	মোটর সাইকেল	সংখ্যা	১৫	২৩.২৫	১৫ ১০০%	২৩.২৫ ১০০%
i.মোট যানবাহন			২৪	৪৬৭.০১	২২ ৯১.৬৬%	৩৫৫.৮৪৭ ৭৬.২%

ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প কাজের বিভিন্ন অঙ্গের নাম		একক	অনুমোদিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব পরিমাণ	আর্থিক	বাস্তব পরিমাণ (%)	আর্থিক (%)
ক্রঃ নং	১	২	৩	৪	৫	৬
	ফার্নিচার	সংখ্যা	৬০২	৩০.৪৫	৬০২ ১০০%	৩০.৪২ ৯৯.৯০%
ii.মোট ফর্নিচার		সংখ্যা	৬০২	৩০.৪৫	৬০২ ১০০%	৩০.৪২ ৯৯.৯০%
	মেশিনারিজ এন্ড ইকুইপমেন্ট	সংখ্যা	৩৮১	৬৮.০১৫	৩৮১ ১০০%	৬৭.৮৭২ ৯৯.৭৯%
iii.মোট মেশিনারিজ ও ইকুইপমেন্ট		সংখ্যা	৩৮১	৬৮.০১৫	৩৮১ ১০০%	৬৭.৮৭২ ৯৯.৭৯%
	ড্রিপ ইরিগেশন সিস্টেম স্থাপন	সংখ্যা	৬০	১৮০.০০	৬০ ১০০%	১৬৯.৪২ ৯৪.১২%
	বাউন্ডারীসহ নার্সারি প্যাকিং হাউজ নির্মাণ	সংখ্যা	৫	৫০.০০	৪ ৮০%	৩৯.৯৩ ৭৯.৮৭%
iv.মোট পূর্ত			৬৫	২৩০.০০	৬৪ ৯৮.৪৬%	২০৯.৩৫ ৯১.০২%
মোট মুলধন (i+ii+iii+iv)		সংখ্যা	১০৭২	৭৯৫.৪৫	১০৬৯ ৯৯.৭২%	৬৬৩.৪৮৯ ৮৩.৩৮%
	প্রাইস কনটিনজেন্সি	থোক	থোক	৫৫.৩০	-	০
		থোক	থোক	২৭.৬৫	-	০
	প্রকল্প মোট			২৯৭০.০০	৯৬.৬৩%	২৬৯৬.৪৬৬৮৭ ৯০.৭৯%

৬.২। প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ

ক) কৃষক প্রশিক্ষণ (০১ দিনের) : ৪০,৭০০ জন ;
খ) ব্লক প্রদর্শনী (উপকরণ সহ ৪০ শতক) : ৪৮০০ টি ;
গ) বসতবাড়ি প্রদর্শনী (১২টি চারা) : ৩৫,৯০০টি ;৩৮
ঘ) উপ সহকারী কৃষি অফিসার প্রশিক্ষণ (০১ দিনের) : ১৩৫০ জন ৩ বার ;
ঙ) নার্সারি যন্ত্রপাতি সরবরাহ : ৩৮১ টি ;
চ) মাঠ দিবস ; ১৪০ টি ;
ছ) উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ : ৭০টি ;
জ) বিদেশ শিক্ষা সফর : ৩ ব্যাচে ২৯ জন ;
ঝ) নার্সারি প্যাকিং হাউস নির্মাণ : ০৪টি ;
ঞ) ড্রিপ ইরিগেশন সিস্টেম স্থাপন : ৬০টি ;

৬.৩। **প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতিঃ** প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৯০.৮% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৯৬.৬৩% ।

৬.৪। **প্রকল্পের জনবল নিয়োগ:**

<u>প্রেষণে নিয়োগ:</u>

১) প্রকল্প সমন্বয়কারী পরিচালক -০১ জন ;
২) সিনিয়র মনিটরিং অফিসার – ০১ জন ;
৩) সহকারী পরিচালক -০১ জন (মহিলা);
৪) হিসাব রক্ষক বনাম কেশিয়ার -১ জন ;

সরাসরি নিয়োগ

১) কম্পিউটার অপারেটর -০১ জন

আউট সোর্সিং

১) ড্রাইভার ০৬ জন

২) এমএলএসএস- ০১ জন

৩) গার্ডেনার- ১৫ জন

সর্বমোট -২৭ জন

৭। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ** প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালে **(১জুলাই/২০১৩ হতে ৩০ জুন/২০১৮ পর্যন্ত)** মোট **০২ (দুই)** পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। নিম্নে প্রকল্প পরিচালকদের তথ্য দেয়া হলো:

ক্র: নং	**কর্মকর্তার নাম**	**পদবি**	**পূর্ণকালীন/ খন্ডকালীন**	**সময়কাল**
১.	কেশব লাল দাশ (বর্তমানে অবসর)	প্রকল্প সমন্বয়কারী পরিচালক	**পূর্ণকালীন**	২২/১০/২০১৩ হতে ২৮/১২/২০১৫
২.	মোঃ ফরিদুল হাসান বর্তমানে উপ পরিচালক (এলআর)	প্রকল্প সমন্বয়কারী পরিচালক	**খন্ডকালীন**	২৯/১২/২০১৫ হতে ০৫/০৩২০১৬
৩.	মোঃ ফরিদুল হাসান বর্তমানে উপ পরিচালক (এলআর)	প্রকল্প সমন্বয়কারী পরিচালক ০১৭১২২১৮৮৭০	**পূর্ণকালীন**	০৬/০৩২০১৬ হতে ৩০/০৬/২০১৮

৮। **Procurement এর তথ্যাদিঃ** প্রকল্পের প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত দলিলপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, বিজ্ঞাপন প্রক্রিয়া, কমিটি গঠন, দরপত্র আহবান এবং মূল্যায়ন, **NOA** এবং ওয়ার্ক অর্ডার প্রদানে বিধিমালা অনু সৃত হয়েছে। প্রক্রিয়মেন্ট সংক্রান্ত কিছু কাগজপত্র যাচাই করা হয়। প্রকল্প এর আওতায় বিভিন্ন প্যাকেজের তথ্যঃ

ক্র: নং	প্যাকেজের নাম	কাজের পরিমান	দরপত্র আহবানের তারিখ প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তির তারিখ ও চুক্তি মূল্য	চুক্তি মোতাবেক কাজ সমাপ্তি তারিখ	প্রকৃত কাজ সমাপ্তি তারিখ	প্রদেয় বিলের পরিমান	মন্তব্য
১	জীপ	১টি	২৮.০১.১৪ ৬৭.৭৬	১৩.০২.১৪ ৬৭.৭৬	২০.০৪.১৪	৩১.০৩.১৪	৬৭.৭৬	
২	ফোর ডোর পিকাপ	৬টি	২৫.০৯.১৪ ২৮২.০০	০২.১১.১৪ ২৬৪.৮৪	০২.০৪.১৫	৩০.০৩.১৫	২৬৪.৮৪	
৩	মোটর সাইকেল	১৫	০৩.১২.১৫ ২৩.২৫	২৮.০২.১৬ ২৩.২৫	২৮.০৩.১৬	১৫.০৩.১৬	২৩.২৫	
৪	আসবাবপত্র	৬০২	১৫.১০.১৪ ৩০.৪২	১৫.০১.১৫ ৩০.৪২	১৫.০৪.১৫	০৯.০৪.১৫	৩০.৪২	
৫	যন্ত্রপাতি	৩৮১	১৫.১০.১৪ ৬৪.৮৭	১৫.০১.১৫ ৬৪.৮৭	১৫.০৪.১৫	০৯.০৪.১৫	৬৪.৮৭	
৬	নার্সারি প্যাকিং হাউজ নির্মাণ	১	১২.১০.১৪ ১০.০০	৩১.১২.১৪ ৯.৮৭	৩০.০৪.১৫	২২.০৩১৫	৯.৮৭	
		১	১২.১০.১৪ ১০.০০	৩১.১২.১৪ ৯.৯৭	৩০.০৪.১৫	২১.০৪.১৫	৯.৯৭	
		১	১২.১০.১৪	২২.০২.১	২২.০৬.১৫	০৪.০৫.১৫	৯.৯৯	

ক্র: নং	প্যাকেজের নাম	কাজের পরিমান	দরপত্র আহবানের তারিখ প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তির তারিখ ও চুক্তি মূল্য	চুক্তি মোতাবেক কাজ সমাপ্তি তারিখ	প্রকৃত কাজ সমাপ্তি তারিখ	প্রদেয় বিলের পরিমান	মন্তব্য
			১০.০০	৫ ৯.৯৯				
		১	১২.১০.১৪ ১০.০০	০২.০৪.১৫ ৯.৯৮	০২.০৮.১৫	১৬.০৬.১৫	৯.৯৮	
৭	ড্রিপ ইরিগেশন সিস্টেম স্থাপন	১০	১৯.১২.১৬ ২৯.৮৯	১৪.০২.১৭ ২৯.৮৯	২৬.০৪.১৭	২৩.০৪.১৭	২৯.৮৯	
		১২	১৯.১২.১৬ ৩৬.৩৫	১৪.০২.১৭ ৩৬.৩৫	৩০.০৪.১৭	২৫.০৪.১৭	৩৬.৩৫	
		৮	১৯.১২.১৬ ২৩.৭৬	১৪.০২.১৭ ২৩.৭৬	১৩.০৪.১৭	০৬.০৪.১৭	২৩.৭৬	
		১২	০৬.০৮.১৭ ৩৭.৩৮	১১.১০.১৭ ৩৩.৬৪	২১.০২.১৮	১০.০১.১৮	৩৩.৬৪	
		১১	০৬.০৮.১৭ ৩১.৫০	১১.১০.১৭ ২৮.৩৫	২১.০২.১৮	১৫.০১.১৮	২৮.৩৫	
		৭	০৬.০৮.১৭ ২১.১২	১১.১০.১৭ ১৯.০১	২১.০২.১৮	২০.০১.১৮	১৯.০১	

৯। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ

- ক) শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ি উপজেলায় সরকারী নার্সারিতে জমি না পাওয়ায় ১টি প্যাকিং হাউজ নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি।
- খ) অর্থ মন্ত্রনালয়ের সম্মতি না পাওয়ার কারণে ২টি ফোর ডোর পিকাপ ক্রয় করা সম্ভব হয়নি।

৮। মূল্যায়ন পদ্ধতিঃ প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রনয়ণে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি বিবেচনা করা হয়েছেঃ

- প্রকল্পের ডিপিপি পর্যালোচনা ;
- প্রকল্পের PEC/ECNEC সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা ;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন ;
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা; এবং
- প্রকল্প এলাকাভুক্ত সুবিধাভোগীদের মতামত গ্রহণ।
- প্রকল্পের পিসিআর পর্যালোচনা।

১০। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যঃ

- অনুকূল এলাকায় মাল্টা,কমলা, বাতাবী লেবু ও অন্যান্য লেবু জাতীয় ফল উৎপাদনের জন্য কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করা;
- মাল্টা ও কমলা উৎপাদন বৃদ্ধি করে আমদানী কমানো ও বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয়;
- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মহিলা ও উপজাতীয় কৃষকদের মাল্টা, কমলা , বাতাবী লেবু ও অন্যান্য লেবু জাতীয় ফল উৎপাদনে নিয়োজিত করা;
- সায়ন ও সেপলিং সংগ্রহের জন্য মার্তৃগাছ সনাক্ত ও নির্বাচন;
- আধুনিক নার্সারি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি বিস্তার ঘটানো;
- প্রকল্প এলাকায় কাজের সুযোগ সৃষ্টি ও গ্রাম্য দরিদ্র জনগোষ্ঠির আয় বৃদ্ধিকরণ;
- জলবায়ু সংরক্ষণ ও ভূমিক্ষয় রোধ করণ;
- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল তৈরী করা;
- সাইট্রাস জাতীয় ফল রপ্তানীর জন্য ক্যাংকার রোগ ব্যবস্থাপনার বিস্তার ঘটানো।

১১। **প্রকল্পের অনুমোদনঃ**

	ডিপিপি
ক) মুল i) একনেক কর্তৃক ii) প্রশাসনিক আদেশ	 ১০.০৯.২০১৩ ২৯.০৯.২০১৩
খ) ১ম সংশোধিত	২২.০৮.২০১৬

১২। **বছরভিত্তিক অনুমোদিত ডিপিপি বরাদ্দ, এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ**

আর্থিক বছর	মূল ডিপিপি বরাদ্দ	সংশোধিত ডিপিপি বরাদ্দ	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী এডিপি বরাদ্দ	আরএডিপি বরাদ্দ	অবমুক্ত	প্রকৃত ব্যয়	অবমুক্তি ও ব্যয়ের পার্থক্য
২০১৩-১৪	১০৮১.৮৯৩	১৫০.৩৯	১৫০.০০	১৫০.০০	১৫০.০০	১৪৯.৮৯	০.১১
২০১৪-১৫	৪৮০.৯২৪	৭০৬.৯৬	৭৫০.০০	৬৯০.০০	৬৯০.০০	৬৮৯.৫৪	০.৪৬
২০১৫-১৬	৪৮৬.৫৮৯	৫৫২.৬৬	৬৮০.০০	৬২০.০০	৬২০.০০	৫৫২.৫৮	৬৭.৪২
২০১৬-১৭	৩৮৫.৯০৭	৭১১.০০	৭১১.০০	৭৬৭.০০	৭৬৭.০০	৭৬৪.৬৩	২.৩৭
২০১৭-১৮	৪১২.৬৮৭	৮৪৮.৯৯	৫৭১.০০	৫৪৪.০০	৫৪৪.০০	৫৩৯.৮৩	৪.১৭
	২৮৪৮.০০	২৯৭০.০০	২৮৬২.০০	২৭৭১.০০	২৭৭১.০০	২৬৯৬.৪৭	৭৪.৫৩

১৩। **প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ:**

সাইট্রাস ডেভেলপমেন্ট (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পটি বাংলাদেশের ৫টি বিভাগের ১৭টি জেলার ৬৮টি উপজেলায় ২০১৩-১৪ অর্থ বছর থেকে ২০১৭-১৮ অর্থ বছর পর্যন্ত ০৫ বছরে বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পটির উদ্দেশ্য ছিল সাইট্রাস জাতীয় ফলের বিশেষ করে মাল্টা ও কমলা উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে বৈদেশিক মূদ্রার সাশ্রয়, মহিলা ও উপজাতীয় কৃষকদের সাইট্রাস জাতীয় ফল উৎপাদনে সম্পৃক্ত করে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয় বৃদ্ধি করা। এ সকল উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কৃষক প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী স্থাপন, ড্রিপ ইরিগেশন সিস্টেম স্থাপন, উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ, মাঠদিবস ইত্যাদি বাস্তবায়িত হয়।

গত ১২/১২/২০১৮ থেকে ১৫/১২/২০১৮ তারিখ মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর কবীর মহাপরিচালক সেক্টর-৪ চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি, রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি, খাগড়াছড়ি জেলার, রামগড়, মাটিরাঙ্গা,দীঘিনালা, খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন করি। পরিদর্শনকালে প্রদর্শনী কৃষক, স্থানীয় কৃষক, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, উপ সহকারী কৃষি অফিসার, কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার, উপজেলা কৃষি অফিসার, জেলা পর্যায়ের অতিরিক্ত উপ পরিচালক, জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার সহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের সাথে মত বিনিময় করা হয়। পরিদর্শনের পর্যবেক্ষণসমূহ নিম্নরুপ :

ক্রমিক নং	**পরিদর্শন স্থান**	**পর্যবেক্ষণ**
১৩.১	কৃষি ব্লক- দাঁতমারা উপজেলা- ফটিকছড়ি জেলা- চট্টগ্রাম।	কৃষক মো: ইউনুচ এর একটি বাগান পরিদর্শনঃ কৃষক মো: ইউনুচ এর বাগান ১২/১২/২০১৮ পরিদর্শন করা হয়েছে। তিনি জানান যে, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর তাকে ৪০ শতকের ১টি প্রদর্শনী দেয় এবং ৬৫টি মাল্টা, ০৫টি কমলা, ১০টি বাতাবী লেবু ও ২০টি কলোম্ব লেবুর চারা সহ সর্বমোট ১০০টি চারা দেন এবং চারা রোপনের জন্য ৪০ কেজি

ক্রমিক নং	পরিদর্শন স্থান	পর্যবেক্ষণ
		ইউরিয়া, ৪০ কেজি টিএসপি, ৪০ কেজি এমওপি সার, ১০০ কেজি চুন, পোকামাকড় দমনের জন্য ১টি হ্যান্ড স্প্রেয়ার, ডালপালা ছাটায়ের জন্য ১টি সিকেচার সরবরাহ করা হয়েছে। তাছাড়া ২০১৬ সালে বাগানে সেচ সরবরাহের জন্য সাইট্রাস ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের মাধ্যমে ১টি ড্রিপ ইরিগেশন সিস্টেম এর ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। বাগান স্থাপনের পূর্বে সাইট্রাস জাতীয় ফল উৎপাদনের কলাকৌশল, রোগ ও পোকামাকড় দমন, গ্রাফটিং কলাকৌশল এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তিনি প্রশিক্ষণ লব্ধজ্ঞান কাজে লাগিয়ে চারা উৎপাদন করেছেন। বাগানটি ২৩/০৯/২০১৫ তারিখে স্থাপন করা হয়েছে। তিনি জানান যে একই সময় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পরামর্শ অনুযায়ী তিনি আরও অতিরিক্ত ৪.০ একর জমিতে ১০০০টি মাল্টার চারা রোপন করেন এবং ০১ বছর পর কয়েকটি গাছের মাল্টা পর্যবেক্ষণ করে তিনি বাগান সম্প্রসারণের মাধ্যমে সর্বমোট ০৮ একরের মাল্টা বাগান গড়ে তোলেন। বর্তমানে তার বাগানে প্রায় ২০০০ টি মাল্টা গাছ রয়েছে মর্মে জানান । কৃষক জানান যে, এ বছর তিনি প্রতি কেজি ১১০-১২০ টাকা দরে ২০ লক্ষের অধিক টাকার মাল্টা বিক্রয় করেছেন এবং বর্তমান আরো প্রায় ১০ লক্ষ টাকার মাল্টা বিক্রয় করতে পারবেন। তার মাল্টা বাগানটি স্থানীয় কৃষকসহ দূরদূরান্তের অনেক কৃষক পরিদর্শন করেছেন এবং বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে প্রচার হয়েছে ও কৃষককে চারা সরবরাহের জন্য তাগিদ দিয়েছেন। তাই তিনি ২০১৬ সালে ৩০০০টি মাল্টার চারা কলম গ্রাফটিং করে বিক্রয় করেছেন এবং এবছর ৮০ হাজার মাল্টার চারা তৈরী করে প্রায় ৬৫ হাজার চারা ১০০ টাকা প্রতিটি দরে বিক্রয় করেছেন। বাগান পরিদর্শনকালে অনেকগুলি গাছে থোকায় থোকায় মাল্টা পরিলক্ষিত হয়, অনেক গাছে এখনো ফল আসেনি।
১৩.২	কৃষি ব্লক- দাঁতমারা উপজেলা- ফটিকছড়ি জেলা- চট্টগ্রাম।	দলীয় সভাঃ মো: ইউনুচ এর বাগানে একটি দলীয় সভা করা হয়। এ দলীয় সভায় দাঁতমারা ব্লকের উপসহকারী কৃষি অফিসার, ফটিকছড়ি উপজেলা কৃষি অফিসার, ফটিকছড়ি, অতিরিক্ত উপ পরিচালক, ডিএই, চট্টগ্রাম, ৫০-৫৫ জন কৃষক উপস্থিত ছিলেন।তারা জানান যে অনেক কৃষক, বিশ্ববিদ্যালয়ের টিম, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন টিভি চ্যানেল মো: ইউনুচ এর বাগান পরিদর্শন করেছেন। উপস্থিত কৃষকরা জানান তার বাগান পরিদর্শন করে অনেক কৃষকরা উদ্বুদ্ধ হয়ে মো: ইউনুচ এর নিকট থেকে চারা ক্রয় করে তাদের সাধ্যমত বাগান গড়ে তুলেছেন।এ সময় তারা প্রকল্পের কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য অনুরোধ জানান যাতে কৃষকরা সরকারী সহায়তায় বাগান স্থাপনসহ অন্যান্য কারিগরি পরামর্শ নিতে পারেন।
১৩.৩	কৃষি ব্লক-চিকনছড়া উপজেলা- ফটিকছড়ি জেলা-চট্টগ্রাম।	জনাব মোঃ মকবুল হোসেনের বাগান পরিদর্শনঃ ১২/১২/২০১৮ তারিখ মোঃ মকবুল হোসেনের ১টি বাগান পরিদর্শন করা হয়। প্রদর্শনী পরিদর্শনকালে কৃষক জানান যে তিনি প্রকল্প থেকে ১০০টি চারা (৬০টি মাল্টা, ৫টি কমলা, ১৫টি বাতাবী লেবু, ২০টি কলোম্ব লেবু) দেওয়া হয়েছে। ৩০ জুন ২০১৬ তারিখে গাছগুলি রোপণ করেছেন।প্রকল্প থেকে ৪০ কেজি ইউরিয়া, ৪০ কেজি টিএসপি, ৪০ কেজি এমওপি সার, ১০০ কেজি চুন, পোকামাকড় দমনের জন্য ১টি হ্যান্ড স্প্রেয়ার, ডালপালা ছাটাইএর জন্য ১টি

ক্রমিক নং	পরিদর্শন স্থান	পর্যবেক্ষণ
		সিকেচার সরবরাহ করা হয়েছে। প্রদর্শনি স্থাপনের পূর্বে তিনি এক দিনের প্রশিক্ষণ পেয়েছেন বলে জানান। বাগান পরিদর্শনকালে দেখা যায়, কয়েকটি গাছে আগাম ফুল এসেছে। কৃষক মোঃ মকবুল হোসেন জানান যে তিনি বাগানটি আরোও সম্প্রসারণ করেছেন। বর্তমানে তার বাগানে ১৩০টি মাল্টা সহ ১৭০টি গাছ আছে। ২০১৭ সালে তার বাগানের ১০টি গাছে কয়েকটি মাল্টা ধরেছিল। কিন্তু উপসহকারী কৃষি অফিসারের পরামর্শ অনুযায়ী কয়েকটি মাল্টা রেখে অন্যগুলি ছিড়ে ফেলে দিয়েছেন। এবছর তিনি ৫০ হাজার টাকার মাল্টা বিক্রয় করেছেন। তিনি আরোও জানান যে খরা মৌসুমে সেচের পানির খুব অভাব হয়। ফলে শুকনা মৌসুমে ফল ঝড়ে যাওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। বাগান পরিদর্শনকালে দেখা যায় তিনি প্রতিটি গাছে সেচের পানি ধরে রাখার জন্য খড়কুটা দিয়ে মালচিং করেছেন। তিনি তার বাগানে সেচের পানির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দাবী জানান।তার বাগান পরিদর্শন করে অনেক কৃষকরা বাগান করেছেন মর্মে তিনি জানান। এ সময় চিকনছড়া ব্লকের উপসহকারী কৃষি অফিসার, উপজেলা কৃষি অফিসার ফটিকছড়ি, অতিরিক্ত উপ পরিচালক, চট্টগ্রাম এবং ১৫ জন কৃষক উপস্থিত ছিল। তারা জানান যে প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ, চারা সার ও অন্যান্য উপকরণ সরবরাহ করা হলে পতিত ও অনাবাদি জমিতে মাল্টার বাগান করবেন। বাগান পরিদর্শনকালে ৩টি গাছে পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি দেখা যায়। এ সময় উপজেলা কৃষি অফিসার ও কৃষক জানান যে ৩দিন আগে বিভিন্ন ধরনের মাইক্রো নিউট্রিয়েন্ট সহ গাছে সার দেওয়া হয়েছে।প্রদর্শনী পরিদর্শন কালে ৫টি কমলার মধ্যে একটিতেও ফল আসেনি বলে কৃষক জানান। কিছু কিছু গাছে পোকাড় আক্রমণ পরিলক্ষিত হয়। উপসহকারী কৃষি অফিসার জানান যে গাছের নতুন পাতা বের হওয়ার সময় লিফ মাইনর ও জাবপোকার আক্রমণ হয় এবং এজন্য মেলাথিয়ন জাতীয় কীটনাশক প্রায়ই স্প্রে করতে হয়।
১৩.৪	কৃষি ব্লক-বাগানবাড়ি উপজেলা-ফটিকছড়ি জেলা-চট্টগ্রাম	জনাব আব্দুল কুদ্দুসের ১টি ব্লক প্রদর্শনী পরিদর্শনঃ ১২/১২/২০১৮ তারিখ আব্দুল কুদ্দুসের ১টি ব্লক প্রদর্শনী পরিদর্শন করা হয়। প্রদর্শনী পরিদর্শনকালে কৃষক জানান যে, তিনি প্রকল্প থেকে ১০০টি চারা (৬০টি মাল্টা, ৫টি কমলা, ১৫টি বাতাবী লেবু, ২০টি কলোম্ব লেবু) দেওয়া হয়েছে। ০৫ মে ২০১৭ তারিখে গাছগুলি রোপণ করেছেন।প্রকল্প থেকে ৪০ কেজি ইউরিয়া, ৪০ কেজি টিএসপি, ৪০ কেজি এমওপি সার, ১০০ কেজি চুন, পোকামাকড় দমনের জন্য ১টি হ্যান্ড স্প্রেয়ার, ডালপালা ছাঁটাইএর জন্য ১টি সিকেচার সরবরাহ করা হয়েছে। প্রদর্শনী স্থাপনের পূর্বে তিনি সাইট্রাস জাতীয় ফলের উৎপাদন কলাকৌশল, রোগ ও পোকামকড় দমন, চারা তৈরীর কলাকৌশল এর উপর এক দিনের প্রশিক্ষণ পেয়েছেন বলে জানান। প্রতিটি গাছের গোড়ায় মালচিং দেওয়া আছে। গাছের বৃদ্ধি ভাল। কৃষক জানান যে লেবু গাছে ফল এসেছে কিন্তু কোন মাল্টা, বাতাবী লেবু বা কমলা গাছে এখনো ফলন আসেনি; তবে আগামী মৌসুমে মাল্টা ফল আসতে পারে বলে জানান।
১৩.৫	কৃষি ব্লক-বোয়ালখালী উপজেলা-দীঘিনালা	১৩/১২/২০১৮ তারিখ রতন ঘোষের ৪০ শতকের সাইট্রাস ব্লক প্রদর্শনী পরিদর্শনঃ প্রদর্শনী পরিদর্শনকালে কৃষক জানান যে, তিনি প্রকল্প থেকে ১০০টি চারা (

ক্রমিক নং	পরিদর্শন স্থান	পর্যবেক্ষণ
	জেলা-খাগড়াছড়ি	৬৫টি মাল্টা, ৫টি কমলা, ১০টি বাতাবী লেবু, ২০টি কলোম্ব লেবু) দেওয়া হয়েছে। ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে গাছগুলি রোপণ করেছেন।প্রকল্প থেকে ৪০ কেজি ইউরিয়া, ৪০ কেজি টিএসপি, ৪০ কেজি এমওপি সার, ১০০ কেজি চুন, পোকামাকড় দমনের জন্য ১টি হ্যান্ড স্প্রেয়ার, ডালপালা ছাটাইএর জন্য ১টি সিকেচার সরবরাহ করা হয়েছে। প্রদর্শনী স্থাপনের পূর্বে তিনি সাইট্রাস জাতীয় ফলের উৎপাদন কলাকৌশল, রোগ ও পোকামকড় দমন চারা তৈরীর কলাকৌশল এর উপর এক দিনের প্রশিক্ষণ পেয়েছেন বলে জানান। প্রতিটি গাছের গোড়ায় মালচিং দেওয়া আছে। গাছের বৃদ্ধি ভাল। এ বছর ১০টি মাল্টা গাছে ও ২০ টি লেবু গাছে ফলন এসেছিল বলে মর্মে কৃষক জানান। কৃষক জানান যে, ৩০ কেজি মাল্টা ও ১০০ কেজি লেবু পেয়েছিলেন। তিনি আরো জানান যে, এখানে লেবুর মূল্য খুবই কম কিন্তু মাল্টার বাজার মূল্য বেশী হওয়ায় মাল্টা চাষ লাভজনক। কৃষক আরোও জানান যে তুলনামুলক ভাবে মাল্টার চেয়ে কমলার রোগের আক্রমন বেশী হওয়ায় কৃষকরা কমলা চাষের চেয়ে মাল্টার চাষ বেশী করতে আগ্রহী। প্রদর্শনী পরিদর্শনকালে আগত কৃষকরা জানান অনেক কৃষক নিজ উদ্যোগে মাল্টার বাগান করেছেন তবে সরকারী সহযোগিতা ও প্রশিক্ষণ পেলে তারা পতিত অনাবাদী জমিতে মাল্টার বাগান স্থাপন করবেন।তাছাড়া কৃষকরা আরোও জানান যে তাদের সকলের জমি সমান নয় তাই বিভিন্ন আকারের বাগান দিলে বিভিন্ন ধরনের কৃষকরা মাল্টার বাগান স্থাপন করতে আগ্রহী হবে।
১৩.৬	কৃষি ব্লক-বাঘাইর হাট উপজেলা- বাঘইছড়ি জেলা-রাঙ্গামাটি	১৩/১২/২০১৮ তারিখ রিপন চাকমার ৪০ শতকের সাইট্রাস ব্লক প্রদর্শনী পরিদর্শনঃ প্রদর্শনী পরিদর্শনকালে কৃষক জানান যে, তিনি প্রকল্প থেকে ১০০টি চারা (৬৫টি মাল্টা, ৫টি কমলা, ১০টি বাতাবী লেবু, ২০টি কলোম্ব লেবু) দেওয়া হয়েছে। ০২ জুলাই ২০১৭ তারিখে গাছগুলি রোপণ করেছেন।প্রকল্প থেকে ৪০ কেজি ইউরিয়া, ৪০ কেজি টিএসপি, ৪০ কেজি এমওপি সার, ১০০ কেজি চুন, পোকামাকড় দমনের জন্য ১টি হ্যান্ড স্প্রেয়ার, ডালপালা ছাটাইএর জন্য ১টি সিকেচার সরবরাহ করা হয়েছে। প্রদর্শনী স্থাপনের পূর্বে তিনি সাইট্রাস জাতীয় ফলের উৎপাদন কলাকৌশল, রোগ ও পোকামকড় দমন চারা তৈরীর কলাকৌশল এর উপর এক দিনের প্রশিক্ষণ পেয়েছেন বলে জানান।জমি পতিত থাকবে এই চিন্তা করে কৃষক রিপন চাকমা নিজ উদ্যোগে আরোও ৫০টি মাল্টা গাছ রোপন করেছেন । প্রতিটি গাছের গোড়ায় মালচিং দেওয়া আছে। গাছের বৃদ্ধি ভাল। প্রদর্শনী পরিদর্শনকালে বাঘাইরহাট ব্লকের উপ সহকারী কৃষি অফিসার, উপজেলা কৃষি অফিসার, বাঘাইছড়ি, জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার, রাঙ্গামাটি ও ১২ জন কৃষক উপস্থিত ছিল। প্রদর্শনী পরিদর্শনকালে আগত কৃষকরা জানান অনেক কৃষক নিজ উদ্যোগে মাল্টার বাগান করেছেন তবে সরকারী সহযোগিতা ও প্রশিক্ষণ পেলে তারা পতিত অনাবাদী জমিতে মাল্টার বাগান স্থাপন করবেন। তাছাড়া কৃষকরা আরোও জানান যে তাদের সকলের জমি সমান নয় । তাই বিভিন্ন আকারের বাগান দিলে বিভিন্ন ধরনের কৃষকরা মাল্টার বাগান স্থাপন করতে আগ্রহী হবে।
১৩.৭	কৃষি ব্লক-বাঘাইর	১৩/১২/২০১৮ তারিখ জীবন্টু চাকমার ৪০ শতকের সাইট্রাস ব্লক প্রদর্শনী

ক্রমিক নং	পরিদর্শন স্থান	পর্যবেক্ষণ
	হাট উপজেলা- বাঘাইছড়ি জেলা- রাঙ্গামাটি।	পরিদর্শনঃ প্রদর্শনী পরিদর্শনকালে কৃষক জানান যে, তিনি প্রকল্প থেকে ১০০টি চারা (৬৫টি মাল্টা, ৫টি কমলা, ১০টি বাতাবী লেবু, ২০টি কলোম্ব লেবু) দেওয়া হয়েছে। ০৫ জুলাই ২০১৬ তারিখে গাছগুলি রোপণ করেছেন।প্রকল্প থেকে ৪০ কেজি ইউরিয়া, ৪০ কেজি টিএসপি, ৪০ কেজি এমওপি সার, ১০০ কেজি চুন, পোকামাকড় দমনের জন্য ১টি হ্যান্ড স্প্রেয়ার, ডালপালা ছাঁটাইএর জন্য ১টি সিকেচার সরবরাহ করা হয়েছে। প্রদর্শনী স্থাপনের পূর্বে তিনি সাইট্রাস জাতীয় ফলের উৎপাদন কলাকৌশল, রোগ ও পোকামকড় দমন চারা তৈরীর কলাকৌশল এর উপর এক দিনের প্রশিক্ষণ পেয়েছেন বলে জানান। প্রতিটি গাছের গোড়ায় মালচিং দেওয়া আছে। গাছের বৃদ্ধি মোটামোটি ভাল তবে সেচের অভাব পরিলক্ষিত হয়। এ বছর ২৫টি মাল্টা গাছে ও ২০ টি লেবু গাছে ফলন এসেছিল বলে কৃষক জানান। কৃষক জানান যে ৭০ কেজি মাল্টা ও ১৪০ কেজি লেবু পেয়েছিলেন। মাল্টার বাজার মূল্য বেশী হওয়ায় মাল্টা চাষ লাভজনক। কৃষক আরোও জানান যে তুলনামুলক ভাবে মাল্টার চেয়ে কমলার রোগের আক্রমণ বেশী হওয়ায় কৃষকরা কমলা চাষের চেয়ে মাল্টার চাষ করতে বেশী আগ্রহী। তবে এ অঞ্চলে সেচের পানির খুবই অভাব। প্রাথমিক পর্যায়ে চারা রোপনের সময় সেচ দিয়ে রোপন করতে পারলে গাছের বৃদ্ধি ভাল হয়। কৃষকরা ফলগাছ রোপণের সাথে সাথে গাছের গোড়ায় মালচিং এর ব্যবস্থা করেন। এতে গাছের গোড়ায় রস সংরক্ষিত হয়। এ প্রদর্শনী পরিদর্শন কালে দেখা যায় কৃষক নিজ উদ্যোগে গাছের গোড়ায় পানির বোতলের মাধ্যমে ফোঁটায় সেচ দিচ্ছেন।বোতলের মাধ্যমে সেচ দেওয়াকে একটি নতুন প্রযুক্তি মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে।
১৩.৮	কৃষি ব্লক- সাজেক উপজেলা-বাঘিইছড়ি জেলা- রাঙ্গামাটি	মাধবী চাকমার বাগান পরিদর্শনঃ ১৩/১২/২০১৮ তারিখ মাধবী চাকমার ১টি বাগান পরিদর্শন করা হয়। প্রদর্শনী পরিদর্শনকালে কৃষক জানান যে তাকে প্রকল্প থেকে ১০০টি চারা (৬০টি মাল্টা, ৫টি কমলা, ১৫টি বাতাবী লেবু, ২০টি কলোম্ব লেবু) দেওয়া হয়েছে। ১৫ মে ২০১৫ তারিখে গাছগুলি রোপণ করেছেন। প্রকল্প থেকে ৪০ কেজি ইউরিয়া, ৪০ কেজি টিএসপি, ৪০ কেজি এমওপি সার, ১০০ কেজি চুন, পোকামাকড় দমনের জন্য ১টি হ্যান্ড স্প্রেয়ার, ডালপালা ছাঁটাইএর জন্য ১টি সিকেচার সরবরাহ করা হয়েছে। প্রদর্শনী স্থাপনের পূর্বে তিনি এক দিনের প্রশিক্ষণ পেয়েছেন বলে জানান।বাগান পরিদর্শনকালে দেখা যায় কয়েকটি গাছে আগাম ফুল এসেছে এমনকি কিছু কিছু গাছে ফলও দেখা যায়।কৃষক মাধবী চাকমা জানান যে তিনি বাগানটি আরোও সম্প্রসারণ করেছেন। বর্তমানে তার বাগানে ১৪০টি মাল্টাসহ ১৭০টি গাছ আছে। ২০১৭ সালে তার বাগানের ৭টি গাছে কয়েকটি মাল্টা ধরেছিল। কিন্তু উপসহকারী কৃষি অফিসারের পরামর্শ অনুযায়ী কয়েকটি মাল্টা রেখে অন্যগুলি ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছেন। এবছর তিনি ৪০ হাজার টাকার মাল্টা বিক্রয় করেছেন।কৃষক আরোও জানান, যে প্রকল্প থেকে একটি ড্রিপ ইরিগেশন এর ব্যবস্থা করা হয়েছে ফলে অন্যান্য বাগানের তুলনায় এ বাগানের গাছের বৃদ্ধি অনেক ভাল। এ সময় সাজেক ব্লকের উপসহকারী কৃষি অফিসার, উপজেলা কৃষি অফিসার বাঘাছড়ি, জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার, রাঙ্গামাটি এবং

ক্রমিক নং	পরিদর্শন স্থান	পর্যবেক্ষণ
		২৫ জন কৃষক-কৃষানী উপস্থিত ছিল। উপস্থিত ৮ জন কৃষক জানান যে প্রকল্পের সহায়তায় তারাও সাইট্রাসের বাগান স্থাপন করেছেন এবং একই রকম সহায়তা তারা প্রকল্প থেকে পেয়েছে। কয়েকজন কৃষক জানান যে, তারা বসতবাড়িতে ১২টি চারা দিয়ে প্রদর্শনী স্থাপন করেছেন। প্রকল্প থেকে সার না দেওয়ার কারণে খুবই অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন। তাছাড়া বসতবাড়ি প্রদর্শনীতে কোন প্রকার সাইনবোর্ড না থাকায় সুবিধা ভোগের কারণ সনাক্ত করা যায় না। অন্যান্য কৃষকরা জানান যে প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ, চারা, সার ও অন্যান্য উপকরণ সরবরাহ করা হলে পতিত ও অনাবাদি জমিতে মাল্টার বাগান স্থাপন করবেন। প্রদর্শনী পরিদর্শন কালে জানা যায় কমলার রোগবালাই বেশী। উপসহকারী কৃষি অফিসার জানান যে গাছের নতুন পাতা বের হওয়ার সময় লীফ মাইনর ও জাব পোকার আক্রমন হয় এবং এজন্য এডমায়ার ও মেলাথিন জাতীয় কীটনাশক প্রায়ই স্প্রে করতে হয়।
১৩.৯	কৃষি ব্লক-গামারী ঢালা উপজেলা- সদর খাগড়াছড়ি জেলা-খাগড়াছড়ি	বাগান পরিদর্শনঃ ১৪/১২/২০১৮ তারিখ ত্রিশুল চাকমার ১টি বাগান পরিদর্শন করা হয়। প্রদর্শনী পরিদর্শনকালে কৃষক জানান যে তাকে প্রকল্প থেকে ১০০টি চারা (৬০টি মাল্টা, ৫টি কমলা, ১৫টি বাতাবী লেবু, ২০টি কলোম্ব লেবু) দেওয়া হয়েছে। ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে গাছগুলি রোপণ করেছেন। প্রকল্প থেকে ৪০ কেজি ইউরিয়া, ৪০ কেজি টিএসপি, ৪০ কেজি এমওপি সার, ১০০ কেজি চুন, পোকামাকড় দমনের জন্য ১টি হ্যান্ড স্প্রেয়ার, ডালপালা ছাটাইএর জন্য ১টি সিকেচার সরবরাহ করা হয়েছে। প্রদর্শনী স্থাপনের পূর্বে তিনি এক দিনের প্রশিক্ষণ পেয়েছেন বলে জানান। কৃষক ত্রিশুল চাকমা জানান যে, তিনি বাগানটি আরোও সম্প্রসারণ করেছেন। বর্তমানে তার বাগানে ১৭০টি মাল্টা সহ ২০০টি গাছ আছে। এবছর তার বাগানের ১৫টি গাছে মাল্টা ও সবগুলি গাছে লেবু ধরেছিল। এ সময় গামারী ঢালা ব্লকের উপসহকারী কৃষি অফিসার, উপজেলা কৃষি অফিসার খাগড়াছড়ি সদর এবং ১৫ জন কৃষক উপস্থিত ছিল। উপস্থিত ৩ জন কৃষক জানান যে প্রকল্পের সহায়তায় তারাও সাইট্রাসের বাগান স্থাপন করেছেন এবং একই রকম সহায়তা তারা প্রকল্প থেকে পেয়েছে। অন্যান্য কৃষকরা জানান যে প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ, চারা, সার ও অন্যান্য উপকরণ সরবরাহ করা হলে পতিত ও অনাবাদি জমিতে মাল্টার বাগান স্থাপন করবেন। কিছু কিছু গাছে রোগ ও পোকাড় আক্রমণ দেখা যায়। উপ সহকারী কৃষি অফিসার জানান যে গাছের নতুন পাতা বের হওয়ার সময় লীফ মাইনর ও জাব পোকার আক্রমণ হয় এবং এজন্য এডমায়ার ও মেলাথিন জাতীয় কীটনাশক প্রায়ই স্প্রে করতে হয়।
১৩.১০	কৃষি ব্লক-তৈকাতাং উপজেলা- মাটিরাঙ্গা জেলা- খাগড়াছড়ি	বাগান পরিদর্শনঃ ১৫/১২/২০১৮ তারিখ প্রতিভা ত্রিপূরার ১টি বাগান পরিদর্শন করা হয়। প্রদর্শনী পরিদর্শনকালে কৃষক জানান যে তিনি প্রকল্প থেকে ১০০টি চারা (৬০টি মাল্টা, ৫টি কমলা, ১৫টি বাতাবী লেবু, ২০টি কলোম্ব লেবু) পেয়েছেন। ২৭ মে ২০১৫ তারিখে গাছগুলি রোপণ করেছেন। প্রকল্প থেকে ৪০ কেজি ইউরিয়া, ৪০ কেজি টিএসপি, ৪০ কেজি এমওপি সার, ১০০ কেজি চুন, পোকামাকড় দমনের জন্য ১টি হ্যান্ড স্প্রেয়ার, ডালপালা ছাটাইএর জন্য ১টি সিকেচার সরবরাহ করা

ক্রমিক নং	পরিদর্শন স্থান	পর্যবেক্ষণ
		হয়েছে। প্রদর্শনী স্থাপনের পূর্বে তিনি এক দিনের প্রশিক্ষণ পেয়েছেন বলে জানান। এবছর তার বাগানের ১৫টি গাছে মাল্টা ও সবগুলি গাছে লেবু ধরেছিল। এ সময় তৈকাতাং ব্লকের উপ সহকারী কৃষি অফিসার, উপজেলা কৃষি অফিসার, মাটিরাঙ্গা ও ১০ জন কৃষক উপস্থিত ছিল। কৃষকরা জানান যে প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ, চারা, সার ও অন্যান্য উপকরণ সরবরাহ করা হলে পতিত ও অনাবাদি জমিতে মাল্টার বাগান স্থাপন করবেন। কিছু কিছু গাছে রোগ ও পোকাড় আক্রমণ পরিলক্ষিত হয়। উপ সহকারী কৃষি অফিসার জানান যে গাছের নতুন পাতা বের হওয়ার সময় লীফ মাইনর ও জাব পোকার আক্রমণ হয় এবং এজন্য প্রায়ই রোগ ও কীটনাশক স্প্রে করতে হয়। বাগানে সেচের অভাব পরিলক্ষিত হয়।প্রতিটি গাছে মালচিং দেওয়া হয়েছে।
১৩.১১	কৃষি ব্লক-ডাক্তারটিলা উপজেলা- মাটিরাঙ্গা জেলা- খাগড়াছড়ি	বাগান পরিদর্শনঃ ১৫/১২/২০১৮ তারিখ মেমং মারমা এর ১টি বাগান পরিদর্শন করা হয়। প্রদর্শনী পরিদর্শনকালে কৃষক জানান যে তিনি প্রকল্প থেকে ১০০টি চারা (৬০টি মাল্টা, ৫টি কমলা, ১৫টি বাতাবী লেবু, ২০টি কলোম্ব লেবু) দেওয়া হয়েছে। ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে গাছগুলি রোপণ করেছেন। প্রকল্প থেকে ৪০ কেজি ইউরিয়া, ৪০ কেজি টিএসপি, ৪০ কেজি এমওপি সার, ১০০ কেজি চুন, পোকামাকড় দমনের জন্য ১টি হ্যান্ড স্প্রেয়ার, ডালপালা ছাটাইএর জন্য ১টি সিকেচার সরবরাহ করা হয়েছে। প্রদর্শনী স্থাপনের পূর্বে তিনি এক দিনের প্রশিক্ষণ পেয়েছেন বলে জানান। এবছর তার বাগানের ২০টি গাছে মাল্টা ও সবগুলি গাছে লেবু ধরেছিল। এ সময় ডাক্তারটিলা ব্লকের উপ সহকারী কৃষি অফিসার, উপজেলা কৃষি অফিসার, মাটিরাঙ্গা ও ৬ জন কৃষক উপস্থিত ছিল। কৃষকরা জানান যে প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ, চারা, সার ও অন্যান্য উপকরণ সরবরাহ করা হলে পতিত ও অনাবাদি জমিতে মাল্টার বাগান স্থাপন করবেন। গাছের নতুন পাতা বের হওয়ার সময় লীফ মাইনর ও জাব পোকার আক্রমন হয় এবং এজন্য প্রায়ই রোগ ও কীটনাশক স্প্রে করতে হয়। বাগানে সেচের অভাব পরিলক্ষিত হয়।প্রতিটি গাছে মালচিং দেওয়া হয়েছে।বাগানে সাইট্রাসের সাথে পেঁপের চাষ করা হয়েছে।
১৩.১২	কৃষি ব্লক-হাফছড়ি উপজেলা-রামগড় জেলা-খগড়াছড়ি	বাগান পরিদর্শনঃ ১৫/১২/২০১৮ তারিখ মোঃ আতিউর রহমানের ১টি বাগান পরিদর্শন করা হয়। প্রদর্শনী পরিদর্শনকালে কৃষক জানান যে, তিনি প্রকল্প থেকে ১০০টি চারা (৬০টি মাল্টা, ৫টি কমলা, ১৫টি বাতাবী লেবু, ২০টি কলোম্ব লেবু) পেয়েছেন। ২২ জুন ২০১৬ তারিখে গাছগুলি রোপণ করেছেন। প্রকল্প থেকে ৪০ কেজি ইউরিয়া, ৪০ কেজি টিএসপি, ৪০ কেজি এমওপি সার, ১০০ কেজি চুন, পোকামাকড় দমনের জন্য ১টি হ্যান্ড স্প্রেয়ার, ডালপালা ছাটাইএর জন্য ১টি সিকেচার সরবরাহ করা হয়েছে। প্রদর্শনী স্থাপনের পূর্বে তিনি এক দিনের প্রশিক্ষণ পেয়েছেন বলে জানান।বাগানটি স্থাপনের পর তিনি আরও সম্প্রসারণ করেছেন। বর্তমানে তার বাগানে ৯০০টি মাল্টার গাছ আছে। এবছর তার বাগানের ৩৫টি গাছে মাল্টা ও সবগুলি গাছে লেবু ধরেছিল। এ সময় হাফছড়ি ব্লকের উপ সহকারী কৃষি অফিসার, উপজেলা কৃষি অফিসার, রামগড় ও ১০

ক্রমিক নং	পরিদর্শন স্থান	পর্যবেক্ষণ
		জন কৃষক উপস্থিত ছিল। কৃষকরা জানান যে প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ, চারা, সার ও অন্যান্য উপকরণ সরবরাহ করা হলে পতিত ও অনাবাদি জমিতে মাল্টার বাগান স্থাপন করবেন। গাছের নতুন পাতা বের হওয়ার সময় লীফ মাইনর ও জাব পোকাড় আক্রমণ হয় এবং এজন্য প্রায়ই রোগ ও কীটনাশক স্প্রে করতে হয়। তিনি আরও জানান যে প্রকল্প থেকে ১টি ড্রিপ ইরিগেশন সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। বাগানে সাইট্রাসের সাথে পেঁপের চাষ করা হয়েছে।গাছের বৃদ্ধি খুবই ভাল। কৃষক জানান যে বর্তমানে তিনি নিজেই মাল্টার চারা উৎপাদন করে বাগানে ব্যবহার করছেন এবং বিক্রিও করছেন।
১৩.১৩	কৃষি ব্লক- পৌরসভা উপজেলা - রামগড় জেলা- খাগড়াছড়ি	বাগান পরিদর্শনঃ ১৫/১২/২০১৮ তারিখ ভৈরবী ত্রিপূরার ১টি বাগান পরিদর্শন করা হয়। প্রদর্শনী পরিদর্শনকালে কৃষক জানান যে, তিনি প্রকল্প থেকে ১০০টি চারা (৬০টি মাল্টা, ৫টি কমলা, ১৫টি বাতাবী লেবু, ২০টি কলোম্ব লেবু) দেওয়া হয়েছে। ০৩ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে গাছগুলি রোপণ করেছেন। প্রকল্প থেকে ৪০ কেজি ইউরিয়া, ৪০ কেজি টিএসপি, ৪০ কেজি এমওপি সার, ১০০ কেজি চুন, পোকামাকড় দমনের জন্য ১টি হ্যান্ড স্প্রেয়ার, ডালপালা ছাটাইএর জন্য ১টি সিকেচার সরবরাহ করা হয়েছে। প্রদর্শনী স্থাপনের পূর্বে তিনি এক দিনের প্রশিক্ষণ পেয়েছেন বলে জানান।বাগানটি স্থাপনের পর তিনি আরও সম্প্রসারণ করেছেন। বর্তমানে তার বাগানে ৩০০টি মাল্টার গাছ আছে। এখনও তার বাগানে ফলন আসেনি। এ সময় পৌরসভা ব্লকের উপ সহকারী কৃষি অফিসার, উপজেলা কৃষি অফিসার, রামগড় ও ১০ জন কৃষক উপস্থিত ছিল। গাছের বৃদ্ধি খুবই ভাল।কৃষক নিজ উদ্যোগে সেচের ব্যবস্থা করেছেন এবং সাথী ফসল হিসাবে পেঁপের চাষ করছেন।

১৪.০০

১৪.১ চট্টগ্রাম জেলায় বাস্তবায়িত বিভিন্ন কার্যক্রমঃ

কার্যক্রম সমুহ	২০১৩-১৪		২০১৪-১৫		২০১৫-১৬		২০১৬-১৭		২০১৭-১৮		মোট	
	লক্ষ্য মাত্রা	অর্জিত	লক্ষ্য মাত্রা	অর্জিত	লক্ষ্য মাত্রা	অর্জিত	লক্ষ্য মাত্রা	অর্জিত	লক্ষ্য মাত্রা	অর্জিত	লক্ষ্য মাত্রা	অর্জিত
ব্লক প্রদর্শনী	১	১	৩২	৩২	১২৫	১২৫	১৭৫	১৭৫	৭৫	৭৫	৪০৮	৪০৮
বসতবাড়ি প্রদর্শনী	২৯	২৯	২০৮	২০৮	৭১৫	৭১৫	৮৪৫	৮৪৫	৫৮৫	৫৮৫	২৩৮২	২৩৮২
কৃষক প্রশিক্ষণ	৩০	৩০	২৪০	২৪০	৮৪০	৮৪০	১০২০	১০২০	৬৬০	৬৬০	২৭৯০	২৭৯০
এসএএও প্রশিক্ষণ	৩০	৩০	৬০	৬০	১২০	১২০	৬০	৬০	৩০	৩০	৩০০	৩০০
মাঠ দিবস	০	০	২	২	২	২	২	২	২	২	৮	৮
উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ	০	০	১	১	১	১	১	১	১	১	৪	৪
ড্রিপ ইরিগেশন সিস্টেম	০	০	০	০	০	০	৫	৫			৭	৭

(সূত্র: প্রকল্প পরিচালক)

১৪.২ **চট্টগ্রাম জেলায় আর্থিক বছর অনুযায়ী উপজেলা ওয়ারী প্রদর্শনী বাস্তবায়নঃ**

বছর ও উপজেলাওয়ারী ব্লক ও বসতবাড়ি প্রদর্শনী বাস্তবায়নের সংখ্যা													
ক্র. নং	উপজেলার নাম	২০১৩-১৪		২০১৪-১৫		২০১৫-১৬		২০১৬-১৭		২০১৭-১৮		সর্বমোট	
		ব্লক প্রদর্শনী	বসত বাড়ি প্রদর্শনী	ব্লক প্রদর্শনী	বসত বাড়ি প্রদর্শনী	ব্লক প্রদর্শনী	বসত বাড়ি প্রদর্শনী	ব্লক প্রদর্শনী	বসত বাড়ি প্রদর্শনী	ব্লক প্রদর্শনী	বসত বাড়ি প্রদর্শনী	ব্লক প্রদর্শনী	বসত বাড়ি প্রদর্শনী
০১	ফটিকছড়ি	১	৬	৭	৪৫	২৫	১৫৫	৪৫	১৬৫	২০	১৩০	৯৮	৫০১
০২	সীতাকুন্ড	০	৬	৭	৪০	২৫	১২	৩০	১৫০	১০	১১০	৭২	৪৩১
০৩	মীরসরাই	০	৬	৬	৩৫	২৫	১৫৫	৩৫	১৭৫	১৫	১৩৫	৮১	৫০৬
০৪	রাঙ্গুনীয়া	০	৬	৬	৪৩	২৫	১৫৫	৩০	১৮০	১৫	১০৫	৭৬	৪৮৯
০৫	হাটহাজারী	০	৫	৬	৪৫	২৫	১২৫	৩৫	১৭৫	১৫	১০৫	৮১	৪৫০
উপমোট		১	২৯	৩২	২০৮	১২৫	৭১৫	১৭৫	৮৪৫	৭৫	৫৮৫	৪০৮	২৩৮২

(সূত্র: প্রকল্প পরিচালক)

১৪.৩ **চট্টগ্রাম জেলায় অর্থের বরাদ্দ(২০১৩-১৪ থেকে ২০১৭-১৮** পর্যন্ত)

ক্রমিক নং	খাতের বিবরণ	মোট বরাদ্দ (টাকা)	মোট ব্যয় (টাকা)	অব্যয়িত (টাকা)
০১	**পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট**	৫০৭০০০	৫০৬৯৪১.৬৫	৫৮.৩৫
০২	**স্টেশনারি ও সীলস**	৬১০০০	৬১০০০	০.০০
০৩	প্রশিক্ষণ	১৭২৪৩৫০	১৭২৪৩৫০	০.০০
০৪	উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ	২০০০০০	২০০০০০	০.০০
০৫	মাঠ দিবস	২২৫০০০	২২৫০০০	০.০০
০৬	**হায়ারিং ব্যয়**	২৯০০০	২৯০০০	০.০০
০৭	ব্লক প্রদর্শনী	৪৮৩৬০০০	৪৮৩৬০০০	০.০০
০৮	বসতবাড়ি প্রদর্শনী	২৩১৮০০০	২৩১৮০০০	০.০০
০৯	**নার্সারি স্থাপণ**	১১৫০০০	১১৫০০০	০.০০
১০	**অন্যান্য ব্যয়**	২৩৬০০০	২৩৬০০০	০.০০
১১	**অন্যান্য মেরামত**	২৮৭০০০	২৮৭০০০	০.০০
১২	**মোটরযান মেরামত**	১২৮০০০	১২৮০০০	০.০০
১৩	**আসবাবপত্র**	১২০০০	১২০০০	০.০০
সর্বমোট		**১০৬৭৮৩৫০.০০**	১০৬৭৮২৯১.৬৫	৫৮.৩৫

(সূত্র: প্রকল্প পরিচালক)

১৪.৪ চট্টগ্রাম জেলায় মাল্টা, কমলা, লেবু ও বাতাবী লেবুর আবাদী এলাকা ও উৎপাদনের তুলনামুলক বিবরণঃ

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম এর সূত্র থেকে পাওয়া তথ্যমতে প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে (২০১২-১৩ অর্থ বছর) চট্টগ্রাম জেলার প্রকল্পভুক্ত ০৫টি উপজেলায় মাল্টা, কমলা, লেবু ও বাতাবী লেবুর আবাদ ছিল যথাক্রমে ৫.০০, ১০.০০, ১২৬.০০ ও ২১.০০ হেক্টর এবং উৎপাদন ছিল যথাক্রমে ১২.০০, ৩০.০০, ৬৫৬.০০ ও ৩১৩.০০ মে.টন এবং প্রকল্প মেয়াদ শেষে (২০১৭-১৮ অর্থ বছর) আবাদী এলাকা যথাক্রমে ৫৬.০০, ২৫.০০, ১৭৮ ও ৪০.০০ হেক্টর এবং উৎপাদন যথাক্রমে ৭২০.০০, ৪৫.০০, ১৬১২.০০, ৪২৭.০০ মে.টন। প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে মাল্টা, কমলা, লেবু ও বাতাবী লেবু এলাকা বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে ১০২০%, ১৫০%, ৪১%, ৯০% এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে ৫৯০০%,

৫০%, ১৪৫%, ৩৬%। চট্টগ্রাম জেলার আবাদী জমি ও উৎপাদনের তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় মাল্টার আবাদী জমি ও উৎপাদন বৃদ্ধির হার সবচেয়ে বেশী । কারণ, প্রকল্প শুরুর পূর্বে মাল্টার আবাদ খুবই কম ছিল।

১৫.০

১৫.১ খাগড়াছড়ি জেলায় বাস্তবায়িত কার্যক্রমঃ

কার্যক্রম সমুহ	২০১৩-১৪		২০১৪-১৫		২০১৫-১৬		২০১৬-১৭		২০১৭-১৮		মোট	
	লক্ষ্য মাত্রা	অর্জিত	লক্ষ্য মাত্রা	অর্জিত	লক্ষ্য মাত্রা	অর্জিত	লক্ষ্য মাত্রা	অর্জিত	লক্ষ্য মাত্রা	অর্জিত	লক্ষ্য মাত্রা	অর্জিত
ব্লক প্রদর্শনী	১	১	৩২	৩২	১২৫	১২৫	১৮০	১৮০	১১০	১১০	৪৪৮	৪৪৮
বসতবাড়ি প্রদর্শনী	২৯	২৯	১৭৮	১৭৮	৫৩৫	৫৩৫	৭৫০	৭৫০	৬৭০	৬৭০	২১৬২	২১৬২
কৃষক প্রশিক্ষণ	৩০	৩০	২১০	২১০	৬৬০	৬৬০	৯৩০	৯৩০	৭৮০	৭৮০	২৬১০	২৬১০
এসএএও প্রশিক্ষণ	৩০	৩০	৬০	৬০	১২০	১২০	৩০	৩০	৬০	৬০	৩০০	৩০০
মাঠ দিবস	০	০	২	২	২	২	২	২	৩	৩	৯	৯
উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ	০	০	১	১	১	১	১	১	১	১	৪	৪
ড্রিপ ইরিগেশন সিস্টেম	০	০	০	০	০	০	৭	৭	০	০	৭	৭

(সূত্র: প্রকল্প পরিচালক)

১৫.২ খাগড়াছড়ি জেলায় আর্থিক বছর অনুযায়ী উপজেলা ওয়ারী প্রদর্শনী বাস্তবায়নঃ

বছর ও উপজেলাওয়ারী ব্লক ও বসতবাড়ি প্রদর্শনী স্থাপনের সংখ্যা												
ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	২০১৩-১৪		২০১৪-১৫		২০১৫-১৬		২০১৬-১৭		২০১৭-১৮		সর্বমোট	
		ব্লক প্রদর্শনী	বসত বাড়ি প্রদর্শনী	ব্লক প্রদর্শনী	বসতবাড়ি প্রদর্শনী	ব্লক প্রদর্শনী	বসতবাড়ি প্রদর্শনী	ব্লক প্রদর্শনী	বসতবাড়ি প্রদর্শনী	ব্লক প্রদর্শনী	বসতবাড়ি প্রদর্শনী	ব্লক প্রদর্শনী	বসত বাড়ি প্রদর্শনী
০১	সদর	১	৪	৬	৩৩	৩৫	১৭৫	২৫	২০৭	২০	১০০	৮৭	৫২৭
০২	পানছড়ি	-	৪	৪	২০	১০	৫০	২৫	৯২	১৫	৯০	৫৪	২৫২
০৩	দীঘিনালা	-	৪	৪	২৫	১০	৫০	২৫	৯২	১৫	৯০	৫৪	২৫৭
০৪	মহালছড়ি	-	৪	৪	২০	২০	৭০	২০	৯২	১০	৯০	৫৪	২৭২
০৫	মাটিরাঙ্গা	-	৫	৫	৩০	৩০	৯০	৩০	৯২	২০	১২০	৮৫	৩৩২
০৬	রামগড়	-	৪	৫	৩০	১০	৫০	৩৫	৯৩	২০	১২০	৭০	২৯৩
০৭	মানিকছড়ি	-	৪	৪	২০	১০	৫০	২০	৮২	১০	৬০	৪৪	২১২
উপমোট		১	২৯	৩২	১৭৮	১২৫	৫৩৫	১৮০	৭৫০	১১০	৬৭০	৪৪৮	২১৬২

(সূত্র: প্রকল্প পরিচালক)

১৫.৩ খাগড়াছড়ি জেলার অর্থের বরাদ্দ(২০১৩-১৪ থেকে ২০১৭-১৮ পর্যন্ত)

ক্রমিক নং	খাতের বিবরণ	মোট বরাদ্দ (টাকা)	মোট ব্যয় (টাকা)	অব্যয়িত (টাকা)
০১	**পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট**	৪০৭০০০	৪০৭০০০	০.০০
০২	**স্টেশনারি ও সীলস**	৫৭০০০	৫৭০০০	০.০০
০৩	প্রশিক্ষণ	১৬৮৩০০০	১৬৮৩০০০	০.০০
০৪	উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ	২০০০০০	২০০০০০	০.০০
০৫	মাঠ দিবস	২২৫০০০	২২৫০০০	০.০০
০৬	**হায়ারিং ব্যয়**	৪০০০	৪০০০	০.০০
০৭	ব্লক প্রদর্শনী	৫৩১৬০০০	৫৩১৬০০০	০.০০
০৮	বসতবাড়ি প্রদর্শনী	২১২৮০০০	২১২৮০০০	০.০০
০৯	**নার্সারি স্থাপন**	৮০০০০	৮০০০০	০.০০

ক্রমিক নং	খাতের বিবরণ	মোট বরাদ্দ (টাকা)	মোট ব্যয় (টাকা)	অব্যয়িত (টাকা)
১০	**অন্যান্য ব্যয়**	২১২০০০	২১২০০০	০.০০
১১	**অন্যান্য মেরামত**	২৪০০০০	২৪০০০০	০.০০
১২	**মোটরযান মেরামত**	১২০০০০	১২০০০০	০.০০
১৩	**আসবাবপত্র**	১২০০০	১২০০০	০.০০
সর্বমোট		**১০৬৮৪০০০.০০**	১০৬৮৪০০০.০০	০.০০

(সূত্র: প্রকল্প পরিচালক)

১৫.৪ খাগড়াছড়ি জেলায় মাল্টা, কমলা, লেবু ও বাতাবী লেবুর আবাদী এলাকা ও উৎপাদনের তুলনামুলক বিবরণঃ

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খাগড়াছড়ি এর সূত্র থেকে পাওয়া তথ্যমতে প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে (২০১২-১৩ অর্থ বছর) খাগড়াছড়ি জেলার প্রকল্পভুক্ত ০৭টি উপজেলায় মাল্টা, কমলা, লেবু ও বাতাবী লেবুর আবাদ ছিল যথাক্রমে ৩০.০০, ২৩৩.০০, ৬৫.০০ ও ২৩০.০০ হেক্টর এবং উৎপাদন ছিল যথাক্রমে ১৮৮.০০, ৯০০.০০, ৪২০.০০ ও ২২৩৮.০০ মে.টন এবং প্রকল্প মেয়াদ শেষে (২০১৭-১৮ অর্থ বছর) আবাদী এলাকা যথাক্রমে ২৮৪.০০, ২৬৪.০০, ১২৬.০০ ও ২৩৯.০০ হেক্টর এবং উৎপাদন যথাক্রমে ৭৬০.০০, ১২২৬.০০, ৯৮০.০০, ২২৮০.০০ মে.টন। প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে মাল্টা, কমলা, লেবু ও বাতাবী লেবু এলাকা বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে ৮৪৬%, ১৩%, ৯৩%, ৪% এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে ৩০৪%, ৩৬%, ১৩৩%, ২%। খাগড়াছড়ি জেলার আবাদী জমি ও উৎপাদনের তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় মাল্টার আবাদী জমি ও উৎপাদন বৃদ্ধির হার সবচেয়ে বেশী কারন প্রকল্প শুরুর পূর্বে মাল্টার আবাদ খুবই কম ছিল।

১৬.০

১৬.১ **রাঙ্গামাটি জেলায় বাস্তবায়িত কার্যক্রমঃ**

কার্যক্রম সমুহ	২০১৩-১৪		২০১৪-১৫		২০১৫-১৬		২০১৬-১৭		২০১৭-১৮		মোট	
	লক্ষ্য মাত্রা	অর্জিত	লক্ষ্য মাত্রা	অর্জিত	লক্ষ্য মাত্রা	অর্জিত	লক্ষ্য মাত্রা	অর্জিত	লক্ষ্য মাত্রা	অর্জিত	লক্ষ্য মাত্রা	অর্জিত
ব্লক প্রদর্শনী	১	১	৩০	৩০	১২৫	১২৫	১৫০	১৫০	৭৫	৭৫	৩৮১	৩৮১
বসতবাড়ি প্রদর্শনী	২৯	২৯	১৮০	১৮০	৫৩৫	৫৩৫	৬৩০	৬৩০	৫২৫	৫২৫	১৮৯৯	১৮৯৯
কৃষক প্রশিক্ষণ	৩০	৩০	২১০	২১০	৬৬০	৬৬০	৭৮০	৭৮০	৬০০	৬০০	২২৮০	২২৮০
এসএএও প্রশিক্ষণ	৩০	৩০	৬০	৬০	৯০	৯০	৩০	৩০	৩০	৩০	২৪০	২৪০
মাঠ দিবস	০	০	২	২	২	২	২	২	৩	৩	৯	৯
উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ	০	০	১	১	১	১	১	১	১	১	৪	৪
ড্রিপ ইরিগেশন সিস্টেম	০	০	০	০	০	০	৫	৫	০	০	৫	৫

(সূত্র: প্রকল্প পরিচালক)

১৬.২ **রাঙ্গামাটি জেলায় আর্থিক বছর অনুযায়ী উপজেলা ওয়ারী প্রদর্শনী বাস্তবায়নঃ**

বছর ও উপজেলাওয়ারী ব্লক ও বসতবাড়ি প্রদর্শনী স্থাপনের সংখ্যা													
ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	২০১৩-১৪		২০১৪-১৫		২০১৫-১৬		২০১৬-১৭		২০১৭-১৮		সর্বমোট	
		ব্লক প্রদর্শনী	বসত বাড়ি প্রদর্শনী	ব্লক প্রদর্শনী	বসতবাড়ি প্রদর্শনী	ব্লক প্রদর্শনী	বসতবাড়ি প্রদর্শনী	ব্লক প্রদর্শনী	বসতবাড়ি প্রদর্শনী	ব্লক প্রদর্শনী	বসতবাড়ি প্রদর্শনী	ব্লক প্রদর্শনী	বসত বাড়ি প্রদর্শনী
০১	সদর	১	১২	৮	৩৬	২৯	১১১	৩৯	১৮০	৪১	১৯৫	১১৮	৫৩৪
০২	কাপ্তাই		৫	৪	৩৬	১৪	১০৬	২১	১২০	১৪	৯০	৫৩	৩৫৭

বছর ও উপজেলাওয়ারী ব্লক ও বসতবাড়ি প্রদর্শনী স্থাপনের সংখ্যা													
ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	২০১৩-১৪		২০১৪-১৫		২০১৫-১৬		২০১৬-১৭		২০১৭-১৮		সর্বমোট	
		ব্লক প্রদর্শনী	বসত বাড়ি প্রদর্শনী	ব্লক প্রদর্শনী	বসতবাড়ি প্রদর্শনী	ব্লক প্রদর্শনী	বসতবাড়ি প্রদর্শনী	ব্লক প্রদর্শনী	বসতবাড়ি প্রদর্শনী	ব্লক প্রদর্শনী	বসতবাড়ি প্রদর্শনী	ব্লক প্রদর্শনী	বসত বাড়ি প্রদর্শনী
০৩	নানিয়ার চর		১২	৮	৩৬	৩৫	১০৫	৩৬	১২০	৬	৯০	৮৫	৩৬৩
০৪	বিলাইছড়ি			৩	৩৬	১৫	১০৫	২০	৬০	৪	৬০	৪২	২৬১
০৫	বাঘাইছড়ি			৭	৩৪	৩২	১০৮	৪০	১৫০	১০	৯০	৮৯	৩৮২
উপমোট		১	২৯	৩০	১৭৮	১২৫	৫৩৫	১৫০	৬৩০	৭৫	৫২৫	৩৮৭	১৮৯৭

(সূত্র: প্রকল্প পরিচালক)

১৬.৩ **রাঙ্গামাটি জেলার অর্থের বরাদ্দ(২০১৩-১৪ থেকে ২০১৭-১৮** পর্যন্ত)

ক্রমিক নং	খাতের বিবরণ	মোট বরাদ্দ (টাকা)	মোট ব্যয় (টাকা)	অব্যয়িত (টাকা)
০১	**পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট**	৫১২০০০	৫১১৯৬৬	৩৪.০০
০২	**স্টেশনারি ও সীলস**	৬১০০০	৬১০০০	০.০০
০৩	প্রশিক্ষণ	১৪০৫২০০	১৪০৫২০০	০.০০
০৪	উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ	২০০০০০	২০০০০০	০.০০
০৫	মাঠ দিবস	২২৫০০০	২২৫০০০	০.০০
০৬	**হায়ারিং ব্যয়**	৭৯০০০	৭৯০০০	০.০০
০৭	ব্লক প্রদর্শনী	৪৫১২০০০	৪৫১২০০০	০.০০
০৮	বসতবাড়ি প্রদর্শনী	১৮৬৩০০০	১৮৬৩০০০	০.০০
০৯	**নার্সারি স্থাপণ**	১১০০০০	১১০০০০	০.০০
১০	**অন্যান্য ব্যয়**	৩১৩০০০	৩১৩০০০	০.০০
১১	**অন্যান্য মেরামত**	১৯৮০০০	১৯৮০০০	০.০০
১২	**মোটরযান মেরামত**	১১৮০০০	১১৮০০০	০.০০
১৩	**আসবাবপত্র**	৮১০০০	৮১০০০	০.০০
সর্বমোট		**৯৬৭৭২০০.০০**	৯৬৭৭১৬৬.০০	৩৪.০০

১৬.৪ রাঙ্গামাটি জেলায় মাল্টা, কমলা, লেবু ও বাতাবী লেবুর আবাদী এলাকা ও উৎপাদনের তুলনামুলক বিবরণঃ

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাঙ্গামাটি এর সূত্র থেকে পাওয়া তথ্যমতে প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে (২০১২-১৩ অর্থ বছর) রাঙ্গামাটি জেলার প্রকল্পভুক্ত ০৫টি উপজেলায় মাল্টা, কমলা, লেবু ও বাতাবী লেবুর আবাদ ছিল যথাক্রমে ৬.০০, ১৫৫.০০, ১৬৬.০০ ও ২০৮.০০ হেক্টর এবং উৎপাদন ছিল যথাক্রমে ৩৪.০০, ৬৭৫.০০, ২০০০.০০ ও ২১১০.০০ মে.টন এবং প্রকল্প মেয়াদ শেষে (২০১৭-১৮ অর্থ বছর) আবাদী এলাকা যথাক্রমে ১১৫.০০,২৬০.০০, ৩০১.০০ ও ৩০৫.০০ হেক্টর এবং উৎপাদন যথাক্রমে ৩০০.০০, ৯৫০.০০, ৪০০০.০০, ৩১৫০.০০ মে.টন। প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে মাল্টা, কমলা, লেবু ও বাতাবী লেবু এলাকা বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে ১৮৮৬%, ৬৭%, ৮১%, ৪৬% এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে ৭৮২%, ৫০%, ১০০%, ৪৯%। রাঙ্গামাটি জেলার আবাদী জমি ও উৎপাদনের তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় মাল্টার আবাদী জমি ও উৎপাদন বৃদ্ধির হার সবচেয়ে বেশী কারণ প্রকল্প শুরুর পূর্বে মাল্টার আবাদ খুবই কম ছিল।

১৭.০ **পরিদর্শনকালে চিত্রঃ**

১৭.১ চট্টগ্রাম জেলার ফটিক ছড়ি উপজেলার দাঁতমারা ব্লকের মোঃ ইউনুচ এর বাগান পরিদর্শন	
১৭.২ চট্টগ্রাম জেলার ফটিক ছড়ি উপজেলার চিকনছড়া ব্লকের মোঃ মকবুল হোসেনের বাগান পরিদর্শন	
১৭.৩ চট্টগ্রাম জেলার ফটিক ছড়ি উপজেলার বাগানবাজার ব্লকের আব্দুল কুদ্দুস এর বাগান পরিদর্শন	
১৭.৪ খাগড়াছড়ি জেলার দীঘিনালা উপজেলার বোয়ালখালী ব্লকের রতন ঘোষের এর বাগান পরিদর্শন	

১৭.৫ রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলার বাঘাইরহাট ব্লকের রিপন চাকমা এর বাগান পরিদর্শন	
১৭.৬ রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলার বাঘাইরহাট ব্লকের জীবন্টু চাকমা এর বাগান পরিদর্শন	
১৭.৭ রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলার সাজেক ব্লকের মাধবী চাকমা এর বাগান পরিদর্শন	
১৭.৮ খাগড়াছড়ি জেলার সদর উপজেলার ১নং সদর ব্লকের ত্রিশুল চাকমা এর বাগান পরিদর্শন	

১৭.৯ খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাঙ্গা উপজেলার তৈকাতাং ব্লকের প্রতিভা ত্রিপূরা এর বাগান পরিদর্শন	
১৭.১০ খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাঙ্গা উপজেলার ডাক্তারটিলা ব্লকের মেমং মরমা এর বাগান পরিদর্শন	
১৭.১১ খাগড়াছড়ি জেলার রামগড় উপজেলার হাফছড়ি ব্লকের মোঃ আতিউর রহমান এর বাগান পরিদর্শন ড্রিপ ইরিগেশনসহ	

১৮। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

পরিকল্পিত	অর্জিত
ক) অনুকূল এলাকায় মাল্টা,কমলা, বাতাবী লেবু ও অন্যান্য লেবু জাতীয় ফল উৎপাদনের জন্য কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করা;	প্রকল্প বাস্তবায়নের পর ৪০,৭০০ জন প্রদর্শনী কৃষকসহ অন্যান্য আরোও ১৯৫০০ জন কৃষককে লেবু জাতীয় ফল চাষে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

পরিকল্পিত	অর্জিত
খ) মাল্টা ও কমলা উৎপাদন বৃদ্ধি করে আমদানী কমানো ও বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয়;	প্রকল্প বাস্তবায়নের পর প্রতি বছর অতিরিক্ত ৪৩৮ .০০ মে.টন কমলা ও ৮১৫২ .০০ মে .টন মাল্টা উৎপাদনের মাধ্যমে প্রায় ৯০ .০০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হচ্ছে।
গ) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মহিলা ও উপজাতীয় কৃষকদের মাল্টা, কমলা , বাতাবী লেবু ও অন্যান্য লেবু জাতীয় ফল উৎপাদনে নিয়োজিত করা;	১৬,২০০ জন মহিলা ও উপজাতীয় কৃষককে সাইট্রাস ফল উৎপাদনে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।
ঘ) সায়ন ও সেপলিং সংগ্রহের জন্য মাতৃগাছ সনাক্ত ও নির্বাচন;	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট এর সাথে যৌথ উদ্যোগে ১৮৯টি মার্তৃগাছ সনাক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট মাতৃগাছ থেকে সায়ন ও সেপলিং সংগ্রহ করে ইতিমধ্যে ৫টি জাত উম্মোচন করেছে।
ঙ) আধুনিক নার্সারী ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি বিস্তার ঘটানো;	প্রকল্প বাস্তবায়নের পর ৪০৭০০ জন কৃষক চারা উৎপাদনের দক্ষতা অর্জন করেছে এবং অনেক কৃষক সাইট্রাস জাতীয় ফলের চারা কলম উৎপাদন করছে।
চ) প্রকল্প এলাকায় কাজের সুযোগ সৃষ্টি ও গ্রাম্য দরিদ্র জনগোষ্ঠির আয় বৃদ্ধিকরণ;	প্রকল্প এলাকায় সাইট্রাস জাতীয় ফল উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় গ্রাম জনগোষ্ঠির উৎপাদন থেকে বাজারজাত করণ পযর্ন্ত কাজের সৃষ্টি হওয়ায় আয় বৃদ্ধি পেয়েছে।
ছ) জলবায়ু সংরক্ষণ ও ভূমিক্ষয় রোধকরণ;	স্থানভিত্তিক প্রযুক্তি হস্তান্তর ও সাইট্রাস জাতীয় গাছ রোপণ করায় জলবায়ু সংরক্ষণ ও ভূমি ক্ষয় রোধ হয়েছে।
জ) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল তৈরী করা;	৪০৭০০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সাইট্রাস জাতীয় ফল উৎপাদনের উপর দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
ঝ) সাইট্রাস জাতীয ফল রপ্তানীর জন্য ক্যাংকার রোগ ব্যবস্থাপনার বিস্তার ঘটানো।	প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ক্যাংকারসহ অন্যান্য রোগ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিস্তার ঘটানো হয়েছে।

.

১৯। **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে তার কারণঃ**প্রযোজ্য নয়।

২০। সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

২০.১ প্রকল্প অনুমোদিত মেয়াদ (জুলাই ২০১৩ থেকে জুন ২০১৮) পর্যন্ত ঠিক থাকলেও প্রকল্প ব্যয় ২৮৪৮ .০০ লক্ষ টাকা থেকে প্রথম সংশোধিত প্রকল্পে ২৯৭০ .০০ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হয় ।এডিপি বরাদ্দ দেওয়া হয় ২৮৬২ .০০ লক্ষ টাকা এবং আরএডিপি বরাদ্দ ২৭৭১ .০০ লক্ষ টাকা প্রকল্প মেয়াদে টাকা অবমুক্ত হয় ২৭৭১ .০০ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প মেয়াদে ব্যয় হয়েছে ২৬৯৬ .৪৭ লক্ষ টাকা অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি অবমুক্তির ৯৭ .৩১% ও মোট প্রকল্পের ৯০ .৭৯% কিন্তু ভৌত অগ্রগতি ৯৬ .৬৩% । প্রকল্প মেয়াদান্তে প্রকল্পের মূল কার্যক্রমসহ রাজস্বখাতের ভৌত অগ্রগতি অথাৎ প্রকল্পটির ভৌত অগ্রগতি শতভাগ অর্জন করতে পারেনি (অনুচ্ছেদ-৫,৬);

২০.২ প্রকল্পটি পরিদর্শনকালে কৃষকের সাথে আলোচনায় জানা যায় যে , প্রকল্পের পৃষ্ঠপোষকতায় সাইট্রাস জাতীয় ফলের সম্প্রসারণ হয়েছে এবং কৃষকের মধ্যে এ জাতীয় ফলের চাষে আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে (অনুচ্ছেদ-১৩);

২০.৩ কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সাইট্রাসের নতুন নতুন জাত , উৎপাদন কলাকৌশল , আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ , রোগবালাই ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করায় কৃষকেরা সাইট্রাস জাতীয় ফল চাষে দক্ষতা অর্জন করেছে (অনুচ্ছেদ-১৩);

২০.৪ প্রকল্পভূক্ত এলাকায় অন্যান্য সাইট্রাস জাতীয় ফলের তুলনায় মাল্টা ও লেবু গাছের বৃদ্ধি অনেক ভাল এবং দুই আড়াই বছরের মধ্যে ফলন পাওয়া যায় বিধায় কৃষক মাল্টা ও লেবু চাষাবাদ করতে বেশি আগ্রহী (অনুচ্ছেদ-১৩);

২০.৫ প্রকল্পভূক্ত এলাকার বসতবাড়ির প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ১২টি চারা দিয়ে প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে। কোন প্রকার সার ও সাইনবোর্ডের সংস্থান ছিল না। এমতাবস্থায় দূরবর্তী স্থানে বিশেষ করে পাহাড়ী দুর্গম এলাকার কৃষকরা শুধুমাত্র ১২টি চারা দিয়ে প্রদর্শনী স্থাপনের ক্ষেত্রে অনিহা প্রকাশ করে (**অনুচ্ছেদ-১৩**);

২০.৬ প্রকল্পভূক্ত এলাকার মাটির নমুনা পরীক্ষা না করে প্রদর্শনী স্থাপন করার কারণে গাছের পুষ্টি চাহিদা নিরূপন করা যায়নি বিধায় কিছু কিছু গাছের অপুষ্টির লক্ষণ দেখা দিয়েছে (**অনুচ্ছেদ-১৩**);

২০.৭ প্রকল্পভূক্ত এলাকার সকল ব্লক প্রদর্শনীর আকার ৪০ শতাংশ । যার ফলে যে সকল কৃষকের ৪০ শতাংশের নীচে জমি আছে তারা ব্লক প্রদর্শনী স্থাপন করতে পারে না আবার অন্যদিকে যে সকল কৃষকের ৪০ শতাংশের বেশি জমি আছে তারা ব্লক প্রদর্শনী স্থাপনে আগ্রহ প্রকাশ করলেও ৪০ শতাংশের বেশি জমিতে প্রদর্শনী স্থাপন সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে অনেক কৃষকরা অতিরিক্ত চারা ক্রয় করে প্রদর্শনী স্থাপন করেছেন (**অনুচ্ছেদ-১৩**);

২০.৮ অনুমোদিত প্রকল্পে আউট সোর্সিং ০৬ জন ড্রাইভারের পদ ছিল কিন্তু গাড়ী ক্রয়ের লক্ষমাত্রা ছিল ০৯টি। ০৩ (দুই) টি ড্রাইভারের পদ কম থাকায় গাড়ী ক্রয়ের ক্ষেত্রে অর্থমন্ত্রণালয়ের অমুমোদন না পাওয়ায় ২টি গাড়ী ক্রয় করা যায়নি (অনুচ্ছেদ-৯);

২০.৯ অনুমোদিত প্রকল্পে ৫ (পাঁচটি) হাউজ নির্মাণের সংস্থান ছিল কিন্তু ৪টি প্যাকিং হাউস নির্মাণ করা হয়েছে। সরকারি জমি না পাওয়ার কারণে ১টি প্যাকিং হাউজ নির্মাণ করা যায়নি। এ ক্ষেত্রে জমি ক্রয় করে প্যাকিং হাউস নির্মাণের জন্য কোন বরাদ্দ ছিল না (অনুচ্ছেদ-৯);

২০.১০ প্রকল্পভূক্ত এলাকায় বিশেষ করে পাহাড়ী অঞ্চলে পযাপ্ত সেচ সুবিধা অব্যাহত থাকলে সাইট্রাসজাতীয় ফলের আবাদ বৃদ্ধি করা যাবে । প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করে দেখা যায় কিছু কিছু কৃষক ছোট ছোট পানির বোতল গাছের গোড়ায় স্থাপন করে সেচের ব্যবস্থা করেছেন এবং অধিকাংশ কৃষক নিজ উদ্যোগে গাছের গোড়ায় মালচিং এর ব্যবস্থা করেছেন (অনুচ্ছেদ-১৩);

২০.১১ আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে সমতল অঞ্চলের পাশাপাশি পাহাড়ী অঞ্চলে সাইট্রাস জাতীয় ফলের জাতসমূহের আবাদ সম্প্রসারণ হয়েছে (অনুচ্ছেদ-১৩);

২০.১২ আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ০৫টি বিভাগ ১৭টি জেলা ৬৮ উপজেলায় মোট ৪০,৭০০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ (০১ দিনের), ৪৮০০ টি ব্লক প্রদর্শনী (উপকরণ সহ ৪০ শতক), ৩৫,৯০০টি বসতবাড়ি প্রদর্শনী (১২টি চারা) করা হয়েছে (**অনুচ্ছেদ-১৮**);

২১.০ <u>আইএমইডির মতামত সুপারিশ</u>

২১.১ প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক পরবর্তীতে প্রকল্প গ্রহণের সময় সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক প্রকল্পের যথাযথভাবে প্রাক্কলন তৈরি করতে হবে এবং অনুমোদিত ব্যয় ও মেয়াদকালে প্রকল্পের সকল কাজ যথাযথভাবে সম্পন্নের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা গ্রহণপূর্বক তা অনুসরণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ-২০.১);

২১.২ সাইট্রাস ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পে যে সকল বাগান স্থাপন করা হয়েছে; তা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক দেখভালের কাজ বজায় রাখতে হবে এবং প্রকল্পের বাস্তবায়নকৃত প্রযুক্তি ও ফলের জাতের যথাযথ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বাগানে সাইনবোর্ড নিদিষ্ট সময় পযর্ন্ত প্রদর্শন নিশ্চিত করতে হবে (অনুচ্ছেদ-২০.২ ও ২০.১১);

২১.৩ আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ০৫টি বিভাগ ১৭টি জেলা ৬৮ উপজেলায় মোট ৪০ ,৭০০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ (০১ দিনের), ৪৮০০ টি ব্লক প্রদর্শনী (উপকরণসহ ৪০ শতক), ৩৫,৯০০টি বসতবাড়ি প্রদর্শনী (১২টি চারা) করা হয়েছে; তাই ভবিষ্যতে সাইট্রাস জাতীয় ফল সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে যে সকল কৃষক প্রশিক্ষণ, ব্লক প্রদর্শনী, বসতবাড়ি প্রদর্শনীর সুবিধা পেয়েছে

তাদেরকে বিবেচেনা না করে নতুনদের সুযোগ দিলে সম্প্রসারণ বেশী হবে এবং অধিক কৃষক লাভবান হবে (অনুচ্ছেদ-২০.৩ ও ২০.১২);

২১.৪ ভবিষ্যতে সাইট্রাস জাতীয় ফল সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে যে সকল অঞ্চলে লেবু জাতীয় ফসল ভাল হয় তা বাছাই করে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে এবং ফসল বাছাই এর ক্ষেত্রে মাল্টা ফসলকে অগ্রাধিকার দেয়া যেতে পারে (অনুচ্ছেদ-২০.৪ ও ১৮);

২১.৫ ভবিষ্যতে সাইট্রাস জাতীয় ফল সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট এর মাধ্যমে মাটির নমুনা পরীক্ষা করে গাছের পুষ্টি চাহিদা নিরূপন করে সার সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ-২০.৬);

২১.৬ ভবিষ্যতে সাইট্রাস জাতীয় ফল সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে প্রান্তিক, মাঝারী, ক্ষুদ্র ও বড় অর্থাৎ সকল শ্রেণীর কৃষককে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে কৃষকের চাহিদা মোতাবেক বিভিন্ন আকারের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে (অনুচ্ছেদ-২০.৭ ও ১৮);

২১.৭ অনুচ্ছেদ ২১.১ - ২১.৬ এর সুপারিশের প্রেক্ষিতে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা আগামী ০২ মাসের মধ্যে এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে;

সাইট্রাস ডেভেলপমেন্ট(১ম সংশোধিত) (বারি অংগ) শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্তঃ ৩০ জুন,২০১৮)

১। প্রকল্পের নাম : সাইট্রাস ডেভেলপমেন্ট (১ম সংশোধিত) প্রকল্প (বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিষ্টিটিউট অঙ্গ)

২। প্রকল্পের অবস্থান : ০ ৪টি বিভাগের ১০টি জেলার ১০ উপজেলা।

ক্রমিক নং	বিভাগ	জেলা	উপজেলা/সিটি কর্পোরেশন	আঞ্চলিক কেন্দ্র/কেন্দ্র/উপকেন্দ্র
১	২	৩	৪	৪
১।	সিলেট	সিলেট	জৈন্তাপুর	সাইট্রাস গবেষণা কেন্দ্র, জৈন্তাপুর
		মৌলভীবাজার	মৌলভীবাজার সদর	আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, আকবরপুর
২।	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	হাটহাজারী	আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, হাটহাজারী
		খাগড়াছড়ি	খাগড়াছড়ি সদর	পাহাড়ী কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, খাগড়াছড়ি
		রাঙ্গামাটি	কাপ্তাই	পাহাড়ী কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, রাইখালী
৩।	রংপুর	পঞ্চগড়	দেবীগঞ্জ	প্রজনন বীজ উৎপাদন কেন্দ্র, দেবীগঞ্জ
৪।	ঢাকা	গাজীপুর	গাজীপুর	উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, গাজীপুর
		নরসিংদী	শিবপুর	আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, শিবপুর, নরসিংদী
		জামালপুর	জামালপুর সদর	আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, জামালপুর
		কুমিল্লা	আদর্শ সদর	আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, কুমিল্লা
মোট	৪	১০	১০	১০

৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিষ্টিটিউট

৪। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : কৃষি মন্ত্রনালয়

৫। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় মোট (প্রঃ সাঃ)	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনু: ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূলমোট (প্রঃ সাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত মোট (প্রঃসাঃ)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৩২৩.০০	১৪২৫.০০	১৩৭৮.০০	জুলাই/২০১৩ থেকে ৩০ জুন ২০১৮	জুলাই/২০১৩ থেকে ৩০ জুন ২০১৮	জুলাই/২০১৩ থেকে ৩০ জুন ২০১৮	৭.৭%	-

প্রকল্পটি দুইটি সংস্থা, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) ও বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট (বারি) কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পের প্রক্কলিত ব্যয় ডিএই অংগ ২৯৭০ .০০ লক্ষ টাকা ও বারি অংগ ১৪২৫ .০০ লক্ষ টাকা সর্বমোট প্রক্ক লিত ব্যয় ৪৩৯৫.০০ লক্ষ টাকা।

৬. প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যঃ

- লেবুজাতীয় ফল উৎপাদনের অঞ্চলভিত্তিক প্রযুক্তি উদ্ভাবন।
- দেশ বিদেশ থেকে জার্মপ্লাজম সংগ্রহ করে গবেষণার মাধ্যমে উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন।

- লেবুজাতীয় ফলের মানসম্পন্ন চারা কলম উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন।
- লেবুজাতীয় ফলের মাতৃগাছ সনাক্তকরণ ও নির্বাচন।
- লেবুজাতীয় ফলের সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি উদ্ভাবন।
- লেবুজাতীয় ফল উ ৎপাদনে বিজ্ঞানীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যেদেশ বিদেশে প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও ওয়ার্কশপে অংশ গ্রহণের ব্যবস্থা করা।
- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর কর্মকর্তাদের লেবুজাতীয় ফলের উন্নত উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান।
- লেবুজাতীয় ফলের রপ্তানী বৃদ্ধির লক্ষ্যে সাইট্রাস ক্যাঙ্কার রোগ ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি উদ্ভাবন।
- লেবুজাতীয় ফলের সাপ্লাই চেইন এনালাপইসিস স্টাডি করা।

৭। **প্রকল্পের অনুমোদনঃ**

		পিসিপি	পিপি
ক) মুল			
i)	একনেক কর্তৃক	-	১০.০৯.২০১৩
ii)	প্রশাসনিক আদেশ	-	২৯.০৯.২০১৩
খ) ১ম সংশোধিত		-	২২.০৮.২০১৬

৮. প্রকল্পের মূল কার্যক্রম:

- অঞ্চলভিত্তিক প্রযুক্তি উদ্ভাবন: ১৪টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে।
- লেবুজাতীয় ফলের উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন: ৮টি
- লেবুজাতীয় ফলের জার্মপ্লাজম সংগ্রহ: ২১৫টি
- মাতৃবাগান স্থাপন: ৪০টি
- লেবুজাতীয় ফলের মাতৃগাছ সনাক্তকরণ: ১৮৯টি
- উন্নত মানসম্পন্ন চারা/কলম উৎপাদন ও বিতরণ: ১,৫০,০০০টি
- সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি উদ্ভাবন: ০৫টি
- লেবুজাতীয় ফলের ক্যাঙ্কার রোগ ব্যবস্থাপনা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন: ০৫টি
- প্রশিক্ষণ: কৃষি সম্প্রসারন কর্মকর্তা, গবেষক, এনজিও কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ ১৭৫০ জন।
- বিদেশে শিক্ষা সফর: ৩ ব্যাচ এ ২৪ জন
- উচ্চ শিক্ষা: ০২ জন পিএইচডি ও ০১ জন এমএস
- নেট হাউজ: ১০টি

৯. প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি:

প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৯৮.১৪% ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%

১০. প্রকল্পের জনবল নিয়োগ:

অতিরিক্ত দায়িত্ব :

১. প্রকল্প পরিচালক: ১ জন
২. উপ প্রকল্প পরিচালক: ১ জন
৩. সহকারী প্রকল্প পরিচালক: ১ জন

সরাসরি নিয়োগ:

১. অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক: ২ জন
(১ জন মহিলা ও ১ জন পুরুষ)

আউট সোর্সিং:
১. গার্ডেনার: ৮ জন
২. ড্রাইভার: ১ জন
৩. অফিস সহায়ক: ১ জন

১১. প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালে ০১ জন প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন।

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম	পদবী	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	সময়কাল
১.	ড. মো. আজমত উল্লাহ	প্রকল্প পরিচালক	অতিরিক্ত দায়িত্ব	১লা জুলাই/২০১৩ হতে ৩০ জুন/২০১৮ পর্যন্ত

১২. প্রকল্পের প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত তথ্যাদি: প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত দলিলপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, বিজ্ঞাপন প্রক্রিয়া কমিটি গঠন, দরপত্র আহবান, মুল্যায়ন ও ওয়ার্ক অর্ডার প্রদানে বিধিমাল অনুসৃত হয়েছে। ক্রয় সংক্রান্ত কিছু কাগজপত্র যাচাই করা হয়। নিম্নে প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন প্যাকেজের তথ্য দেয়া হল:

ক্র. নং	প্যাকেজের নাম	কাজের পরিমাণ	দরপত্র আহবানের তারিখ ও প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	চুক্তি মোতাবেক কাজ সমাপ্তির তারিখ	প্রকৃত কাজ সমাপ্তির তারিখ	মন্তব্য
১.	ফোর ডোর জীপ	১টি	০৫/১১/১৪ ৭০.০০ লক্ষ	৬৮.২৬ লক্ষ	১০/০৩/১৫	১০/০৩/১৫	
২.	ফোর ডোর পিকআপ	২টি	১৪/১০/১৫ ৯৪.০০ লক্ষ	৯৪.০০ লক্ষ	০১/১১/১৫	০১/০১/১৬	
৩.	মটরসাইকেল	১০টি	১৫/৬/১৫ ১৬.০০ লক্ষ	১৫.৮০ লক্ষ	৩০/৬/১৫	৩০/৬/১৫	
৪.	ডেস্কটপ কম্পিউটার ও প্রিন্টার	১১ সেট	০৫/৯/১৪ ১৩.৭৫ লক্ষ	৯.৯৬৩ লক্ষ	১৫/০১/১৫	১৫/০১/১৫	
৫.	ফটোকপিয়ার ও মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর	৪+৩টি	০৫/৯/১৪ ২৪.১৫ লক্ষ	২০.২০ লক্ষ	০৮/০২/১৫	০৮/০২/১৫	
৬.	অফিস আসবাবপত্র	৭৪টি	০৭/০৯/১৬ লক্ষ		৩০/০১/১৭	৩০/০১/১৭	
৭.	মাঠ যন্ত্রপাতি (ট্রাক্টার, রোটাভেটর, লনমোয়ার ইত্যাদি)	১+১+ ২টি	১৫/১১/১৫ ৩০.০০ লক্ষ	২৭.২ লক্ষ	১১/০৩/১৬	১১/০৩/১৬	
৮.	সেচ ও নিষ্কাশন নালা নির্মাণ	৩টি	১৪/০৯/১৪ ১০.০০ লক্ষ	৯.৫৬ লক্ষ	১৫/০১/১৫	১৫/০১/১৫	
৯.	নেট হাউস তৈরী (খাগড়াছড়ি)	১টি	১৪/০৯/১৪ ২.৫০ লক্ষ	২.৩৭ লক্ষ	২২/০১/১৫	২২/০১/১৫	
১০.	নার্সারী সীডবেড তৈরী (খাগড়াছড়ি)	১টি	২৫/১০/১৫ ৪.০০ লক্ষ	৩.৮০ লক্ষ	৩০/০১/১৬	৩০/০১/১৬	

১৩। অঞ্চলভিত্তিক **বাস্তবায়ন:** প্রকল্পটির অঞ্চলভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

(লক্ষ টাকায়)

ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প কাজের বিভিন্ন অঙ্গের নাম		একক	অনুমোদিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব পরিমাণ	আর্থিক	বাস্তব পরিমাণ (%)	আর্থিক (%)
ক্রঃ নং	১	২	৩	৪	৫	৬
(ক)	**রাজস্ব ব্যয়:**					
	কর্মকর্তার বেতন	সংখ্যা	-	-	-	-
	সংস্থাপনীয় কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি	সংখ্যা	৩৭	১২৮.৪৩	৩৫ (৯৪.৫৯%)	১২৬.০২ (৯৮.১২%)
	গ্রাচুইটি	সংখ্যা	২	১৫.০০	২	১.৫৩
	উপমোট			১৪৩.৪৩	৩৭ (১০০%)	১২৭.৫৫ (৮৯%)
গবেষণা						
	জার্মপ্লাজম সংগ্রহ	থোক		৩৫.০০		৩৫.০০ (১০০%)
	চারা উৎপাদন ও মাতৃবাগান ব্যবস্থাপনা	থোক		৬৯.০৩		৬৯.০৩ (১০০%)
	প্রকাশনা	থোক		২৫.৭০		২৫.৭০ (১০০%)
	জৈব ও অজৈব সার	থোক		৮১.১০		৮১.১০ (১০০%)
	কীটনাশক ও ছত্রাকনাশক	থোক		৫০.০০		৫০.০০ (১০০%)
	গবেষণা মাঠ উন্নয়ন	থোক		৪৬.২২		৪৬.২২ (১০০%)
	শ্রমিক মজুরী	থোক		৭৭.৯৩		৭৭.৯৩ (১০০%)
	উপমোট			৩৮৪.৯৮		৩৮৪.৯৮
প্রশিক্ষণ						
	প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	১২০০	৪৮.০০	১২০০ (১০০%)	৪৮.০০ (১০০%)
	কর্মশালা, সেমিনার ও গবেষণা মাঠ পরিদর্শন	সংখ্যা	২০৪০	২৩.৭০	২০৪০ (১০০%)	২৩.৭০ (১০০%)
	শিক্ষা সফর (বিদেশে)	সংখ্যা	২৪	৫৮.৬৮	২৪ (১০০%)	৫৮.৬৮ (১০০%)
	পিএইচডি	সংখ্যা	২	২২.২০	২ (১০০%)	২২.২০ (১০০%)
	এমএস	সংখ্যা	১	৪.৭৫	১ (১০০%)	৪.৭৫ (১০০%)
	উপমোট			১৫৭.৩৩		১৫৭.৩৩ (১০০%)
	মেরামত ও সংরক্ষণ	থোক		৫৮.৭৫		৫৮.৭৫ (১০০%)
	কন্টিজেন্সি	থোক		১১৩.৯২		১১৩.৬৬ (১০০%)
(ক)	**রাজস্ব মোট**			৮৫৮.৪১		৮৪২.২৭ (৯৮.১২%)
(খ) **মুলধন খরচ**						
	যানবাহন					
	জীপ	সংখ্যা	১	৬৯.২৬	১ (১০০%)	৬৯.২৬ (১০০%)
	ডাবল কেবিন পিকাপ (ফোর ড্যুর পিকাপ)	সংখ্যা	২	৯৪.০০	২ (১০০%)	৯৪.০০ (১০০%)
	মোটরসাইকেল	সংখ্যা	১০	১৫.৮০	১০ (১০০%)	১৫.৮০ (১০০%)
i. মোট যানবাহন			২৪	১৭৯.০৬	২৪ (১০০%)	১৭৯.০৬ (১০০%)
	ফার্নিচার	সংখ্যা	৭৪	৬.৪৩	৭৪ (১০০%)	৬.৪৩ (১০০%)
ii.মোট ফর্নিচার		সংখ্যা	৭৪	৬.৪৩	৭৪ (১০০%)	৬.৪৩

ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প কাজের বিভিন্ন অঙ্গের নাম		একক	অনুমোদিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব পরিমাণ	আর্থিক	বাস্তব পরিমাণ (%)	আর্থিক (%)
ক্রঃ নং	১		২	৩	৪	৫	৬
						(১০০%)
	মেসিনারিজ এন্ড ইকুইপমেন্ট	থোক		১৯৭.৬৮	থোক	১৯৭.৬৮ (১০০%)
iii.মোট মেশিনারীজ ও ইকুইপমেন্ট		থোক		১৯৭.৬৮	থোক	১৯৭.৬৮ (১০০%)
	কনস্ট্রাকশন কাজ	থোক		১৩৬.৮৯	থোক	১৩৬.৮৯ (১০০%)
মোট পুর্ত				৫২০.০৬		৫২০.০৬ (১০০%)
মোট মুলধন (i+ii+iii)		সংখ্যা	৯৮	৫২০.০৬		৫২০.০৬ (১০০%)
মোট প্রকল্প ব্যয়				১৩৭৮.০০		১৩৬২.১৩ (৯৯.০০%)

১৪। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ প্রযোজ্য নয়

১৫। মূল্যায়ন পদ্ধতিঃ প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি বিবেচনা করা হয়েছেঃ

- প্রকল্পের ডিপিপি পর্যালোচনা ;
- প্রকল্পের PEC/ECNEC সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা ;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন ;
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানী/কর্মকর্তাদের মতামত গ্রহণ;

১৬। বছরভিত্তিক অনুমোদিত ডিপিপি বরাদ্দ, এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় :

আর্থিক বছর	মূল ডিপিপি বরাদ্দ	সংশোধিত ডিপিপি বরাদ্দ	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী এডিপি বরাদ্দ	আরএডিপি বরাদ্দ	অবমুক্ত	প্রকৃত ব্যয়	অবমুক্তি ও ব্যয়ের পার্থক্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২০১৩-১৪	৬৩৯.৭৫	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	
২০১৪-১৫	২১১.১২	৩০০.০০	৩০০.০০	৩০০.০০	৩০০.০০	৩০০.০০	
২০১৫-১৬	১৬১.৮৪	৫০০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০	
২০১৬-১৭	১৪৮.৪৫	২৭৪.০০	২৭৪.০০	২৭৪.০০	২৭৪.০০	২৭৪.০০	
২০১৭-১৮	১৬১.৮৪	২০৪.০০	২০৪.০০	২০৪.০০	১৮৮.১৮	১৮৮.১৮	
	১৩২৩.০০	১৩৭৮.০০	১৩৭৮.০০	১৩৭৮.০০	১৩৬২.১৩	১৩৬২.১৩	

১৭। **প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ:**

সাইট্রাস ডেভেলপমেন্ট (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পটি বাংলাদেশের ৪টি বিভাগের ১০টি জেলার ১০টি গবেষণা কেন্দ্রে ২০১৩-১৪ অর্থ বছর থেকে ২০১৭-১৮ অর্থ বছর পর্যন্ত ০৫ বছরে বাস্তবায়িত হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ৬ (ছয়)টি লেবুজাতীয় ফলের উপর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয় । গবেষণার মাধ্যমে ৮টি জাত (কমলালেবুর-১টি, মাল্টার-১টি, বাতাবীলেবুর-২টি,

জারালেবু-১টি, লেবুর- ২টি ও কাগজী লেবুর-১টি) উৎপাদন ও সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়। সেই সাথে গবেষক, সম্প্রসারণবিদ ও এনজিও কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বিগত ১২/১২/২০১৮ থেকে ১৫/১২/২০১৮তারিখ পর্যন্ত খাগড়াছড়ি জেলার পাহাড়ি কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের প্রকল্পের গবেষণা অগ্রগতি ও অবোকাঠামোগত উন্নয়ন কাজ পরিদর্শন করা হয়। উক্ত গবেষণা কেন্দ্রেভৌত কাজের মধ্যে ১টি ইরিগেশন সিস্ট্রেম, ১টি নেট হাউজ ও ১টি নার্সারী সীড বেড পরিদর্শন করা হয়। গবেষণা কেন্দ্র পরিদর্শনকালে কেন্দ্রের বিজ্ঞানী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাথে মত বিনিময় ও পর্যবেক্ষণ করে। লেবুজাতীয় ফলের গবেষণা অর্জন ও সংশ্লিষ্ট যেসব তথ্যসমূহ পাওয়া যায় তা নিম্নে বর্ণিত হল:

ক্রমিকনং	গবেষণার কার্যক্রম	বিবরণ	পর্যবেক্ষণ
১৭.১	কমলালেবুর জার্মপ্লাজম মূল্যায়ন	কমলালেবুর জাত উদ্ভাবনের লক্ষ্যে ২০১৩-১৪ সালে এই গবেষণা কর্মসূচিটি শুরু করা হয়। এই গবেষণা কর্মসূচীতে ১৫টি কমলালেবুর জার্মপ্লাজমের মূল্যায়ন করা হচ্ছে মর্মে জানা যায়।	মূল্যায়নে কমলালেবুর ১টি জার্মপ্লাজম প্রতিশ্রুতিশীল হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। জানা যায় প্রতিটি ফলের গড় ওজন ১৯০ গ্রাম। রং আকর্ষনীয় কমলা বর্ণের, ব্রীক্সমান (মিষ্টতা) ১১.৫%, ক্যাঙ্কার ও গ্যামোসিস রোগ সহিষ্ণু। ফল আহর ণের সময় ডিসেম্বরের প্রথম থেকে শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত।
১৭.২	মাল্টার জার্মপ্লাজম	নাবী মৌসুমের একটি মাল্টার জাত উদ্ভাবনের লক্ষ্যে ২০১৩-১৪ সালের গবেষণা কর্মসূচিতে শুরু করা হয়। এই গবেষণা কার্যক্রমে মাল্টার ৩টি বিদেশ থেকে সংগৃহীত জার্মপ্লাজম এর মূল্যায়ন করা হচ্ছে। গবেষণা কাজটি শেষ পর্যায়ে মর্মে জানা যায়।	মূল্যায়নে ১টি প্রতিশ্রুতিশীল জার্মপ্লাজম সনাক্ত করা হয়েছে। ফল দেখতে আকর্ষনীয় হলুদাভ সবুজ এর সাথে ছোপ হলুদ বর্ণের স্ট্রাইপ, গড় ফলের ওজন ১৬২ গ্রাম, ফলের রসের পরিমাণ ৪০-৪৩%, ব্রীক্সমান ৮.৫%। ফল আহর ণের সময় নভেম্বর-ডিসেম্বর। রোগ বালাই ও পোকা-মাকড় সহিষ্ণু। জাত মুক্তায়নের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে মর্মে জানা যায়।
১৭.৩	স্থানীয় জাতের বাতাবীলেবু সংগ্রহ ও মূল্যায়ন	পাহাড়ের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগ্রহকৃত নাবী জাতের ৩টি জার্মপ্লাজম মূল্যায়নের কাজ চলমান আছে।	গাছের বৃদ্ধি সন্তোষজনক। গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে মর্মে জানা যায়।
১৭.৪	বছরব্যপী ফল উৎপাদনকারী বাতাবীলেবুর ইনসিটু মূল্যায়ন	কৃষকের মাঠে সারাবছর ফল উ ৎপাদনকারী বাতাবীলেবুর জাত উদ্ভাবনের লক্ষ্যে ২০১৪-১৫ সালে এই গবেষণা কার্যক্রম শুরু করা হয়। বাতাবীলেবুর ২টি বারমাসী জার্মপ্লাজম এই গবেষণায় অর্ন্তভূক্ত রয়েছে।	৩ বছর মূল্যায়নের পর ১টি জার্মপ্লাজম প্রতিশ্রুতিশীল প্রতীয়মান হয়েছে। ফলের গড় ওজন ১.১৮ কেজি থেকে ১.৫৭ কেজি, ব্রীক্সমান (মিষ্টতা) ১০%, শাঁস লাল বর্ণের, রসালো, তিতাবিহীন ও সুস্বাদু। রোগ বালাই ও পোকা-মাকড় সহিষ্ণু। গাছ প্রতি ফলের সংখ্যা ১৪০টি। গবেষণা কাজটি সম্পন্ন হবে। জাত মুক্তায়নের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন মর্মে জানা যায়।
১৭.৫	নাবী মৌসুমের বাতাবীলেবুর জার্মপ্লাজম ইনসিটু মূল্যায়ন	নাবী মৌসুমের একটি বাতাবীলেবুর জাত উদ্ভাবনের লক্ষ্যে ২০১৪-১৫ সালের গবেষণা কর্মসূচিটি শুরু করা হয়। এই গবেষণা কর্মসূচিতে নাবী মৌসুমের ৪টি জার্মপ্লাজম মূল্যায়ন করা হচ্ছে।	৩ বছর মূল্যায়নের পর বাতাবীলেবুর ১টি জার্মপ্লাজম প্রতিশ্রুতিশীল প্রতীয়মান হয়েছে। ফল দেখতে আকর্ষনীয় হলুদ বর্ণের, গড় ওজন ১.২০ কেজি থেকে ১.৫ কেজি, শাঁস হালকা গোলাপী, রসালো, ব্রীক্সমান ৯.৫%, তিতাবিহীন, সুস্বাদু, রোগবালাই, পোকা-মাকড় ও খরা সহিষ্ণু। ফল আহোর ণের সময় ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারী। জাত মুক্তায়নের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

ক্রমিকনং	গবেষণার কার্যক্রম	বিবরণ	পর্যবেক্ষণ
১৭.৬	মাল্টার গাছের বৃদ্ধির, ফলের গুণগতমান ও ফলঝরার উপর সেচের প্রভাব	পাহাড় অ ঞ্চলে খরা মৌসুমে পানির খুব সংকট দেখা দেয়। খরা মৌসুমে মাল্টা গাছে উপযুক্ত সেচ ব্যবস্থাপনা উদ্ভাবনের লক্ষ্যে এই গবেষনা কার্যক্রমটি ২০১৪-১৫ সাল থেকে শুরু করা হয়। এই গবেষণা কর্মসূচিতে জানুয়ারী থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত মাল্টা গাছে নিদিষ্ট দিন অন্তর অন্তর ড্রিপ পদ্ধতিতে সেচ প্রদান করা হয় এবং গাছের গোড়ার চর্তুদিকে মাটির আর্দ্রতা বজায় রাখার জন্য মালচিং দেওয়া হয়।	গবেষণা কার্যক্রমটি সম্পাদিত হয়েছে। খরা মৌসুমে প্রতি ৩ (তিন) দিন অন্তর পরবর্তী ০২ (দুই) দিন সেচ প্রয়োগ ও গাছের গোড়ায় মালচিং প্রদান করে ৭২ ভাগ ফল ঝরা রোধ করা যায় এবং প্রায় ১৩০ শতাংশ পর্যন্ত ফলন বৃদ্ধি পায়। ড্রীপ পদ্ধতিতে সেচ প্রদান করে ৫০ ভাগ পানি সাশ্রয় করা সম্ভব।
১৭.৭	কমলালেবুর গাছের বৃদ্ধি,ফলন ও ফলের গুণগতমানের উপর সার ও সেচ প্রয়োগের প্রভাব	পাহাড় অ ঞ্চলে খরা মৌসুমে পানির খুব সংকট দেখা দেয়। কমলালেবু গাছ খরা সহিষ্ণু নয়। গাছের বৃদ্ধি ও উ ৎপাদন খরা মৌসুমে কমলালেবু গাছে উপযুক্ত সেচ ব্যবস্থাপনা উদ্ভাবনের লক্ষ্যে এই গবেষ ণা কার্যক্রমটি ২০১৫-১৬ সাল থেকে শুরু করা হয়। এই গবেষণা কর্মসূচিতে জানুয়ারী থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত কমলালেবুর গাছে নিদিষ্ট দিন অন্তর অন্তর ড্রিপ পদ্ধতিতে সেচ প্রদান করা হয় এবং গাছের গোড়ার চর্তুদিকে মাটির আর্দ্রতা বজায় রাখার জন্য মালচিং দেওয়া হয়। রিং বেসিন মেথড ১৫ দিন অন্তর ও ড্রিপ ইরিগেশন সিস্টেম ৩ ও ৫ দিন অন্তর অন্তর সেচ করা হয়েছে। সাথে সাথে বছরে ২, ৩ ও ৪ বার সার প্রয়োগ করে উক্ত পরীক্ষাটি পর্যবেক্ষন করা হচ্ছে।	প্রকল্প সংশ্লিষ্টগণ জানান যে, গবেষণা কর্মসূচিটি শেষ পর্যায়ে। গাছের বৃদ্ধি, ফলন, ফলের উৎপাদন ও গুণগতমান সন্তোষজনক।
১৭.৮	কমলালেবুর (বারি কমলা-২)গাছের বৃদ্ধি, ফলন ও ফলের গুণগতমানের উপর বিভিন্ন রুটস্টকের প্রভাব	বাতাবীলেবু, রংপুর লাইম, রাফলেমন ও ক্লিওপেট্রা ম্যান্ডারিন এই চার প্রকার রুটস্টক এ বারি কমলা-২ গ্রাফটিং করে এ গবেষণাটি কর্মসূচিটি স্থাপন করা হয়। গাছের বৃদ্ধি, ফলের গু ণগতমান ও ফলনের উপর রুটস্টকের প্রভাব দেখা হচ্ছে।	গাছে ফল এসেছে। গবেষণা কাজটি চলমান রয়েছে।
১৭.৯	মাল্টা গাছের বৃদ্ধি (বারি মাল্টা-১), ফলের গুণগতমান ও ফলনের উপর বিভিন্ন রুটস্টকের প্রভাব	বাতাবীলেবু, রংপুর লাইম, রাফলেমন ও ক্লিওপেট্রা ম্যান্ডারিন এই চার প্রকার রুটস্টক এ বারি কমলা-২ গ্রাফটিং করে এ গবেষণা কর্মসূচিটি স্থাপন করা হয়। গাছের বৃদ্ধি, ফলের গু ণগতমান ও ফলনের উপর রুটস্টকের প্রভাব দেখা হচ্ছে।	গাছে ফল এসেছে। গবেষণা কাজটি চলমান রয়েছে।
১৭.১০	কলম্বোলেবু ও জারা লেবুর জার্মপ্লাজম সংগ্রহ ও মূল্যায়ন	নরসিংদী ও সিলেটের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে জারালেবুর মোট ৬টি ও কলম্বো লেবুর ৪টি জার্মপ্লাজম সংগ্রহ করা হয়েছে। পাহাড়াঞ্চলে জারা ও কলম্বোলেবু উপযোগিতা যাচাই বাছাই এর গবেষনা কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।	জারা লেবু ও কমম্বোলেবুর গাছের বৃদ্ধি সন্তোষজনক ২০১৫-১৬ সালে গাছে ফাট ধরা শুরু হয়েছে। গবেষণা কাজটি শেষ পর্যায়ে। ফলের আকার, আকৃত এবং গুণগতমান নিয়ে গবেষণার কাজ চলছে। গাছের বৃদ্ধি ও ফলন সন্তোষজনক।
১৭.১১	পাহাড় অ ঞ্চলে লেবুজাতীয় ফলের গ্রীনিং রোগের	সাইট্রাস গ্রিনিং রোগ লেবুজাতীয় ফলের একটি মারাত্নক রোগ। এই রোগে কমলা ও মাল্টা বেশী আক্রান্ত হয়ে থাকে। এই রোগে	গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে, মাল্টা ও কমলালেবুর গ্রীনিং রোগ সনাক্ত করা হয়েছে। গ্রীনিং রোগ বিস্তারের বাহক পোকা

ক্রমিকনং	গবেষণার কার্যক্রম	বিবরণ	পর্যবেক্ষণ
	অস্তিত্ব নিরুপণের উপর জরিপ	আক্রান্ত গাছের পাতার মধ্যে শিরার দু'পাশে ছোপ ছোপ হলুদ বর্ণ ধারণ করে পাতা ছোট হয়ে ঝরে পড়ে এবং গাছে মানসম্পন্ন ফলের উৎপাদন কমে যায় এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে গাছ মারা যায়। কমলা ও মাল্টা বাগান থেকে রোগাক্রান্ত পাতার নমুনা সংগ্রহ করে সেগুলো বারি, জয়দেবপুর, গাজীপুর এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এর ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করা হয়েছে। উক্ত কাজের সাথে একজন এমএস ছাত্র সরাসরি জড়িত ছিল।	সাইলিড বাগ সনাক্ত করা হয়েছে। মানসম্পন্ন চারা/কলম উৎপাদন ও গ্রীনিং রোগ বিস্তারের জন্য দায়ী পোকা সাইলিড বাগ দমনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে রোগ নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়েছে মর্মে জানিয়েছেন।
১৭.১২	লেবুজাতীয় ফলের গাছে গ্যামোসিস রোগের অস্তিত্ব নিরুপণের উপর জরিপ	গ্যামোসিস লেবুজাতীয় ফলের একটি মারাত্নক রোগ। এই রোগে আক্রান্ত গাছ পরবর্তীতে ডাইব্যাক রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। লেবু, জারালেবু, বাতাবীলেবু, মাল্টা ও কমলা বাগানের রোগাক্রান্ত গাছ থেকে নমুনা সংগ্রহ করে বারি, জয়দেবপুর, গাজীপুর এর ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করা হয়েছে।	জরিপ সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।বিভিন্ন প্রকার লেবুজাতীয় ফলে গ্যামোসিস রোগের তীব্রতা নিরুপণ করা হয়েছে এবং রোগের দমন ব্যবস্থা প্রদান করা হয়েছে।
১৭.১৩	মাল্টা গাছের রিজুবিনেশন	১৯৯৭ সালে পাহাড়ী কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, খাগড়াছড়িতে স্থাপিত মাল্টা বাগানের গাছের উ ৎপাদনশীলতা ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় ২০১৫ সালে উক্ত বাগানটিতে পরিচর্যার মাধ্যমে রিজুভিনেশন গবেষণা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। রিজুভিনেশন কর্মসূচিতে গাছের প্রুনিং, রোগ-বালাই, সেচ ও সার ব্যবস্থাপনা।	গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে বাগানটির প্রায় ৭০ শতাংশ গাছ থেকেই পূর্বের মত ফল আহোর ণ করা সম্ভব হচ্ছে। রিজুভিনেশন পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে।

১৮. প্রকল্পের খাগড়াছড়ি অংশে লেবুজাতীয় ফলের জার্মপ্লাজম সংগ্রহ ও মাতৃবাগান স্থাপন :

১৮.১ সাইট্রাস ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (বারি অংগ) খাগড়াছড়ির আওতায় বছর ভিত্তিক লেবুজাতীয় ফলের জার্মপ্লাজম সংগ্রহ

চারা/কলমের নাম	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৩-২০১৮ সর্বমোট
মাল্টা	১	১	৩	১	০	৬
কমলা	২	৬	৪	২	২	১৬
লেবু (সীডলেস, কলম্বো লেবু স্থানীয়)	২	২	৫	১	১	১১
জারা লেবু	১	১	০	০	১	৩
বাতাবীলেবু	২	২	৫	১	৪	১৪
মোট=	৮	১২	১৭	৫	৮	৫০

প্রকল্পের প্রদত্ব চাহিদা মোতাবেক সংগৃহীত জার্মপ্লাজমের পরিমাণ সন্তোষজনক। সংগৃহীত জার্মপ্লাজম থেকে জাত উদ্ভাবনের লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম স্থাপন করা হয়েছে এবং চলমান রয়েছে।

১৮.২ সাইট্রাস ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (বারি অংগ) খাগড়াছড়িতে বছর ভিত্তিক লেবুজাতীয় ফলের মাতৃবাগান

চারা/কলমের নাম	২০১৩-১৪		২০১৪-১৫		২০১৫-১৬		সর্বমোট
	মাতৃ বাগানের সংখ্যা	গাছের সংখ্যা	মাতৃ বাগানের সংখ্যা	গাছের সংখ্যা	মাতৃ বাগানের সংখ্যা	গাছের সংখ্যা	
বারি মাল্টা-১	০	০	১	২১৪টি	২	৭৪০টি	৯৫৪টি
বারি কমলা-১	১	১৬টি	০	০	০	০	১৬টি
বারি কমলা-২	১	৪৯টি	১	১০৮টি	০	০	১৫৭টি
বাতাবীলেবু	০		১	৮৬টি	১	১৬টি	১০২টি
বারি লেবু-১	১	২০টি	০	০	১	২০টি	৪০টি
বারি লেবু-২	১	২০টি	০	০	১	২০টি	৪০টি
বারি লেবু-৩	০	০	১	২০টি	০	০	২০টি

১৯. খাগড়াছড়িতে অর্থের বরাদ্দ (২০১৩-১৪ থেকে ২০১৭-১৮ পযন্ত)

ব্যয় খাত	২০১৩-১৪ অর্থ বছরে বরাদ্দ		২০১৪-১৫ অর্থ বছরে বরাদ্দ		২০১৫-১৬অর্থ বছরে বরাদ্দ		২০১৬-১৭অর্থ বছরে বরাদ্দ		২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বরাদ্দ	
	বরাদ্দ	খরচ	বরাদ্দ	খরচ	বরাদ্দ	খরচ	বরাদ্দ	খরচ	বরাদ্দ	খরচ
বেতন ভাতাদি	১৮০০০	১৮০০০	১৮০০০	১৮০০০	২৬০০০০	২৬০০০০	৩২৫০০০	৩২৫০০০	৩১০০০০	৩১০০০০
গবেষণা ব্যয়	৬০০০০	৬০০০০	৪০০০০০	৪০০০০০	১৮০০০০০	১৮০০০০০	৯১০০০০	৯১০০০০	৬২৫০০০	৬২৫০০০
মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	৪০০০	৪০০০	৯০০০০	৯০০০০	১০৫০০০	১০৫০০০	১৪০০০০	১৪০০০০	৮৫০০০	৮৫০০০
কন্টিজেন্সি, তৈল ও জ্বালানী	৩০০০০	৩০০০০	২৫০০০০	২৫০০০০	৩০০০০০	৩০০০০০	২১০০০০	২১০০০০	২০৫০০০	২০৫০০০
প্রশিক্ষণ	-	-	-	-	১৮০০০০	১৮০০০০	৯০০০০	৯০০০০	-	-
সর্বমোট	১১২০০০	১১২০০০	৯২০০০০	৯২০০০০	২৬৪৫০০০	২৬৪৫০০০	১৬৭৫০০০	১৬৭৫০০০	১২২৬০০০	১২২৬০০০

২০. প্রকল্পের খাগড়াছড়ি অংশে বছর ভিত্তিক প্রশিক্ষণ/সেমিনার/কর্মশালা

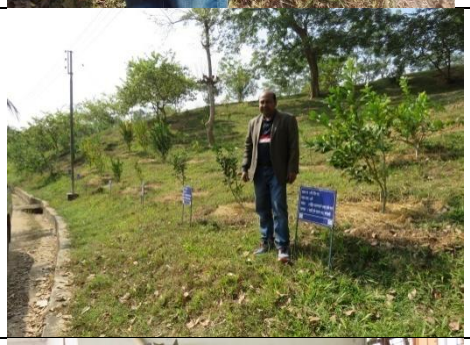
প্রশিক্ষণের ধরণ	প্রশিক্ষণার্থী	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	মন্তব্য
প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (২০১৫-১৬)	গবেষক, সম্প্রসারণবিদ ও এনজিও কর্মকর্তা	৩০ জন	২ ব্যাচে ৬০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (২০১৫-১৬)	বৈজ্ঞানিক সহকারী, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক সহকারী, এনজিও কর্মী ও উদ্যোক্তা	৩০ জন	
সেমিনার/কর্মশালা ২০১৬-১৭	গবেষক, সম্প্রসারণবিদ, এনজিও কর্মী ও উদ্যোক্তা	১০০ জন	২ ব্যাচে ১০০ জন সেমিনারে অংশ গ্রহন করেন ও গবেষণা মাঠ পরিদর্শন করেন।

২১. প্রকল্পের খাগড়াছড়ি অংশে বছর ভিত্তিক ভৌত কাজ ও অগ্রগতি

কাজের নাম	সংখ্যা	সময়কাল	কাজের বর্ণনা	মন্তব্য
ইরিগেশন সিস্টেম	১টি	২০১৪-১৫	লেবুজাতীয় ফল বাগানে খরা মৌসুমে সেচ প্রদানের জন্য ইরিগেশন সিস্টেম নির্মাণ করা হয়েছে। এই নির্মাণ কাজে পাহাড়ের সবচেয়ে উঁচু স্থানে ১০০০ মিটার ধারন ক্ষমতা সম্পন্ন ১টি পানির ট্যাংক স্থাপন করা হয়। পানির রিজারভার থেকে মটরের মাধ্যমে ট্যাংকে পানি উত্তোলন করা হয়।	সম্পাদিত

কাজের নাম	সংখ্যা	সময়কাল	কাজের বর্ণনা	মন্তব্য
			সেখান থেকে ১০০ ফিট দূরে দূরে স্থাপিত মোট ৫০টি রাইজারের মাধ্যমে গাছে সেচ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত সেচের আওতায় মাল্টার মাতৃবাগানের সর্বমোট ৯৫৪টি গাছসহ অন্যান্য লোবুজাতীয় ফল বাগানে সেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে । এর মাধ্যমে প্রায় ১০ একর জায়গা সেচের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে।	
নেট হাউজ	১টি	২০১৫-১৬	মানসম্পন্ন চারা কলম উৎপাদনের জন্য এবং রোগবালাই ও পোকা-মাকড়ের আক্রমণ থেকে মাতৃগাছ ও চারা কলম রক্ষার কাজে নেট হাউজ ও সীডবেড ব্যবহার করা হচ্ছে।	
নার্সারী সীডবেড	১টি	২০১৫-১৬		

২২. পরিদর্শনকালীন চিত্র

কার্যক্রম	পরিদর্শনকালীন ছবি
২২.১ পাহাড়ী কৃষি গবেষণা কেন্দ্র , খাগড়াছড়িতে সাইট্রাস ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প কর্তৃক স্থাপিত বারি কমলা-২ এর মাতৃবাগান পরিদর্শন।	
২২.২ পাহাড়ী কৃষি গবেষণা কেন্দ্র , খাগড়াছড়িতে সাইট্রাস ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প কর্তৃক স্থাপিত বিভিন্ন লেবু জাতীয় ফলের সংগৃহীত জার্মপ্লাজম এর বাগান পরিদর্শন।	
২২.৩ পাহাড়ী কৃষি গবেষণা কেন্দ্র , খাগড়াছড়িতে সাইট্রাস ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প কর্তৃক স্থাপিত বিভিন্ন লেবু জাতীয় ফলের নার্সারীতে মানসম্পন্ন চারা /কলম উৎপাদন পদ্ধতি পরিদর্শন।	

কার্যক্রম	পরিদর্শনকালীন ছবি
২২.৪ পাহাড়ী কৃষি গবেষণা কেন্দ্র , খাগড়াছড়িতে সাইট্রাস ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প কর্তৃক স্থাপিত সাইট্রাস রিপোজিটরী পরিদর্শন।	
২২.৫ পাহাড়ী কৃষি গবেষণা কেন্দ্র , খাগড়াছড়িতে সাইট্রাস ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প কর্তৃক স্থাপিত নেট হাউজে সংরক্ষিত পরিবেশে রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ মুক্ত, সুস্থ্য চারা/কলম উৎপাদন পরিদর্শন।	

২৩. প্রকল্পের উদ্দেশ্য ভিত্তিক অর্জনসমূহ:

ক্রমিক নং	পরিকল্পিত	অর্জিত
১.	লেবুজাতীয় ফল উ ৎপাদনের অঞ্চলভিত্তিক প্রযুক্তি উদ্ভাবন।	লেবুজাতীয় ফলের অঞ্চলভিত্তিক ১৪টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। স্বল্পকালীন বন্যা প্রবণ চরাঞ্চলের জন্য বারমাসী উচ্চ ফলনশীল লেবুর জাত উদ্ভাবন করা হয় । খরা প্রবণ এলাকার জন্য ক্যাঙ্কার রোগ সহনশীল ও উচ্চ ফলনশীল কাগজী লেবুর জাত উদ্ভাবন। পাহাড় অঞ্চলে চাষ উপযোগী একটি বাতাবীলেবুর জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। লবনাক্ত অঞ্চলে লেবুজাতীয় ফল চাষ সম্প্রসারিত করার জন্য ২টি রুট স্টক (রংপুর লাইম ও ক্লিওপেট্রা ম্যান্ডারিন রুট স্টক নির্বাচন করা হয়েছে। অঞ্চলভিত্তিক নতুন নতুন রোগ বালাই, পোকামাকড় ও লেবুজাতীয় ফল উৎপাদনের অন্যান্য সমস্যার আলোকে আরো ১০টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে।
২.	দেশ বিদেশ থেকে জার্মপ্লাজম সংগ্রহ করে গবেষণার মাধ্যমে উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন।	প্রকল্পের মাধ্যমে দেশ বিদেশ থেকে ৬ (ছয়) টি লেবুজাতীয় ফলের সর্বমোট ২১৫টি জার্মপ্লাজম (দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ১৯১টি এবং বিদেশী ২৪টি) সংগ্রহ করা হয়েছে। উক্ত জার্মপ্লাজম সমূহ গবেষণার মাধ্যমে লেবুজাতীয় ফলের ৮টি উচ্চ ফলনশীল জাত যথা: বারি মাল্টা-২, বারি বাতাবীলেবু-৫, বারি বাতাবীলেবু-৬, বারি লেবু-৪, বারি লেবু-৫, বারি কমলালেবু-৩, বারি কাগজীলেবু-১ ও বারি জারালেবু-১ উদ্ভাবন করা হয়েছে। ।
৩.	লেবুজাতীয় ফলের মানসম্পন্ন চারা/কলম প্রযুক্তি উদ্ভাবন।	গবেষণার মাধ্যমে লেবুজাতীয় ফলের মানসম্পন্ন চারা/কলম ৭টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। যথা: ● স্বল্প সময়ে মানসম্পন্ন অধিক সংখ্যক সায়ন তথা কলম উৎপাদন পদ্ধতি উদ্ভাবন। ● অল্প বয়সের রুটস্টকে (৪-৬ মাস) কলম তৈরীকরণ। ● গ্রীনিং রোগমুক্ত মাতৃগাছ ও রুটষ্টক সনাক্তকরণ পদ্ধতি উদ্ভাবন। ● সংরক্ষিত পরিবেশে সারা বছর চারা/কলম উৎপাদন পদ্ধতি উদ্ভাবন। ● লবণাক্ত, অতিরিক্ত আর্দ্রতা, খরা ও রোগবালাই সহিষ্ণু রুটস্টক সনাক্তকরণ।

ক্রমিক নং	পরিকল্পিত	অর্জিত
		• গুটি কলমের পরিবর্তে ক্লেফ্ট গ্রাফটিং এর মাধ্যমে কাগজীলেবুর অংগজ বংশ বিস্তার পদ্ধতি উদ্ভাবন ও রুট স্টক নির্বাচন (রংপুর লাইম ও রাফ লেমন)। • নার্সারীর রোগবালাই ও পোকামাকড় সনাক্তকরণ ও ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি উদ্ভাবন। উক্ত প্রযুক্তি সমূহের মাধ্যমে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে লেবুজাতীয় ফলের বিশেষ করে মাল্টার চারা উৎপাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশের অভ্যন্তরে মাল্টা চারা/কলম এর চাহিদা অনেকাংশে পূরণ হয়েছে। গবেষণার মাধ্যমে মাল্টা ও কাগজীলেবুর অঙ্গজ বংশ বিস্তার পদ্ধতি ও রুট স্টক নির্বাচন করা হয়েছে।
৪.	লেবুজাতীয় ফলের মাতৃগাছ সনাক্তকরণ ও নির্বাচন।	লেবুজাতীয় ফলের ১৮৯টি মাতৃগাছ সনাক্ত করা হয়েছে। যা থেকে সায়ন সংগ্রহ করে চারা/কলম তৈরী করা হচ্ছে।
৫.	লেবুজাতীয় ফলের সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি উদ্ভাবন।	লেবুজাতীয় ফলের সংগ্রহোত্তর ৫টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনার প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে লেবুজাতীয় ফলের রপ্তানী সহজতর হয়েছে।
৬.	লেবুজাতীয় ফল উ ৎপাদনে বিজ্ঞানীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশ বিদেশে প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও ওয়ার্কশপে অংশ গ্রহণের ব্যবস্থা করা।	প্রকল্পের আওতায় বিদেশে শিক্ষা সফরের আয়োজন করা হয়েছে। শিক্ষা সফরে ৩ ব্যাচে সর্বমোট ২৪জন বিজ্ঞানী/কর্মকর্তা অংশ গ্রহণ করেন। শিক্ষা সফরের লেবুজাতীয় ফলের চারা/কলম উৎপাদন, রোগবালাই ও পোকামাকড় দমন, সার ও সেচ ব্যবস্থাপনা এবং পুরাতন বাগান পরিচর্যা ও সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনার উপর ৮টি প্রযুক্তি সংগ্রহ করা হয়। উল্লিখিত প্রযুক্তিসমূহ সেমিনার/ওয়ার্কশপের মাধ্যমে ১৭৫০ অংশীজনের মধ্যে প্রচার করা হয়।
৭.	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর কর্মকর্তাদের লেবুজাতীয় ফলের উন্নত উ ৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান।	প্রকল্পের আওতায় ১০৫০ জন কৃষি সম্প্রসারন কর্মকর্তা, গবেষক, এনজিও কর্মকর্তা ও বেসরকারী উদ্যোক্তা লেবুজাতীয় ফল উৎপাদনের উন্নত প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
৮.	লেবুজাতীয় ফলের রপ্তানী বৃদ্ধির লক্ষ্যে সাইট্রাস ক্যাঙ্কার রোগ ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি উদ্ভাবন।	সাইট্রাস ক্যাঙ্কার লেবুজাতীয় ফলের ব্যাকটেরিয়া জনিত একটি মারাত্নক রোগ। ইতিমধ্যে এই রোগ ব্যবস্থাপনায় ৫টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। প্রযুক্তি সমূহ যথাক্রমে ক্যাঙ্কার রোগ সনাক্তকরণ পদ্ধতি, ক্যাঙ্কার রোগ সহনশীল জাত সনাক্তকরণ, ক্যাঙ্কার রোগমুক্ত চারা/কলম উৎপাদন ও ক্যাঙ্কার রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা।
৯.	লেবুজাতীয় ফলের সাপ্লাই চেইন এনালাপইসিস স্টাডি করা।	রপ্তানীযোগ্য ২টি লেবুজাতীয় ফল, জারালেবু ও কলম্বোলেবুর সাপ্লাই চেইন এনালাইসিস করা হয়েছে।

২৪. সাধারণ পর্যবেক্ষণ:

২৪.১ প্রকল্প অনুমোদিত মেয়াদ: (জুলাই ২০১৩ থেকে জুন ২০১৮ পর্যন্ত) ঠিক থাকলেও প্রকল্প ব্যয় ১৩২৩.০০ লক্ষ টাকা থেকে ১ম সংশোধিত প্রকল্পে ১৪২৫.০০ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হয় এবং প্রকল্প মেয়াদে ১৩৭৮.০০ লক্ষ টাকা অবমুক্ত হয় যা থেকে ১৩৬২.১৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। এ ক্ষেত্রে প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি অবমুক্তির ৯৮.৮৫% এবং প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ১০০%। প্রকল্প মেয়াদান্তে সার্বিক কার্যক্রমেরবাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

২৪.২ প্রকল্প সমাপ্তির পরেও গবেষণা কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার প্রয়োজন রয়েছে মর্মে প্র তীয়মান হয়েছে।

২৪.৩ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক লেবুজাতীয় ফলের নতুন নতুন জাত উদ্ভাবন, উৎপাদন কলাকৌশল, আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ, রোগবালাই ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রকল্প শেষ হলেও কৃষক পর্যায়ের সমস্যা নিয়ে গবেষণা কার্যক্রম অব্যহত রাখার বিষয়ে স্থানীয় লেবু চাষীগণ অনুরোধ জানিয়েছেন।

২৪.৪ প্রকল্পভূক্ত এলাকায় অন্যান্য সাইট্রাস জাতীয় ফলের তুলনায় মাল্টা ও লেবু গাছের বৃদ্ধি অনেক ভাল এবং দুই আড়াই বছরের মধ্যে ফলন পাওয়া যায় বিধায় কৃষক মাল্টা ও লেবু চাষাবাদ করতে বেশী আগ্রহী।

২৪.৫ স্থানীয় কৃষকগণ বারি কর্তৃক উদ্ভাবিত লেবুজাতীয় ফলের নতুন জাতের বিশেষ করে বারি মাল্টা-১ ও বারি মাল্টা-২ এর গুণগতমানসম্পন্ন চারা/কলম সরবরাহের মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে বারির তত্ত্বাবধানে মাতৃবাগান স্থাপনের অনুরোধ জানান।

২৪.৬ বারি কর্তৃক উদ্ভাবিত লেবুজাতীয় ফল গাছের গৌণ পুষ্টি উপাদানের অভাবজ নিত সমস্যা সমাধানের জন্য মাটির পাশাপাশি গাছের পাতায় পুষ্টি উপাদান স্প্রে করার প্রযুক্তি ছড়িয়ে দেওয়ার প্রয়োজন।

২৪.৭ আউট সোসিং এর মাধ্যমে পদায়নকৃত কর্মচারীদের গ্রাচুইটি দেওয়ার অনুমতি না থাকায় শুধুমাত্র সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত ০২ (দুই) জন কর্মচারীকে গ্রাচুইটি প্রদান করা হয়।

২৪.৮ প্রকল্পভূক্ত এলাকায় বিশেষ করে পাহাড়ী অঞ্চলে পর্যাপ্ত সেচ সুবিধা অব্যহত থাকলে সাইট্রাস জাতীয় ফলের আবাদ বৃদ্ধি করা যাবে। বারি উদ্ভাবিত ড্রীপ ইরিগেশন পদ্ধতির মাধ্যমে সেচ প্রদান প্রযুক্তিটি কৃষক পর্যায়ে ছড়িয়ে দিতে পারলে এই ফসলের ফলন অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে।

২৪.৯ গবেষণা মাঠের লেবুজাতীয় ফলের পুরানো মাতৃবাগান প্রুনিং করে উপযুক্ত পরিচর্যা ও রিজুভিনেশন করার মাধ্যমে ফলন বৃদ্ধির পাশাপাশি অধিক সায়ন সহজলভ্য করার প্রযুক্তিটি কৃষক পর্যায়ের সম্প্রসারণ করা যায়।

২৪.১০ আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে সমতল অঞ্চলের পাশাপাশি পাহাড়ী অঞ্চলে বারি উদ্ভাবিত লেবুজাতীয় ফলের জাত সমূহের চাষাবাদ সম্প্রসারণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

২৫. আইএমইডির মতামত/সুপারিশ:

২৫.১ প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা পরবর্তীতে প্রকল্প গ্রহণের সময় সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক প্রকল্পের যথাযথভাবে প্রাক্কলন তৈরী করবে এবং অনুমোদিত ব্যয় ও মেয়াদকালে প্রকল্পের সকল কাজ যথাযথভাবে সম্পন্নের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা গ্রহণপূর্বক তা অনুসরণ করবে।

২৫.২ লেবু জাতীয় ফসলের উন্নয়নের জন্য সাইট্রাস ডেভেলপমেন্ট (১ম সংশোধিত) প্রকল্পে যে সকল দেশী বিদেশী জার্মপ্লাজম সংগৃহীত হয়েছে তাদের গবেষণা কার্যক্রম অব্যহত রাখতে হবে।

২৫.৩ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক লেবুজাতীয় ফলের নতুন জাত সম্প্রসারণ, উৎপাদন কলাকৌশল, আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ রোগবালাই ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ এবং বিভিন্ন কার্যক্রম অব্যহত রাখা যেতে পারে।

২৫.৪ ভবিষ্যতে প্রকল্প প্র ণয়নের ক্ষেত্রে যে সকল অঞ্চলে যে যে লেবুজাতীয় ফসল ভাল হয় তা যাচাই বাছাই করে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে তবে ফসল বাছাই এর ক্ষেত্রে লেবুজাতীয় ফসলকে অগ্রাধিকার দেয়া যেতে পারে।

২৫.৫ ভবিষ্যতে প্রকল্প প্র ণয়নের ক্ষেত্রে মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট এর মাধ্যমে মাটির নমুনা পরীক্ষা করে গাছের পুষ্টি চাহিদা নিরুপণ করে সার সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২৫.৬ ভবিষ্যতে প্রকল্প প্র ণয়নের ক্ষেত্রে আগ্রহী ও সকলশ্রেণীর কৃষককে সম্পৃক্ত করে মাঠে তাদের চাহিদা মোতাবেক বারির উদ্ভাবিত জাত সমূহের মাতৃবাগান প্রদর্শনীর ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে।

২৫.৭ ভবিষ্যতে প্রকল্প প্র ণয়নের ক্ষেত্রে প্রকল্পভূক্ত এলাকায় সেচ সুবিধা অব্যহত রাখতে ড্রীপ ইরিগেশনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে তবে গাছের গোড়ায় মালচিং এর উপর বেশী গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

২৫.৮ ভবিষ্যতে প্রকল্প প্র ণয়নের ক্ষেত্রে প্রতি বৎসর কি পরিমা ণ চারা লগবে তার চাহিদাপত্র প্র ণয়ন করে বিএআরআই ও নিকটবর্তী হর্টিকালচার সেন্টার সমূহকে অগ্রাধিকার দিয়ে চারা সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

২৫.৯ অনুচ্ছেদ ২৫.১ - ২১.৮ এর সুপারিশের প্রেক্ষিতে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় /বিভাগ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা আগামী ০২ মাসের মধ্যে এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে;

গভীর নলকূপ স্থাপন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত: জুন ২০১৮)

১। প্রকল্পের নাম : গভীর নলকূপ স্থাপন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)

২। মন্ত্রণালয়/বিভাগ : কৃষি মন্ত্রণালয়

৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

৪। প্রকল্পের অবস্থান : ৮টি জেলার ৬৩টি উপজেলা

জেলা	উপজেলা
রংপুর	রংপুর সদর, কাউনিয়া, গঙ্গাচড়া, মিঠাপুকুর, পীরগঞ্জ, পীরগাছা, বদরগঞ্জ, তারাগঞ্জ
কুড়িগ্রাম	কুড়িগ্রাম সদর, উলিপুর, চিলমারী, ভুরুঙ্গামারী, নাগেশ্বরী, ফুলবাড়ি, রাজারহাট
নীলফামারী	নীলফামারী সদর, সৈয়দপুর, ডোমার, ডিমলা, জলঢাকা, কিশোরগঞ্জ
লালমনিরহাট	লালমনিরহাট সদর, আদিতমারী, কালিগঞ্জ, হাতিবান্ধা, পাটগ্রাম
গাইবান্ধা	গাইবান্ধা সদর, সাদুল্লাপুর, পলাশবাড়ী, গোবিন্দগঞ্জ, সুন্দরগঞ্জ, সাঘাটা, ফুলছড়ি
পাবনা	পাবনা সদর, আটঘরিয়া, ঈশ্বরদী, চাটমোহর, ভাংগুরা, ফরিদপুর, বেড়া, সাথিয়া, সুজানগর
সিরাজগঞ্জ	সিরাজগঞ্জ সদর, কাজিপুর, রায়গঞ্জ, তাড়াশ, উল্লাপাড়া, শাহজাদপুর, বেলকুচি, কামারখন্দ, চৌহালী
বগুড়া	বগুড়া সদর, আদমদিঘি, দুঁপচাচিয়া, ধুনট, গাবতলী, কাহালু, নন্দিগ্রাম, সারিয়াকান্দি, শেরপুর, শিবগঞ্জ, শাজাহানপুর, সোনাতলা
জেলা = ৮টি	মোট উপজেলা = ৬৩টি

৫। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট টাকা প্রঃ সাঃ	সর্বশেষ সংশোধিত মোট টাকা প্রঃ সাঃ	মোট টাকা প্রঃ সাঃ	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২৪৭৮৫.০০ ২৪৭৮৫.০০ -	২৭৪০৩.৯৬ ২৭৪০৩.৯৬ -	২৭৪০০.৫৮ ২৭৪০০.৫৮	জানুয়ারী, ২০১০ হতে ডিসেম্বর, ২০১৩	জানুয়ারী, ২০১০ হতে জুন, ২০১৮	জানুয়ারী, ২০১০ হতে জুন, ২০১৮	২৬১৫.৫৮ (১০.৫৫%)	৪ বছর ৬ মাস (১১২.৫০%)

৬। প্রকল্পের পটভূমি ও উদ্দেশ্য:

৬.১। প্রকল্পের পটভূমিঃ

বরেন্দ্র এলাকায় সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিএমডিএ কর্তৃক ২০০১-২০০৬ মেয়াদে ''গভীর নলকূপ স্থাপন''-শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে রাজশাহী, নওগাঁ ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় ১৬৫০টি গভীর নলকূপ স্থাপন করা হয়। বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) এ প্রকল্পটি মূল্যায়ন করে। আইএমইডি'র ইতিবাচক সুপারিশ এবং প্রকল্পের সফলতা/কার্যকারিতা বিবেচনায় প্রকল্প এলাকায় আরো গভীর নলকূপ স্থাপনের মাধ্যমে সেচ সম্প্রসারণ করে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২য় পর্যায়ের প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৬.২। প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- গভীর নলকূপ স্থাপন, খাল পুনঃখনন ও লো-লিফ্ট পাম্প (এলএলপি) স্থাপনের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় ৩৯,৭২০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করে বছরে অতিরিক্ত প্রায় ১.৯৮৬ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্য শস্য উৎপাদন;

- সেচ কাজে ভূ-গর্ভস্থ পানির পাশাপাশি ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ;
- জলাবদ্ধতা দূরীকরণের মাধ্যমে আবাদী জমির পরিমাণ বৃদ্ধিকরণ;
- এলএলপি'র মাধ্যমে ভূ-উপরিস্থ পানি সেচ কাজে ব্যবহার;
- ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা নির্মাণের মাধ্যমে কৃষি জমি ও সেচের পানির অপচয় রোধ তথা সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি;
- প্রকল্প এলাকায় কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন;
- প্রান্তিক চাষী ও দিন মজুরের কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

৭। প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম :

- ১১৪০ টি গভীর নলকূপ স্থাপন;
- ১১৪০ টি (প্রতিটি ১০০০ মিঃ) গভীর নলকূপের জন্য ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ;
- ৪০ কিঃ মিঃ খাল পুনঃখনন;
- ২৫ টি এলএলপি স্থাপন;
- ২৫টি এলএলপি'র জন্য প্রতিটি ১০০০ মিঃ ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ;
- ২টি সাবমারজডওয়্যার নির্মাণ;
- ২০ টি সৌরশক্তি চালিত পাতকূয়া স্থাপন;
- ৬টি গুদাম নির্মাণ (প্রতিটি ২০০ বর্গমিটার আয়তনের)
- ১১৪০ টি বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ

৮। প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন, পিসিআর এর ভিত্তিতে) :

ক্রঃ নং	অংগের বিবরণ	সর্বশেষ (সংশোধিত) অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী মোট লক্ষ্যমাত্রা ও প্রাক্কলিত ব্যয়		জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
রাজস্ব					
	সরবরাহ ও সেবা				
১	ভ্রমন ব্যয়	থোক	১৭.০০	থোক	১৭.০০
২	ডাক	থোক	০.৫০	থোক	০.৫০
৩	টেলিফোন / টেলিগ্রাফ	থোক	১৫.০০	থোক	১৫.০০
৪	রেজিষ্ট্রেশন ফি	থোক	৫.০০	থোক	৫.০০
৫	বিদ্যুৎ	থোক	২২.৫০	থোক	২২.৫০
৬	তৈল ও জ্বালানী	থোক	২৬.০০	থোক	২৬.০০
৭	মুদ্রন ও প্রকাশনা	থোক	২.০০	থোক	২.০০
৮	মনোহারী, সীল ও স্ট্যাম্প	থোক	৩.০০	থোক	৩.০০
৯	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	থোক	১৩.০০	থোক	১৩.০০
১০	প্রশিক্ষণ ভাতা	৩০০০ জন	৯.০০	৩০০০ জন	৯.০০
	প্রশিক্ষণ সম্মানী	থোক	২.৫০	থোক	২.৫০
	প্রশিক্ষণ সামগ্রী	থোক	৫.০০	থোক	৫.০০
১১	অনিয়মিত শ্রমিক	থোক	১০.০০	থোক	১০.০০
১২	সম্মানী	থোক	২.০০	থোক	২.০০
	মধ্যবর্তী মূল্যায়ন	থোক	১৮.০০	থোক	১৮.০০
১৩	পানির উৎস এবং পরিবেশের উপর জরীপ অনুসন্ধান	থোক	৩৯৯.০০	থোক	৩৯৯.০০
	খাল জরিপ	৪০ কিঃ মিঃ	২.০০	৪০ কিঃ মিঃ	২.০০
১৪	কম্পিউটার সামগ্রী	থোক	৪.৫০	থোক	৪.৫০
১৫	বিবিধ ব্যয়	থোক	৩.০০	থোক	৩.০০
	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ				
১৬	যানবাহন মেরামত	থোক	৩৫.০০	থোক	৩৫.০০

ক্রঃ নং	অংগের বিবরণ	সর্বশেষ (সংশোধিত) অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী মোট লক্ষ্যমাত্রা ও প্রাক্কলিত ব্যয়		জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
	উপমোট (রাজস্ব) =		৫৯৪.০০		৫৯৪.০০
মুলধন					
	সম্পদ সংগ্রহ				
১৭	পিকআপ (ডাবল কেবিন)	৩ টি	৬৩.৩৯	৩ টি	৬৩.৩৯
	মোটর সাইকেল ক্রয়	৩০ টি	৩২.০০	৩০ টি	৩২.০০
১৮	মাঠ রক্ষণাবেক্ষণ যন্ত্রপাতি	থোক	৫০.০০	থোক	৪৯.৯৮
১৯	কম্পিউটার ও আনুসঙ্গিক মালামাল ক্রয়	২৫ টি	১৫.০০	২৫ টি	১৫.০০
	মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর	৩ টি	১.৯১	৩ টি	১.৯১
২০	ফটোকপিয়ার মেশিন	৮ টি	৫.৯০	৮ টি	৫.৯০
২১	ফ্যাক্স মেশিন	৭ টি	২.১০	৭ টি	২.১০
২২	অফিস আসবাবপত্র ক্রয়	থোক	২২.০০	থোক	২২.০০
২৩	গভীর নলকূপ বিদ্যুতায়নে জন্য বৈদ্যুতিক মালামাল ক্রয়	১১১৫ সেট	৫৩৬১.২০	১১১৫ সেট	৫৩৬১.১৯৭
	এল এল পি বিদ্যুতায়নে জন্য বৈদ্যুতিক মালামাল ক্রয়	২৫ সেট	১৫০.০০	২৫ সেট	১৫০.০০
২৪	ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মানের জন্য ইউপিভিসি পাইপ ও ফিটিংস ক্রয় (প্রতিটি ৬১০ মিটার)	১১১৫ সেট	৪৮১৭.৮০	১১১৫ সেট	৪৮১৭.৮০
২৫	ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা বর্ধিতকরণের জন্য ইউপিভিসি পাইপ ও ফিটিংস ক্রয় (প্রতিটি ৩৯০ মিটার)	১১১৫ সেট	২৪৫০.০০	১১১৫ সেট	২৪৪৯.৯৫
২৬	ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মানের (এলএলপির) জন্য ইউপিভিসি পাইপ ও ফিটিংস ক্রয় (প্রতিটি ১০০০ মিটার)	২৫ সেট	১৫৬.২৫	২৫ সেট	১৫৬.০০
২৭	গভীর নলকূপ খনন মালামাল ক্রয়	১১১৫ সেট	৫১৮৬.৭৭	১১১৫ সেট	৫১৮৬.৭৭
২৮	এল এল পির মালামাল ক্রয়	২৫ সেট	১১২.৫০	২৫ সেট	১১২.৫০
২৯	পাতকূয়ার জন্য আনুষঙ্গিক যন্ত্রাদিসহ সোলার প্যানেল ও পাম্প ক্রয় (৯০০-১৫০০ ওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন)	২০ টি	৮৩.৪৯	২০ টি	৮৩.৪৯
	নির্মাণ ও পূর্ত				
৩০	বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার সংরক্ষণের জন্য গুদাম ঘর নির্মান (২০০ ঘন মিঃ)	৬ টি	২৩০.০০	৬ টি	২৩০.০০
৩১	খাল পুনঃ খনন (৪০ কিঃ মিঃ)	৪০ কিঃ মিঃ	১২০০.০০	৪০ কিঃ মিঃ	১১৯৯.৪০
	বৃক্ষ রোপন	০.৮০ লক্ষ	৩০.০০	০.৮০ লক্ষ	২৯.৫৪
	সাবমারজড ওয়্যার নির্মাণ (২টি)	২ টি	১২৫.৬০	২ টি	১২৫.৩৭
৩২	ভূ-গর্ভস্থ পানি বিতরণ ব্যবস্থা নির্মান (প্রতিটি ৬১০ মিটার)	১১১৫ টি	২০৮৭.৯০	১১১৫ টি	২০৮৭.৯০
	ভূ-গর্ভস্থ পানি বিতরণ ব্যবস্থা বর্ধিতকরণ (প্রতিটি ৩৯০ মিটার)	১১১৫ টি	১০৫৪.০০	১১১৫ টি	১০৫২.৭০
	ভূ-গর্ভস্থ পানি বিতরণ ব্যবস্থা নির্মান (এলএলপির জন্য) (প্রতিটি ১০০০ মিটার)	২৫ টি	৭৫.০০	২৫ টি	৭৪.৫৪
	গনকু খনন ও কমিশন	১১১৫ টি	২৬৩৪.৮৪	১১১৫ টি	২৬৩৪.৮৪
৩৩	গভীর নলকূপের জন্য বৈদ্যুতিক লাইন নির্মান	১১১৫ টি	৬২২.২০	১১১৫ টি	৬২২.২০
	ট্রান্সফরমার স্থাপন	১১১৫ টি	১১১.১০	১১১৫ টি	১১১.১০
	এলএলপি'র জন্য বৈদ্যুতিক লাইন নির্মান	২৫ টি	১২.৫০	২৫ টি	১২.৫০

ক্রঃ নং	অংগের বিবরণ	সর্বশেষ (সংশোধিত) অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী মোট লক্ষ্যমাত্রা ও প্রাক্কলিত ব্যয়		জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
	পাতকূয়া খনন (ডায়া ৪০-৫০ ইঞ্চি, গভীরতা ৯০-১২০ ফুট)	২০ টি	৯১.৫১	২০ টি	৯১.৫১
	পানি সরবরাহ লাই নির্মাণ (দৈর্ঘ্য ৩৬০ মিটার, ডায়া ১.৫০ ইঞ্চি)	২০ টি	২৫.০০	২০ টি	২৫.০০
উপমোট (মূলধন)=			২৬৮০৯.৯৬		২৬৮০৬.৫৮
সর্বমোট (রাজস্ব + মূলধন)=			২৭৪০৩.৯৬	(১০০%)	২৭৪০০.৫৮ (৯৯.৯৯%)

৯। প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন সম্পর্কিত :

৯.১। প্রকল্প এলাকায় সর্বমোট জমির পরিমাণ প্রায় ১৪.৭৯ লক্ষ হেক্টর। তন্মধ্যে, আবাদযোগ্য জমি প্রায় ১১.৬৬ লক্ষ হেক্টর, যার মধ্যে সেচকৃত জমি প্রায় ৮.২৭ লক্ষ হেক্টর। প্রকল্পের ১ম পর্যায়ের কার্যকারিতা/সফলতা বিবেচনায় অবশিষ্ট আবাদযোগ্য জমির মধ্যে ৩৭৫০০ হেক্টর জমি সেচের আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে ১২৫০টি গভীর নলকূপ স্থাপনের জন্য ২৪৭৮৫.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০১০ হতে ডিসেম্বর ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত ''গভীর নলকূপ স্থাপন (২য় পর্যায়)''-শীর্ষক প্রকল্পটি ২১-০১-২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

৯.২। পরবর্তীতে নির্মাণ ব্যয়, বৈদ্যুতিক সামগ্রী, সরবরাহ ও সেবা এ ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং ডিপিপিতে উল্লেখিত ৬১০ মিটার দৈর্ঘ্যের বারিড পাইপ সেচ কাজের জন্য পর্যাপ্ত না হওয়ায় ২৭১৯৩.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ০৫/০২/২০১৪ তারিখে প্রকল্পের ১ম সংশোধন করা হয়। উল্লেখ্য, ১ম সংশোধনীতে প্রকল্প সমাপ্তির মেয়াদ ডিসেম্বর, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৭ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়।

৯.৩। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পানির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের জন্য ভূ-উপরিস্থ পানির সর্বোচ্চ ব্যবহার এবং ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার হ্রাস করা, সেচ কাজে গভীর নলকূপ এর ব্যবহার নিরুৎসাহিতকরণ এবং সেচ কাজে বৃষ্টির পানির ব্যবহার-ইত্যাদি কৌশলগত উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়। ফলে সরকারের এই সিদ্ধান্তের কারণে গভীর নলকূপের সংখ্যা হ্রাস করে , প্রতিটি ভূ-গর্ভস্থ সেচনালার দৈর্ঘ্য ৬১০ মিটার হতে ১০০০ মিটার পর্যন্ত বৃদ্ধি করে এবং নতুন কম্পোনেন্ট হিসাবে ৪০ কিঃমিঃ খাল পুনঃখনন, খালে ২টি সাবমারজড ওয়্যার নির্মান, খাল পাড়ে ৮০ হাজার বৃক্ষ রোপন, ২৫টি এল এল পি স্থাপন, বিদ্যুতা য়ন ও ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মান, ২০টি সৌরশক্তি চালিত পাতকূয়া স্থাপন অন্তভুর্ক্ত করে ০৪/১২/২০১৬ ইং তারিখে ২য় ও সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত হয়। এ সংশোধনীতে ২৭৪০৩.৯৬ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় নির্ধারণ করা হয় এবং বাস্তবায়নের মেয়াদ জুন ২০১৮ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

১০। বছর ভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়:

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	এডিপি/ আরএডিপি বরাদ্দ		অর্থ অবমুক্তি			ব্যয়		
	মুল এডিপি বরাদ্দ	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট
২০০৯-১০	২০০.০০	২০০.০০	২০০.০০		২০০.০০	২০০.০০		২০০.০০
২০১০-১১	৫০০০.০০	৫০০০.০০	৫০০০.০০		৫০০০.০০	৫০০০.০০		৫০০০.০০
২০১১-১২	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০		৩৫০০.০০	৩৫০০.০০		৩৫০০.০০
২০১২-১৩	২৩১৫.০০	২৩১৫.০০	২৩১৫.০০		২৩১৫.০০	২৩১৫.০০		২৩১৫.০০
২০১৩-১৪	৩০০০.০০	৩০০০.০০	৩০০০.০০		৩০০০.০০	২৯৯৮.৯৫		২৯৯৮.৯৫
২০১৪-১৫	৪৫০০.০০	৪৭০০.০০	৪৭০০.০০		৪৭০০.০০	৪৬৯৭.৫৩		৪৬৯৭.৫৩
২০১৫-১৬	৪০০০.০০	৪৫৪৯.০০	৪৫৪৯.০০		৪৫৪৯.০০	৪৫৪৮.৪৫		৪৫৪৮.৪৫
২০১৬-১৭	১.০০	২৪৭৪.০০	২৪৭৪.০০		২৪৭৪.০০	২৪৭৩.৯০		২৪৭৩.৯০
২০১৭-১৮	২০৫৪.০০	১৬৭০.০০	১৬৬৬.৭৫		১৬৬৬.৭৫	১৬৬৬.৭৫		১৬৬৬.৭৫
মোট	২৪৫৭০.০০	২৭৪০৮.০০	২৭৪০৪.৭৫		২৭৪০৪.৭৫	২৭৪০০.৫৮		২৭৪০০.৫৮

গভীর নলকূপ স্থাপন (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের সর্বশেষ অনুমোদিত ব্যয় ২৭৪০৩.৯৬ লক্ষ টাকা। প্রকল্প দপ্তর হতে সরবরাহকৃত তথ্য অনুযায়ী জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ২৭৪০০.৫৮ লক্ষ টাকা; যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৯৯.৯৯% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। প্রকল্প পরিচালক আরো জানান অবমুক্ত অব্যয়িত ৪ .১৭ লক্ষ টাকা চালানোর মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।

১১। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য :

প্রকল্প পরিচালকের নাম	পদবী	মেয়াদকাল	দায়িত্বের প্রকৃতি
এস এম আব্দুল মান্নান	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বিএমডিএ	২১/০১/২০১০ হতে ১৩/১২/২০১০ পর্যন্ত	পূর্ণকালীন
মোঃ আব্দুর রশীদ	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বিএমডিএ	১৪/১২/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৮ পর্যন্ত	পূর্ণকালীন

১২। প্রকল্প মূল্যায়ন পদ্ধতি : প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে-

- প্রকল্প দলিল পর্যালোচনা;
- প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) পর্যালোচনা;
- কৃষি মন্ত্রণালয় প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- CEPসভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটি ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি'র কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিন পরিদর্শন ;
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রকল্প পরিচালক এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে মত বিনিময়; এবং
- প্রকল্পের সরেজমিন পরিদর্শন এবং প্রকল্পের উপকারভোগী কৃষক ও সাধারণ কৃষকদের সাথে আলোচনা।

১৩। প্রকল্পের পরিকল্পিত উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
১। গভীর নলকূপ স্থাপন, খাল পুনঃখনন ও লো-লিফ্ট পাম্প (এলএলপি) স্থাপনের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় ৩৯,৭২০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করে বছরে অতিরিক্ত প্রায় ১.৯৮৬ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্য শস্য উৎপাদন।	১। প্রকল্পের আওতায় ১১৪০টি গভীর নলকূপ স্থাপন, ৪০ কিঃমিঃ খাল পুনঃখনন ও ২৫টি লো-লিফ্ট পাম্প (এলএলপি) এবং ২০টি পাতকুয়া স্থাপনের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় ৩৯,৮৭৫ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করা হয়েছে।
২। সেচ কাজে ভূ-গর্ভস্থ পানির পাশাপাশি ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ।	২। প্রকল্পের আওতায় ৪০ কিঃমিঃ খাল খনন ও ২টি সাবমারজড ওয়্যার নির্মাণ করায় সেচ কাজে ভূ-গর্ভস্থ পানির পাশাপাশি ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে প্রায় ১২০০ হেক্টর জমিতে সম্পূরক সেচ দেয়া সম্ভব হচ্ছে।
৩। জলাবদ্ধতা দূরীকরণের মাধ্যমে আবাদী জমির পরিমাণ বৃদ্ধিকরণ।	৩। খাল খনন করায় সৈয়দপুর, তারাগঞ্জ ও মিঠাপুকুর উপজেলায় প্রায় ২৫০ হেক্টর জমির জলাবদ্ধতা দূরীকরণের মাধ্যমে আবাদী জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।
৪। এলএলপি'র মাধ্যমে ভূ-উপরিস্থ পানি সেচ কাজে ব্যবহার।	৪। প্রকল্পের মাধ্যমে ২৫টি এলএলপি স্থাপন করায় ৭৫০ হেক্টর জমিতে নদীর পানি অর্থাৎ ভূ-উপরিস্থ পানি সেচ কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।
৫। ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা নির্মাণের মাধ্যমে কৃষি জমি ও সেচের পানির অপচয় রোধ তথা সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি।	৫। প্রকল্পের আওতায় ১১৪০ টি (১১৪০ কিঃমিঃ) ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা নির্মাণের মাধ্যমে কৃষি জমি ও সেচের পানির অপচয় রোধ তথা সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৬। প্রকল্প এলাকায় কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও	৬। এই প্রকল্পের কারণে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্ন তি হয়েছে কিনা এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।	তথ্য পাওয়া যায়নি।
৭। প্রান্তিক চাষী ও দিন মজুরদের জন্য ৬৩.৫৫ লক্ষ (০.৩৯৭২০ লক্ষ হেক্টর X১৬০ জনদিবস) জনদিবস কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।	৭। প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মকান্ডের ফলে প্রকল্প চলাকালীন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

১৪। পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণঃ

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের উপ-পরিচালক নাসরীন সুলতানা কর্তৃক ৭-৮ জুলাই, ২০১৯ তারিখে গাইবান্ধা, রংপুর ও নীলফামারী জেলার বিভিন্ন উপজেলায় প্রকল্পটির বাস্তবায়িত কার্যক্রম সরজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালকের পক্ষে নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ আব্দুল লতিফ, রংপুর রিজিয়নের নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মোঃ নূর ইসলাম, গাইবান্ধা রিজিয়নের নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মোঃ এজাদুল ইসলাম, গোবিন্দগঞ্জ জোনের সহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওবায়দুল্লাহ , গাইবান্ধা সদর ও সাদুল্ল্যাহপুর জোনের সহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ আলী হোসেন, মিঠাপুকুর জোনের সহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ আলমগীর হোসেন, রংপুর জোনের সহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ মোফাজ্জল হোসেন এবং নীলফামারী জোনের সহকারী প্রকৌশলী জনাব আলমগীর মোঃ রুহুল ইসলামসহ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত থেকে পরিদর্শন কাজে সহায়তা করেন এবং প্রয়োজ নীয় তথ্য উপাত্ত সরবরাহ করেন। সীমিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের মাধ্যমে সম্পাদিত সকল ধরনের কাজের নমুনা হিসাবে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে গাইবান্ধা, রংপুর ও নীলফামারী জেলার কাজ পরিদর্শন করা হয়। প্রকল্পের মূল কম্পোনেন্ট অনুযায়ী পরিদর্শনকৃত সাইটের বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

১৪.১। <u>গভীর নলকূপ স্থাপনঃ</u>

১৪.১.১। গাইবান্ধা জেলাঃ

১৪.১.১.১ এ জেলার পলাশবাড়ী উপজেলার কিশোরবাড়ি ইউনিয়নে স্থাপিত গভীর নলকূপটি পরিদর্শন করা হয়। এ গভীর নলকূপটি ২০১১ সালে খনন করা হয়। খননের পরে পাম্প ঘর নির্মান, বিদ্যুৎ লাইন নির্মান, এবং ৬১০ মিটার UPVC ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ করে ২০১৫ সালে সেচ কাজের উদ্দেশ্যে চালু করা হয়। গভীর নলকূপটি তে সাবমারসিবল পাম্প দ্বারা পানি উত্তোলন করা হচ্ছে । সেচচার্জ আদায়ের জন্য প্রি-পেইড মিটার ব্যবহার করা হচ্ছে। ২০১৬ সালে ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা ৬১০ মিটারের অতিরিক্ত ৩৯০ মিটার বৃদ্ধি করে মোট ১০০০ মিটার করা হয়। কৃষকদের সাথে আলাপ করে জানা যায় চালুর পর থেকে এখন পর্যন্ত নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে নলকূপটি দ্বারা সেচ প্রদান করা হচ্ছে। স্কীমে মোট আবাদকৃত জমির পরিমান ২২০ বিঘা এবং উপকৃত কৃষকের সংখ্যা ১১১জন। কৃষকদের সাথে আলোচনায় জানা যায় প্রতিটি জমিতে ২/৩টি ফসল উৎপাদিত হচ্ছে। বিঘা প্রতি সেচ খরচ ৫৫০-৬০০ টাকা। গভীর নলকূপটি চালু অবস্থায় পাওয়া গেল। কাজের মান সন্তোষজনক।

১৪.১.১.২ গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার ধাওয়াচিলা মৌজায় স্থাপিত গভীর নলকূপটি পরিদর্শন করা হয়। এ গভীর নলকূপটি ২০১১ সালে স্থাপন করা হয়। বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ ও ভূ -গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ পূর্বক ২০১২ সাল হতে গভীর নলকূপটি সেচ কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রথম পর্যায়ে ৬১০মিটার সেচনালা নির্মাণ করা হলেও পরে এর দৈর্ঘ্য বাড়িয়ে ১০০০মিটার করা হয়। গভীর নলকূপের আওতায় বর্তমানে ২৬০বিঘা জমিতে সেচ প্রদান করা হচ্ছে এবং উপকৃত কৃষকের সংখ্যা ৯৮জন। উপকারভোগী কৃষকদের সাথে আলোচনায় জানা যায়, বোরো মৌসুমে বিঘা প্রতি সেচ খরচ ৫৫০ -৬০০ টাকা। কৃষকগণ জানান গভীর নলকূপ স্থাপন করায় এবং সারা বছর ট্রান্সফরমার সংযোজন থাকায় সেচের প্রয়োজন হলে যে কোন সময় সেচ পাওয়া যায়। ফলে আউশ এবং আমন মৌসুমেও খরার সময় সেচ দেওয়ায় ফসলের উৎপাদন বেশী হচ্ছে। নলকূপে প্রি -পেইড মিটার স্থাপন করা হয়েছে। কৃষকগণ জানান কোন ধরণের সমস্যা নাই। তারা সেচ নালার দৈর্ঘ্য আরো ১০০০ফুট বৃদ্ধির জন্য অনুরোধ করেন।

১৪.১.১.৩ এছাড়া ধাওয়াচিলা মৌজায় ২০১৪ সালে স্থাপিত আরেকটি গভীর নলকূপ পরিদর্শন করা হয়। বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ ও ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ করে ২০১৫ সাল হতে গভীর নলকূপটি সেচ কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। ভূ-গর্ভস্থ সেচনালার দৈর্ঘ্য ১০০০ মিটার। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে গভীর নলকূপের আওতায় ২৬০বিঘা জমিতে আবাদ হয়েছে এবং উপকৃত কৃষক পরিবারের সংখ্যা ৬৫জন। গভীর নলকূপের নির্মাণ কাজ সন্তোষজনক। কৃষকদের সাথে মত বিনিময়কালে তারা সেচ নালার দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি ক রার জন্য অনুরোধ করেন।

১৪.১.১.৪ গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার উজিরের পাড়া (মেলান্দহ-১) মৌজায় স্থাপিত গভীর নলকূপটি পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে উপস্থিত উপকারভোগী কৃষকগণের সাথে মত বিনিময় করা হয়। দেখা যায় যে, করতোয়া নদীর শাখা বাঙালী নদী হতে এলএলপি'র মাধ্যমে পানি উত্তোলন করে চাষাবাদ করা হচ্ছে। আলোচনায় জানা যায় ২০১৮ সালে এলএলপি স্থাপন , বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ ও ১০০০মিটার ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ করে ২০১৮ সাল হতেই সেচ প্রদান করা হচ্ছে। আরো জানা যায় , স্কীমের আওতায় চলতি বছর ২৪৫ বিঘা জমিতে সেচ দেওয়া হয়েছে এবং উপকৃত কৃষকের সংখ্যা ১১৭জন। কৃষকগণ আরো জানান যে , মটরটির ডিসচার্জ ২.০কিউসেক। কৃষকগণ মটরের ক্ষমতা আরো বাড়ানোর অনুরোধ করেন। কৃষকদের নিকট থেকে জানা যায় নদীতে এখানে সারা বছরই পানি থাকে। পানি প্রাপ্তিতে কোন সমস্যা না থাকায় তারা আরও এলএলপি স্থাপনের অনুরোধ জানান।



ছবিঃ পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা



ছবিঃ প্রি-পেইড মিটার

১৪.১.১.৫ গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার উজিরের পাড়া (মেলান্দহ-২ ও ৩) মৌজায় স্থাপিত গভীর নলকূপটি পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে দেখা যায় , একই নদী হতে এলএলপি 'র মাধ্যমে পানি উত্তোলন করে সেচ প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৮ সালে এলএলপি স্থাপন, সেচনালা নির্মাণ ও বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ করে চালু করা হয়। স্কীম দুটির আওতায় যথাক্রমে ২৫৫ বিঘা ও ২৬৫ বিঘা জমিতে সেচ প্রদান করা হ ছে এবং উপকৃত কৃষকের সংখ্যা যথাক্রমে ১২৭ জন ও ১৩৭ জন। উভয় স্কীমে সেচনালার পরিমাণ আরো ১০০০ ফুট এবং পাম্পের ক্ষমতা আরো বৃদ্ধি করা র জন্য কৃষকদের চাহিদা রয়েছে। জানা যায়, স্কীমের আওতায় সরিষা, ধান, গম, ভুট্টা ইত্যাদি ফসল উৎপাদিত হচ্ছে।

১৪.১.১.৬ সাদুল্ল্যাপুর উপজেলার ছোট ছত্রাগাছা মৌজায় স্থাপিত গভীর নলকূপটি পরিদর্শন করা হয়। ২০১৪ সালে স্থাপিত এই নলকূপটির সেচনালা নির্মাণ এবং বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ করে বিদ্যুৎ সংযোগ পেতে দেরী হওয়ায় ২০১৬ সালে চালু হয়। নলকূপের সেচনালার দৈর্ঘ্য ১০০০মিটার এবং আউটলেট ১৫টি। নলকূপের আওতায় প্রায় ১৯০বিঘা জমিতে চাষাবাদ হচ্ছে। এতে প্রায় ১১০ - ১১৫ জন কৃষক উপকৃত হচ্ছে। পরিদর্শনকালে দেখা যায় স্কীমটিতে প্রচুর পরিমাণ সবজি আবাদ হয়েছে। কৃষকগণ জানান এখানে সবজিই বেশী আবাদ হয়। এছাড়া ধান , গম, আলু, পিয়াজ ইত্যাদি ফসল চাষ হয়। কৃষকগণ জানান গভীর নলকূপটি স্থাপনের ফলে তাদের খুবই উপকার হয়েছে। তারা সারা বছরই চাষাবাদ করতে পারছেন।

১৪.১.২। রংপুর জেলাঃ

১৪.১.২.১ মিঠাপুকুর উপজেলার কিসমত হাওড়পাড়া মৌজায় স্থাপিত গভীর নলকূপটি পরিদর্শন করা হয়। ২০১৫ সালে গভীর নলকূপ স্থাপনের পর হতে সেচ কাজে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। গভীর নলকূপটির ক্ষমতা ২ .০কিউসেক। এর আওতায় চলতি বছর প্রায় ১৮০বিঘা জমিতে আলু এবং ২৬০বিঘা জমিতে বোরো ধান চাষ করা হয়েছে। উপকৃত কৃষকের সংখ্যা ১২০ জন। গভীর নলকূপে ১০০০মিটার ভূ -গর্ভস্থ সেচ নালা আছে। কৃষকদের দাবী সেচ নালার দৈর্ঘ্য আরো ৫০০মিটার বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। উপকারভোগীরা জানান, শুষ্ক মৌসুমে শ্যালো টিউবওয়েল থেকে পানি উত্তোলন করা যায়না বিধায় গভীর নলকূপটি থেকে ওভারহেড ট্যাংক এবং পাইপ লাইনের মাধ্যমে গ্রামে খাবার পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে। জানা যায় , উক্ত স্থাপনার

মাধ্যমে প্রায় ২১০টি পরিবার বিশুদ্ধ খাবার পানির সুযোগ পাচ্ছে। এতে গ্রামীণ জনগোষ্ঠী শহরের সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে । বিশেষ করে মহিলাদের কষ্ট অনেকাংশে লাঘব হয়েছে।



ছবিঃ গভীর নলকূপের মাধ্যমে সেচ



ছবিঃ বাঙ্গালী নদীর তীরে স্থাপিত এলএলপি

১৪.২। <u>খাল পুনঃ খনন:</u>

রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলায় পুন:খননকৃত আখিরা খালের পাগলারহাট এবং কাশিমপুর নামক ২টি স্পট পরিদর্শন করা হয়। আলোচনায় জানা যায় যে , প্রকল্পের আওতায় মোট ৪০ .০ কিমিঃ মজা খাল পুন :খনন করা হয়। তন্মধ্যে মিঠাপুকুর উপজেলায় আখিরা নামক খালটির দৈর্ঘ্য ২৩ .৬৪ কিমিঃ। খালটি ৬টি ইউনিয়নের মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করেছে। খালের উপরিভাগের গড় প্রস্থ ১৪মিটার এবং তলদেশের গড় প্রস্থ ৮মিটার এবং গড় গভীরতা ৩ .০০মিটার। পরিদর্শনকালে উপস্থিত উপকারভোগীদের সাথে মতবিনিময় কালে জানা যায় যে , পূর্বে খালটি ভরাট হয়ে যাওয়ায় খালে সেচ যোগ্য কোন পানি জমা থাকতো না। তাছাড়া বর্ষার সময় খাল দ্বারা পানি নিষ্কাশন না হওয়ায় আশে পাশের শত শত একর জমিতে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হতো। ফলে আমন ধান চাষ করা যেত না। এমনকি বোরো ধানও ডুবে গিয়ে নষ্ট হতো। বর্তমানে খালটি খনন করার ফলে ২বছর যাবৎ তারা সময়মত আমন ধান চাষ করতে পারছেন। তাছাড়া খাল খনন করা এবং খালের আড়াআড়ি ২টি ক্রস ড্যাম দেওয়ায় বর্ষার পরে খালে প্রচুর পরিমাণ পানি থাকে ফলে তারা বিভিন্ন ধরণের রবি শস্য যেমন , সরিষা, আলু, গম এবং বিভিন্ন প্রকার সবজি চাষ করতে পারছেন। এমনকি আমন চাষে খরা হলে এই পানি দ্বারা সম্পূরক সেচ দিয়ে ফসল রক্ষা করতে পারছেন। এছাড়া খালে প্রচুর পরিমাণ দেশি জাতের মাছ পাওয়া যায়।



ছবিঃ আখিরা খাল পুনঃ খনন



ছবিঃ আখিরা খাল কাশিমপুর স্পট

পরিদর্শনকালে দেখা যায় প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে মাঠের জমাকৃত পানি খালে এসে পড়ছে এবং তা খাল দ্বারা প্রবাহিত হয়ে নদীতে পানি নেমে যাচ্ছে। স্থানীয় কৃষকদের সাথে আলোচনায় জানা যায় যে, শুষ্ক মৌসুমে খাল পাড়ে অনেকেই এলএলপি স্থাপন করে পানি উত্তোলনের মাধ্যমে খাল সংলগ্ন জমিতে সেচ প্রদান করে। তারা অভিযোগ করেন, এলএলপি 'র সাহায্যে পানি উত্তোলন করে ধানের জমিতে সরবরাহ করার কারণে অন্যান্য কৃষকেরা সেচের জন্য পর্যাপ্ত পানি পান না। ধান চাষে প্রচুর পানির প্রয়োজন হয় বিধায় শুষ্ক মৌসুমে কৃষকেরা পানির সংকটে ভোগেন। এক্ষেত্রে খাল পাড়সংলগ্ন জমির কৃষকরা যদি শুষ্ক মৌসুমে শীতকালীন সবজির আবাদ করেন, তবে পানির সংকট দূর হতে পারে। পরিদর্শন কালে দেখা যায়, খালের উভয় পাড়ে প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন প্রজাতির বনজ গাছ রোপন করা হয়েছে। গাছগুলি খুব ভাল অবস্থায় রয়েছে। সার্বিক বিবেচনায় খাল খনন এলাকার মানুষের খুবই উপকারে এসেছে এবং পানি সংরক্ষণ ও পরিবেশ উন্নয়নে সহায়ক হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

১৪.৩। পাতকুয়া:

১৪.৩.১ গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় ১টি, রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলায় ২টি এবং নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর উপজেলায় ১টি পাতকুয়া পরিদর্শন করা হয়। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ জানান, ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে এ পাতকুয়াগুলো খনন করা হয়। প্রতিটি পাতকুয়ার মোট গভীরতা ১২০ ফুট, ভিতরের ব্যাস ৩৯ ইঞ্চি। পাতকুয়ার পানি উত্তোলনের কাজে সোলার প্যানেল ব্যবহার করে সৌরশক্তি কাজে লাগানো হয়েছে। সোলার প্যানেলের মোট শক্তি ৫ .৪কিলোওয়াট। এখানে ৩০মিটার হেডের এবং ৫লিটার /সেঃ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি সাবমারসিবল পাম্প ব্যবহার করা হয়েছে। সোলার প্যানেল স্থাপনের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট হলো এটি ফানেল আকৃতির যাতে বৃষ্টির পানি সংগৃহীত হয়ে কুয়ার মধ্যে পড়ে যা সেচ কাজে বা ভূ -গর্ভস্থ স্তর রিচার্জে সহায়ক হয় । পাতকুয়া ভুক্ত স্কীমে ৩৬০মিটার দৈর্ঘ্যের ভূ -গর্ভস্থ পাইপ লাইনের মাধ্যমে সেচ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

১৪.৩.২ কৃষকদের সাথে আলোচনা করে জানা যায় যে, একটি পাতকুয়া হতে গড়ে প্রায় ২০-২৫বিঘা জমিতে সেচ প্রদান করা যায়। পাতকূয়ার প্রতিটি স্কীমে গড়ে ২০-২৫ জন কৃষক রয়েছে। উপকারভোগী কৃষকরা জানান, পাতকূয়ার পানি ব্যবহার করে ভুট্টা, আলু, টমেটো, ফুলকপি, বাধাকপি, মরিচ, বেগুন, শসা, করলা, বরবটি, ঝিঙ্গা ইত্যাদি ফসল চাষাবাদ করে ছেন। তারা জানান, সবজির জমি চাষাবাদ পাতকুয়ার সাহায্যে সম্ভব হলেও ধান , গম বা অন্যান্য জমির সেচে কিছু সমস্যা আছে। কারণ পানির পরিমাণ চাহিদার তুলনায় কম হওয়ায় কাঁচা নালা দ্বারা দূরের জমিতে পানি নিতে অনেক সময় লাগে। একারণে পাম্পের ক্ষমতা আরো বাড়ানো প্রয়োজন। উপরোল্লিখিত চারটি পাতকূয়ার মধ্যে রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার শান্টিপাড়া মৌজায় স্থাপিত পাতকূয়াটি পরিদর্শনের জানা যায় যে, এই স্কীম হতে বেশ কয়েকজন সদস্য (কৃষক) পানি না পাওয়ায় স্কীম ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়েছেন। তারা বর্তমানে ডীপ বা শ্যালো টিউবওয়েলের মাধ্যমে চাষাবাদ করছেন। তবে পরিদর্শিত অপর তিনটি পাতকূয়া হতে সংশ্লিষ্ট কৃষকরা উপকৃত হয়েছেন বলে জানান। এই সকল পাতকূয়া সেচ কাজে কার্যকরী বলে প্রতীয়মান হয়।



ছবিঃ নীলফামারীতে পাতকূয়া পরিদর্শন



ছবিঃ গাইবান্ধায় পাতকূয়া পরিদর্শন

১৪.৩.৩ শুষ্ক মৌসুমে পাতকূয়ার সাহায্যে প্রতিদিন কি পরিমাণ পানি উত্তোলন করা হয়, উত্তোলনের ফলে পানির স্তর পূর্বাবস্থায় ফিরে আসতে কত সময়ের প্রয়োজন হয়, উত্তোলিত পানির সাহায্যে বাস্তব ক্ষেত্রে কতটুকু জমিতে সেচ প্রদান করা সম্ভব হয়েছে -এ সম্পর্কিত কোন তথ্য সংরক্ষণ করা হয়েছে কি না জানতে চাইলে বিএমডিএর সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী জানান, এই ধরনের কোন তথ্য সংরক্ষণ করা হয়নি। পাতকূয়ার সাথে সংযুক্ত মনিটরটিতে সাত দিন পর্যন্ত ডাটা সংরক্ষিত থাকে। এ কারণে উল্লিখিত বিষয়ে তথ্য সংরক্ষণ না করা হলে পাতকূয়াটি কতটা কার্যকর, তা নির্ণয় করা কষ্টসাধ্য।

১৪.৩.৪ পরিদর্শনে জানা যায় যে, সৌর চালিত পাতকূয়া স্থাপন নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলোর উপর নির্ভরশীল, (ক) পাতকূয়া এমন স্থানে স্থাপন করা হবে, সেখানে শুষ্ক মৌসুমে শ্যালো অথবা হ্যান্ড টিউবওয়েলের মাধ্যমে পানি উত্তোলন করা যায় না; অর্থাৎ শুষ্ক মৌসুমে পানির স্তর অনেক নীচে নেমে যায়। পানির স্তর উপরে এমন স্থানে নির্মাণ করা হলে পাতকূয়াটি পানির চাপে ভেঙ্গে যাবে; (খ) যেই স্থানে এটি স্থাপন করা হবে, সেই স্থানের মাটি এঁটেল মাটি হতে হবে। বেলে মাটি হলে কূয়াটি ভেঙ্গে যাবে; (গ) পাতকূয়ায় পানি উত্তোলনের জন্য যে মটরটি ব্যবহৃত হয় তার ক্ষমতা কম থাকায় উত্তোলিত পানি দিয়ে যে এলাকা সেচের আওতায় আসবে তাতে শুধুমাত্র স্বল্প সেচের প্রয়োজন হয় এমন ফসল যেমন শীতকালীন শাক-সবজি চাষ করা যাবে।

১৪.৩.৫ সৌরচালিত পাতকূয়া হলো একটি কূয়া আকৃতির স্থাপনা যার গভীরতা গড়ে ১২০-১৫০ ফিট এবং ব্যাস প্রায় ৩.৫০ ফিট। এই পাতকূয়ার উপরে ফুল আকৃতির একটি সোলার প্যানেল বসানো থাকে । পাতকূয়ায় সাধারণতঃ মাটির নীচে যে স্তরে পানি পাওয়া যায় অর্থাৎ মাটির উপরের স্তর হতে গড়ে ৬০ ফুট নীচে ০.২০/০.২৫ কিউসেক সোলার মোটর বসানো হয়। মোটরটি সর্বোচ্চ ক্ষমতায় চললে অর্থাৎ সবচেয়ে বেশী সূর্যের আলো পেলে প্রতি সেকেন্ডে ০৫ লিটার পানি উত্তোলন করতে পারবে । অন্যদিকে, ডিপ টিউবওয়েলে ০২ কিউসেক মোটর ব্যবহার করা হলে পানি উত্তোলন করা যায়, প্রতি সেকেন্ডে ৫৬ লিটার। শ্যালো টিউবওয়েল পানি উত্তোলন করতে পারে সর্বোচ্চ ২৫/৩০ ফুট গভীর হতে।

১৪.৩.৬ পাতকূয়া ব্যবহারের সুবিধা হলো, সৌরচালিত হওয়ায় এতে বিদ্যুৎ খরচ হয়না। একটি পাতকূয়ার সাহায্যে ২০/২৫ বিঘা সবজির জমিতে সেচ দেয়া যায়। পাতকূয়ায় ব্যবহৃত সৌর চালিত এই মটরটি কম ক্ষমতা সম্পন্ন হওয়ায় ০১ বিঘা জমিতে (সবজি চাষ) পানি দিতে সময় লাগে গড়ে ০৩ ঘন্টা। এই হিসেবে ২৫ বিঘা জমিতে সেচ দিতে সময় লাগে ৭৫ ঘন্টা অর্থাৎ প্রায় ১০ দিন (প্রতি দিন সকাল ১০.০০ টা হতে বেলা ০৪.০০ টা পর্যন্ত সর্বোচ্চ সূর্যের আলো পাওয়া গেলে) । অপরদিকে ডিপ টিউবওয়েলের সাহায্যে ০১ বিঘা জমিতে (সবজি চাষ) ৫/৭ মিনিটেই সেচ দেয়া যায়। ধান চাষের ক্ষেত্রে বেশী পানি প্রয়োজন হয় বিধায় পাতকূয়ার সাহায্যে উত্তোলিত পানি ধান চাষের জন্য পর্যাপ্ত হয় না। সেচের কাজে বেশী সময় প্রয়োজন হওয়ায় এবং দিনের আলোর উপর নির্ভরশীল হওয়ার কারণে অনেক সময় কৃষকরা এটি ব্যবহারে উৎসাহিত হন না। জানা যায় যে, বৃষ্টির পানি হতে পাতকূয়াতে পানি রিচার্জ হয় । বর্ষাকালে মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনে দেখা গিয়েছে যে, বৃষ্টির পানি হতে পাতকূয়া রিচার্জের পরিমাণ অতি নগন্য। পাতকূয়া প্রকৃতপক্ষে ডিপ টিউবওয়েলের একটি রূপ, যা সোলার মোটরের সাহায্যে চলে। এই মোটরের কার্য ক্ষমতা বাড়াতে হলে সোলার প্যানেলের আকার বাড়াতে হবে। এতে চাষের জমির অপচয় হবে।

১৪.৪ অফিস ভবন নির্মাণঃ

গাইবান্ধা জেলার সাদুল্ল্যাপুর উপজেলায় নির্মিত বিএমডিএ 'র জোনাল ভবন কাম গোডাউন টি পরিদর্শন করা হয়। উল্লেখ্য, প্রকল্পের আওতায় মোট ৬টি অফিস ভবন কাম গোডাউন নির্মাণ করা হয়। এর মধ্যে সাদুল্ল্যাপুর অন্যতম। জানা যায় যে , সাদুল্ল্যাপুর উপজেলা পরিষদ কর্তৃক ভবন নির্মানের জন্য বিএমডিএ -কে ২৭ শতাংশ জায়গা হস্তান্তর করে। ২০১৬ সালে ৪৫ফুট×৩৫ফুট আয়তন বিশিষ্ট এই দ্বিতল ভবনটি নির্মাণ করা হয়। এর নীচ তলা গোডাউন এবং ২য় তলা অফিস হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। কর্মকর্তাগণ জানান যে , ভবনটি নির্মাণের ফলে মালামাল সংরক্ষণ এবং দাপ্তরিক কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন সহজতর হচ্ছে। পরিদর্শন কালে দেখা যায় ভবনটির নির্মাণ কাজ সন্তোষজনক প্রতীয়মান হয়।

১৫। আইএমইডি কর্তৃক পূর্ববর্তী পরিদর্শকের সুপারিশ ও প্রতিপালনঃ

গত ২৯ জুন, ২০১৮ তারিখ আইএমইডির উপ-পরিচালক মোঃ সাইফুল ইসলাম কর্তৃক নীলফামারী জেলায় প্রকল্পটির কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়েছিল। নিম্নে পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার সুপারিশ সমূহের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্য প্রদান করা হলোঃ

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ	সুপারিশ প্রতিপালনের হালনাগাদ তথ্য
ক) সোলার প্যানেল ও পাম্প স্থাপনের কাজ সম্পন্ন করতে হবে। কাজ সম্পন্ন করতে না পারায় সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের বিরুদ্ধে চুক্তির আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	সোলার প্যানেল ও পাম্প স্থাপনের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।
খ) সেচের জন্য নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি /বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এর সাথে সার্বক্ষনিক	সেচের জন্য নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি /বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এর সাথে

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ	সুপারিশ প্রতিপালনের হালনাগাদ তথ্য
যোগাযোগ রাখতে হবে।	সার্বক্ষনিক যোগাযোগ রাখা হয়।
গ) ভবিষ্যতে কোন গভীর নলকূপের পটেনশিয়াল সেচ কমান্ড এরিয়া বিবেচনায় ভূ -গর্ভস্থ সেচনালার দৈর্ঘ্য ইকোনমিক উপায়ে নির্ধারণ/পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে।	ভবিষ্যতে কোন গভীর নলকূপের পটেনশিয়াল সেচ কমান্ড এরিয়া বিবেচনায় ভূ -গর্ভস্থ সেচনালার দৈর্ঘ্য ইকোনমিক উপায়ে নির্ধারণ/পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা হবে।
ঘ) সেচের পানির সুষ্ঠু ব্যবহার /ব্যবস্থাপনা, শস্য বহুমুখীকরণ, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি সমপর্কে কৃষকদের যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ অব্যাহত রাখতে বিএমডিএ ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরকে সচেষ্ট হতে হবে।	কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে সেচের পানির সুষ্ঠু ব্যবহার/ব্যবস্থাপনা, শস্য বহুমুখীকরণ, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি সম্পর্কে কৃষকদের যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ অব্যাহত রাখা হয়েছে।
ঙ) ভূ-উপরিস্থ পানির যথাযথ ব্যবহার তথা সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ভবিষ্যতে প্রকল্প এলাকায় বিদ্যমান শুষ্ক - মজা খাল, খাড়ি পুন:খনন বা সংস্কার করার বিষয়টি পরীক্ষা - নিরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।	ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারের লক্ষ্যে , পুকুর, বিল, খাল পুনঃখনন সংক্রান্ত একটি প্রকল্প দাখিল করা হয়েছে যা অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।
চ) কৃষি কাজ/খাবার পানির সমস্যা দূরীকরণের লক্ষ্যে ভবিষ্যতে বরেন্দ্র এলাকার উপযুক্ত লোকেশনে আরও অধিক সংখ্যক পাতকূয়া স্থাপনের লক্ষ্যে জরিপ পরিচালনা করা যেতে পারে।	কৃষি কাজ /খাবার পানির সমস্যা দূরীকরণের লক্ষ্যে ভবিষ্যতে বরেন্দ্র এলাকার উপযুক্ত লোকেশনে আরও অধিক সংখ্যক পাতকূয়া স্থাপনের লক্ষ্যে জরিপ পরিচালনা করা হবে।
ছ) খননকৃত প্রতিটি পাতকূয়ার পানির আর্সেনিক পরীক্ষা তথা পানির বিশুদ্ধতা পরীক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।	খননকৃত প্রতিটি পাতকূয়ার পানির আর্সেনিক পরীক্ষা তথা পানির বিশুদ্ধতা পরীক্ষা নিশ্চিত করা হয়েছে।
জ) কম সেচের প্রয়োজন হয় এমন ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে কৃষকদের নিয়মিত উদ্বুদ্ধকরণের বিষয়টি জোরদার করতে হবে।	কম সেচের প্রয়োজন হয় এমন ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে কৃষকদের নিয়মিত উদ্বুদ্ধকরণের বিষয়টি জোরদার করা হচ্ছে।
ঝ) প্রকল্প সমাপ্তির ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন আইএমইডিতে প্রেরণ করতে হবে।	প্রকল্প সমাপ্তির ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন আইএমইডিতে প্রেরণ করা হয়েছে।
ঞ) ১৬.১ হতে ১৬ .৯ অনুচ্ছেদ এ বর্ণিত মতামতের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা সর্ম্পকে আগামী ০১ (এক) মাসের মধ্যে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে।	১৬.১ হতে ১৬ .৯ অনুচ্ছেদ এ বর্ণিত মতামতের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা সর্ম্পকে আগামী ০১ (এক) মাসের মধ্যে আইএমইডিকে অবহিত করা হয়েছে।

১৬। সুপারিশ/মতামতঃ

১৬.১। প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত গভীর নলকূপের মাধ্যমে সেচ সুবিধা নিশ্চিত হওয়ায় এবং সার্বক্ষনিক সেচ সুবিধা থাকায় প্রকল্প এলাকায় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। সকল গভীর নলকূপ বিদ্যুতায়িত হওয়ায় এবং ভূ -গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ হওয়ায় কৃষকদের সেচ খরচ অনেক হ্রাস পেয়েছে।

১৬.২। পরিদর্শনে দেখা যায় যে, প্রি-পেইড মিটার স্থাপন পূর্বক কৃষকদের প্রি-পেইড কার্ড সরবরাহ করে বিএমডিএ অত্যন্ত সফলভালে সেচ চার্জ আদায় করছে; যা অন্য প্রতিষ্ঠান সমূহের জন্য অনুকরণীয়। সেচ কাজে সংশ্লিষ্ট কৃষি মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য দপ্তরকে এই পদ্ধতি অনুসরণের জন্য মন্ত্রণালয় নির্দেশনা প্রদান করতে পারে।

১৬.৩। পরিদর্শনকৃত গভীর নলকূপ ও এলএলপি সমূহ ২ .০ কিউসেক ডিসচার্জ সম্পন্ন। গভীর নলকূপ ও এলএলপি সমূহের কমান্ড এরিয়ার তুলনায় ভূ -গর্ভস্থ সেচনালার দৈর্ঘ্য (১০০০ মিঃ) তুলানামূলক কম বলে প্রতীয়মান হয়েছে। ফলে

কৃষকদের কাঁচানালা ব্যবহার করে সেচের পানি নিতে হয়। কৃষি জমির অপচয় রোধ , সেচকৃত পানির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এবং একই সেচ যন্ত্র দ্বারা অধিক এলাকা সেচের আওতায় আনার জন্য ভূ-গর্ভস্থ সেচনালার দৈর্ঘ্য আরো প্রায় ৩০০-৪০০ মিটার বৃদ্ধি করা যেতে পারে। (বিস্তারিত অনুচ্ছেদ-১৪.১)

১৬.৪। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, নদীতে ব্যবহৃত এলএলপি 'র ডিসচার্জ (২ কিউসেক) কৃষকদের মাঠের চাহিদার তুলনায় কম। কৃষকগণ নদীর পাড়ে স্থাপিত লো লিফ্ট পাম্প (এলএলপি) এর ডিসচার্জ ক্ষমতা (অশ্বশক্তি) বৃদ্ধি এবং অধিক পরিমাণে এলএলপি স্থাপনের অনুরোধ করেন। শুষ্ক মৌসুমে নদীর পানির প্রাপ্যতা/সহজলভ্যতা অনুযায়ী এলএলপি স্থাপনের বিষয়ে বিএমডিএ কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। (বিস্তারিত অনুচ্ছেদ-১৪.২)

১৬.৫। সৌর চালিত পাতকূয়ার ধারণাটি অপেক্ষাকৃত নতুন। পর্যবেক্ষণে প্রতীয়মান হয় যে, সৌরচালিত পাতকূয়া স্থাপন সব এলাকার জন্য প্রযোজ্য নয়। এই বিষয়ে প্রতিবেদনে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। এমতাবস্থায়, কৃষকগণ উপকৃত হবেন এই বিষয়টি নিশ্চিত করে পাতকূয়া স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও অনুমোদন করা যায়। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বিষয়টি বিবেচনা করবেন। (বিস্তারিত অনুচ্ছেদ-১৪.৩.২, ১৪.৩.৪, ১৪.৩.৫, ১৪.৩.৬)

১৬.৬। পরিদর্শনে জানা যায় যে, শুষ্ক মৌসুমে খাল পাড়ে এলএলপি স্থাপন করে ধানের জমিতে সেচ দেয়া হলে পানি সংকট হয়। এমতাবস্থায়, বিএমডিএ এই সকল এলাকার কৃষকদের স্বল্প সেচে আবাদযোগ্য ফসল চাষে উৎসাহিত করার জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি গ্রহণ করবেন। (বিস্তারিত অনুচ্ছেদ-১৪.২)

১৬.৭। প্রকল্পের আওতায় যে সকল সৌরচালিত পাতকূয়া স্থাপন করা হয়েছে, সেগুলোর কার্যকারিতা মনিটর করার জন্য বিএমডিএ তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। (বিস্তারিত অনুচ্ছেদ-১৪.৩.৩)

১৬.৮। নোটানুচ্ছেদ ১৬.১ থেকে ১৬.৭ এর আলোকে গৃহীত ব্যবস্থাদি সম্পর্কে আগামী দুই (০২) মাসের মধ্যে এই বিভাগকে অবহিত করতে হবে।

চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ-২য় পর্যায় প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন,২০১৮)

১। প্রকল্পের নাম : **চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ-২য় পর্যায় প্রকল্প।**

২। প্রকল্পের অবস্থান : ৩ টি পার্বত্য জেলা ব্যতীত দেশের ৬১ টি জেলার সকল উপজেলা।

৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর।

৪। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : কৃষি মন্ত্রণালয়।

৫। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় মোট	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনু: ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট	সর্বশেষ সংশোধিত মোট		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৪৫১৪.০০	৪৯৪৫.০০	৪৮৭৫.০৬৭	জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৮	জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৮	জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৮	৯.৫৪%	--

৬। প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন: প্রকল্পটির অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

(লক্ষ টাকায়)

ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প কাজের বিভিন্ন অঙ্গের নাম		একক	অনুমোদিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব পরিমাণ	আর্থিক	বাস্তব পরিমাণ (%)	আর্থিক (%)
ক্রঃ নং	১	২	৩	৪	৫	৬
(ক)	**রাজস্ব ব্যয়:**					
	অফিসারদের বেতন	জন	৩ জন	৭৩.১৫	৩ জন (১০০%)	৭০.৯৮ (৯৭.০৩৩%)
	কর্মচারীদের বেতন	জন	৫ জন	২২.৭০	১জন (২০%)	২.৩৭ (১০.৪৪%)
	ভাতাদি (টিএ ডিএসহ)	জন	৮জন	৭৭.৫৪	৪ জন (৫০%)	৫৬.৮৭৪ (৭৩.৩৪৭%)
	মোট বেতন ভাতাদি		৮ জন	১৭৩.৩৯	৪ জন (৫০%)	১৩০.২২৪ (৭৫.১০৪%)
	ভ্রমণ ভাতা	জন	৮ জন	২৫.৯৯	৮ জন (১০০%)	২৫.২৬৫ (৯৭.২১%)
	সরবরাহ সেবা					
	পোস্টাল ষ্ট্যাম্প	থোক	থোক	০.৩০	থোক ১০০%)	০.৩০ (১০০%)
	টেলিফোন বিল	থোক	৬০ মাস	১.১৪	৬০ মাস (১০০%)	১.১২৬৪৭ (৯৮.৮১%)
	রেজিস্ট্রেশন ফি (যানবাহন)	থোক	থোক	১.১৯	থোক (১০০%)	১.১৯ ১০০%)
	পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট (মাঠসহ)	থোক	থোক	৫৪.৪২	থোক (১০০%)	৫১.৭৮৯ (৯৫.১৬%)
	বীমা (যানবাহন)	থোক	থোক	০.০৮	থোক (১০০%)	০.০৫৮১৩ (৭২.৬৬%)

ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প কাজের বিভিন্ন অঙ্গের নাম		একক	অনুমোদিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব পরিমাণ	আর্থিক	বাস্তব পরিমাণ (%)	আর্থিক (%)
ক্রঃ নং	১	২	৩	৪	৫	৬
	মুদ্রন ও প্রকাশনা	থোক	থোক	২৮.০০	থোক (১০০%)	২৭.৯৯ (১০০%)
	স্টেশনারী (মাঠ সহ)	থোক	থোক	৯০.০০	থোক (১০০%)	৯০.০০ (১০০%)
	বিজ্ঞাপন ও প্রচারনা	থোক	থোক	১৮.৫০	থোক (১০০%)	১৮.৪৯৫৬৮ (১০০%)
	প্রশিক্ষণ					
	কৃষক প্রশিক্ষণ	ব্যাচ	২২৭০ ব্যাচ	৫৫৫.৮২	২২৭০ ব্যাচ (১০০%)	৫৫৫.৮২৬৫৫ (১০০%)
	এসএএও প্রশিক্ষণ	ব্যাচ	২০৮ব্যাচ	৫৪.২৪	২০৮ ব্যাচ (১০০%)	৫৪.২৩৬ (১০০%)
	কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ (টিওটি)	ব্যাচ	৬০ ব্যাচ	৮১.০০	৬০ ব্যাচ (১০০%)	৮১.০০ (১০০%)
	মাঠ দিবস	টি	৮০৬৪টি	৬০৯.৩০	৮০৬৪টি (১০০%)	৬০৯.৩০ (১০০%)
	জাতীয় কর্মশালা	টি	৭ টি	৩২.৮৫	৭টি (১০০%)	৩২.৮১৮ (৯৯.৯০%)
	আঞ্চলিক কর্মশালা	টি	৫৭ টি	১১৩.০১	৫৭টি (১০০%)	১১২.৯০১১ (৯৯.৯০%)
	বীজ উৎপাদন প্রদর্শনী	টি	৬৬০৯০টি	২৮০৪.৬৫	৬৬০৯০ টি (১০০%)	২৮০৭.৬৫৩ (১০০%)
	মূল্যায়ন (মধ্যবর্তী ও চুড়ান্ত)	টি	২টি	১০.০০	২টি (১০০%)	৯.৬৭ (৯৬.৭%)
	অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ	টি	৯টি	১৬.৫০	৭টি (১০০%)	১২.৫০ (৭৫.৭৫%)
	আনুষঙ্গিক (মাঠ সহ)	থোক	থোক	১৫৫.৮৭	থোক (১০০%)	১৫৪.৯৭২ (৯৯.৪২%)
	মেরামত ও সংরক্ষণ	থোক	থোক	১৯.০০	থোক (১০০%)	১৯.০০ (১০০%)
	মোট রাজস্ব ব্যয়		-	৪৮৪৫.২৫		৪৭৯৬.৩১৭ (৯৮.৯৯%)
খ)	মূলধন খাত					
	জীপ (সিডি ভ্যাট সহ)	টি	১টি	৬৭.৭৬	১টি (১০০%)	৬৭.৭৬ (১০০%)
	ডিজিটাল ক্যামেরা	টি	১টি	০.৫০	১টি (১০০%)	০.৫০ (১০০%)
	কম্পিউটার (টেবিল ও সফটওয়ার সহ)	টি	২টি	২.০০	২টি (১০০%)	২.০০ (১০০%)
	মাল্টিমিডিয়া	টি	২টি	৩.৯৯	২টি (১০০%)	৩.৯৯ (১০০%)
	অফিস আসবাবপত্র	থোক	থোক	৩.০০	থোক (১০০%)	৩.০০ (১০০%)
	ফটোকপিয়ার	টি	১টি	১.৫০	১টি (১০০%)	১.৫০ (১০০%)
	মোট মূলধন ব্যয়			৭৮.৭৫		৭৮.৭৫ (১০০%)
	প্রাজি কন্টিজেন্সি			২১.০০	-	-
	সর্বমোট ব্যয় (রাজস্ব+ মূলধন)			৪৯৪৫.০০		৪৮৭৫.০৬৭ (৯৮.৫৯%)

৭। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ** ১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পটির কোন অংগের কাজ অসমাপ্ত নেই মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানান।

৮। **মূল্যায়ন পদ্ধতিঃ** প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি বিবেচনা করা হয়েছেঃ

- প্রকল্পের ডিপিপি পর্যালোচনা ;
- প্রকল্পের PEC/ECNEC সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা ;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন ;
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা; এবং
- প্রকল্প এলাকাভুক্ত সুবিধাভোগীদের মতামত গ্রহণ।

৯। <u>সাধারণ পর্যবেক্ষণ:</u>

৯.১। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যঃ

- চাষী পর্যায়ে মানসম্মত বীজ প্রাপ্তি নিশ্চিত করণের মাধ্যমে ডাল, তেল ও পেঁয়াজ উৎপাদন বৃদ্ধি করা ;
- চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের বীজ উৎপাদন (ডাল ৩৮১১ মে:টন, তৈল বীজ ২৬৬৫ মে:টন এবং পেয়াজ ৬৬.৫০ মে:টন) ও সরবরাহের মাধ্যমে মানসম্মত বীজের চাহিদা পূরণ করা;
- সুষম সার ব্যবহার করে হেক্টর প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধি করা (১.৫০-২.০০ মে:টন/হেক্টর);
- বৃহৎ পরিসরে মানসম্মত বীজ উৎপাদনকারী চাষীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা (৬৮১০০ জন);
- মহিলাদের (৬৬০৯০ জন) অংশগ্রহণের দ্বারা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিক্রয়ের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাস করা ; এবং
- ডাল, তেল ও পেঁয়াজ আমদানী হ্রাস করার মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার ব্যয় কমানো।

৯.২। **প্রকল্পের পটভূমিঃ** ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে বীজ একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। মানসম্মত বীজ ব্যবহারের মাধ্যমে ১৫-২০% পর্যন্ত উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। কি ন্তু বাংলাদেশে কৃষকগণ মানসম্মত বীজ পেতে নানারকম সমস্যার সম্মুখিন হন। অন্যান্য শস্যের মত ডাল,তেল ও পেঁয়াজ উৎপাদনের ক্ষেত্রেও বীজ প্রাপ্তিতে একই রকম সমস্যা হয়। বিএডিসি একমাত্র সরকারী প্রতিষ্ঠান যে প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন গবেষনা প্রতিষ্ঠান হতে ব্রিডার বীজ সংগ্রহ করে মানসম্মত বীজ উৎপাদন করে। বর্তমানে বেসরকারী বীজ উৎপাদনকারী এজেন্সীগুলো সকল ফসলের মোট বীজের চাহিদার ৫-৬% বীজ উৎপাদন করে যা জাতীয় বীজনীতি, ১৯৯৩ অনুযায়ী যথেষ্ট নয়।

ডাল, তেল ও পেঁয়াজ ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষে বর্তমান সরকার চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের বীজ উৎপাদন এবং সংরক্ষণ কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। ২০০৫ সাল থেকে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বীজ উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ শীর্ষক প্রকল্পটি জুন'২০১২ তে সমাপ্ত হয় (প্রকল্প ব্যয়-৩১০৭.৭৮৯ লক্ষ টাকা)।

আইএমইডি কর্তৃক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার সুপারিশ করা হয়। এই প্রেক্ষাপটে প্রকল্পের কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে ৫ বছর মেয়াদী (জুলাই/২০১৩-জুন/২০১৮) চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ ২য় পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহন করা হয়েছে।

১০। **প্রকল্পের অনুমোদনঃ** প্রকল্পটি ০৮/১০/২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় মোট ৪৫১৪.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই/২০১৩ হতে জন/২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে অংগভিত্তিক কাজের সমন্বয় পূর্বক ব্যয় বৃদ্ধি করে ৪৯৪৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় ধায্য করে একই মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ২২/৮/২০১৬ তারিখে মাননীয় কৃষি মন্ত্রী কর্তৃক ১ম সংশোধনী অনুমোদিত হয়।

১১। **প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনঃ** প্রকল্পটি ৩টি পার্বত্য জেলা ব্যতীত ৬১টি জেলার সকল উপজেলায় বাস্তবায়িত হয়েছে। গত ২৭ নভেম্বর/২০১৮ তারিখে মানিকগঞ্জ জেলার বিভিন্ন উপজেলা, ২৪ ডিসেম্বর রাজবাড়ী ও কুষ্টিয়া জেলার বিভিন্ন উপজেলা, ২৬ ডিসেম্বর/২০১৮ তারিখে খুলনা জেলার বিভিন্ন উপজেলা এবং ১৮ জানুয়ারি/২০১৯ তারিখে টাঙ্গাইল জেলার বিভিন্ন উপজেলায় প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শন কালে প্রকল্প পরিচালক, সংশ্লিষ্ট জেলার কৃষি সম্প্রাসরণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।



চিত্র: ১-৫: প্রকল্প এলাকা সরে-জমিনে পরিদর্শন

১২। **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ**

- বীজ উৎপাদন প্রদর্শনী = ৬৬০৯০ টি
- মাঠ দিবস = ৮০৬৪ টি
- কৃষক প্রশিক্ষণ = ২২৭০ ব্যাচ
- এসএএও প্রশিক্ষণ = ২০৮ ব্যাচ
- কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ (টিওটি)= ৬০ ব্যাচ
- কর্মশালা = ৬৪ টি (জাতীয় ০৭টি এবং আঞ্চলিক ৫৭টি)

১৩। **প্রকল্পের বাস্তবায়ন উত্তোর কাজের বর্তমান অবস্থাঃ** প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ায় প্রকল্পের আওতায় মাঠ পর্যায়ে প্রদর্শনী প্লট নাই। তবে সংশ্লিষ্ট কৃষকগণকে ফসলের উৎপাদন চালু রাখতে দেখা গেছে।

১৩.১। **<u>বীজ উৎপাদন প্রদর্শনী:</u>** ডিপিপির আওতায় মোট ৬৬০৯০টি বীজ উৎপাদন প্রদর্শনী প্লট তৈরীর সংস্থান ছিল। ২০১৩-২০১৪ সালে থেকে প্রদর্শনী প্লট তৈরীর কার্যক্রম শুরু হয়। প্রাপ্ত তথ্যাদি পর্যালোচনায় এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনায় জানা যায় মুগ, মুসর, খেসারী, মাসকালাই, ফেলন, সরিষা, তিল ও পেঁয়াজের প্রদর্শনী খামার তৈরী করা হয়েছে। প্রকল্পকালীন অঞ্চল ভিত্তিক প্রদর্শনী খামারের তথ্যাদি নিম্নরূপ:

ক্র:নং	অঞ্চলের নাম	প্রদর্শনীয় খামারের সংখ্যা
১.	ঢাকা	৭,৩২৪
২.	ময়মনসিংহ	৩,২৮৯
৩.	কুমিল্লা	২,০২৯
৪.	সিলেট	১,৫৯৩
৫.	চট্টগ্রাম	৪,১০১
৬.	রাজশাহী	৭,১১২
৭.	বগুড়া	৬,৪২১
৮.	রংপুর	৩,৫২২
৯.	দিনাজপুর	২,৮৯২
১০.	যশোর	৯,৩৪৭
১১.	খুলনা	৩,৩৪০
১২.	ফরিদপুর	৬,৭৬০
১৩.	বরিশাল	৮,৩৬০
	মোট=	৬৬,০৯০

ফসল ভিত্তিক প্রদর্শনী খামারের সংখ্যা:-

ক্র:নং	ফসলের নাম	প্রদর্শনীয় খামারের সংখ্যা
১.	মসুর	১০,০০০
২.	মুগ	১৩,৮০০
৩.	খেসারী	৬,৩৬০
৪.	মাস কালাই	৫,৩৫০
৫.	ফেলন	২,৬০০
৬.	সরিষা	২৩,২০০
৭.	তিল	৩,৪৫০
৮.	পেঁয়াজ	১,৩৩০
	মোট=	৬৬,০৯০

১৩.২। **<u>বীজ প্রদশনী খামার:</u>** বীজ উৎপাদন প্রদর্শনী সংশ্লিষ্ট কৃষকদের সাথে কথা বলে জানা যায় ডাল ও তেল বীজের প্রদর্শনীর জন্য তারা কমবেশি ৫০ (পঞ্চাশ) শতাংশ জমিতে প্রদর্শনী প্লট করেছেন। এর জন্য তারা প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণসহ প্রদর্শনী প্লট করার সংশ্লিষ্ট সামগ্রী পেয়েছেন বলে জানা যায়।

১৩.৩. প্রকল্পভূক্ত ফসলের চাষাধীন এলাকা: (সংযুক্তি-১ এ দেয়া হলো)

১৩.৪। পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন প্রদর্শনীর খামার সংশ্লিষ্ট কৃষকের সাথে কথা বলে জানা যায় প্রদর্শনীর জন্য তারা কমবেশী ৩৩ শতাংশ জমিতে প্রদর্শনী প্লট করেছেন। প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণসহ প্রদর্শনী প্লট করার সংশ্লিষ্ট সামগ্রী পেয়েছেন বলে জানা যায়।

১৩.৫। মাঠ দিবসের দিনে এলাকার ৮/১০টি প্রদর্শনী প্লটের সংশ্লিষ্ট কৃষকসহ সংশ্লিষ্ট এলাকার ৪০/৫০ জন কৃষক (পুরুষ/মহিলা) একত্রিত হয়ে ভাল বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ ও ব্যবহার সম্পর্কে কর্মকর্তাদের নিকট থেকে নিদের্শনা/পরামর্শ পেয়েছেন মর্মে জানা যায়।

১৩.৬। ডিপিপি'র আওতায় ৫৭টি আঞ্চলিক ওর্য়াকসপ করার সংস্থান ছিল। সেই সাথে কৃষকদের নিয়ে মটিভেশনাল ট্যুর/ ট্রেনিং এর সংস্থান ছিল। ১৩টি কৃষি অঞ্চল ভিত্তিক ওর্য়াকসপ এবং মটিভেশনাল ট্যুর/ট্রেনিং-এর প্রাপ্ত তথ্যাদি নিম্নরূপ:

ক্র:নং	অঞ্চলের নাম	ওয়ার্কসপ সম্পর্কিত		মটিভেশনাল ট্রেনিং সম্পর্কিত	
		ওয়ার্কসপের সংখ্যা	উপস্থিত লোক সংখ্যা	ট্রেনিং এর সংখ্যা	উপস্থিত লোক সংখ্যা
০১	ঢাকা	৫ টি	৬১৪ জন	১০ ব্যাচ	৩০০ জন
০২	ময়মনসিংহ	৫ টি	৪৫৩ জন	৪ ব্যাচ	১২০ জন
০৩	কুমিল্লা	৫ টি	৩৬৬ জন	৩ ব্যাচ	৯০ জন
০৪	সিলেট	৫ টি	৪১২ জন	২ ব্যাচ	৬০ জন
০৫	চট্টগ্রাম	৫ টি	৪৬৭ জন	৪ ব্যাচ	১২০ জন
০৬	রাজশাহী	৫ টি	৪৯২ জন	৬ ব্যাচ	১৮০ জন
০৭	বগুড়া	৩ টি	২৫৩ জন	১০ ব্যাচ	৩০০ জন
০৮	রংপুর	৫ টি	৪৯৩ জন	৫ ব্যাচ	১৫০ জন
০৯	দিনাজপুর	৩ টি	২০১ জন	৫ ব্যাচ	১৫০ জন
১০	যশোর	৫ টি	৪৭২ জন	১১ ব্যাচ	৩৩০ জন
১১	খুলনা	৩ টি	২৯৭ জন	-	
১২	ফরিদপুর	৩ টি	৩১৯ জন	৪ ব্যাচ	১২০ জন
১৩	বরিশাল	৫ টি	৪৯৮ জন	৩ ব্যাচ	৯০ জন
মোট =		৫৭ টি	৫৩৩৭ জন	৬৭ ব্যাচ	২০১০ জন

১৪। **প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতিঃ** প্রকল্পের অনুকূলে আর্থিক অনুমোদন ছিল ৪৯৪৫.০০ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে আর্থিক অগ্রগতি ৪৮৭৫.০৬৭ লক্ষ টাকা (৯৮.৫৮%) এবং বাস্তব অগ্রগতি প্রায় ১০০%।

১৫। **প্রকল্পের জনবল নিয়োগ:** কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর থেকে প্রেষণে প্রকল্পে কাজ করেছে। নতুন কোন জনবল নিয়োগ করা হয়নি।

১৬। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ** প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালে (জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৮ পর্যন্ত) মোট ৩ জন কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। নিম্নে প্রকল্প পরিচালকদের তথ্য দেয়া হলো:

ক্র: নং	**কর্মকর্তার নাম**	**পদবি**	**পূর্ণকালীন/ খন্ডকালীন**	**সময়কাল**
১.	জনাব মোঃ মোফাজ্জল হোসেন, ডিএই, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা	উপ-পরিচালক	পূর্ণকালীন	২৬ জানুয়ারী ২০১৪ হতে ০১ মার্চ ২০১৫
২.	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, ডিএই, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা	উপ-পরিচালক	পূর্ণকালীন	০১ মার্চ ২০১৫ হতে ১১ এপ্রিল ২০১৮
৩.	জেবুননেছা জাবেদুর, ডিএই, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা	উপ-পরিচালক	পূর্ণকালীন	১১ এপ্রিল ২০১৮ হতে ৩০ জুন ২০১৮

১৭। **Procurement of Works এর উপর তথ্যাদিঃ** প্রকল্পের প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত কার্যক্রম পর্যালোচনা কালে জানা যায় প্রদর্শনী খামারের সংশ্লিষ্ট কৃষকদের জন্য তিন কিস্তিতে বীজ সংরক্ষণ পাত্র (ড্রাম) নেয়া হয়েছে। ডিপিএম পদ্ধতিতে মেশিন টুললস ফ্যাক্টরী থেকে পাত্র (ড্রাম) এবং জৈব সার নেয়া হয়েছে নারায়নগঞ্জ ডাক ইয়ার্ড থেকে।

(লক্ষ টাকা)

ক্র: নং	প্যাকেজের নাম	কাজের পরিমাণ	প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	চুক্তি মোতাবেক কাজ সমাপ্তি তারিখ	প্রকৃত কাজ সমাপ্তি তারিখ	প্রদেয় বিলের পরিমান
১.	বীজ প্লটের উপকরণ						
	বীজ সংরক্ষণ পাত্র (ড্রাম)	১৬৩৫০ টি	২২৮.৯০	২২৮.২৪৬	১৯/০৪/২০১৬	৩১/০৫/২০১৬	২২৮.২৪৬
		১৮৯০০ টি	২৬৪.৬০	২৬৪.২২২	২৪/০৮/২০১৬	২৫/০২/২০১৭	২৬৪.২২২
		১৮৯০০ টি	২৬৪.৬০	২৬৪.৪১১	১৩/০৭/২০১৭	৩১/০৩/২০১৮	২৬৪.৪১১
	জৈব সার	৭৫ মে.টন	১৩.১২৫	১৩.০৮	১৯/০৪/২০১৬	৩১/০৫/২০১৬	১৩.০৮
		৩৭৮ মে.টন	৬৬.১৫	৬৫.৯৭	৩১/০৮/২০১৬	২৫/০২/২০১৭	৬৫.৯৭
		৩৭৮ মে.টন	৬৬.১৫	৬৫.৯৭	১৮/০৭/২০১৭	২৮/০২/২০১৮	৬৫.৯৭
২.	কর্মশালা কীটস (ব্যাগ)	১৫৭০ টি	১৫.৭০	১৫.৬৮৪	১৯/০৪/২০১৬	০৩/০৫/২০১৬	১৫.৬৮৪
		১৫৭০ টি	১৫.৭০	১৫.৬৬৮	২৪/০৮/২০১৬	০৮/০৯/২০১৬	১৫.৬৬৮
		১৫৭০ টি	১৫.৭০	১৫.৬৬৮	১৩/০৭/২০১৭	৩০/১১/২০১৭	১৫.৬৬৮

১৮। **প্রকল্পের বাস্তবায়নোত্তর প্রভাব ও উপকারভোগীদের মতামত:**

১৮.১। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে ডাল ফসলের উৎপাদনের পরিমান ২০১৩-১৪ সালে যেখানে ছিল ৮.২৪০ লক্ষ মে.টন, ২০১৭-১৮ তে উৎপাদন হয়েছে ১০.৩৮৬ লক্ষ মে.টন যা ৩১.৮০% বেশি। ২০১৩-১৪ সালে পেঁয়াজের উৎপাদন ছিল ১৭.০১০ লক্ষ মে.টন, ২০১৭-১৮ তে উৎপাদন হয়েছে ২৩.৩০০ লক্ষ মে.টন যা ৩৬.৯৮% বেশি। ২০১৩-১৪ সালে তৈল বীজ উৎপাদনের পরিমান ছিল ৯.৬৫০ লক্ষ মে.টন; ২০১৭-১৮ তে উৎপাদন হয়েছে ৯.৭০১ লক্ষ মে.টন যা ০.৫৩% বেশি।

১৮.২। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে লব্দ জ্ঞান ব্যবহার করে প্রদর্শনী খামারে এবং নিজস্ব খামারে যে বীজ উৎপাদন করেছেন তার বাজার মূল্য বাজারের অন্যান্য প্রাপ্ত বীজ থেকে বেশি হওয়ায় কৃষকরা লাভবান হচ্ছেন মর্মে জানা যায়। এছাড়াও নিজস্ব উৎপাদিত বীজ ব্যবহারের ফলনও তুলনামূলকভাবে বেশি হওয়ায় পাশ্ববর্তী কৃষকদের মধ্যে নিজস্ব বীজ ব্যবহারের আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে মর্মে জানা যায়।

১৯। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

পরিকল্পিত	অর্জিত
(১) চাষী পর্যায়ে মান সম্মত বীজ প্রাপ্তি নিশ্চিত করণের মধ্যেমে ডাল, তেল ও পেঁয়াজ বীজের উৎপাদন বৃদ্ধি করা;	
(২) চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের বীজ উৎপাদন (ডাল ৩৮১১ মে:টন, তৈল বীজ ২৬৬৫ মে:টন এবং পেয়াজ ৬৬.৫০ মে:টন) ও সরবরাহের মাধ্যমে মানসম্মত বীজের চাহিদা পূরণ করা;	(২)পিসিআর এর ২৭ পৃষ্ঠায় এ্যানেক্স-১ প্রকল্পসূত্রের রিপোর্টের বরাতে উল্লেখ করা হয়েছে ২০১৩-১৪ থেকে ২০১৭-১৮ পর্যন্ত সময়ে ডাল বীজ উৎপাদন হয়েছে ৩৭৯৫.০২৩ মে.টন; তৈল বীজ ২৮৩৩.৯৭৭ মে.টন এবং পেঁয়াজ বীজ ৬৪.৫৩৭ মে.টন।
(৩) সুষম সার ব্যবহার করে হেক্টর প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধি করা (১.৫০ – ২.০০ মে.টন/হেক্টর);	(৩) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ফিল্ড সার্ভিস উইং এর বরাতে পিসিআর এর ২৭ পৃষ্ঠায় এ্যানেক্স-২-তে উল্লেখ করা হয়েছে

পরিকল্পিত	অর্জিত
	যে প্রকল্পের শুরুতে অর্থাৎ ২০১৩-১৪ তে ডালের গড় উৎপাদন ছিল ১.১১ মে.টন/হেক্টর, তেলের ১.২১ মে.টন/হেক্টর এবং পেঁয়াজের ৯.১০ মে.টন/ হেক্টর। প্রকল্পের শেষে অর্থাৎ ২০১৭-১৮ তে ডালের উৎপাদন ছিল ১.২৭ মে.টস/হেক্টর, তেলের ১.৩৪ মে.টন/হেক্টর এবং পেঁয়াজে ১০.৯৮ মে.টন/হেক্টর।
(৪) বৃহৎ পরিসরে মানসম্মত বীজ উৎপাদন কারী চাষীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা (৬৮১০০ জন)	(৪) ৬৬০৯০টি বীজ প্রদর্শনী প্লট সংশ্লিষ্ট কৃষকদের প্রশিক্ষনের মাধ্যমে গুণগত বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ এবং সংরক্ষণের মাধ্যমে গুণগত মান সম্পন্ন বীজ উৎপাদনে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।
(৫) মহিলাদের (৬৬০৯০ জন) অংশগ্রহণের দ্বারা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিক্রয়ের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাস করা; এবং	(৫) বীজ প্রদর্শনী প্লট সংশ্লিষ্ট কৃষকদের মহিলাসহ অন্যান্যরা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিক্রয়ের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছেন। উৎপাদিত ও সংরক্ষিত বীজের বাজার মূল্য তুলনামূলকভাবে বেশি হওয়ায় তারা আর্থিক ভাবে লাভবান হয়েছেন।
(৬) ডাল, তেল ও পেঁয়াজ আমদানী হ্রাস করার মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার ব্যয় কমানো।	(৬) এ সম্পর্কিত কোন তথ্যাদি সংগ্রহ করা যায়নি।

২০। **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে তার কারণঃ**প্রকল্পটির উদ্দেশ্য প্রায় সম্পূর্ণই অজিত হয়েছে। তাই বাস্তবায়িত প্রকল্পটিকে একটি সফল প্রকল্প বলা যায়।

২১। সাধারণ পর্যবেক্ষনঃ

২১.১। প্রদর্শনী খামার সংশ্লিষ্ট সকল কৃষকই ডাল, তেল, পেঁয়াজ চাষ অব্যহত রেখেছেন এবং তাদের নিজস্ব বীজ সংরক্ষণ ও ব্যবহার করেছেন;

২১.২। প্রদর্শনী খামার সংশ্লিষ্ট কৃষকদের নিকট থেকে সংশ্লিষ্ট এলাকার অন্য চাষীরা ডাল, তেল, পেঁয়াজ বীজ সংগ্রহ করে তা ব্যবহার করে চাষাবাদে আগ্রহী হওয়ার প্রবণতা লক্ষ্যনীয়ভাবে দৃষ্টিগোচর হয়েছে;

২১.৩। খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম, সিলেট ও কুমিল্লা অঞ্চলে পেয়াজের কোন প্রদর্শনী প্লট করা হয়নি;

২১.৪। মোট প্রকল্পের ৫৬.৭২% (২৮০৪.৬৫লক্ষ টাকা) প্রদর্শনী খামার তৈরীর ক্ষেত্রে এবং ২৯.২৪% (১৪৪৫.৭২ লক্ষ টাকা) প্রশিক্ষনের জন্য ব্যয় হয়েছে;

২১.৫। খুলনা অঞ্চলে সংশ্লিষ্ট কৃষকদের নিয়ে মটিভেশনাল কোন ট্রেনিং হয়নি;

২১.৬। বীজ গ্রেডিং এর জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে চালূনী (Sieve) উদ্ভব করা হয়েছে;.

২১.৭। ডাল জাতীয় ফসল এবং পেঁয়াজ উৎপাদন উল্লেখযোগ্য পরিমান বাড়লেও তৈল জাতীয় ফসলের উৎপাদন তেমন বৃদ্ধি পায়নি;

২১.৮। ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ফসলের সাথে মৌচাষের প্রশিক্ষণ ও উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। সেই সাথে বেদে সম্প্রদায়ের লোকদের মৌ-চাষে সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

২২। **বাস্তবায়ন সমস্যাঃ** ২০১৬-২০১৭ সালে আহবাহওয়া জনিত সমস্যা ব্যতীত উল্লেখযোগ্য তেমন কোন সমস্যা দেখা যায়নি।

২৩। সুপারিশ/মতামতঃ

২৩.১। বীজ উৎপাদনের জন্য প্রশিক্ষিত বীজ উৎপাদন প্রর্দশনী প্লটের সাথে সম্পৃক্ত কৃষকদের উৎপাদিত বীজ প্যাকেটজাত করে সমবায় সমিতির মাধ্যমে বাজারজত করার উদ্যোগ নেয়া যেতে পরে;

২৩.২। উৎপাদিত বীজ পরবর্তী বৎসরে ব্যহারের পূর্বে গুণগতমান সম্পন্ন অবস্থায় ব্যবহার উপযোগী আছে কিনা তা অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মাধ্যমে নিশ্চিত করার ব্যবস্থা রাখতে হবে;

২৩.৩। বীজ গ্রেডিং এর জন সাশ্রয়ী মূল্যে উদ্ভাবিত চালূনী (Sieve)-এর চালুনী ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে;

২৩.৪। কৃষক/কৃষি উন্নয়ন বান্ধব এরূপ প্রকল্প অব্যহৃত রাখার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে;

২৩.৫। প্রদর্শনী প্লট জেলার সকল উপজেলায় সমভাবে প্রদানের বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে;

২৩.৬। ২০১৬-২০১৭ এর অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির উদ্যোগ নিতে হবে (PCR এর External audit-2.2);

২৩.৭। ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের External Audit সম্পাদন করতে হবে; এবং

২২.৮। সুপারিশমতামতের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও তা আইএমইডি/কে এক মাসের মধ্যে অবহিত করতে হবে।

(সংযুক্তি-১)

প্রকল্পভূক্ত ফসলের চাষাধীন এলাকা (হেক্টর)

অঞ্চলের নাম	ফসলের নাম															
	মুগ		মসুর		খেসারী		মাস কলাই		ফেলান		সরিষা		তিল		পেঁয়াজ	
	২০১৩-১৪	২০১৭-১৮	২০১৩-১৪	২০১৭-১৮	২০১৩-১৪	২০১৭-১৮	২০১৩-১৪	২০১৭-১৮	২০১৩-১৪	২০১৭-১৮	২০১৩-১৪	২০১৭-১৮	২০১৩-১৪	২০১৭-১৮	২০১৩-১৪	২০১৭-১৮
ঢাকা	৬৪৮	৭১০	৩৭৪৭	২৬৪৩	৯৪৯৬	১০০৪৭	১৪৯৮৬	২০৭৮৫	০০	০০	১১১৪৭২	৬৫৫৬০	১২৬৩৪	১১৬৯৫	১০৫১২	৮৩৭৮
ময়মনসিংহ	২৬৯	১৭৫	১০৩৫	৫২৯	১০৫৪	৬৩৯	৪৬৪৬	৫৯২৩	০০	০০	৩৪১০৩	৩১৩৮৭	১২২৪	৭৭৫	৪৩৩১	৪১৪৩
সিলেট	১০০	১৪৯	২৭১	৩৪৫	১৬৪	১৩৭	৭৬৭	১৩৬১	০০	০০	৩৭৫২	৭৪৪৩	২২৭	৪৮০	৪৮৭	৬৯১
কুমিল্লা	৩৭৭	৩৫৮	৩৭২৪	৩০৮৪	১৮৫২	১৬৫৫	২৪১৩	২৭০৭	০০	০০	১৯৪৫০	১৬৭৩৩	৩৭৫৬	৩১৩৬	১৭৮২	১৫৩৯
চট্টগ্রাম	৮৬৩৭	১২৩৩৯	২৬৩৪	১৯৮৭	৪৩৭৭৪	৪৮২৬০	৩২৬	১৫৮	৯৯২৪	১৯৯১০	৩৪০৪	২০২১	৭৭	৪৫	৪৩৮	২০৫
রাজশাহী	২২১২০	১৮৭৯১	৪১২৩৬	৩৯৯৭৩	৫৮৮৬	৭৭০৩	৮৩৭৫	০০	০০	০০	৭৩৭৮৬	৬১২২৬	৬৫৭০	৪৯৯৬	২৬৮১৫	২৫২০৮
বগুড়া	২২৮৭	১০৮৬	১৮৭০৩	২০৯৩৯	২০৩১২	২০১৬৬	৩২৬৬	১৯৯১৫	০০	০০	১২০১০৮	১১০২৪৭	২১৬৫৭	২১৭০৯	৪৬৩৮১	৫৪৩৯০
দিনাজপুর	৮২৮৮	৮২৬৯	২২৩	১৭৭	০২	০০	১১২৯	৬৬৬	০০	০০	২৯৫০৯	২৪৪৩৪	২৬৯৭	২০৯২	৩৮৩৪	৪১০৭
রংপুর	৬২৭	৬৫৬	২১৮৯	১৯২৮	১২২৭	১০৫৬	২৫৯০	৪৮৯৯	০০	০০	২৫৭৭৫	৩১৮৭৩	১৭৯৭	১৫৭৮	৭১৯৬	৬৩৩৫
যশোর	১৩৬৩৪	১২৫০৪	৫৬৪৬৫	৫৯৭৮৯	৫৭৮৯	৫৫৬৮	৫৩৫০	১০০০০	০০	০০	৪৯৫২৫	৩৫৫১৬	১৫২৭৬	১৫৮১৯	২৩৯৭৫	২৮৭৭০
খুলনা	১২৯১	২০৫৭	৮৬৭৭	৮৬৯৩	২১০৮৫	২০৩৫৬	২৬৭	২৬৯	১১	১১	১৪৩২৫	১৫৩১৫	৪৪৪৮	৫১৮৫	১৬০৩	১৫২২
বরিশাল	১১১১৪২	১৬৩৯১৫	৬১৪৯	৫৫৯৭	১৪৬১৭০	১২৬১৯০	৪৬০	২১	২৬৫৬০	১৫২৫৩	৭০৮৪	১১১৩৯	১০৩৭২	৩৬২৯	১৫৬৩	১২০৮
ফরিদপুর	১২৫২	১৫২৫	৩৬৪৮২	৪৩৩৪৫	৩৫৯১৫	৩৬৫৭৮	৮৫৮৭	৮০৫৯	০০	০০	৩৯৪৭০	৩৪০২০	১০৬৪১	১১৩৬০	৫৭৯৬৫	৭৫৬০৫
মোট =	১৭০৬৭২	২২৩৫৩৪	১৮১৮৩৫	১৮৯০৭০	২৯২৭২৬	২৭৮৩২৫	৫৩১৬২	৭৪৭৬৩	৩৬৪৯৫	৩৫১৬৩	৫৩১৭৬৩	৪৭৬৯১৪	৯১৩৭৬	৮২৪৯৯	১৮৬৮৮২	২১২১০১

জীব প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষি বীজ উন্নয়ন, বর্ধিতকরণ, মান নিরুপণ ও প্রযুক্তি বিস্তার শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন,২০১৮)

১। প্রকল্পের নাম : **জীব প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষি বীজ উন্নয়নমান নিরুপণ ও প্রযুক্তি ,বর্ধিতকরণ , বিস্তার প্রকল্প।**

২। প্রকল্পের অবস্থান : ৩১ টি জেলার বিভিন্ন উপজেলা।

৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)।

৪। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : কৃষি মন্ত্রণালয়।

৫। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় মোট	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনু: ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট	সর্বশেষ সংশোধিত মোট		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২২৫৫.৭২	২২৫৫.৭২	২২৫৫.১৯	মার্চ/২০১৫ হতে মার্চ/২০১৮	মার্চ/২০১৫ হতে জুন/২০১৮	মার্চ/২০১৫ হতে জুন/২০১৮	--	৩ মাস (৮.৩৩%)

৬। প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন: প্রকল্পটির অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

(লক্ষ টাকায়)

কোড নং	ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প কাজের বিভিন্ন অঙ্গের নাম	একক	অনুমোদিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব পরিমাণ	আর্থিক	বাস্তব পরিমাণ (%)	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
করাজস্ব ব্যয় (						
৪৮০০	সরবরাহ ও সেবা					
৪৮০১	ভ্রমণ ব্যয়	থোক	থোক	৯০০.	১০০%০০.	৯(%১০০) ০০.
৪৮০১	কাস্টম ,ভ্যাট ,ট্যাক্স ও অন্যান্য			০০০.	০%০০.	০%০০.
৪৮১৫	ডাক	থোক	থোক	০৩২.	১০০%০০.	০(%১০০) ৩২.
৪৮১৬	টেলিফোন ইন্টারনেট ,ফ্যাক্স ,মোবাইল , বিল	থোক	থোক	২০০.	১০০%০০.	২(%১০০) ০০.
৪৮১৮	রেজিষ্টেশন যানবাহনের ,রোড ট্যাক্স , ফিটনেস ফি	থোক	থোক	১৩০.	১০০%০০.	১(%১০০) ৩০.
৪৮২১	বিদ্যুৎ বিল	থোক	থোক	৫৩৮৫.	১০০%০০.	৫৩(%১০০) ৮৫.
৪৮২৩	যনবাহন ও কৃষি যন্ত্রপাতির তৈল ও জ্বালানী	থোক	থোক	৩১৯০.	১০০%০০.	৩১(%১০০) ৯০.
৪৮২৪	ইন্সুরেন্সব্যাংক চার্জ এবং কমিশন ,	থোক	থোক	০৪৫.	১০০%০০.	০(%১০০) ৪৫.
৪৮২৭	মুদ্রন ও প্রকাশনা	থোক	থোক	৪৫০.	১০০%০০.	৪(%১০০) ৫০.
৪৮২৮	অফিস ষ্টেশনারী	থোক	থোক	৩৭৫.	১০০%০০.	৩(%১০০) ৭৫.
৪৮৩১	বইম্যাগাজিন/জার্নাল/	থোক	থোক	১০০.	১০০%০০.	১(%১০০) ০০.
৪৮৩৩	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	থোক	থোক	৩০০.	১০০%০০.	৩(%১০০) ০০.
৪৮৪০	কৃষক প্রশিক্ষণ	৪৫০০ জন	৪৫০০ জন	৩৯০০.	৪৫০০ জন (%১০০)	৩৯(%১০০) ০০.
৪৮৪০	কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ	২৪০ জন	২৪০ জন	৫২৫.	২৪০ জন (%১০০)	৫(%১০০) ২৫.
৪৮৪০	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	৫ জন	৫ জন	৩০০০.	৫ জন (%১০০)	৩০(%১০০) ০০.

কোড নং	ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প কাজের বিভিন্ন অঙ্গের নাম	একক	অনুমোদিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব পরিমাণ	আর্থিক	বাস্তব পরিমাণ (%)	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪৮৪০	সেমিনার এবং ওয়ার্কসপ	১ টি	১ টি	৩০০.	১ টি (%১০০)	৩(%১০০) ০০.
৪৮৫১	শ্রমিক মজুরী	৫০০০০ জন	৫০০০০ জন	১৪৪০০.	৫০০০০ জন (%১০০)	১৪৪ ০০. (%১০০)
৪৮৫২	ল্যাবরেটরী কেমিক্যালস্ টিস্যু) ,ইলাইজা ,কালচার ডিএনএ ফিঙ্গার প্রিন্টিং(	থোক	থোক	১২০৩৭.	১০০%০০.	১২০ ৩৬. (%১০০)
৪৮৮৩	সম্মানী ভাতা	থোক	থোক	৩০০.	১০০%০০.	৩(%১০০) ০০.
৪৮৮৩	সম্মানী)Mid term Evalution(	থোক	থোক	৭০০.	১০০%০০.	৭(%১০০) ০০.
৪৮৯৯	বস্নক প্রদর্শনী	৬৭৪ টি	৬৭৪ টি	৫২১৯.	৬৭৪ টি (%১০০)	৫২(%১০০) ১৯.
৪৮৯৯	কৃষি উপকরণ বিতরণের জন্য যানবাহন খরচ	থোক	থোক	৫৫০.	১০০%০০.	৫(%১০০) ৪৯.
৪৮৯৯	মাঠ দিবস	১৫৬ টি	১৫৬ টি	২৩৪০.	১৫৬ টি (%১০০)	২৩(%১০০) ৪০.
৪৮৯৯	বিবিধ ও ব্যায়	থোক	থোক	৫৫০.	১০০%০০.	৫(%১০০) ৫০.
	(সরবরাহ সেবা) মোট-উপ (ক)			৫৪৯২৭.		৫৪৯২৫.
৪৯০০	মেরামত ও সংরক্ষণ					
৪৯০১	যানবাহন ও জেনারেটর মেরামত	থোক	থোক	৬০০.	১০০%০০.	৬(%১০০) ০০.
৪৯১১	কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জামাদি মেরামত	থোক		২০০.	১০০%০০.	২(%১০০) ০০.
৪৯১৬	ল্যাব সরঞ্জামাদি মেরামত	থোক		১৫০০.	১০০%০০.	১৫(%১০০) ০০.
৪৯২১	অফিস ভবনসীমানা দেয়াল মেরামত/	থোক	থোক	৯০০.	১০০%০০.	৯(%১০০) ০০.
	মেরামত এবং) উপ মোট (খ) (রক্ষনাবেক্ষণ			৩২০০.		৩২(%১০০) ০০.
	উপ মোট (খ + ক) (রাজস্ব)			৫৮১২৭.		৫৮১ ২৫. (%১০০)
	মূল ধন					
৬৮০০	সম্পদ সংগ্রহ					
৬৮০৭	ট্রাক মে ৩).টন(	১ টি	১ টি	২৫০০.	১ টি (%১০০)	২৫(%১০০) ০০.
৬৮০৭	মটর সইকেল ক্রয়	২ টি	২ টি	৩৫০.	২ টি (%১০০)	৩(%১০০) ৫০.
৬৮০৭	অফিস আসবাবপত্র ও ইকুইপমেন্ট	থোক	থোক	৪৫০.	১০০%০০.	৪(%১০০) ৫০.
৬৮১২	ক্যামেরা	১ টি	১ টি	০৫০.	১ টি (%১০০)	০(%১০০) ৫০.
৬৮১৫	কম্পিউটার স্ক্রেনারসহ প্রিন্টার	৩ টি	৩ টি	৩০০.	৩ টি (%১০০)	৩(%১০০) ০০.
৬৮১৫	ফ্যাক্স মেশিন	৩ টি	৩ টি	০৫০.	৩ টি (%১০০)	০(%১০০) ৫০.
৬৮১৫	মাল্টিমিডিয়া এবং ল্যাপটপ (প্রজেক্টর)	১ টি	১ টি	২০০.	১ টি (%১০০)	২(%১০০) ০০.
৬৮১৯	ফটোকপিয়ার	২ টি	২ টি	৪০০.	২ টি (%১০০)	৪(%১০০) ০০.
৬৮২১	অফিস আসবাবপত্র	থোক	থোক	৪০০.	১০০%০০.	৪(%১০০) ০০.
৬৮২১	ল্যাবরেটরী আসবাব পত্র এবং আনুষাঙ্গিক ,ইলাইজা ,সীড হেলথ) (ডিএনএ ফিঙ্গার প্রিন্টিং	থোক	থোক	২৯২৯.	১০০%০০.	২৯(%১০০) ২৯.
৬৮১৩	জেনারেটর কেভিএ ২৫০), ৩৫০ কেভিএ(	২ টি	২ টি	৮০০০.	২ টি (%১০০)	৮০(%১০০) ০০.
৬৮১৩	ল্যাবরেটরী যন্ত্রপাতি এবং গস্নাসওয়্যার (টিস্যু কালচার ল্যাবরেটরী)	৬৮ টি আইটেম	৬৮ টি আইটেম	১৬১৬৪.	৬৮ টি আইটেম (%১০০)	১৬১ ৬৪. (%১০০)
	ল্যাবরেটরী যন্ত্রপাতি এবং গস্নাসওয়্যার (সীড হেল্থ ল্যাবরেটরী)	৬৬ টি আইটেম	৬৬ টি আইটেম	১১৯৯২.	৬৬ টি আইটেম (%১০০)	১১৯ ৯২. (%১০০)
	ল্যাবরেটরী যন্ত্রপাতি এবং গস্নাসওয়্যার ডিএনএ ফিঙ্গার প্রিন্টিং ল্যাবরেটরী(	৩১ টি আইটেম	৩১ টি আইটেম	২৪২৮৪.	৩১ টি আইটেম (%১০০)	২৪২(%১০০)৮৪.
	মোট সম্পদ সংগ্রহ-উপ (গ)			৬৮০৬৯.		৬৮০ (%১০০)৬৯.

কোড নং	ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প কাজের বিভিন্ন অঙ্গের নাম	একক	অনুমোদিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব পরিমাণ	আর্থিক	বাস্তব পরিমাণ (%)	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	ভৌত ও নির্মান					
	সেন্ট্রাল টিস্যু কালচার ও সীড হেল্থ ল্যাবরেটরী নির্মাণ	৮১০ বর্গমিঃ	৮১০ বর্গমিঃ	২৯৯৬৪.	৮১০ বর্গমিঃ (%১০০)	২৯৯ ৬৩. (%১০০)
	কালচার র্যাগক নির্মাণ ও বিদ্যুৎতায়ন	২৫ টি	২৫ টি	২৫০০.	২৫ টি (%১০০)	২৫(%১০০) ০০.
	নিয়ন্ত্রিত গ্রীণ হাউজ নির্মাণ টার্ন কি) (ভিত্তিক	৪০০ বর্গ মিঃ	৪০০ বর্গ মিঃ	৪৯৬৪৩.	৪০০ বর্গ মিঃ (%১০০)	৪৯৫ ৯৮. (%১০০)
	স্থায়ী ও অস্থায়ী নেট হাউজ নির্মাণ	৩৭৫ বর্গ মিঃ	৩৭৫ বর্গ মিঃ	৪৯৫০.	৩৭৫ বর্গ মিঃ (%১০০)	৪৯(%১০০) ৪৯.
৭০০০	সংযোগ সড়ক	২০০ রাঃমিঃ	২০০ রাঃমিঃ	১০০০.	২০০ রাঃমিঃ (%১০০)	১০(%১০০) ০০.
	বিদ্যুতের সাব-২৫০) ষ্টেশন স্থাপন-কেভিএ ৩৫০)	১ টি	১ টি	৩৮৮০.	১ টি (%১০০)	৩৮(%১০০) ৮০.
	ভোলষ্টেজ স্ট্যাবিলাইজার ৩০৫-২৫০) কেভিএ)	১ টি	১ টি	১৪৫৫.	১ টি (%১০০)	১৪(%১০০) ৫৫.
৭০০১	ভূমি উন্নয়ন	০হেক্টর ৫.	০হেক্টর ৫.	৫৯৮৪.	০ হেক্টর ৫. (১০০(%	৫৯(%১০০) ৮৪.
	ভৌত ও) মোট-উপ (ঘ) নির্মাণ(:	--	--	৯৯৩৭৬.	--	৯৯৩ (%১০০)২৫.
	উপ(মূল ধন) মোট-:(ঘ + গ)	--	--	১৬৭৪৪৫.	--	১৬৭৩ ৯৪. (%১০০)
	ফিজিকাল কন্টিঞ্জেন্সি	--	--		--	--
	প্রাইস কন্টিঞ্জেন্সি	--	--			--
	মোট ব্যয় (মূলধন+রাজস্ব)=			**২২৫৫৭২.**	**১০০%**	**২২৫৫১৯. (৯৯.৯৮%)**

৭। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ** ১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পটির কোন অংগের কাজ অসমাপ্ত নেই মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানান।

৮। **মূল্যায়ন পদ্ধতিঃ** প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি বিবেচনা করা হয়েছেঃ

- প্রকল্পের ডিপিপি/আরডিপিপি পর্যালোচনা ;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন ;
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা; এবং
- প্রকল্প এলাকাভুক্ত সুবিধাভোগীদের মতামত গ্রহণ।

৯। সাধারণ পর্যবেক্ষণ:

৯.১। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যঃ

- বিদ্যমান দু টি টিস্যু কালচার ল্যাবরেটরীতে টিস্যু কালচার প্রযুক্তির মাধ্যমে আলুর অনুচারা উৎপাদন করা ও বীজ আলুর' ;আমদানী নির্ভশীলতা কমানো
- প্রস্তাবিত নতুন কেন্দ্রীয় টিস্যু কালচার ল্যাবরেটরীতে উদ্যানতত্ত্বীয় অনুচারা উৎপাদন করা;
- বিদ্যমান দুটি টিস্য'ু কালচার ল্যাবরেটরীর রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা ব্যয় বহন করা;
- বীজের স্বাস্থ্য পরীক্ষা; ডিএনএ ফিঙ্গার প্রিন্টিং ও সংগ্রহত্তোর মূল্যায়নের জন্য অবকাঠামো তৈরী করা ,
- বীজ বা প্লান্টিং ম্যাটেরিয়াল কৃষক পর্যায়ে বিতরণের পূর্বে মান নিরূপণের জন্য সংগ্রহত্তোর যাচাই) Post Harvest Verification) করা;
- কৃষক পর্যায়ে নতুন ছাড়কৃত জাতের আলু কলা ও আনারস ইত্যাদি ফসল জনপ্রিয় করার জন্য প্রদর্শনী প্লট স্থাপন ,স্ট্রবেরী , ও মাঠ দিবসের আয়োজন করা এবং

- উল্লেখিত ফসল সম্পর্কীয় সর্বশেষ আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে মাঠ পর্যায়ে কর্মকর্তা ও কৃষকদের জ্ঞান উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

৯.২। **প্রকল্পের পটভূমিঃ** বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ। এদেশের উর্বর মাটি কৃষির জন্য উপযোগী। দেশের অধিকাংশ মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল। তবে দেশে আবাদযোগ্য জমি ০ ১ হারে কমছে এবং জনসংখ্যা %৪২..৩৭ হারে বাড়ছে। এই % বিপুল জনসংখ্যার খাদ্য পুষ্টি চাহিদা পূরণের জন্য আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর কৃষি (Modern Agricultural System) দরকার। বর্তমানে মনে করা হয় যে সেই আধুনিক কৃষি নির্ভর প্রযুক্তি হলো বায়োটেকনোলজি। মানসম্পন্ন , ১৫ বীজ একটি জীবন্ত কৃষি উপকরণ। এ উপকরণটি একাই প্রায়/ প্লান্টিং ম্যাটেরিয়াল-২০ ফলন বৃদ্ধি করতে পারে। % বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনতথা বিএডিসি মানসম্পন্ন প্লান্টিং ম্যাটেরিয়াল (উদ্যান জাতীয় ফসল), দানাদার শস্যের বীজ প্লান্টিং ম্যাটেরিয়ালসের / বীজআলু ইত্যাদি উৎপাদন করে থাকে। মানসম্পন্ন বীজ , ডাল ও তৈল বীজ , সবজি বীজ , প্লান্টিং ম্যাটেরিয়ালসের চাহিদার উর্দ/ চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। মানসম্পন্ন বীজ্ধগতি (Increasing Seed Demand) পূরণের জন্য দ্রুত বীজ বর্ধন প্রক্রিয়া প্রয়োজন। বায়োটেকনোলজির টুলস্ হিসেবে টিস্যু কালচার প্রযুক্তিকে দ্রুত বর্ধন প্রক্রিয়ার)Quick Multiplication Methodউত্তমপন্থা বলে বিবেচনা করা হয়। (

আলু বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য ফসল। আলুর একক আয়তনের ফলন ধান ও গমের চেয়ে প্রায় চারগুণ বেশী। বর্তমানে দেশে আলুর হেক্টর প্রতি ফলন অন্যান্য আলু উৎপাদনকারী দেশের চেয়ে কম। কম ফলনের জন্য নিম্ন মানের বীজকেই দায়ী করা হয়। বীজআলু উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভাইরাস রোগ প্রধান অন্তরায়। এ ভাইরাস রোগ বীজের বংশগত চরিত্রের)Regeneration অবক্ষয় করে। ফলে প্রতি বৎসরই বিদেশ থেকে বীজআলু আমদানি করা হয়। টিস্যু (কালচারই একমাত্র পদ্ধতি যার মাধ্যমে ভাইরাস মুক্ত মানসম্পন্ন বীজআলু উৎপাদন করে দেশের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব। এ প্রকল্পের মাধ্যমে বর্তমানে টিস্যু কালচার ল্যাবরেটরিতে প্লান্টলেট উৎপাদন করে তা থেকে মিনি টিউবার ব্রিডার ও ভিত্তি , বীজআলু উৎপাদন করে কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে এবং আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করা হচ্ছে।

এছাড়াও রোগব্যধির কারণে কলার আবাদ পাহাড়ি এলাকাসহ অন্যান্য এলাকায় কমে এসেছে। একইভাবে আনারস , স্ট্রবেরী ইত্যাদি ফসল টিস্যু কালচার প্রযুক্তির মাধ্যমে রোগমুক্ত মানসম্পন্ন অনুচারা উৎপাদন সম্ভব। এ সকল ,ড্রাগণফ্রুট উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য বিএডিসিতে বিদ্যামান দুটি টিস্যু কালচার ল্যাবরেটরি পরিচালনাসহ আরও একটি টিস্যু কালচার ল্যাবরেটরি বাস্তবায়নের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। অপরদিকে বিএডিসি র বীজের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও মান নিরূপণের জন্য' সীড হেলথ্ ল্যাবরেটরি ও গ্রীন হাউজ প্রয়োজন।

বিএডিসি) র নিজস্ব কৌলিতাত্ত্বিক উৎস'Genetic Source যেমন (বিএডিসি মটর ,গজকরলা ,সরিষা ,) নেরিকা মিউটেন্ট ইত্যাদি ফসলের মলিকুলার বৈশিষ্ট্যকরণ ,মিষ্টি কুমড়া ,লালশাকCharacterization প্রয়োজন (বিধায় এ প্রকল্পে একটি ইলাইজা পরীক্ষাসহ সীড হেলথ্ ও ডিএনএ ফিঙ্গার প্রিন্টিং ল্যাবরেটরি নির্মাণের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। সে পেক্ষাপটে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

১০। **প্রকল্পের অনুমোদনঃ** প্রকল্পটি মোট ২২৫৫.৭২ লক্ষ টাকা (জিওবি ২০৪৮.১৫ লক্ষ টাকা ও সংস্থার নিজস্ব অর্থ ২০৭.৫৭ লক্ষ টাকা) ব্যয়ে মার্চ/২০১৫ হতে মার্চ/২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক গত ১৮/০৫/২০১৫ তারিখে অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ০৮/০২/২০১৮ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মার্চ/২০১৫ হতে জুন/২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়।

১১। **প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনঃ** প্রকল্পটি ৩১টি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় বাস্তবায়িত হয়েছে। গত ৫/৩/২০১৯ তারিখে রংপুর ও কুড়িগ্রাম জেলার বিভিন্ন উপজেলা এবং ৬/৩/২০১৯ তারিখে ঠাকুরগাঁও ও দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন উপজেলা এবং ২৮/৩/২০১৯ তারিখে ঢাকা ও গাজীপুর জেলার বিভিন্ন উপজেলায় প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শন কালে প্রকল্প পরিচালকসহ, সংশ্লিষ্ট জেলার বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর উপ-পরিচালক (টিসি) ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।



চিত্র: ১-৩: প্রকল্প এলাকা সরে-জমিনে পরিদর্শন

১২। প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ

কার্যক্রমের নাম	ভৌত পরিমাণ	আর্থিক) লক্ষ টাকায়(
▪ টিস্যু কালচারের মাধ্যমে প্লান্টলেট উৎপাদন	৯ লক্ষ টি	১০.৮০
▪ ল্যাবরেটরী যন্ত্রপাতি এবং গ্লাসওয়্যার (টিস্যু কালচার ল্যাবরেটরী)সংগ্রহ	৬৮ টি	১৬১৬৪.
▪ ল্যাবরেটরী যন্ত্রপাতি এবং গ্লাসওয়্যার (সীড হেলথ্ ল্যাবরেটরী) সংগ্রহ	৬৬ টি	১১৯৯২.
▪ ল্যাবরেটরী যন্ত্রপাতি এবং গ্লাসওয়্যার (ডিএনএ ফিঙ্গার প্রিন্টিং ল্যাবরেটরী) সংগ্রহ	৩১ টি	২৪২৮৪.
▪ সেন্ট্রাল টিস্যু কালচার ও সীড হেলথ্ ল্যাবরেটরী নির্মাণ	৮১০ বর্গ মিঃ	২৯৯৬৪.
▪ নিয়ন্ত্রিত গ্রীণ হাউজ নির্মাণ	৪০০ বর্গ মিঃ	৪৯৬৪৩.
▪ স্থায়ী ও অস্থায়ী নেট হাউজ নির্মাণ	৩৭৫ বর্গ মিঃ	৪৯৫০.
▪ ভূমি উন্নয়ন	০ ৫.হেক্টর	৫৯৮৪.
▪ কৃষক প্রশিক্ষণ	৪৫০০ জন	৩৯০০.
▪ প্রদর্শনী প্লট স্থাপন	৬৭৪ টি	৫২১৯.
▪ মাঠ দিবস বাস্তবায়ন	১৫৬ টি	২৩৪০.

১৩। প্রকল্পের বাস্তবায়ন উত্তোর কাজের বর্তমান অবস্থাঃ প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ায় প্রকল্পের আওতায় মাঠ পর্যায়ে প্রদর্শনী প্লট নাই। তবে সংশ্লিষ্ট কৃষকগণকে ফসলের উৎপাদন অব্যহত রেখেছেন দেখা গেছে। ডিপিপি'র আওতায় মোট ৬৭৪টি প্রদর্শনী প্লট করার সংস্থান ছিল। এছাড়া ১৫৬টি মাঠ দিবস এবং ১৫০ ব্যাচে ৪৫০০ জন কৃষক প্রক্ষিনের সংস্থান ছিল। প্রাপ্ত তথ্যাদি

পর্যালোচনা এবং জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনায় জানা যায় আলু, স্ট্রবেরী, কলা, আনারসের প্রদর্শনী খামার তৈরী করা হয়েছিল। প্রকল্পকালীন জেলা ভিত্তিক প্রদর্শনী খামার, মাঠ দিবস ও কৃষক প্রশিক্ষণের তথ্যাদি নিম্নরূপ:

ক্রঃ নং	প্রকল্প এলাকা	আলু ফসলের প্রদর্শনী প্লটের সংখ্যা	স্ট্রবেরী ফসলের প্রদর্শনী প্লটের সংখ্যা	কলা ফসলের প্রদর্শনী প্লটের সংখ্যা	আনারস ফসলের প্রদর্শনী প্লটের সংখ্যা	মাঠ দিবসের সংখ্যা	কৃষক প্রশিক্ষণ ব্যাচের সংখ্যা	উপজেলার সংখ্যা	বাস্তবায়নকারী দপ্তর
১	গাজীপুর	২২	৭	০	০	৭	৬	১	উপপরিচালক(টিসি), কাশিমপুর
২	মুন্সিগঞ্জ	৩৫	০	০	০	৬	৮	৩	উপপরিচালক(বীবি), ঢাকা
৩	টাঙ্গাইল	২৪	৩	০	৬	৬	৭	৩	উপপরিচালক (টিসি), মালতি হিমাগার
৪	ঢাকা	১৪	১	০	০	৩	৪	২	উপপরিচালক(টিসি), ঢাকা
৫	জামালপুর	২২	৩	০	০	৬	৬	২	উপপরিচালক (টিসি), জামালপুর
৬	শেরপুর	২২	৩	০	০	৬	৬	২	উপপরিচালক (টিসি), শেরপুর
৭	ময়মনসিংহ	১১	০	০	০	৩	৩	১	উপপরিচালক(বীবি), ময়মনসিংহ
৮	কিশোরগঞ্জ	২২	২	০	০	৬	৫	২	উপপরিচালক (টিসি), কিশোরগঞ্জ
৯	গোপালগঞ্জ	৩০	৫	০	০	৬	৫	২	উপপরিচালক (টিসি), গোপালগঞ্জ
১০	ফরিদপুর	১২	০	০	০	৫	৫	১	উপপরিচালক (টিসি), ফরিদপুর
১১	কুষ্টিয়া	১৪	০	০	০	৫	৫	২	উপপরিচালক (টিসি), কুষ্টিয়া
১২	মেহেরপুর	১৫	০	০	০	৫	৫	১	উপপরিচালক (টিসি), বারাদিমেহেরপুর ,
১৩	যশোর	১৪	৫	০	০	৫	৫	১	উপপরিচালক (টিসি), যশোর
১৪	রাজশাহী	১৫	৩	০	০	৬	৫	১	উপপরিচালক (টিসি), রাজশাহী
১৫	বগুড়া	২৮	৩	৫	০	৬	৭	২	উপপরিচালক(টিসি), বগুড়া
১৬	সিরাজগঞ্জ	১৩	০	০	০	৫	৩	২	উপ পরিচালক (টিসি), উলম্নাপাড়াসিরাজগঞ্জ ,
১৭	পাবনা	১৩	০	০	০	৩	৩	১	উপপরিচালক (বীবি), পাবনা
১৮	কুড়িগ্রাম	২৮	০	০	০	৫	৫	১	উপপরিচালক (টিসি), কুড়িগ্রাম
১৯	নীলফামারী	৩৪	৪	০	০	৫	৫	১	উপপরিচালক (খামার), ডোমার ,নীলফামারী
২০	রংপুর	৪১	৫	৮	০	১১	১০	৪	উপপরিচালক (টিসি), রংপুর
২১	দিনাজপুর	২৪	২	০	০	৫	৫	২	উপপরিচালক (টিসি), নসিপুরদিনাজপুর ,
২২	ঠাকুরগাঁও	২১	২	০	০	৫	৫	২	উপপরিচালক (টিসি), ঠাকুরগাঁও

ক্রঃ নং	প্রকল্প এলাকা	আলু ফসলের প্রদর্শনী প্লটের সংখ্যা	স্ট্রবেরী ফসলের প্রদর্শনী প্লটের সংখ্যা	কলা ফসলের প্রদর্শনী প্লটের সংখ্যা	আনারস ফসলের প্রদর্শনী প্লটের সংখ্যা	মাঠ দিবসের সংখ্যা	কৃষক প্রশিক্ষণ ব্যাচের সংখ্যা	উপজেলার সংখ্যা	বাস্তবায়নকারী দপ্তর
২৩	মৌলভীবাজার	১৪	২	০	৩	৪	৩	১	উপপরিচালক (টিসি), শ্রীমঙ্গলমৌলভীবাজার ,
২৪	সিলেট	৮	০	০	০	২	২	১	উপপরিচালক (বীবি), সিলেট
২৫	চাঁদপুর	১৪	০	০	০	৪	৩	১	উপপরিচালক (টিসি), চাঁদপুর
২৬	কুমিলস্না	২৪	০	০	০	৬	৫	৩	উপপরিচালক (টিসি), হোমনাকুমিলস্নস্না ,
২৭	চট্টগ্রাম	১২	০	০	০	৪	৩	২	উপপরিচালক (বীবি), ট্টগ্রাম
২৮	ফেনী	৯	০	০	০	২	২	১	উপপরিচালক (বীউ), ফেনী
২৯	কক্সবাজার	১৩	০	০	০	৫	৪	১	সিনিয়র সহঃ পরিঃ(খামার), কক্সবাজার
৩০	বরিশাল	১৭	০	০	০	৪	৪	১	উপপরিচালক (টিসি), বরিশাল
৩১	পটুয়াখালী	১৭	০	০	০	৫	৬	১	উপপরিচালক (বীবি), পটুয়াখালী
মোট =		৬০২	৫০	১৩	৯	১৫৬	১৫০	৫১	
সর্বমোট =		প্রদর্শনী প্লটটি ৬৭৪ =							
		মাঠ দিবসটি১৫৬ =							
		কৃষক প্রশিক্ষণ ব্যাচ ১৫০ =(১ ব্যাচজন ৩০=)							

১৩.১। **<u>টিস্যু কালচারের মাধ্যমে প্লান্টলেট (অনুচারা) উৎপাদন-</u>** প্রকল্পের আওতায় ৯ লক্ষ প্লান্টলেট উৎপাদনের সংস্থান ছিল। এর বিপরীতে প্রকল্প মেয়াদে টিস্যু কালচারের মাধ্যমে ল্যাবরেটরীতে ১২ লক্ষ প্লান্টলেট (অনুচারা) উৎপাদন করা হয়েছে। উৎপাদিত প্লান্টলেট থেকে মিনি টিউবার উৎপাদন করা হয় এবং তা থেকে ব্রিডার ও ভিত্তি বীজ উৎপাদন করে কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ করা হয়েছে। এখনো এ প্রক্রিয়া অব্যহত রয়েছে দেখা গেছে।

১৩.২। **<u>ল্যাবরেটরি ক্যামিক্যাল সংগ্রহ:</u>** প্রকল্পের আওতায় টিস্যু কালচার ল্যাবরেটরির জন্য বিভিন্ন ধরনের ক্যামিক্যাল সংগ্রহ করা হয়েছে। সংগৃহীত ক্যামিক্যাল টিস্যু কালচার ল্যাবরেটরিতে প্রকল্প মেয়াদে ব্যবহার করা হয়েছে মর্মে সংশ্লিষ্টদের নিকট থেকে জানা যায়। এ প্রক্রিয়া এখনো অব্যহত রয়েছে। সংগৃহীত ক্যামিক্যালের একটি তালিকা নিম্নে দেয়া হলো:

1. Laboratory Chemicals for Tissue Calture Laboratory (2015-2016)

Item No	Name of Item with description	Unit of Measurement	Qty Of units Required	Country of Origin	Full Technical Specifications and Standards
1	2	3	4	5	
01.	Agar	Kg	80	Germany	Guaranteed Reagent (GR) Grade for Plant Tissue Culture
02.	Ammonium Nitrate (NH4NO3)	Kg	20	Germany	GR grade for Plant Tissue Culture

Item No	Name of Item with description	Unit of Measurement	Qty Of units Required	Country of Origin	Full Technical Specifications and Standards
1	2	3	4	5	
03.	Potassium Nitrate (KNO3)	Kg	20	Germany	GR grade for Plant Tissue Culture
04.	Potassium Di-hydrozen ortho-phosphate (KH2 PO4)	Kg	02	Germany	GR grade for Plant Tissue Culture
05.	Sucrose	Kg	128	Germany	GR grade for Plant Tissue Culture
06.	Ethanol (C2H5OH)	Liter	100	Germany	GR grade for Plant Tissue Culture
07.	Methanol (CH3OH)	Liter	150	Germany	GR grade for Plant Tissue Culture
08.	Mercuric Chloride (HgCl2)	gm	50+50	Germany	GR grade for Plant Tissue Culture
09.	Bacteriocide (Streptomycine Sulphate 90% + Tetracycline 10%)	6gm/pkt	800	Germany	As Standard

Laboratory Chemicals for Tissue Calture Laboratory (2016-2017)

Item No	Name of Item with description	Unit of Measurement	Qty Of units Required	Country of Origin	Full Technical Specifications and Standards
1	2	3	4	5	
01.	Ammonium Nitrate (NH_4NO_3)	Kg	40	Germany	Guaranteed Reagent (GR) Grade for Plant Tissue Culture
02.	Potassium Nitrate (KNO_3)	Kg	40	Germany	GR grade for Plant Tissue Culture
03.	Agar	Kg	120	Germany	GR grade for Plant Tissue Culture
04.	Sucrose	Kg	180	Germany	GR grade for Plant Tissue Culture
05.	Ethanol (C_2H_5OH)	Litre	200 00	Germany	GR grade for Plant Tissue Culture
06.	Methanol (CH_3OH)	Litre	150	Germany	GR grade for Plant Tissue Culture
07.	Bacteriocide (Streptomycine Sulphate 90% + Tetracycline 10%)	6 gm/pkt	1500	Germany	GR grade for Plant Tissue Culture
08.	Potassium Di-hydrozen ortho-phosphate (KH_2PO_4	Kg	2	Germany	GR grade for Plant Tissue Culture
09.	Magnesium sulfate ($MgSo_4.7H_2O$)	Kg	1	Germany	GR grade for Plant Tissue Culture
10.	Sodium EDTA (Na_2EDTA Salt)	Kg	1	Germany	GR grade for Plant Tissue Culture
11.	Ferrous sulfate ($FeSO_4.7H2O$)	Kg	1	Germany	GR grade for Plant Tissue Culture
12.	Myo-Inositol	Kg	2	Germany	GR grade for Plant Tissue Culture
13.	Carbendazim	Kg	20	Germany	GR grade for Plant Tissue Culture
14.	Calcium chloride ($CaCl_2$. $2H_2O$)	gm	500	Germany	GR grade for Plant Tissue Culture
15.	Boric acid (H_3BO_3)	gm	500	Germany	GR grade for Plant Tissue Culture
16.	Manganese sulfate (MnSO4. $4H_2O$)	gm	500	Germany	GR grade for Plant Tissue Culture

Item No	Name of Item with description	Unit of Measurement	Qty Of units Required	Country of Origin	Full Technical Specifications and Standards
1	2	3	4	5	
17.	Zinc sulfate ($ZnSO_4$. $4H_2O$)	gm	500	Germany	GR grade for Plant Tissue Culture
18.	Potassium iodide (KI)	gm	500	Germany	GR grade for Plant Tissue Culture
19.	Sodium Molebdate ($Na_2MoO_4.2H_2O$)	gm	500	Germany	GR grade for Plant Tissue Culture
20.	Copper sulfate ($CuSO_4.5H_2O$)	gm	500	Germany	GR grade for Plant Tissue Culture
21.	Cobalt ($CoCl_2.6H_2O$)	gm	500	Germany	GR grade for Plant Tissue Culture
22.	Thiamine HCl	gm	100	Germany	GR grade for Plant Tissue Culture
23.	Nicotinic Acid	gm	100	Germany	GR grade for Plant Tissue Culture
24.	Pyridoxine HCl	gm	100	Germany	GR grade for Plant Tissue Culture
25.	Glycine	gm	500	Germany	GR grade for Plant Tissue Culture
26.	Napthyl Acetic Acid (NAA)	gm	10	Germany	GR grade for Plant Tissue Culture
27.	Giberellic Acid (GA3)	gm	10	Germany	GR grade for Plant Tissue Culture
28.	Ca-D-Pentothenate	gm	50	Germany	GR grade for Plant Tissue Culture
29.	Benzyl Adenine (N_6BA)	gm	2	Germany	GR grade for Plant Tissue Culture
30.	Mercuric Chloride (Hg_2Cl_2)	gm	50	Germany	GR grade for Plant Tissue Culture
31.	Chlorocholine Chloride (CCC)	gm	100	Germany	GR grade for Plant Tissue Culture
32.	Buffer Tablet (PH=4.0)	tablet	10	Germany	GR grade for Plant Tissue Culture
33.	Buffer Tablet (PH=7.0)	tablet	10	Germany	GR grade for Plant Tissue Culture
34.	Buffer Tablet (PH=10.0)	tablet	10	Germany	GR grade for Plant Tissue Culture
35.	Savlon	litre	20	Germany	GR grade for Plant Tissue Culture
36.	Chlotech/NaOCl	litre	100	Germany	GR grade for Plant Tissue Culture
37.	Formalin	Kg	20	Germany	GR grade for Plant Tissue Culture

Item No	Name of Item with description	Unit of Measurement	Qty Of units Required	Country of Origin
1	2	3	4	5
01.	DNA Extraction kit	48 reactions	20	USA
02.	Ethidium Bromide Solution	10 ml	1	USA
03.	Blue/ Orange Loading Dye 6X	3 ml	1	USA
04.	50X Tris-acetate (TAE)	1 L	2	USA
05.	Tag DNA Polymerase	100 reactions	15	USA
06.	10X Tag DNA Polymerase Buffer	500 U	1	USA
07.	Random Decamer Primer (10pmol/reactions)	25 nMol	2000	USA
08.	dNTP mix (Deoxynucleotide tri-phosphate)	1 ml	1	USA
09.	MgCl2	5 ml	1	USA
10.	Template DNA Ladder	250 ul	1	USA
11.	10x TBE buffer	1 L	1	USA
12.	Molecular Biology grade Agarose	100 g	1	USA
13.	Amplified DNA Product Purification kit	50 reactions	5	USA
14.	Restriction Enzyme	100 µg	1	USA
15.	NaCl Molecular Biology grade	1 kg	1	USA
16.	DTT	5 gm	1	USA
17.	Aliquot enzyme Index kit	96 Index	3	USA
18.	Fast Blast DNA Stain	60 ml	2	USA
19.	DNA Standard/ Hind3 Lamda digest	500 ul	1	USA
20.	Genetic Analyzer kit	24 reactions	5	USA
21.	Formamide Reagent kit	24 reactions	3	USA
22.	Bacteriocide (Streptomycine Sulphat 90%+ Tetracycline 10%)	6 g	2000	India
23.	Amonium Nitrate	1 Kg	30	Germany
24.	Potassium Nitrate	1 Kg	30	Germany
25.	Agar Powder	10 Kg	100	Germany
26.	Sucrose	50 Kg	150	Germany
27.	Murashige & Skoog medium	220.3g	400	USA
28.	ELISA Kit for PVY & PLRV	480 test	2	USA

১৩.৩। **ল্যাবরেটরি যন্ত্রপাতি এবং গ্লাসওয়ার সংগ্রহ:** বিএডিসি'র বিদ্যমান দু'টি টিস্যু কালচার ল্যাবরেটরিসহ প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত টিস্যু কালচার ল্যাবরেটরি, সীড হেলথ ল্যাবরেটরি ও ডিএনএ ফিঙ্গার প্রিন্টিং ল্যাবরেটরি'র জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিভিন্ন যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে। ল্যাবরেটরি গুলি পরির্দশন কালে দেখা যায় সংগৃহীত যন্ত্রপাতিগুলো ল্যাবরেটরিতে ব্যবহৃত হচ্ছে। এখনো সবগুলি যন্ত্রপাতি সচল আছে এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ তা নিয়মিত ব্যবহার করছেন। সংগৃহীত যন্ত্রপাতির তালিকা নিম্নে দেয়া হ'ল:

Laboratory Equipment & Glassware for Tissue Culture Laboratory: 2015-16

Item No.	Description Of Item	Unit of Measurement	Qty Of units Required	Country of Origin
1	Laminar Air Flow Cabinet	Nos	02	France
2	Incubator	Nos	01	Japan
3	Oven	Nos	01	LG/Panasonic
4	Deionizer	Nos	01	USA
5	Distillation Unit	Nos	01	UK

Item No.	Description Of Item	Unit of Measurement	Qty Of units Required	Country of Origin
6	P^H meter	Nos	02	USA
7	Test tube	Nos	4000	Chaina

Laboratory equipment & glassware 2016-17

A. List of Laboratory equipment for tissue culture laboratory:

Item No.	Description Of Item	Unit of Measurement	Qty Of units Required	Country of Origin
1	Laminar Air Flow Cabinet	Nos	02	France
2	Horizontal Autoclave	Nos	01	Japan
3	Microwave Oven 40 liter	Nos	01	LG/Panasonic
4	Digital balance 0.001-500 gm	Nos	01	Japan
5	Digital balance 1-3000 gm	Nos	02	Japan
6	**Homogenizer**	Nos	01	Germany
7	Stirrer (Magnetic Stirrer)	Nos	01	Germany
8	Automatic media dispenser	Nos	02	Germany
9	Digital Zoom Microscope	Nos	02	Germany
10	Water heater	Nos	01	Local market
11	Humidifier/ Fogger	Nos	04	Philipis
12	Split AC (2 -ton)	Nos	12	Carrier Brand
13	Refrigerator	Nos	01	Sharp Brand
14	Freezer	Nos	01	Siemens Brand
15	Double Shaker	Nos	02	Germany
16	Digital Hygrometer	Nos	10	USA
17	Digital Luxmeter	Nos	02	USA
18	Fire Extinguisher/ Protector	Nos	05	Local market
19	Hand Dryer	Nos	05	Siemens Brand
20	Cloth washing machine	Nos	01	LG Brand
21	Suction blower/ Vacuum cleaner	Nos	02	Hitachi Brand
22	Air curtain	Nos	04	National Brand
23	Aluminum ladder	Nos	02	Local market
24	Trolley as standard	Nos	05	Local market

B. List of Laboratory equipment for Seed health laboratory:

Item No.	Description Of Item	Unit of Measurement	Qty Of units Required	Country of Origin
1	ELISA washer with robotic stacker	Nos	01	USA
2	ELISA reader	Nos	01	Germany
3	Digital combine sampling machine	Nos	01 set	USA
4	Digital microscope	Nos	01	Germany
5	Distillation unit	Nos	01	UK
6	**Ultra Pure water**	Nos	**01**	UK
7	Autoclave	Nos	01	Japan
8	Biosafety Clean Bench	Nos	02	Japan
9	Air curtain	Nos	07	National Brand
10	Split AC (2-ton)	Nos	06	Carrier Brand
11	Refrigerator Double door	Nos	01	Sharp Brand
12	Scientific Refrigerator (-20 ° C)	Nos	01	Siemens Brand
13	pH meter	Nos	01	USA
14	Cloth washing machine	Nos	01	LG Brand
15	Suction blower/ Vacuum cleaner	Nos	02	Hitachi Brand
16	Aluminum ladder	Nos	02	Local market
17	8 Channel micropipette 100-200 µl	Nos	10	Germany
18	Single Channel micropipette	Nos	05	Germany
19	Surgical blade no -22	Nos	5000	Chaina/ Pakistan
20	Surgical knife	Nos	50	Chaina/ Pakistan
21	Bp blade handle no-4	Nos	10	Chaina/ Pakistan
22	Eye scooper	Nos	10	Chaina

Item No.	Description Of Item	Unit of Measurement	Qty Of units Required	Country of Origin
23	Eye potting pot	Nos	408	Local market
24	ELISA plate	Nos	1000	**Fisher/ NUCN Denmark**
25	Pipette tip	Nos	100000	Germany
26	Washing brush	Nos	100	Chaina

C. List of Laboratory equipment for DNA finger printing laboratory:

Item No.	Description Of Item	Unit of Measurement	Qty Of units Required	Country of Origin
1	PCR Machine	Nos	01	Japan
2	Horizontal Mini-Gel Systems	Nos	01	USA
3	Vertical Gel Electrophoresis System	Nos	01	USA
4	Refrigerated Centrifuge	Nos	01	Japan
5	High Speed Refrigerated Centrifuge	Nos	01	Japan
6	Mini Centrifuge	Nos	02	Japan
7	Gel Documentation System	Nos	01	USA
8	Ice Flake Machine	Nos	01	Italy
9	Ultra Pure Water Purification System	Nos	01	UK
10	Distilled Water Plant	Nos	01	UK
11	CO_2 Incubator	Nos	01	Japan
12	Microbiological safety cabinet	Nos	01	Japan
13	Shaker Incubator	Nos	01	USA
14	Ultra low temperature freezer	Nos	01	USA
15	Freezer	Nos	01	Singer
16	Magnetic stirrer	Nos	01	Germnay
17	Water bath	Nos	01	Japan
18	Ultrasonic bath	Nos	02	Germany
19	Vortex	Nos	01	Germany
20	pH meter	Nos	01	USA
21	Micro Oven	Nos	01	Panasonic Brand
22	Autoclave 20 liter	Nos	01	Japan
23	Liquid Nitrogen Container	Nos	03	USA
24	DNA sequencer/Analyzer	Nos	01	USA

D. List of Laboratory glassware for tissue culture laboratory:

Item No.	Description Of Item	Unit of Measurement	Qty Of units Required	Country of Origin
1	Test tube	Nos	11000	Chaina
2	Culture Bottle with cap 250ml	Nos	10000	India
3	Conical flask 500ml	Nos	10	Chaina
4	Conical flask 3000ml	Nos	10	Chaina
5	Conical flask 2000ml	Nos	10	Chaina
6	Conical flask 1000ml	Nos	10	Chaina
7	Conical flask 250ml	Nos	5000	Chaina
8	Beaker 500ml	Nos	5	India
9	Beaker 3000ml	Nos	5	India
10	Beaker 2000ml	Nos	5	India
11	Beaker 1000ml	Nos	5	India
12	Beaker 500ml	Nos	5	India
13	Pipette 10ml	Nos	5	India
14	Pipette 5ml	Nos	5	India
15	Pipette 2ml	Nos	5	India
16	Pipette 1ml	Nos	5	India
17	Pipette 0.5ml	Nos	5	India

Item No.	Description Of Item	Unit of Measurement	Qty Of units Required	Country of Origin
18	Measuring cylinder 1000ml	Nos	5	Chaina
19	Measuring cylinder 500ml	Nos	5	Chaina
20	Measuring cylinder 250ml	Nos	5	Chaina
21	Measuring cylinder 100ml	Nos	5	Chaina
22	Pipette pump as standard	Nos	5	Chaina
23	Petri dish (large) 200mm	Nos	10 pairs	Chaina
24	Petri dish (large)150mm	Nos	10 pairs	Chaina
25	Measuring bottle with screw cap	Nos	20	Chaina
26	Test tube cotton plug	Nos	15000	Bangladesh

E. List of Laboratory glassware for Seed health laboratory

Item No.	Description Of Item	Unit of Measurement	Qty Of units Required	Country of Origin
1	Conical flask 5000ml	Nos	10	Chaina
2	Conical flask 3000ml	Nos	10	Chaina
3	Conical flask 2000ml	Nos	10	Chaina
4	Conical flask 1000ml	Nos	20	Chaina
5	Conical flask 500ml	Nos	100	Chaina
6	Conical flask 250ml	Nos	100	Chaina
7	Test tube	Nos	1000	Chaina
8	Beaker 5000ml	Nos	10	India
9	Beaker 3000ml	Nos	5	India
10	Beaker 2000ml	Nos	5	India
11	Beaker 1000ml	Nos	5	India
12	Beaker 500ml	Nos	5	India
13	Pipette 10ml	Nos	5	India
14	Pipette 5ml	Nos	5	India
15	Pipette 2ml	Nos	5	India
16	Pipette 1ml	Nos	5	India
17	Pipette 0.5ml	Nos	5	India
18	Measuring cylinder 1000ml	Nos	5	Chaina
19	Measuring cylinder 500ml	Nos	5	Chaina
20	Measuring cylinder 250ml	Nos	5	Chaina
21	Measuring cylinder 100ml	Nos	5	Chaina
22	Pipette pump as standard	Nos	5	India
23	Petri dish (large)	Nos	100 pairs	Chaina
24	Petri dish (large)	Nos	200 pairs	Chaina
25	Petri dish (large)	Nos	200 pairs	Chaina
26	Slide	Nos	1000	Chaina
27	Cover slip	Nos	1000	Chaina
28	Wash bottle	Nos	20	India
29	Distilled water Jar	Nos	10	India/ Chaina
30	Test tube	Nos	100	Chaina
31	Amber color bottle	Nos	10	Germany
32	Measuring bottle with screw cap	Nos	10	Germany
33	Reagent bottle with screw cap	Nos	10	Germany

Laboratory Equipment & Furniture 2017-18

Item No.	Description Of Item	Unit of Measurement	Qty Of units Required	Country of Origin
A.	**Laboratory Equipment**			
1	Autoclave	Nos	04	Japan
2	Split AC	Nos	10	Thailand
3	Distilled Water Plant1	Nos	01	Malysia
4	Distilled Water Plant2	Nos	01	China
5	Q1Agility Liquid handler	Nos	02	Germany
6	96 well plates stand	Nos	03	USA

B. Laboratory Furniture:				
1	Laboratory Working Table with all Accessories	Nos	04	Local Origin
2	Wall Cabinet	Nos	10	Local Origin
3	Equipment Table/Equipment Station	Nos	18	Local Origin
4	Laboratory Almira	Nos	04	Local Origin
5	Laboratory Working Chair	Nos	50	Local Origin
6	File Cabinet	Nos	06	Local Origin
7	**Shelf with All Accessories**	r.m.	12	Local Origin

১৩.৪। সেন্ট্রাল টিস্যু কালচার ও সীড হেলথ ল্যাবরেটরি নির্মাণ: প্রকল্পের আওতায় ঢাকার মিরপুরে বিএডিসিসি'র নিজস্ব জমিতে ০.৫০ হেক্টর ভূমি উন্নয়ন করে একটি দ্বিতল ভবন তৈরী করা হয়েছে। দ্বিতল ভবনের মোট ব্যবহৃত উপযোগী আয়তন ৮১০ বর্গমিটার, ভবনের ২য় তলায় মোট ৮টি রুম রয়েছে। সেগুলোতে প্রকল্প পরিচালকের/যুগ্ম-পরিচালকের কক্ষসহ বিভিন্ন বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি রেখে ব্যবহার করা হচ্ছে। ELISA ল্যাব, Molecular ল্যাব সহ অন্যান্য ল্যাব রয়েছে। ভবনের নীচ তলার ১০টি কক্ষে টিস্যু কালচার ল্যাবের বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মকান্ড চলমান রয়েছে দেখা যায়। বাহ্যিক দৃষ্টিতে ভবনের নির্মাণ কাজ মানসম্পন্ন হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে। বিভিন্ন ল্যাবের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক র‍্যাক নির্মাণ করা হয়েছে।

১৩.৫। **নিয়ন্ত্রিত গ্রীণ হাউস নির্মাণ:** ঢাকার মিরপুরে বিএডিসি'র নিজস্ব জমিতে প্রকল্পের আওতায় উন্নয়নকৃত ভূমিতে নতুন দ্বিতল ভবনের পাশ্বে একটি ৪০০ বর্গ মিটার আয়তনের গ্রীণ হাউজ নির্মাণ করা হয়েছে। গ্রীণ হাউজে মোট ৬টি চেম্বার রয়েছে। গ্রীণ হাউজটি Colling unit, humidity controller এবং fogging সিস্টেম সমৃদ্ধ। সেখানে বিভিন্ন ফসলের গবেষনা কার্যক্রম চলমান রয়েছে দেখা গেল। পাশ্বে একটি গ্রীণ হাউজ নিয়ন্ত্রণ কক্ষও রয়েছে।

১৩.৬। **স্থায়ী ও অস্থায়ী নেট হাউস নির্মাণ:** নীলফামারীর ডোমারে ভিত্তিবীজ উৎপাদন খামারে ১টি স্থায়ী নেট হাউজ এবং ৩টি অস্থায়ী নেট হাউজ নির্মাণ করা হয়েছে এবং প্রয়োজন মোতাবেক ব্যবহার করা হচ্ছে।

১৩.৭। প্রকল্পের আওতায় মিরপুরে প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশসহ একটি বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন (জেনারেটর ২৫০-৩৫০ কেভিএ) স্থাপন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে স্থাপিত সাব-স্টেশনটি সচল ও কার্যক্ষম অবস্থায় দেখা গেছে। এছাড়া ডোমারে ১২০ মিটর ও মিরপুরে ৮০ মিটর মোট ২০০ রানিং মিটার সংযোগ সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। নির্মিত সড়ক ভালো অবস্থায় রয়েছে।

১৩.৮। প্রকল্পের আওতায় ১টি ৩ (তিন) টন ক্ষমতাসম্পন্ন ট্রাক এবং ২টি মটর সাইকেল ক্রয় করা হয়েছে। ট্রাকটি এবং মটর সাইকেল ২টি গাজীপুরের কাশিমপুরে খামারে ব্যবহার করা হচ্ছে।

১৪। **প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতিঃ** প্রকল্পের অনুকূলে আর্থিক অনুমোদন ছিল ২২৫৫.৭২ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে আর্থিক অগ্রগতি ২২৫৫.১৯ লক্ষ টাকা (৯৯.৯৮%) এবং বাস্তব অগ্রগতি প্রায় ১০০%।

৫। **প্রকল্পের জনবল নিয়োগ:** বিএসডিসি থেকে প্রেষণে প্রকল্পে কাজ করেছে। নতুন কোন জনবল নিয়োগ করা হয়নি।

১৬। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ** প্রকল্পটি বাস্তবায়ন মেয়াদে (মার্চ /২০১৫ হতে জুন/২০১৮পর্যন্ত) মোট ০১ (এক) জন প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। নিম্নে প্রকল্প পরিচালকদের তথ্য দেয়া হলোঃ

কর্মকর্তার নাম	পদবি	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	সময়কাল
ড .মোঃ রেজাউল করিম	যগ্ম পরিচালক ও প্রকল্প পরিচালক	পূর্ণকালীন	১৫/০৬/২০১৫ হতে অদ্যবধি

১৭। Procurement of Works/goods **এর উপর তথ্যাদিঃ**

১৭.১। ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে:

- ১ টি মিনিট্রাক ও ২ টি মটর সাইকেল,
- সেন্ট্রাল টিস্যু কালচার ও সীড হেলথ ল্যাবরেটরি নির্মাণ (৮১০ বর্গমি:),
- স্থায়ী ও অস্থায়ী নেট হাউজ নির্মাণ (৩০০ বর্গমি:),
- টিস্যু কালচার ল্যাবরেটরির কেমিক্যালস সংগ্রহ ,

- টিস্যু কালচার ল্যাবরেটরির যন্ত্রপাতি ও গ্লাসওয়ার সংগ্রহ ,
  - এ প্যাকেজগুলো সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে বাংলাদেশ মেশিন টুলস্ ফ্যাক্টরি থেকে ক্রয় ও নির্মাণ করা হয়েছে।

১৭.২। ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে:

- টিস্যু কালচার, সীড হেলথ্ ও ডিএনএ ফিঙ্গার প্রিন্টিং ল্যাবরেটরির কেমিক্যালস সংগ্রহ,
- টিস্যু কালচার, সীড হেলথ্ ও ডিএনএ ফিঙ্গার প্রিন্টিং ল্যাবরেটরির যন্ত্রপাতি ও গ্লাসওয়ার সংগ্রহ,
- নিয়ন্ত্রিত গ্রীণ হাউজ নির্মাণ (৪০০ বর্গমি:) ,
- জেনারেটরস্টেশন ক্রয় ও স্থাপন-ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার এবং ইলেকট্রিক্যাল সাব ,,
  - এ প্যাকেজগুলো সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে বাংলাদেশ মেশিন টুলস্ ফ্যাক্টরি থেকে ক্রয় ,নির্মাণ ও স্থাপন করা হয়েছে।

১৭.৩। ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে:

- ❖ টিস্যু কালচার, সীড হেলথ্ ও ডিএনএ ফিঙ্গার প্রিন্টিং ল্যাবরেটরির কেমিক্যালস সংগ্রহ, এবং
- ❖ টিস্যু কালচার, সীড হেলথ্ ও ডিএনএ ফিঙ্গার প্রিন্টিং ল্যাবরেটরির যন্ত্রপাতি ও ফার্নিচার সংগ্রহ,
- এ প্যাকেজগুলো ইজিপি এর মাধ্যমে ক্রয় করা হয়েছে।

১৮। **প্রকল্পের বাস্তবায়নোত্তর প্রভাব ও উপকারভোগীদের মতামত:**

১৮.১। প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে বিএডিসিতে উৎপাদিত প্রায় সমুদয় বীজ আলু টিস্যু কালচার প্রযুক্তির মাধ্যমে উৎপাদন করা হচ্ছে। ফলে নেদারল্যান্ড থেকে পূর্বের মতো বীজ আলু আমদানী করতে হচ্ছে না এবং বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হচ্ছে। বেসরকারিভাবেও নেদারল্যান্ড থেকে বীজ আলু আমদানীর পরিমানও কমে গেছে মর্মে জানা যায়। বিএডিসি কর্তৃক বীজ আলু আমদানীর তথ্যাদি নিম্নরূপ:

উৎপাদন বর্ষ	আমদানিকৃত বীজআলুর পরিমাণ
২০১২-২০১৩	৯৬ মেঃ টন
২০১৩-২০১৪	৭৫ মেঃ টন
২০১৪-২০১৫	৬০ মেঃ টন
২০১৫-২০১৬	২৫ মেঃ টন
২০১৬-২০১৭	০ মেঃ টন
২০১৭-২০১৮	০ মেঃ টন
২০১৮-২০১৯	০ মেঃ টন

১৮.২। টিস্যু কালচার প্রযুক্তির মাধ্যমে ড্রাগন ফ্রুট, শরীফা, মিশরীয় ডুমুর, সফেদা, অর্কিড ইত্যাদির অনুচারা উৎপাদন করা হয়েছে এবং ডোমার খামারে বর্ণিত ফসলসমূহের মাতৃবাগান তৈরী করা হয়েছে।

১৮.৩। বীজ আলুর ভাইরাস রোগের মাত্রা নিরূপনসহ বিভিন্ন বীজের স্বাস্থ্য পরীক্ষা, রোগবালাই সনাক্তকরণ এবং কৌলি সম্পদ দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করে নতুন নতুন জাত উদ্ভাবনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

১৯। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

পরিকল্পিত	অর্জিত
ক) বিদ্যমান দু'টি টিস্যু কালচার ল্যাবরেটরীতে টিস্যু কালচার প্রযুক্তির মাধ্যমে আলুর অনুচারা উৎপাদন করা ও বীজ আলুর আমদানী নির্ভশীলতা কমানো;	প্রকল্প মেয়াদে মোট ৯ লক্ষ প্লান্টলেট উৎপাদনের বিপরীতে ১২ লক্ষ প্লান্টলেট উৎপাদন করা হয়েছে। উৎপাদিত প্লান্টলেট থেকে মিনি টিউবার , তা থেকে ব্রিডার ও ভিত্তিবীজ উৎপাদন করে কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ করা হচ্ছে। বর্তমানে বিএডিসি'র উৎপাদিত প্রায় সমুদয় বীজ টিস্যু কালচার প্রযুক্তির মাধ্যমে উৎপাদন করা হয়েছে। ফলে গত তিন বৎসর যাবৎ নেদারল্যান্ড হতে বীজআলু আমদানী বন্ধ পূর্বক বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হচ্ছে। এছাড়াও এর প্রভাবে বেসরকারী ভাবে নেদারল্যান্ড হতে বীজ আলু আমদানির পরিমাণ কমে গেছে মর্মে জানা যায়।
খ) প্রস্তাবিত নতুন কেন্দ্রীয় টিস্যু কালচার ল্যাবরেটরীতে উদ্যানতত্ত্বীয় অনুচারা উৎপাদন করা;	টিস্যু কালচার প্রযুক্তির মাধ্যমে অর্কিড, শরীফা, ড্রাগ ন ফ্রুট ও মিশরীয় ডুমুর ইত্যাদির অনুচারা উৎপাদন করা হয়েছে। টিস্যু কালচার প্রযুক্তির মাধ্যমে ড্রাগণ ফ্রুটের কয়েকটি জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। এ সকল প্লান্টলেট দ্বারা ডোমার খামারে ছোট আকারে শরীফা, ড্রাগণ ফ্রুট, মিশরীয় ডুমুর ও সৌদি খেজুরের মাতৃ বাগান তৈরি করা হয়েছে। এছাড়াও প্রকল্পের আওতায় থাইল্যান্ড থেকে সংগৃহীত শরীফার জাত এদেশে প্রবর্তন করা হয়েছে এবং টিস্যু কালচার ল্যাবরেটরির সহায়তায় উক্ত শরীফা জাতের ৫০০০ টি

পরিকল্পিত	অর্জিত
	চারা উৎপাদনপূর্বক বিএডিসি'র এগ্রো সার্ভিস সেন্টার ও উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্রে সরবরাহ করা হয়েছে।
গ) বিদ্যমান দু'টি টিস্যু কালচার ল্যাবরেটরীর রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা ব্যয় বহন করা;	প্রকল্প চলাকলে বিদ্যমান টিস্যু কালচার ল্যাব রক্ষনাবেক্ষণ ও পরিচালনা ব্যয় নির্বাহ করা হয়েছে।
ঘ) বীজের স্বাস্থ্য পরীক্ষা, ডিএনএ ফিঙ্গার প্রিন্টিং ও সংগ্রহত্তোর মূল্যায়নের জন্য অবকাঠামো তৈরী করা;	বীজের স্বাস্থ্য পরীক্ষা, ও সংগ্রহত্তোর মূল্যায়নের জন্য সেন্ট্রাল টিস্যু কালচার ল্যাবরেটরি, সীড হেলথ্ ল্যাবরেটরি ও ডিএনএ ফিঙ্গার প্রিন্টিং ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত স্থাপনা সমূহে নিম্মোক্ত কার্যক্রম চালু রয়েছেঃ ● বীজআলুর ভাইরাস রোগের মাত্রা নিরূপণের জন্য Mechanized পদ্ধতিতে দ্রুত হাজার হাজার নমুনা বীজ ইলাইজা (Enzyme Linked Immuno Sorbant Assay) করার সুবিধা তৈরি এবং কার্যক্রম চলছে। ● দানাদারসহ উদ্যান জাতীয় ফসলের রোগব্যাধি PCR (Polymer Chain Reaction) পদ্ধতিতে সনাক্তকরণ ও দমনের জন্য পরামর্শ প্রদান করা যাচ্ছে। এছাড়াও রাশিয়ায় আলু রপ্তানির ক্ষেত্রে Ralstonia Solanacearum রোগ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। রাশিয়ায় চাহিদাকৃত আলুর নমুনা আলু PCR (Polymer Chain Reactioin) পদ্ধতিতে পরী ক্ষা করে Ralstonia Solanacearum প্যাথোজেন আছে কিনা তা নিশ্চিত হওয়া যাবে। ● বিএডিসি'র নিজস্ব কৌলিসম্পদ এর DNA ফিঙ্গার প্রিন্টিং কাজ শু রু করা হয়েছে। প্রয়োজনে Genome Study করা যাবে। ● কৌলিসম্পদ দীর্ঘদিন সংর ক্ষণ করা যাবে এবং তা জার্ম প্লাজম হিসেবে ব্যবহার করে নতুন জাত উদ্ভাবন করা যাবে।
চ) কৃষক পর্যায়ে নতুন ছাড়কৃত জাতের আলু, স্ট্রবেরী, কলা, আনারস ইত্যাদি ফসল জনপ্রিয় করার জন্য প্রদর্শনী প্লট স্থাপন, মাঠ দিবসের আয়োজন এবং কৃষক এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান;	▪ প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ফসলের ৬৭৪টি প্রদর্শনী প্লট করা হয়েছে এবং ১৫৬টি মাঠ দিবসের আয়োজন করা হয়েছে. ▪ ১৫০টি ব্যাচে (প্রতি ব্যাচে ৩০ জন) সংশ্লিষ্ট এলাকার ৪৫০০ জন কৃষকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, ▪ ৫ জন কর্মকর্তাকে থাইল্যান্ডে ১৫ দিনের এবং ২৪০ জন কর্মকর্তাকে টিস্যু কালচার প্রযুক্তি এবং Agricultural Bio Technology বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
ঙ) বীজ বা প্লা ন্টিং ম্যাটেরিয়াল কৃষক পর্যায়ে বিতরণের পূর্বে মান নিরূপণের জন্য সংগ্রহত্তোর যাচাই (Post Harvest Verification) করা;	বীজ বা প্লা ন্টিং ম্যাটেরিয়াল কৃষক পর্যায়ে বিতরণের পূর্বে মান নিরূপণের জন্য নিয়ন্ত্রিত গ্রীণ হাউজ স্থাপন করা হয়েছে যাতে ▪ বীজআলুসহ শীত মৌসুমের অন্যান্য ফসলের বীজ বিতরণের পূর্বেই পরী ক্ষা (Grow out test) করে বীজের মান নিশ্চিত হয়ে কৃষকদের নিকট সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে গ্রিন হাউজে দিনের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করে। ▪ Flowering ও Crossing এর মাধ্যমে আলুর নতুন জাত উদ্ভাবন করার সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে। ▪ প্রাথমিকভাবে স্বল্প পরিসরে এ্যারোফনিক্স এর মাধ্যমে আলুর মিনি টিউবার উৎপাদন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, ▪ টিস্যু কালচারের মাধ্যমে অর্কিড, জারবেরা, কলা, আনারস ইত্যাদি ফসলের উৎপাদিত প্লান্টলেট rare-up করা যাবে এবং এ সকল ফসলের উপর গবেষণা করার অবকাঠামো সৃষ্টি হয়েছে, ▪ বেগুন, টমেটো, মিষ্টি কুমড়াসহ অন্যান্য ফসলের হাইব্রিড লাইন তৈরি করা র ক্ষেত্র পুস্তুত হয়েছে। ▪ নিয়ন্ত্রিত তাপমাত্রায় যে কোন ফসলের চাহিদাকৃত তাপমাত্রার Adaptative ট্রায়াল করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ▪ এছাড়া ও একটি স্থায়ী ও তিনটি অস্থায়ী নেটহাউজ নির্মাণ করা হয়েছে ফলে আলু উৎপাদন মৌসুমে উৎপাদিত প্লান্টলেট হতে মেরিস্টেম সংগ্রহ করা যাবে এবং উক্ত নেটহাউজে বিভিন্ন ফসলের প্লান্টলেট পরিচর্যার মাধ্যমে তা রোপনযোগ্য করা যাবে

২০। **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে তার কারণঃ**প্রকল্পটির উদ্দেশ্য সম্পূর্ণই অজিত হয়েছে। তাই বাস্তবায়িত প্রকল্পটিকে একটি সফল প্রকল্প বলা যায়।

২১। সাধারণ পর্যবেক্ষণ

২১.১। প্রদর্শনী খামার সংশ্লিষ্ট প্রায় সকলেই আলু, স্ট্রবেরী, কলা ও আনারস চাষ অব্যহৃত রেখেছেন;

২১.২। সঠিক সময়ে উন্নতজাতের বীজ আলু উৎপাদন করে তা কৃষক পর্যায়ে বিতরণ করা সম্ভব হচ্ছে। এই সক্ষমতা টেকসই ও দৃঢ় করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে;

২১.৩। বিএডিসি'র স্থাপিত টিস্যু কালচার ল্যাব হতে বর্তমানে ৬ লক্ষ আলুর প্লান্টলেট উৎপাদন করছে। যা দিয়ে প্রায় ৩৬০০০ মে.টন বীজ আলু সরবরাহ করছে। পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিকট থেকে জানা যায় সরকারের তরফ থেকে আগামী ৩ বছরের মধ্যে ৬০,০০০ মে.টন আলু বীজ উৎপাদনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বীজ আলুর বর্ধিত চাহিদা মিটানোর জন্য আরো ৬ লক্ষ প্লান্টলেটসহ মোট ১২ লক্ষ প্লান্টলেটের প্রয়োজন হবে;

২১.৪। বাংলাদেশ থেকে আলু রপ্তানীর সুযোগ রয়েছে। কিন্তু রপ্তানীর পূর্বে রপ্তানীকারকদের নমুনা আলু পরীক্ষার জন্য সুবিধাদি বৃদ্ধি করা প্রয়োজন;

২১.৫। জীব প্রযুক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন দেশী-বিদেশী ফল ও সবজির রোগমুক্ত চারা উৎপাদন ও তা Invitro সংরক্ষণের জন্য আরো টিস্যু কালচার ল্যাবরেটরিসহ গ্রীণ হাউস, হাইড্রোফনিক্স ও এ্যারোফনিক্স পদ্ধতিতে অনুচারা উৎপাদনের সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়োজন রয়েছে।;

২১.৬। রপ্তানী যোগ্য আলুর পরীক্ষা/ বিভিন্ন ধরনের বীজের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে রোগব্যাধি সনাক্ত করণ, মাননিয়ন্ত্রণ ও রোগ দমনের জন্য পরামর্শ প্রদানের কাজ জোরদার করণের নিমিত্তে সমাপ্ত প্রকল্পের নির্মিত সীড হেলথ ল্যাবরেটরির সক্ষমতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন;

২১.৭। টিস্যু কালচার ল্যাব এবং গ্রীণ হাউজ ক্যাজুয়াল শ্রমিক দিয়ে চালানো হচ্ছে;

২১.৮। সকল নির্মাণ কাজ এবং সংগৃহীত সকল যন্ত্রপাতি উন্নত মান সম্পন্ন মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে। নির্মাণ কাজ ভালো অবস্থায় আছে এবং সকল যন্ত্রপাতি সচল অবস্থায় আছে; এবং

২১.৯। টিস্যু কালচার প্রযুক্তি ব্যবহার ও গ্রীণ হাউজ সুবিধা কাজে লাগিয়ে নতুন জাত উদ্ভাবন, মান-সম্পন্ন বীজ বা প্লান্টিং ম্যাটেরিয়াল কৃষক পর্যায়ে বিতরণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

২২। বাস্তবায়ন সমস্যা:

প্রকল্পটি বাস্তবায়নে উল্লেখয়োগ্য কোন সমস্যা পরিলক্ষিত হয়নি মর্মে জানা যায়।

২৩। সুপারিশ/মতামতঃ

২৩.১। বীজ আলুর বর্ধিত চাহিদা মিটানোর জন্য অর্থাৎ অতিরিক্ত আরো ৬ লক্ষ প্লান্টলেট উৎপাদনের জন্য নতুন টিস্যু কালচার ল্যাব এবং বীজ/আলুর স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য সীড হেলথ ল্যাব স্থাপনসহ একটি ফলোআপ প্রকল্প গ্রহণের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে, (অনুচ্ছেদ-২১.৩, ২১.৪, ২১.৫ ও ২১.৬);

২৩.২। বাস্তবায়িত/বিদ্যামান টিস্যু কালচার ল্যাব ও সীড হেলথ ল্যাব পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষণ ব্যয় নির্বাহের জন্য ল্যাবগুলিকে বিএডিসি'র রেগুলার কর্মসূচির আওতায় আনতে হবে;

২৩.৩। পূর্ণক্ষমতায় সুফল পেতে ল্যাবগুলোতে ক্যাজুয়াল শ্রমিকের পরিবর্তে প্রয়োজনীয় যোগ্যতাসম্পন্ন ল্যাবরেটরি এসিস্টেন্ট এবং গ্রীণ হাউজ টেকনিসিয়ান নিয়োগ প্রদানের বিষয়টি বিবেচনায় রাখা যেতে পারে, (অনুচ্ছেদ-২১.৭);

২৩.৪। টিস্যু কালচার প্রযুক্তির ব্যবহার ও গ্রীণ হাউজ সুবিধা কাজে লাগিয়ে নতুন জাত উদ্ভাবন, মান সম্পন্ন বীজ বা প্লান্টিং ম্যাটেরিয়াল উৎপাদন/ব্যবহারে বিএডিসি'র রিসার্চ সেলকে আরও কার্যকর/শক্তিশালী করার উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে;

২৩.৫। প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যানবাহন, বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ও বিভিন্ন ধরনের ইকুইপমেন্ট টিওএন্ডই ভূক্ত/রেজিষ্টারভূক্ত করতে হবে, (অনুচ্ছেদ-১৩.৩ ও ১৩.৮)

২৩.৬। ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের External Audit সম্পাদন করতে হবে; এবং

২৩.৭ সুপারিশমতামতের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও তা আইএমইডি/কে এক মাসের মধ্যে অবহিত করতে হবে।

বরেন্দ্র এলাকায় খালে পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে সেচ সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত)শীর্ষক প্রকল্পের **সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন**

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৮)

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (আইএমই) বিভাগের পরিচালক মোসাঃ তাজকেরা খাতুন গত **-১৬১তারিখ ২০১৯ ,মার্চ ৮** রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁ জেলায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়িত "বরেন্দ্র এলাকায় খালে পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে সেচ সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত)" প্রকল্পের সমাপ্ত কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন , পরিদর্শনকালে প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কাগজ-পত্রাদি/তথ্যাদি পর্যালোচনার ভিত্তিতে প্রকল্পের পর্যবেক্ষণসমূহ নিম্নে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলঃ

ক। প্রকল্পের মৌলিক বিষয়াদিঃ

১.১ প্রকল্পের নাম ঃ "বরেন্দ্র এলাকায় খালে পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে সেচ সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত)"।

১.২ **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়** ঃ কৃষি মন্ত্রণালয়।

১.৩ নির্বাহী সংস্থা ঃ বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ)।

১.৪	প্রকল্পের অবস্থান	ঃ	জেলা	উপজেলা	সংখ্যা
			রাজশাহী	গোদাগাড়ী, পুঠিয়া ও চারঘাট ।	০৩
			চাঁপাইনবাবগঞ্জ	নাচোল ও গোমস্তাপুর ।	০২
			নওগাঁ	ধামুইরহাট, পত্নীতলা ও মহাদেবপুর।	০৩
১.৫	বাস্তবায়নকাল	ঃ	মুল : জানুয়ারি/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৭। সংশোধিত : জানুয়ারি/২০১৫ হতে জুন/২০১৮।		

১.৬ প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থা ঃ অনুমোদিত

১.৭ অর্থায়নের উৎস ঃ জিওবি অর্থায়নে

১.৮	অনুমোদিত মেয়াদ ও ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ	অনুমোদনের তারিখ	মেয়াদ	মেয়াদ হ্রাস/বৃদ্ধি	ব্যয়	ব্যয় হ্রাস/বৃদ্ধি
	ক) মূল মেয়াদ ও ব্যয়	ঃ	৩/২/২০১৫	জানুয়ারি/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৭		১২৫২৩.০০	
	খ) ১ম সংশোধিত মেয়াদ ও ব্যয়	ঃ	৮/২/২০১৭	জানুয়ারি/২০১৫ হতে জুন/২০১৮	+ ৬ মাস	১১৬১৩.০০	- ৯১০.০০ (- ৭.২৭%)

১.৯ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম ঃ ক) ৩৮.৮৫ কিঃমিঃ খাল ও ৭টি পুকুর পুনঃ খনন।
খ) ১৬ টি সাব-মার্জড ওয়্যার নির্মাণ।
গ) ২৫০ মিঃমিঃ ডায়া ১২১.০০কিঃমিঃ ইউপিভিসি পাইপ লাইন নির্মাণ।
ঘ) ৪০০মিঃমিঃ ডায়া ৮৩.৫০ কিঃমিঃ ইউপিভিসি/এমএস পাইপ লাইন নির্মাণ।
ঙ) ৭টি পন্টুন পাম্পসহ স্থাপন।
চ) ১০৬টি এলএলপি সোলার স্থাপন।
ছ) ৭টি স্থানে মোট ২৩টি সাব-স্টেশন।
জ) পাম্প ও পাইপ টেষ্টিং ল্যাব স্থাপন ১টি।
ঝ) বৃক্ষ রোপণ ৮০ হাজার টি।

১.১০ ৩০ জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতিঃ ১১৬১২.২২ লক্ষ টাকা বা ৯৯.৯৯% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

০২। পটভূমিঃ

রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁ জেলার গোদাগাড়ী , পুঠিয়া, চারঘাট, নাচোল, গোমস্তাপুর, মহাদেবপুর, পত্নীতলা ও ধামুইরহাট উপজেলা বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের ঠাঁ ঠাঁ বরেন্দ এলাকার অংশ। এখানের আবহওয়া অত্যন্ত শুষ্ক , তাপমাত্রা বেশী , বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খুব কম এবং ভূ -পরিস্থ পানির উৎস সীমিত। ফলে ভূ -পরিস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ কার্যক্রম পরিচালনা করার সুযোগ কম। প্রকল্প এলাকায় ৫০% হতে ৫২% জমিতে সেচ সুবিধা রয়েছে এবং অবশিষ্ট জমিগুলিতে বৃষ্টির উপর নির্ভর করে ফসল ফলানো হয়। বর্ষা মৌসুমে যখন বৃষ্টি কম হয় বা দীর্ঘায়িত খরা পরিলক্ষিত হয়, তখন আমন ধান সেচের অভাবে রোপণ করা যায় না। আবার ফুল আসার সময় অথবা ফসলের দানা হবার সময় সম্পূরক সেচের অভাব পরিলক্ষিত হয়। এতে হেক্টর প্রতি ফসল উৎপাদন কম হয় এবং গমসহ রবি শস্য চাষে বিঘ্ন ঘাটে। এ সময় সম্পূরক সেচের জন্য ভূ-পরিস্থ পানির অভাব পরিলক্ষিত হয়। ফলে এসব এলাকায় ফসলের নিবিড়তা কম। এ অবস্থা উত্তরনের লক্ষ্যে ৩৭৮০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা বৃদ্ধির জন্য এই প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

বর্তমান সরকার সেচের জন্য ভূ-পরিস্থ পানি ব্যবহারের উপর জোর দিয়েছেন। প্রকল্প এলাকায় অনেক নদী যেমন পদ্মা, মহানন্দা, আত্রাই নদী প্রবাহিত হয়েছে। বর্ষা মৌসুমে এ সকল নদী, শাখা-নদী/খাল পরিপূর্ণ হয়ে পানি প্রবাহিত হয় কিন্তু শুষ্ক মৌসুমে শাখা-নদী ও খালগুলো পানি শূণ্য হয়ে পরায় সেচ কাজে ব্যবহার করা যায় না। ফলে ভূ-গর্ভস্থ পানি সেচের জন্য মূল উৎস হিসাবে ব্যবহার করা হয়। তবে নদীগুলোর কিছু কিছু অংশে বা "দহ" তে সারা বছর পানি থাকে যা সেচ কাজে ব্যবহার করা সম্ভব। বিএমডিএ এ রকম কিছু স্থান নির্বাচন করেছেন যেখানে সারাবছর পানি থাকে যা দিয়ে সেচ কার্যক্রম পরিচালনা করা। প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকায় অনেক খাস খাল রয়েছে যেগুলো পলি পরে প্রায় সমতল হয়েছে। শুষ্ক মৌসুমে খালগুলোতে কোন পানি থাকে না। প্রস্তাবিত প্রকল্পের মাধ্যমে ১০৩ কিঃমিঃ খালে বৃষ্টির পানি ও নদীর পানি ধরে রেখে শুষ্ক মৌসুমে ব্যবহার করা, এর মধ্যে ৬৪.১৫ কিঃমিঃ খাল ইতোমধ্যে পুনঃখনন করা। অবশিষ্ট ৩৮.৮৫কিঃমিঃ খাল এই প্রকল্পের আওতায় পুনঃখনন করে পানি সংরক্ষনের জন্য সাব-মার্সড ওয়্যার নির্মাণ করা । পুনঃখননকৃত খালের দুপাড়ে বৃক্ষরোপণ করা।

আউশ, আমন ও রবি সেচ মৌসুমে নদীর যে অংশে সারাবছর পানি থাকে (স্থানীয় নাম দহ) সেই স্থান হতে সেন্টিফিউগ্যাল পাম্পের সাহায্যে পানি উত্তোলন করে ভূ-গর্ভস্থ পাইপের মাধ্যমে সেচ দেয়া হচ্ছে ও পুনঃ খননকৃত খালে সংরক্ষণ করা এবং এলএলপির মাধ্যমে খাল হতে সেই পানি সেচ কাজে ব্যবহার করা। ফলে ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর চাপ কমানো এবং পুনঃভরনে সহায়ক ভূমিকা তৈরি। পরিবেশের সাথে খাপখাইয়ে নিরাপদভাবে সেন্টিফিউগ্যাল পাম্প দিয়ে ভূ-পরিস্থ পানি ব্যবহার করে সারা বছর সেচ সুবিধা নিশ্চিত করা। ফলে সেচ এলাকা বৃদ্ধি এবং খরার হাত থেকে ফসল রক্ষা করা। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হওয়ায় প্রায় ৩৭৮০ হেক্টর জমিতে সারা বছর সেচ প্রদান করে ০.৩৭৮ লক্ষ মেট্রিক টন ফসল উৎপাদন করা, যার বর্তমান বাজার দর প্রায় ৭১.০০ কোটি টাকা। এ প্রকল্পটি মোট ১২৫.২৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১ জানুয়ারী, ২০১৫ হতে ডিসেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ৩/২/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ৮/২/২০১৭ তারিখে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী কর্তৃক ১ম সংশোধিত হিসাবে ১১৬.১৩ কোটি টাকা ব্যয়ে জানুয়ারী ২০১৫ হতে জুন ২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়।

০৩। উদ্দেশ্যঃ

ক) সারা বছর সেচ কাজের লক্ষ্যে ভূ-পরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি করা;
খ) ভূ-পরিস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে বরেন্দ্র এলাকায় ৩৭৮০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা নিশ্চিত করা এবং বছরে প্রায় ০.৩৭৮ লক্ষ মেঃ টন খাদ্য শস্য উৎপাদন করা;
গ) জলবায়ূ পরিবর্তন রোধ কল্পে পরিবেশ উন্নয়নের জন্য ০.৮০ লক্ষ বনজ, ঔষধি ও ফলদ চারা রোপণ;
ঘ) কৃষি কাজের মাধ্যমে দিন মজুর ও প্রান্তিক চাষীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা;
ঙ) শস্য উৎপাদনের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় আর্থ সামাজিক উন্নয়ন।

খ. প্রকল্পের অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য ঃ

০৪। প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থাঃ

প্রকল্পটি ১২৫.২৩ কোটি টাকা ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০১৫ হতে ডিসেম্বর, ২০১৭ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ৩/২/২০১৫ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটিতে ১০টি সোলার এলএলপি ও ৯৬টি বিদ্যুৎ চালিত এলএলপির সংস্থান ছিল। উক্ত ৯৬টি সহ মোট ১০৬টি সোলার এলএলপি স্থাপনের সংস্থান রেখে এবং আংশিক অতিরিক্ত কাজ করার সংস্থান রেখে ১১৬.১৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ৮/২/২০১৭ তারিখে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী কর্তৃক প্রকল্পের ১ম সংশোধন অনুমোদিত হয়।

০৫। অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী বছর ভিত্তক এডিপি বরাদ্দ অর্থ অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	এডিপি/ আরএডিপি বরাদ্দ		অর্থ অবমুক্তি			ব্যয়		
	মুল এডিপি বরাদ্দ	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট
২০১৪-১৫	৩০০.০০	৩০০.০০	৩০০.০০		৩০০.০০	২৯৯.৮৮		২৯৯.৮৮
২০১৫-১৬	৩৬০০.০০	৩১০০.০০	৩১০০.০০		৩১০০.০০	৩০৯৮.৬৫		৩০৯৮.৬৫
২০১৬-১৭	৪০০০.০০	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০		৪৫০০.০০	৪৪৯৯.৮১		৪৪৯৯.৮১
২০১৭-১৮	৩৭১৪.০০	৩৭১৪.০০	৩৭১৪.০০		৩৭১৪.০০	৩৭১৩.৮৮		৩৭১৩.৮৮
মোট	**১১৬১৪.০০**	১১৬১৪.০০	১১৬১৪.০০	০	১১৬১৪.০০	১১৬১২.২২	০	১১৬১২.২২

"বরেন্দ্র এলাকায় খালে পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে সেচ সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের সর্বশেষ অনুমোদিত ব্যয় ১১৬১৩.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের সরবরাহকৃত তথ্য অনুযায়ী জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১১৬১২.২২ লক্ষ টাকা; যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৯৯.৯৯% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

০৬। ৩০ জুন, ২০১৮ পর্যন্ত প্রকল্পের বিভিন্ন অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

ক্রঃ নং	অংগের বিবরণ	সর্বশেষ (১ম সংশোধিত) অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী মোট লক্ষ্যমাত্রা ও প্রাক্কলিত ব্যয়		জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	ভ্রমণ ভাতা , ডাক, টেলিফোন/টেলিগ্রাফ, রেজিষ্ট্রেশন ফি, পেট্রোল ও লুব্রিক্যান্ট, মূদ্রণ ও প্রকাশনা, মনোহারী, সীল ও স্ট্যাম্প, বইপত্র ও সাময়িকী, প্রচার ও বিজ্ঞাপন , অনিয়মিত শ্রমিক।	লট	৬০.০০	লট	৬০.০০
২	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/শিক্ষামূলক ভ্রমণ	৫ জন	১৮.০০	৫ জন	১৮.০০
৩	সম্মানী ভাতা/ফি/পারিশ্রমিক	লট	৮.০০	লট	৮.০০
৪	মর্ধবর্তী মূল্যায়ন	লট	৬.০০	লট	৬.০০
৫	খালের জরিপ কাজ	৩৮.৮৫কিঃমিঃ	১২.০০	৩৮.৮৫কিঃমিঃ	১২.০০
৬	কম্পিউটার সামগ্রী	লট	৮.০০	লট	৮.০০
৭	অন্যান্য	লট	৮.০০	লট	৮.০০
৮	যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন	লট	৮.০০	লট	৮.০০
	উপমোট (রাজস্ব) =		**১২৮.০০**		**১২৮.০০**
৯	জীপ গাড়ী	**১টি**	৭০.৫৬	**১টি**	৭০.৫৬
১০	২-কিউসেক সেন্ট্রিফিউগাল পাম্প ক্রয় (১২০ফুট হেড)	**৫১ সেট**	২০৪.০০	**৫১সেট**	২০৪.০০
১১	৫-কিউসেক সেন্ট্রিফিউগাল পাম্প ক্রয় (৫০ ফুট হেড)	৬ **সেট**	৬০.০০	৬ **সেট**	৬০.০০
১২	পাম্প ও পাইপ টেস্টিং/যন্তপাতি ক্রয়	লট	১৬০.০০	লট	১৬০.০০
১৩	১০০কেভিএ ট্রান্সফরমার ও ফিটিংস ক্রয়	**২৩সেট**	১০৩.৫০	**২৩সেট**	১০৩.৫০
১৪	বৈদ্যুতিক লাইন মেটারিয়াল ক্রয়	**৭সেট**	২৮.০০	**৭সেট**	২৮.০০
১৫	বৈদ্যুতিক প্রি-পেইড মিটার ক্রয়	**১৬৩সেট**	৮১.৫০	**১৬৩সেট**	৮১.৫০
১৬	১৫ অশ্ব শক্তি সম্পন্ন সোলার পাম্প ক্রয় ও স্থাপন	**১০৬সেট**	২৩৩২.০০	**১০৬সেট**	২৩৩২.০০

ক্রঃ নং	অংগের বিবরণ	সর্বশেষ (১ম সংশোধিত) অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী মোট লক্ষ্যমাত্রা ও প্রাক্কলিত ব্যয়		জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১৭	পন্টুন ও আনুষঙ্গিক মালামাল ক্রয়।	**৭সেট**	৪৯০.০০	**৭সেট**	৪৯০.০০
১৮	২৫০মিঃমিঃ ডায়া ইউপিভিসি পাইপ ও ফিটিংস ক্রয়	১৮৬৪০০মিঃ	১০২৫.২০	১৮৬৪০০মিঃ	১০২৫.১৪
১৯	৪০০ মিঃমিঃ ডায়া ইউপিভিসি পাইপ ও ফিটিংস ক্রয়	৮৩০০০মিঃ	৩০৭১.০০	৮৩০০০মিঃ	৩০৭১.০০
২০	৪০০মিঃমিঃ ডায়া এমএস পাইপ ক্রয়	৩০০০মিঃ	২২৫.০০	৩০০০মিঃ	২২৫.০০
২১	ফিতা পাইপ ও ফিটিংস ক্রয়	২৪৬০০মিঃ	৯৮.৪০	২৪৬০০মিঃ	৯৮.৪০
২২	২৫০মিঃমিঃ ডায়া রাইজার ভাল্ব ক্রয়	৩০০০টি	৬৬.০০	৩০০০টি	৬৬.০০
২৩	২৫০/৪০০ মিঃমিঃ ডায়া হুজ পাইপ ক্রয়	১৭১০মিঃ	২৮০.৪৪	১৭১০মিঃ	২৮০.৪৪
২৪	এমএস কলাম পাইপ ক্রয়	১৬৮০মিঃ	৫৭.১২	১৬৮০মিঃ	৫৭.১২
২৫	বৃক্ষ রোপণ	০.৮০**টি**	৫৩.৮০	০.৮০**টি**	৫৩.৮০
২৬	খাল পুনঃ খনন (১০৬৪০০০ঘন মিটার)	৩৮.৮৫কিঃমিঃ	৭৫১.৩২	৩৮.৮৫কিঃমিঃ	৭৫১.৩০
২৭	পুকুর পুনঃ খনন (৩৯৩৫০ ঘন মিটার)	**৭টি**	৩৫.৪১	**৭টি**	৩৫.৪১
২৮	সাব মার্জড ওয়্যার নির্মাণ	**১৬টি**	৫৫১.০০	**১৬টি**	৫৫১.০০
২৯	uPVC পাইপ লাইন নির্মাণ (২৫০ মিঃমিঃ ডায়া)	১৮১০০০মিঃ	৫৪৩.০০	১৮১০০০মিঃ	৫৪৩.০০
৩০	uPVC/MS পাইপ লাইন নির্মাণ(৪০০মিঃমিঃ ডায়া)	৮৩৫০০মিঃ	৮৭৬.৭৫	৮৩৫০০মিঃ	৮৭৬.০৯
৩১	পন্টুনের জন্য আরসিসি ল্যান্ডিং ও এ্যাজিং নির্মাণ।	৬টি	৪৮.০০	৬টি	৪৭.৯৬
৩২	আরসিসি বক্ষ কালভার্ট নির্মাণ	৩টি	৩৩.০০	৩টি	৩৩.০০
৩৩	রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ	৩.৫০**কিঃমিঃ**	২২৭.৫০	৩.৫০ **কিঃমিঃ**	২২৭.৫০
৩৪	পাম্প স্থাপন ও কমিশনিং	৫৭টি	৮.৫৫	৫৭টি	৮.৫৫
৩৫	বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ	৭কিঃমিঃ	২.৮০	৭কিঃমিঃ	২.৮০
৩৬	আভ্যন্তরিন ওয়্যারিংসহ ট্রান্সফরমার স্থাপন	২৩টি	১.১৫	২৩টি	১.১৫
	উপমোট (মূলধন)=		**১১৪৮৫.০০**		**১১৪৮৫.০০**
	সর্বমোট (রাজস্ব + মূলধন)=		**১১৬১৩.০০**	**(১০০%)**	**১১৬১২.২২ (৯৯.৯৯%)**

০৭। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ

প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন ও প্রকল্প পরিচালকসহ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সরবরাহকৃত তথ্য অনুযায়ী প্রকল্পের কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

০৮। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

প্রকল্প পরিচালকের নাম	পদবী	কার্যকাল	দায়িত্বের ধরণ
মোঃ শামসুল হোদা	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	প্রকল্পের শুরু হতে শেষ পর্যন্ত	পূর্ণকালীন

০৯। মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology)

প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসারণ করা হয়েছে:

- প্রকল্প দলিল পর্যালোচনা;
- কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত পিসিআর পর্যালোচনা;
- কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;

- প্রকল্পের আন্ত:মন্ত্রণালয় মূল্যায়ন কমিটি'র প্রতিবেদন পর্যালোচনা;
- PEC সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা'
- প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটি ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি'র কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তাব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিন পরিদর্শন ;
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রকল্প পরিচালক এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে মত বিনিময় এবং
- প্রকল্পের সরেজমিন পরিদর্শন এবং প্রকল্পের উপকারভোগী কৃষক ও সাধারণ কৃষকের সাথে আলোচনা।

গ. প্রকল্পের পরিদর্শন সংক্রান্ত তথ্যঃ

আইএমইডি বিভাগের পরিচালক মোসাঃ তাজকেরা খাতুন ১৬-১৮ **মার্চ,** ২০১৯ তারিখে রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁ জেলার বিভিন্ন উপজেলায় প্রকল্পটির বাস্তবায়িত কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ শামসুল হোদা, রাজশাহী রিজিয়নের নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মোঃ শরীফুল হক , নওগাঁ রিজিয়ন-১ এর নির্বাহী প্রকৌশলী জনাম মোঃ সমসের আলী, নওগাঁ রিজিয়ন-২ এর নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মোঃ আব্দুল মালেক চৌধুরী , চাঁপাই নবাবগঞ্জ রিজিয়ন এর নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম , পুঠিয়া জোনের সহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ সেলিম রেজা , মহাদেবপুর জোনের সহকারী প্রকৌশলী জনাব কাজী আশেকুর রহমান , পত্নীতলা জোনের সহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ ইন্তেখাফ আলম , ধামুইরহাট জোনের সহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ হাবিবুল আহসান , নাচোল জোনের সহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ শাহ্ মোহাম্মদ মঞ্জুরুল ইসলাম , গোমস্তাপুর জোনের সহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ জামিনুর রহমানসহ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত থেকে পরিদর্শন কাজে সহায়তা করেন এবং প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত সরবরাহ করেন।

১০। প্রকল্প পরিদর্শন ও সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

আলোচ্য প্রকল্পে জুন/২০১৮ পর্যন্ত ৩৮.৮৫কিঃমিঃ খাল ও ৭টি পুকুর পুনঃ খনন, ১৬টি সাব মার্জড ওয়্যার নির্মাণ , ২৫০মিঃমিঃ ডায়া ১২১.০০ কিঃমিঃ ইউপিভিসি পাইপ লাইন নির্মাণ , ৪০০মিঃমিঃ ডায়া ৮৩.৫০কিঃমিঃ ইউপিভিসি/এমএস পাইপ লাইন নির্মাণ , ৭টি পন্টুন পাম্পসহ স্থাপন, ১০৬টি সোলার এলএলপি স্থাপন, ৭টি স্থানে মোট ২৩টি সাব-স্টেশন, পাম্প ও পাইপ টেষ্টিং ল্যাব স্থাপন ১টি ও ৮০ হাজার টি ফলদ ও বনজ বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে। কাজগুলো পরিদর্শন করে দেখা যায় যে নদী থেকে উত্তোলিত পানি খালে সংরক্ষণ করে সোলার এলএলপি'র মাধ্যমে সেচ কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। বিবরণ নিম্নরূপঃ

১০.১। রাজশাহী জেলার পুঠিয়া ও চারঘাট উপজেলার কার্যক্রম পরিদর্শনঃ

প্রকল্পের আওতায় রাজশাহী জেলার পুঠিয়া ও চারঘাট উপজেলায় খাল ও পুকুর পুনঃখনন , সেন্টিফিউগ্যাল পাম্পসহ পন্টুন স্থাপন , সোলার এলএলপি স্থাপন, ২৫০মিঃমিঃ ও ৪০০ মিঃমিঃ ডায়া পাইপ লাইন নির্মাণ , সাব-মার্জড ওয়্যার নির্মাণ, রিটেইনিং ওয়াল ও বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এ দু 'টি উপজেলায় নদীতে পল্টুন স্থাপন , খাল খনন/পুনঃখনন, নদী হতে পানি উত্তোলন ও সঞ্চালনের ফলে ১) সেচকৃত জমির পরিমাণ - ৮২২ হেক্টর, ২) উৎপাদিত ফসলের পরিমাণ - ৫৫২৭ মেঃ টন এবং ৩) উপকারভোগী কৃষক পরিবার -৪৫০০ জন। পুঠিয়া ও চারঘাট উপজেলায় উপজেলায় সম্পাদিত কার্যক্রমসমূহের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নের টেবিলে উপস্থাপন করা হলঃ

টেবিলঃ পুঠিয়া ও চারঘাট উপজেলায় সম্পাদিতকার্যক্রমের তালিকা

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	কাজের পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
০১	নদীতে পন্টুন স্থাপন (হুজ পাইপ, কলাম পাইপ ও প্রি -পেইড মিটারসহ) মটরের কভার তৈরী, ল্যান্ডিং এ ৪০০মিঃমিঃ ডায়া পাইপের ওয়াই জংশনসহ।	১ সেট	১১১.৪৫
০২	পন্টুনের ল্যান্ডিং এর জন্য এজিং নির্মাণ	১ টি	৮.০০
০৩	৪০০মিঃমিঃ ডায়া ডেলিভারি পাইপ পারাপারে বক্স কালভার্ট নির্মাণ।	১টি	১১.০০
০৪	নদীর পানি উত্তোলনের জন্য পন্টুনে সেন্ট্রিফিউগ্যাল পাম্প স্থাপন	৭ সেট	৬৮.৫৫
০৫	পন্টুনে বিদ্যুৎ সংযোগের সাব-স্টেশন স্থাপন বৈদ্যুতিক লাইনসহ	১ সেট	১৯.৩৫
০৬	নদীর পানি সংরক্ষণের জন্য খাল পুনঃখনন	২৫.২ কিঃমিঃ	৪৮৭.৩৪
০৭	খালের পানি ধারণ করার জন্য সাব-মার্জড ওয়্যার নির্মাণ	২ টি	৬৮.৮৮
০৮	রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ	৩.৫ কিঃমিঃ	২২৭.৫০
০৯	খালের পানি উত্তোলনের সোলার এলএলপি স্থাপন (প্রি-পেইড মিটারসহ)	২০ সেট	৪৫০.০০
১০	সেচের জন্য ২৫০মিঃমিঃ ডায়া পাইপ লাইন নির্মাণ	৩০ কিঃমিঃ	২৭০.৮৬

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	কাজের পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
১১	পাইপ লাইনে ফিতা পাইপ স্থাপন	৪৪০০ মিটার	১৭.৬০
১২	পুনঃখননকৃত খালের পাড়ে বৃক্ষ রোপন	৪৫০০০ টি	৩০.২৬

১০.১.১। চারঘাট উপজেলার মুক্তারপুর পল্টুন পরিদর্শনঃ

রাজশাহী জেলার চারঘাট উপজেলায় পদ্মা নদীতে মুক্তাপুর ঘাটে স্থাপিত পল্টুন পরিদর্শন করা হয়। পন্টুনটির দৈর্ঘ্য ১৫.৫০ মিটার প্রস্থ ৭ মিটার, ভাসমান অবস্থায় পদ্মা নদীতে স্থাপন করা হয়েছে। পল্টুনের উপরে ৭টি সেন্ট্রিফিগ্যাল পাম্প স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি পাম্পের ডিসচার্জ ৫.০০ কিউসেক। পন্টুনের একটি ল্যান্ডিং এজিং নির্মাণ করা হয়েছে। পন্টুনে স্থাপিত পাম্পে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের জন্য ২০০কেভিএ করে ৩টি ট্রান্সফরমার মোট ৬০০ কেভিএ সাব-স্টেশন নির্মাণ করা হয়েছে। নদীতে স্থাপিত পন্টুনের পাম্প হতে ২৫০মিঃমিঃ ডায়া হুজ পাইপের মাধ্যমে নদীর তীরে ৩টি ৪০০মিঃমিঃ ডায়া এমএস ডেলিভারি পাইপের সাথে সংযোগ দেয়া হয়েছে। উক্ত ডেলিভারি পাইপের মাধ্যমে ৩৭০ মিটার দুরে ডিসচার্জ বক্সের মধ্যে পানি প্রবাহিত করা হচ্ছে । প্রবাহিত পানি ১.৪ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যের ইরিগেশন লাইনিং এর মাধ্যমে প্রায় ৩০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যের নারোদ খালে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। ৩৭০মিটার ডেলিভারি পাইপ ও ইরিগেশন লাইনিং স্থাপন করার লক্ষ্যে হেভি কালভার্ট ও লাইট কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে। নারোদ খালে সংরক্ষিত পানি ২০টি সোলার এলএলপি'র মাধ্যমে সেচ কাজে পানি সরবরাহ করা হয়। প্রতিটি সোলার এলএলপি 'র ডিসচার্জ ২.০০কিউসেক। প্রতিটি স্কীমে ২৫০মিঃমিঃ ডায়া ১৫০০ মিটার দৈর্ঘ্যের ইউপিভিসি পাইপ লাইন নির্মাণ করা রয়েছে। স্কীমগুলোতে সেচযোগ্য এলাকা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২৪০ মিটার দৈর্ঘ্যের ফিতা পাইপ রয়েছে। নারোদ খালের ঢাল অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণ পানি ধরে রাখার লক্ষ্যে ২টি সাব-মার্জড ওয়্যার নির্মাণ করা হয়েছে। মুক্তারপুর ঘাটে পল্টুন পরিদর্শন কালে পাম্প অপারেটর জনাব মোঃ তরিকুল ইসলাম (টেলিফোন নং-০১৮২৭৫৫৮২৪৮) সহ স্থানীয় সুবিধাভোগী কৃষকদের সাথে কথা বলে জানা যায় এই পানির মাধ্যমে প্রায় সারা বছর সেচ দিয়ে ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হয়। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের আগে জমিগুলো এক ফসলি ছিল। কৃষক সেচের মাধ্যমে সারা বছর ফসল উৎপাদন করতে পারায় উপকৃত হয়েছে বলে জানান।



চিত্র -১: **মুক্তারপুর পল্টুন**



চিত্র -২: নারোদ খাল পুনঃখনন

১০.১.২। চারঘাট উপজেলায় হলিদাগাছি সরদার পাড়ায় পুনঃখননকৃত নারোদ খালপরিদর্শনঃ

রাজশাহী জেলার চারঘাট উপজেলায় হলিদাগাছি সরদার পাড়া নামক স্থানে পুনঃখননকৃত নারোদ খাল পরিদর্শন করা হয়। নারোদ খালটি প্রায় ৫০ ফুট চওড়া এবং ১৫ ফুট গভীরতা করে পুনঃ খনন করা হয়েছে। খালের দুই পার্শ্বে ফলজ , বনজ ও ঔষধী চারা গাছ রোপণ করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে সুবিধাভোগী কৃষক জনাব মোঃ নওশাদ, পিতা জনাব আবু তাহের মোল্লা, জনাব মোঃ মিরাজ উদ্দিন (টেলিফোন নং-০১৭২৫৯৫৩৪৯৫), জনাব মোঃ আবু আহম্মেদ (টেলিফোন নং-০১৭৫০৩৩১৪১৭) সহ স্থানীয় জনগণের সাথে কথা বলে জানা যায় নারোদ খালটি একসময় নদী ছিল পরবর্তীতে নদী ভরাট হয়ে সরেজমিন হয়ে গিয়েছিল। সেখানে নদীর জায়গায় লোকজন চাষাবাদ করত। বর্তমানে প্রকল্পটির আওতায় নারোদ খাল পুনঃ খনন করে পানি প্রবাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং রবি মৌসুমে পদ্মা নদী হতে পানি উত্তোলন করে নারোদ খালে সংরক্ষণ করে সোলার এলএলপি 'র মাধ্যমে সেচ দিয়ে সারা বছর ফসল উৎপাদন করা হয়। খালটি পরিদর্শনের সময় দেখা যায় স্থানীয় লোকজন খালের দুপাড়ে কলা , ঢেড়স, লাউ, ইত্যাদি শাকসব্জি চাষ করেছে। এতে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় যথেষ্ট ভূমিকা রাখছে। তারা জানায় যে , গত ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে "প্রথম আলো পত্রিকায়" ৬ষ্ঠ পাতায় "রাজশাহীর হারানো নয়টি নদী ১০০ বছর পর একটি উদ্ধার " শিরোনামে একটি লেখা প্রকাশিত হয়। স্থানীয় বাসিন্দা জনাব আবু আহমেদ (টেলিফোন নং- ০১৭৫০৩৩১৪১৭) সহ উপস্থিত কৃষকবৃন্দ ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন যে , নারদ খাল খননের ফলে খালে পানি সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে তাদের জমিতে সেচ প্রদান এবং মৎস্য চাষে সুবিধা হলেও অনেকের কৃষি জমি

হারিয়েছে। তিনি জানান যে , বর্তমানে খননকৃত স্থানে তারা কোন খাল দেখেনি। তারা এসকল জমি তারা লোক মুখে শুনেছে যে , অনেক আগে এখানে খাল ছিল। বর্তমানে খালে সারা বছর পানি থাকলে তারা কৃষি কাজে উপকৃত হবার আশা বাদ ব্যঘাক্ত করেন। তবে খননকৃএত খালে প্রচুর কচুরিপানা জন্মেছে মর্মে দেখা যায়। স্থানীয় বাসিন্দারা জানায় যে , খালের উপর কোন ফুট ওভার ব্রীজ বা সেতু না থাকায় খালের অপর প্রান্তে অবস্থিত ক্ষেতের ফসল আনয়ন , গরু-ছাগল ও মানুষের যাতায়াতের অনেক অসুবিধা হয় বিধায় তারা খালের উপর মাঝে মাঝে ওভার ব্রীজ বা সেতু নির্মাণের অনুরোধ জানান।

১০.১.৩। চারঘাট উপজেলায় তালতলা বাজারের পশ্চিমে সোলার পাম্প পরিদর্শনঃ

রাজশাহী জেলার চারঘাট উপজেলার তালতলা বাজারের পশ্চিমে সোলার পাম্প পরিদর্শন করা হয়। সোলার পাম্পটি পুনঃখননকৃত নারোদ খালের পাড়ে স্থাপন করা হয়েছে। খালের পাড়ে সোলার পাম্প স্থাপন করায় কোন কৃষি জমি নষ্ট হয় নাই। নারোদ খালে রবি মৌসুমে পদ্মা নদী হতে পন্টুনে স্থাপিত পাম্পের মাধ্যমে পানি উত্তোলন করে সংরক্ষণ করা হয়। সেই পানি সোলার পাম্পের মাধ্যমে সেচ কাজে ব্যবহার করা হয়। সোলার পাম্পটিতে ৩১৫ ওয়াটের ৬৪ টি সোলার প্যানেল রয়েছে যার মোট ক্ষমতা ২০ .০০ কিলোওয়াট। মটরের ক্ষমতা ১৫ এইচপি এবং পাম্পের ডিসর্চাজ ২ .০০ কিউসেক। সোলার পাম্পে প্রি -পেইড মিটার সংযোজন করা হয়েছে। এতে কৃষক যে কোন সময় সহযেই সেচের পানি গ্রহণ করতে পারেন। সোলার পাম্পের মাধ্যমে সেচ দেয়ার জন্য ২৫০মিঃমিঃ ডায়া ১৫০০ মিটার দৈর্ঘের ইউপিভিসি পাইপ লাইন নির্মাণ করা হয়েছে। পাইপ লাইনের মাধ্যমে সেচ গ্রহণ করার জন্য ২৩টি আউটলেট রয়েছে। এছাড়াও দূরে সেচ গ্রহণের জন্য ২৪০ মিটার দৈর্ঘের ফিতা পাইপ রয়েছে। স্থানীয় কৃষকদের সাথে আলাপ করে জানা যায় সোলার পাম্পের মাধ্যমে সেচ গ্রহণ করায় তাদের বিদ্যুতের লোড শেডিং এর বিড়ম্বনায় পরতে হয় না । সোলার পাম্পের মাধ্যমে সকাল ৮ ০০. , টা পযন্ত সেচ গ্রহণ করতে পারে। স্কীমে পাইপ লাইন ও ফিতা পাইপ থাকায় যেকোন ফসলে যেমন পিয়াজ ০০.৫ টা হতে বিকাল রসূন, বিভিন্ন শাকসবজি যে গুলোতে পানি কম লাগে সেসব ফসলে সহজেই কৃষক সারা বছর সেচ দিতে পারে। এর ফলে কৃষিজমি বছরের কোন সময় আর পতিত থাকে না।



চিত্র -৩: সোলার পাম্পের অপারেটর মোঃ সাহারুল সরকার প্রিপেইড কার্ডের মাধ্যমে কৃষকদের জমিতে সেচ প্রদান



চিত্র -৪: পুনঃখননকৃত নারোদ খালের উভয় পাশে বৃক্ষ রোপন ও খালে মাছ চাষ

১০.১.৪। চারঘাট উপজেলার তালতলা বাজারের পশ্চিমে পুনঃখননকৃত নারোদ খাল ও বৃক্ষরোপন পরিদর্শনঃ

রাজশাহী জেলার চারঘাট উপজেলার তালতলা বাজারের পশ্চিমে সোলার পাম্প স্থাপিত স্থানের পুনঃখনকৃত নারোদ খাল ও রোপনকৃত বৃক্ষ পরিদর্শন করা হয়। ভরাট হয়ে যাওয়া নারোদ খাল পুনঃখনন করার ফলে বর্ষা মৌসুমে বৃষ্টির পানি ধরে রেখ সেচ কাজে ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে। তাছাড়া শুষ্ক মৌসুমে পদ্মা নদী হতে পানি উত্তোলন করে সংরক্ষণ করা হয় এবং সারা বছর সেচ দেয়া সম্ভব হয়। নারোদ খালে পানি সংরক্ষণের ফলে সেচের পাশাপাশি ভূ -গর্ভস্থ পানি পুনভরণ (recharge) হচ্ছে এবং বাতাসের আদ্রতা বৃদ্ধি পেয়ে পরিবেশ ঠান্ডা থাকছে । ভূ-পরিস্থ পানি দিয়ে সেচের ফলে ভূ -গর্ভস্থ পানির উপর চাপ কমানো সম্ভব হয়েছে। নারোদ খালে সংরক্ষিত পানি সেচ ছাড়াও বিভিন্ন রকম গৃহস্থালি কাজে যেমন পাট জাগ দেয়া , গোসল করা ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়াও খালে মৎষ্য চাষের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। পুনঃখননকৃত খালের দুপাড়ে গাছ লাগানো হয়েছে। ফলে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ব্যাপক ভূমিকা রাখছে স্থানীয় অধিবাসীরা জানায় । পরিদর্শনকালে দেখা যায় , খাল পাড়ের কোন কোন স্থানের গাছ মরে গেছে এবং বৃক্ষহীন রয়েছে। ফলে খাল পাড় ধ্বসে যাওয়ার এবং খাল ভরাট হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে।

১০.১.৫। রাজশাহী জেলার পুঠিয়া উপজেলার হলিদাগাছি পুনঃখননকৃত নারোদ খালে সাবমাজড ওয়্যার পরিদর্শনঃ

রাজশাহী জেলার পুঠিয়া উপজেলার হলিদাগাছি পুনঃখনকৃত নারোদ খালে নির্মিত সাবমারজড্ ওয়্যার (ক্রস ড্যাম) পরিদর্শন করা হয়। পুনঃখনকৃত নারোদ খালের ঢাল অনুযায়ী পানি ধরে রাখার জন্য সাবমারজড্ ওয়্যার নির্মাণ করা হয়েছে। সাবমারজড্ ওয়্যারের দৈঘ্য

৬৮ ফুট এবং মেইন ওয়ালের উচ্চতা ২মিটার। নারোদ খালের আপষ্টীমে নির্দিষ্ট পরিমাণ পানি রেখে অতিরিক্ত পানি মেইন ওয়ালে স্থাপনকৃত ভাল্বের মাধ্যমে ডাউন স্টীমে সরবরাহ করা। তাছাড়া সাবমারজড্ ওয়্যারের উপর ফুটওভার ব্রীজ তৈরী করা হয়েছে। এতে এলাকার লোকজন ফুট ওভার ব্রীজ দিয়ে খাল পারাপার হতে পারে। পরিদর্শনকালে দেখা যায় পার্শ্ববর্তী প্রাইমারী স্কুলের ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে ফুটওভার ব্রীজ দিয়ে স্কুলে যাচ্ছে। পরিদর্শনকালে সুবিধাভোগী কৃষক জনাব মোঃ শাহরুল সরকার (টেলিফোন নং-০১৭৯৩১৭৭৭২৩), জনাব মোঃ ইলিয়াস (টেলিফোন নং-০১৯২৪১৩২১৪৭), জনাব মোঃ ইসমাইল হোসেন (টেলিফোন নং-০১৭৫১৮৭৭০৪৮), জনাব মোঃ জমশেদ আলী, জনাব মোঃ রিয়াজ, জনাব মোঃ বদি রহমান জানান যে , নারদ খালের উপর সাবমারজড্ ওয়্যারটি নির্মাণের ফলে এলাকালার মানুষের অনেক সুবিধা হয়েছে। খাল খনন ও সাবমারজড্ ওয়্যারটি নির্মাণের ফলে জমিতে সেচ প্রদানের খরচ ও সময় অনেক কমে এসেছে। আগে প্রতি বিঘা জমিতে সেচ দিতে দুই /তিন ঘন্টা সময় লাগত। বর্তমানে মাত্র এক ঘন্টারও কম লাগে এবং খরচ হয় মাত্র ২০০.০০ টাকা।



চিত্র -৫: নারোদ খালে নির্মিত সাব-মার্জড ওয়্যার



চিত্র -৬: সুলতানগঞ্জ ঘাট এলাকায় স্থাপিত পন্টুন

১০.১.৬। রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলার কার্যক্রম পরিদর্শনঃ

প্রকল্পের আওতায় রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলায় নদীতে পল্টুন স্থাপন , খাল খনন/পুনঃখনন, নদী হতে পানি উত্তোলন ও সঞ্চালনের ফলে (১) সেচকৃত জমির পরিমাণ - ১১৮৫ হেক্টর, (২) উৎপাদিত ফসলের পরিমাণ - ৮২৯৫ মেঃ টন এবং (৩) উপকারভোগী কৃষক পরিবার -৫৯২৫ জন। গোদাগাড়ী উপজেলায় সম্পাদিত কার্যক্রমসমূহের তালিকা নিম্নরুপঃ

টেবিলঃ গোদাগাড়ী উপজেলায় সম্পাদিত কার্যক্রমের তালিকা

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	কাজের পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
০১	নদীতে পন্টুন স্থাপন (হুজ পাইপ , কলাম পাইপ ও প্রি -পেইড মিটারসহ) মটরের কভার তৈরী , ল্যান্ডিং এ ৪০০মিঃমিঃ ডায়া পাইপের ওয়াই জংশনসহ	০২ সেট	২২২.৯১
০২	পন্টুনের ল্যান্ডিং এর জন্য এজিং নির্মাণ	১ টি	৮.০০
০৩	নদীর পানি উত্তোলনের জন্য পন্টুনে সেন্ট্রিফিউগ্যাল পাম্প স্থাপন	১৪ সেট	৬৫.১০
০৪	পন্টুনে বিদ্যুৎ সংযোগের সাব-স্টেশন স্থাপন বৈদ্যুতিক লাইনসহ	২ সেট	৩৮.৭০
০৫	নদীর পানি সংরক্ষণের জন্য খাল পুনঃখনন	৫.৫ কিঃমিঃ	১০৬.৩৬
০৬	নদীর পানি সংরক্ষণের জন্য পুকুর পুনঃ খনন	৭ টি	৩৫.৪১
০৭	খালের পানি ধরে রাখার জন্য সাব-মার্জড ওয়্যার নির্মাণ	৩ টি	১০৩.৩১
০৮	নদী হতে পানি সঞ্চালনের জন্য ৪০০মিঃমিঃ ডায়া পাইপ লাইন নির্মাণ	১৮.৮২ কিঃমিঃ	৯৩৪.৫১
০৯	খালের পানি উত্তোলনের সোলার এলএলপি স্থাপন (প্রি-পেইড মিটারসহ)	২৪ সেট	৫৪০.০০
১০	সেচের জন্য ২৫০মিঃমিঃ ডায়া পাইপ লাইন নির্মাণ	৩৬ কিঃমিঃ	৩২৫.০৩
১১	পাইপ লাইনে ফিতা পাইপ স্থাপন	৪৯০০ মিটার	১৯.৬০
১২	পুনঃখননকৃত খালের পাড়ে বৃক্ষরোপণ	১৫০০০ টি	১০.০৯

১০.১.৭। গোদাগাড়ী উপজেলার সুলতানগঞ্জ পন্টুন পরিদশনঃ

রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলার পদ্মা নদীতে সুলতানগঞ্জ ঘাট এলাকায় স্থাপিত পন্টুন পরিদর্শন করা হয়। পন্টুনটির দৈর্ঘ্য ১৫ .৫ মিটার, প্রস্থ ৭.০০ মিটার। পন্টুনে মোট ৬টি সেন্ট্রিফিউগ্যাল পাম্প স্থান করা হয়েছে। প্রতিটি পাম্পের ডিসর্চাজ ২ .০০ কিউসেক করে মোট ১২.০০ কিউসেক পানি উত্তোলন করা হচ্ছে। মটরগুলোতে মটর কভার লাগানো হয়েছে। প্রতিটি মটরের সাথে ২৫০মিঃমিঃ ডায়া

হুজ পাইপ ও কলাম পাইপ দিয়ে ওয়াই জংশন এর মাধ্যমে ৪০০ মিঃমিঃ ডায়া প্রধান সঞ্চালন লাইনের সাথে সংযোগ করা হয়েছে। তিনটি মটরের পানি হুজ পাইপের মাধ্যমে ওয়াই জাংশন দিয়ে একটি ৪০০ মিঃমিঃ ডায়া প্রধান পাইপ লাইন দিয়ে পানি সঞ্চালন করা হচ্ছে। পন্টুন হতে খাল পযন্ত দুইটি সঞ্চালন লাইন নির্মাণ করা হয়েছে। সঞ্চালন লাইনের মোট ৫ .৪০ কিলো মিটার। এছাড়া পন্টুনের বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য ২০০ কেভিএ করে ৩টি মোট ৬০০কেভিএ সাব-স্টেশন তৈরী করা হয়েছে। এই পানি পুকুর/খালে সংরক্ষণ করে সেই পানি দিয়ে ৫টি পুকুরে ৫টি সোলার ও খালে ৬টি সোলার দিয়ে ৫৪৩ হেক্টর জমি সেচের আওতায় এসেছে। পরিদর্শনকালে এলাকার সুবিধাভোগী কৃষক জনাব মোঃ তরিকুল ইসলাম সহ উপস্থিত সুবিধাভোগী কৃষকবৃন্দ জানান যে , পন্টুন স্থাপন করে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি উত্তোলনপূর্বক কৃষকদের জমিতে সেচ দেয়ার ফলে সেচের খরচ অর্ধেকের নীচে নেমে এসেছে। আগে বিঘা প্রতি ২০০০.০০ টাকা খরচ হত। এখন বিঘা প্রতি ৮০০.০০ - ১০০০.০০ টাকা খরচ হয়।

১০.১.৮। গোদাগাড়ী উপজেলার বালিয়াঘাটা পন্টুন পরিদর্শনঃ

রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলার মহানন্দা নদীতে বালিয়াঘাট্টা এলাকায় স্থাপিত পন্টুন পরিদর্শন করা হয়। পন্টুনটির দৈর্ঘ্য ১৫ .৫ মিটার, প্রস্থ ৭.০০ মিটার। পন্টুনে মোট ৮টি সেন্ট্রিফিউগ্যাল পাম্প স্থান করা হয়েছে। প্রতিটি পাম্পের ডিসর্চাজ ২ .০০ কিউসেক করে মোট ১৬.০০ কিউসেক পনি উত্তোলন করা হচ্ছে। মটরগুলোতে মটর কভার লাগানো হয়েছে। প্রতিটি মটরের সাথে ২৫০মিঃমিঃ ডায়া হুজ পাইপ ও কলাম পাইপ দিয়ে ওয়াই জংশন এর মাধ্যমে ৪০০মিঃমিঃ ডায়া প্রধান সঞ্চালন লাইনের সাথে সংযোগ করা হয়েছে। চারটি মটরের পানি হুজ পাইপের মাধ্যমে ওয়াই জাংশন দিয়ে একটি ৪০০মিঃমিঃ ডায়া প্রধান পাইপ লাইন দিয়ে পানি সঞ্চালন করা হচ্ছে। পন্টুন হতে মির্জাপুর খাল পযন্ত দুইটি সঞ্চালন লাইন নির্মাণ করা হয়েছে। সঞ্চালন লাইনের মোট দৈর্ঘ্য ১৩ .৪২ কিলো মিটার। পন্টুনের একটি ল্যান্ডিং এজিং নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া পন্টুনের বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য ২০০ কেভিএ করে ৩টি মোট ৬০০কেভিএ সাব-স্টেশন তৈরী করা হয়েছে। এই পানি পুকুর /খালে সংরক্ষণ করে সেই পানি দিয়ে ১০টি পুকুরে ১০টি সোলার ও খালে ৩টি সোলার দিয়ে ৬৪২ হেক্টর জমি সেচের আওতায় এসেছে।

১০.১.৯। গোদাগাড়ী উপজেলার সাঁকোপুকুর এলাকায় সোলার পাম্প পরিদর্শনঃ

রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলার সাঁকোপুকুর স্থাপিত সোলার পাম্প পরিদর্শন করা হয়। সোলার পাম্পের ডিসচার্জ ২ .০০ কিউসেক। সোলার পাম্পে ২৫০মিঃমিঃ ডায়া ১৫০০ মিটার দৈর্ঘ্যের ইউপিভিসি পাইপ লাইন নির্মাণ করা হয়েছে। সোলার পাম্পে প্রি -পেইড মিটার লাগোনো রয়েছে। ফলে কৃষক প্রয়োজন অনুযায়ী কার্ডের মাধ্যমে সেচ গ্রহণ করতে পারছে। সাঁকোপুকুর এলাকায় কৃষি জমি উচু-নীচু ফলে ইউপিভিসি পাইপ লাইন দিয়ে উচু জমিতে সেচ প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে । তাছাড়া পাইপ লাইনগুলো ভূ -গর্ভস্থভাবে তৈরী করায় কোন কৃষি জমি নষ্ট হয় নাই। সেচের পানি অপচয় রোধ কল্পে এবং অধিক জমিতে সেচ প্রদানের জন্য ফিতা পাইপের ব্যবস্থা রয়েছে। পরিদর্শনকালে সুবিধাভোগী কৃষক জনাব মোঃ মোস্তফা (টেলিফোন নং-০১৭৮৯৩৪৮৩৮৯), জনাব মোঃ লতিফ , জনাব মোঃ লতিফুল লুটু , জনাব মোঃ মাসুদ রানা (টেলিফোন নং-০১৭৪৭৪৮১৯৯৫), জনাব মোঃ ভুট্টু (টেলিফোন নং-০১৭৪৯৭৮৮৩৯০) জানায় যে, বরেন্দ্র এলাকায় আগে শুধু বৃষ্টি র্নিভর একটি ফসল (আমন ধান) চাষ হত। বর্তমানে সাঁকোপুকুরে সোলার পাম্প স্থাপনের ফলে আশে পাশের জমিতে এখন সারা বছর বিভিন্ন প্রকার ফসল উৎপাদিত হচ্ছে। তবে পরিদশর্নকালে পার্শবতী অনেক জমি সেচের অভাবে পতিত রয়েছে মর্মে দেখা যায়। স্থানীয় কৃষকেরা আরো একাধিক সোলার পাম্প স্থাপন করে সেচ সুবিধা বৃদ্ধি করার জন্য অনুরোধ জানান। তারা আরও জানায় যে , প্রকল্প থেকে স্থাপিত বারিড পাইপের দৈর্ঘ্য ১৫০০ মিটার যথেষ্ট নয়। বারিড পাইপের বাইরেও অনেক কৃষক কাঁচা নালা দিয়ে থাকে। ফলে অনেক পানি অপচয় হয় এবং কৃষকের সেচ খরচ বৃদ্ধি পায়। সুতরাং তারা বারিড পাইপের দৈর্ঘ্য আর অন্ততঃ ১০০০ মিঃ বৃদ্ধি করারা জন্য অনুরোধ জানান।



চিত্র -৭: **গোদাগাড়ী উপজেলার সাঁকোপুকুর এলাকায় সোলার পাম্প**



চিত্র - ৮: **গোদাগাড়ী উপজেলার সাঁকোপুকুর এলাকায় সোলার পাম্প এলাকার আশে পাশের সেচ বহিঃভূত পতিত এলাকা**

১০.২.১। চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার নাচোল উপজেলার চন্দনা খাল খনপুনঃখনন কার্যক্রম পরিদর্শনঃ

প্রকল্পের আওতায় **চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার নাচোল উপজেলায়** নদীতে পল্টুন স্থাপন, খাল খনন/পুনঃখনন, নদী হতে পানি উত্তোলন ও সঞ্চালনের ফলে ১) সেচকৃত জমির পরিমাণ - ১১৫২ হেক্টর, ২) উৎপাদিত ফসলের পরিমাণ - ৬৭৭০ মেঃ টন এবং ৩) উপকারভোগী কৃষক পরিবার -৪০০০ জন। **নাচোল উপজেলায় সম্পাদিত কার্যক্রমসমূহের তালিকা নিম্নরুপঃ**

টেবিলঃ নাচোল উপজেলায় সম্পাদিত কার্যক্রমের তালিকা

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	কাজের পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
০১	নদীর পানি সংরক্ষনের জন্য খাল পুনঃখনন	৬ কিঃমিঃ	১১৬.০৩
০২	খালের পানি ধারণ করার জন্য সাব-মার্জড ওয়্যার নির্মাণ	২ টি	৬৮.৮৮
০৩	খালের পানি উত্তোলনের সোলার এলএলপি স্থাপন (প্রি-পেইড মিটারসহ)	১৯ সেট	৪২৭.৫০
০৪	সেচের জন্য ২৫০মিঃমিঃ ডায়া পাইপ লাইন নির্মাণ	২৮.৫ কিঃমিঃ	২৫৭.৩২
০৫	পাইপ লাইনে ফিতা পাইপ স্থাপন	৪৪০০ মিটার	১৭.৬০
০৬	পুনঃখননকৃত খালের পাড়ে বৃক্ষ রোপন	২০০০০ টি	১৩.৪৫

১০.২.২। নাচোল উপজেলার চন্দনা খাল স্থাপিত সোলার এলএলপি পরিদর্শনঃ

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার নাচোল উপজেলার চন্দনা খালে স্থাপিত সোলার এলএলপি পরিদর্শন করা হয়। চন্দা খালে মোট ১৯টি সোলার এলএলপি প্রি-পেইড মিটারসহ স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি সোলার এলএলপি তে ১৫০০ মিটার করে ২৫০মিঃমিঃ ডায়া ভূ -গর্ভস্থ ইউপিভিসি পাইপ লাইন নির্মাণ করা হয়েছে। নাচোল উপজেলা মূলত ঠাঁ ঠাঁ বরেন্দ্র এলাকা। এখানে সেচের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন করা কঠিন ছিল। বর্তমানে ভূ -পরিস্থ পানি দিয়ে এখানে চাষাবাদ করা হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় ৬ .০০ কিঃমিঃ চন্দনা খাল পুনঃখন করা হয়েছে। মোট প্রায় ১৫.০০ কিঃমিঃ চন্দনা খালে নদী হতে উত্তোলিত পানি সংরক্ষণ করে সোলার এলএলপি 'র মাধ্যমে সেচ দেয়া হচ্ছে। চন্দনা খালের দুপাড়ে ২০ ,০০০ টি ফলদ, বনজ ও ওষধী চারা রোপন করা হয়েছে। খালের পানি নির্দিষ্টি উচ্চতায় ধরে রাখার জন্য দুটি সাব-মার্জড ওয়্যার নির্মাণ করা হয়েছে।



চিত্র -৯: চন্দ্রনা খালে স্থাপিত সোলার পাম্প।



চিত্র -১০: চন্দ্রনা খাল পুনঃখনন।

পরিদর্শনকালে সুবিধাভোগী কৃষক জনাব মোঃ অব্দুল হালিম (টেলিফোন নং-০১৭৬১৮৬৮০৭৯), জনাব মোঃ সোহেল (টেলিফোন নং-০১৭৩৯৪১১৫৭০), জনাব মোঃ জিয়াউর রহমান (টেলিফোন নং-০১৭৬৩১৬৬৯১০), জনাব মোঃ মোস্তফা (টেলিফোন নং-০১৭৩৪৮২৯১৮৬) জানান যে, আগে শুষ্ক মৌসুমে পানির অভাবে অনেক জমি পতিত থাকত। এখন তাদের জমি বছরের কোন সময় খালি থাকে না। মহানন্দা নদী হতে উত্তোলিত পানি এবং বৃষ্টির পানি খালে সংরক্ষনের মাধ্যমে প্রায় ১১৫২ হেক্টর জমিতে সেচ দেয়া সম্ভব হচ্ছে। এখন এখানে জমিগুলোতে তিনটি ফসল উৎপাদন করা করা সম্ভব হচ্ছে। ভূ-পরিস্থ পানি দিয়ে সেচের মাধ্যমে সারা বছরই তারা ফসল উৎপাদন করতে পারে। উপস্থিত সুবিধাভোগী কৃষকবৃন্দ জানান যে , খালের পানি সেচ দেয়ার ফলে খরচ অর্ধেকের নীচে নেমে এসেছে। আগে বিঘা প্রতি ২০০০ .০০ টাকা খরচ হত। এখন বিঘা প্রতি ৮০০ টাকা খরচ হয়। ০০.১০০০ – ০০.তাছাড়া চন্দনা খালের দুপাড়ে দুটি বিল রয়েছে। এ খালটি ফলে খালটি পুনঃখনন করায় বিলের পানি নিষ্কাশনে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে।

১০.২.৩। চাঁপাইনবাবগঞ্জ জোলার গোমস্তাপুর উপজেলার কার্যক্রম পরিদর্শনঃ

প্রকল্পের আওতায় চাঁপাইনবাবগঞ্জ জোলার গোমস্তাপুর উপজেলায় নদীতে পল্টুন স্থাপন , খাল খনন/পুনঃখনন, নদী হতে পানি উত্তোলন ও সঞ্চালনের ফলে ১) সেচকৃত জমির পরিমাণ - ২৭৬ হেক্টর, ২) উৎপাদিত ফসলের পরিমাণ - ১৯৩০ মেঃ টন এবং ৩) উপকারভোগী কৃষক পরিবার -১৪০০ জন। গোমস্তাপুর উপজেলায় সম্পাদিত কার্যক্রমসমূহের তালিকা নিম্নরুপঃ

টেবিলঃ গোমস্তাপুর উপজেলায় সম্পাদিত কার্যক্রমের তালিকা

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	কাজের পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
০১	নদীতে পন্টুন স্থাপন (হুজ পাইপ, কলাম পাইপ ও প্রি -পেইড মিটারসহ) মটরের কভার তৈরী, ল্যান্ডিং এ ৪০০মিঃমিঃ ডায়া পাইপের ওয়াই জংশনসহ।	১ সেট	১২৩.৩০
০২	পন্টুনের ল্যান্ডিং এর জন্য এজিং নির্মাণ	১ টি	৮.০০
০৩	নদীর পানি উত্তোলনের জন্য পন্টুনে সেন্ট্রিফিউগ্যাল পাম্প স্থাপন	৯ সেট	৪১.৮৫
০৪	পন্টুনে বিদ্যুৎ সংযোগের সাব-স্টেশন স্থাপন বৈদ্যুতিক লাইনসহ	১ সেট	১৯.৩৫
০৫	নদী হতে পানি সঞ্চালনের জন্য ৪০০মিঃমিঃ ডায়া পাইপ লাইন নির্মাণ	২১ কিঃমিঃ	১০৪৯.৪৩
০৬	সেচের জন্য ২৫০মিঃমিঃ ডায়া পাইপ লাইন নির্মাণ	৫ কিঃমিঃ	৪৫.১৪
০৭	পাইপ লাইনে ফিতা পাইপ স্থাপন	১১০০ মিটার	৪.৪০

১০.২.৪। গোমস্তাপুর উপজেলার নিমতলা কাঠাল এলাকায় স্থাপিত পন্টুন পরিদর্শনঃ

চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার গোমস্তাপুর উপজেলার মহানন্দাপুর নদীতে নিমতলা কাঠাল এলাকায় স্থাপিত পন্টুন পরিদর্শন করা হয়। পন্টুনটির দৈর্ঘ্য ১৫.৫ মিটার, প্রস্থ ৭.০০ মিটার। পন্টুনে মোট ৯টি সেন্ট্রিফিউগ্যাল পাম্প স্থান করা হয়েছে। প্রতিটি পাম্পের ডিসর্চাজ ২.০০ কিউসেক করে মোট ১৮ .০০ কিউসেক পনি উত্তোলন করা হচ্ছে। পন্টুনের একটি ল্যান্ডিং এজিং নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া পন্টুনের বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য ২০০ কেভিএ করে ৩টি মোট ৬০০কেভিএ সাব -স্টেশন তৈরী করা হয়েছে। মটরগুলোতে মটর কভার লাগানো হয়েছে। প্রতিটি মটরের সাথে ২৫০মিঃমিঃ ডায়া হুজ পাইপ ও কলাম পাইপ দিয়ে ওয়াই জংশন এর মাধ্যমে ৪০০মিঃমিঃ ডায়া প্রধান সঞ্চালন লাইনের সাথে সংযোগ করা হয়েছে। তিনটি মটরের পানি হুজ পাইপের মাধ্যমে ওয়াই জাংশন দিয়ে একটি ৪০০মিঃমিঃ ডায়া প্রধান পাইপ লাইন দিয়ে পানি সঞ্চালন করা হচ্ছে। পন্টুন হতে চন্দনা খাল পযন্ত তিনটি সঞ্চালন লাইন নির্মাণ করা হয়েছে। সঞ্চালন লাইনের মোট দৈর্ঘ্য ৭.০০×৩= ২১.০০ কিলোমিটার। তিনটি প্রধান লাইনের মধ্যে দুটি লাইনের মাধ্যমে পানি খালে সরবরাহ করা হচ্ছে, অপর একটি লাইনের মাধ্যমে পাঁচটি স্থানে ২৫০মিঃমিঃ ডায়া পাইপ লাইন দিয়ে সরাসরি কৃষি জমিতে সেচ প্রদান করা হচ্ছে। এতে একদিকে যেমন সোলার পাম্প দিয়ে খালের দুপাশের জমিতে সেচ দেয়া হচ্ছে অপর দিকে পাইপ লাইনের পাশের জমিতেও সরাসরি সেচ দেয়া সম্ভব হচ্ছে। এলাকার সুবিধাভোগী কৃষকবৃন্দ জানায় যে , বারিড পাইপের বাইরেও অনেক কৃষক উম্মুক্ত মাটির নালা নির্মাণ করে তাদের জমিতে সেচ দিচ্ছে ফলে পানির অনেক অপচয় হচ্ছে। আবার বারিড পাইপের অভাবে এলাকার কৃষকবৃন্দ কাঙ্খিত সেচ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সুতরাং তারা সেচ নালা বৃদ্ধি করার অনুরোধ জানান।

১০.৩.১। নওগাঁ জেলার মহাদেবপুর উপজেলারসম্পাদিত কার্যক্রম পরিদর্শনঃ

প্রকল্পের আওতায় **নওগাঁ জেলার মহাদেবপুর উপজেলায়** নদীতে পল্টুন স্থাপন , খাল খনন/পুনঃখনন, নদী হতে পানি উত্তোলন ও সঞ্চালনের ফলে ১) সেচকৃত জমির পরিমাণ - ৪৬১ হেক্টর, ২) উৎপাদিত ফসলের পরিমাণ - ৩১৫০ মেঃ টন এবং ৩) উপকারভোগী কৃষক পরিবার - ১৯৫০জন। **মহাদেবপুর উপজেলায় সম্পাদিত কার্যক্রমসমূহের তালিকা নিম্নরুপঃ**

টেবিলঃ মহাদেবপুর উপজেলায় সম্পাদিত কার্যক্রমের তালিকা

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	কাজের পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
০১	নদীতে পন্টুন স্থাপন (হুজ পাইপ, কলাম পাইপ ও প্রি -পেইড মিটারসহ) মটরের কভার তৈরী, ল্যান্ডিং এ ৪০০মিঃমিঃ ডায়া পাইপের ওয়াই জংশনসহ।	১ সেট	১২৩.৩০
০২	পন্টুনের ল্যান্ডিং এর জন্য এজিং নির্মাণ	১ টি	৮.০০
০৩	নদীর পানি উত্তোলনের জন্য পন্টুনে সেন্ট্রিফিউগ্যাল পাম্প স্থাপন	৯ সেট	৪১.৮৫
০৪	পন্টুনে বিদ্যুৎ সংযোগের সাব-স্টেশন স্থাপন বৈদ্যুতিক লাইনসহ	১ সেট	১৯.৩৫
০৫	খালের পানি ধরে রাখার জন্য সাব-মার্জড ওয়্যার নির্মাণ	৩ টি	১০৩.৩১
০৬	নদী হতে পানি সঞ্চালনের জন্য ৪০০মিঃমিঃ ডায়া পাইপ লাইন নির্মাণ	৬.৩ কিঃমিঃ	৩১৪.৮৩

০৭	খালের পানি উত্তোলনের সোলার এলএলপি স্থাপন (প্রি-পেইড মিটারসহ)	৮ সেট	১৮০.০০
০৮	সেচের জন্য ২৫০মিঃমিঃ ডায়া পাইপ লাইন নির্মাণ	১৭ কিঃমিঃ	১৫৩.৪৯
০৯	পাইপ লাইনে ফিতা পাইপ স্থাপন	১৮০০ মিটার	৭.২০



চিত্র -১১: সুজাইল খালে স্থাপিত সোলার পাম্প।



চিত্র -১২: সুজাইল খালে পানি সরবরাহ।

১০.৩.২। মহাদেবপুর উপজেলার কুমিরদহ স্থাপিত পন্টুন পরিদর্শনঃ

নওগাঁ জেলার মহাদেবপুর উপজেলার আত্রাই নদীতে কুমিরদহ এলাকায় স্থাপিত পন্টুন পরিদর্শন করা হয়। পন্টুনটির দৈর্ঘ্য ১৫ .৫ মিটার, প্রস্থ ৭.০০ মিটার। পন্টুনে মোট ৯টি সেন্ট্রিফিউগ্যাল পাম্প স্থান করা হয়েছে। প্রতিটি পাম্পের ডিসর্চাজ ২ .০০ কিউসেক করে মোট ১৮.০০ কিউসেক পনি উত্তোলন করা হচ্ছে। মটরগুলোতে মটর কভার লাগানো হয়েছে। প্রতিটি মটরের সাথে ২৫০মিঃমিঃ ডায়া হুজ পাইপ ও কলাম পাইপ দিয়ে ওয়াই জংশন এর মাধ্যমে ৪০০মিঃমিঃ ডায়া প্রধান সঞ্চালন লাইনের সাথে সংযোগ করা হয়েছে। তিনটি মটরের পানি হুজ পাইপের মাধ্যমে ওয়াই জাংশন দিয়ে একটি ৪০০মিঃমিঃ ডায়া প্রধান পাইপ লাইন দিয়ে পানি সঞ্চালন করা হচ্ছে। পন্টুন হতে খাল পর্যন্ত তিনটি সঞ্চালন লাইন নির্মাণ করা হয়েছে। সঞ্চালন লাইনের মোট দৈর্ঘ্য ২.১০×৩= ৬.৩০ কিলো মিটার। তিনটি প্রধান সঞ্চালন লাইনের মধ্যে দুটি পাইপ লাইন দিয়ে খালে পানি প্রবাহিত করা হয় এবং একটি পাইপ লাইন দিয়ে পাইপ লাইনের দুপাশের ৫টি স্থানে ২৫০ মিঃমিঃ ডায়া পাইপ লাইনের মাধ্যমে জমিতে সরাসরি সেচ প্রদানের পাশাপাশি প্রয়োজন মোতাবেক খালে পানি সরবরাহ করা হয়। পন্টুনের একটি ল্যান্ডিং এজিং নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া পন্টুনের বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য ২০০ কেভিএ করে ৩টি মোট ৬০০কেভিএ সাব -স্টেশন তৈরী করা হয়েছে। পন্টুনে স্থাপিত সেন্ট্রিফিউগ্যাল পাম্পের মাধ্যমে উত্তোলিত পানি সঞ্চালন পাইপ লাইনের মাধ্যমে সুজাইল খালে সরবরাহ করা হচ্ছে। সুজাইল খালে মোট ৮টি সোলার এলএলপি প্রি -পেইড মিটারসহ স্থাপন করা হয়েছে। আত্রাই নদী হতে উত্তোলিত পানি এবং বৃষ্টির পানি সুজাইল খালে সংরক্ষণের করা হয়। সেই পানি ৮টি সোলার পাম্পের মাধ্যমে প্রায় ৪৬১ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান করা হয়। প্রতিটি সোলার এলএলপিতে ১৫০০ মিটার ভূ -গর্ভস্থ ইউপিভিসি পাইপ লাইন রয়েছে। এখানে কৃষক আমন ধানে সম্পূরক সেচসহ আউশ ও বোরো উৎপাদনে জমিতে সেচ দিতে পারায় খুব খুশি। তবে , তারা জানায় যে, প্রকল্প থেকে স্থাপিত বারিড পাইপের দৈর্ঘ্য ১৫০০ মিটার যথেষ্ট নয়। বারিড পাইপের বাইরেও অনেক কৃষক কাঁচা নালা দিয়ে থাকে। ফলে অনেক পানি অপচয় হয় এবং কৃষকের সেচ খরচ বৃদ্ধি পায়। সুতরাং তারা বারিড পাইপের দৈর্ঘ্য আর অন্ততঃ ১০০০ মিঃ বৃদ্ধি করারা জন্য অনুরোধ জানান।

১০.৩.৩। নওগাঁ জেলার পত্নীতলা উপজেলায় সম্পাদিত কার্যক্রম পরিদর্শনঃ

প্রকল্পের আওতায় **নওগাঁ জেলার পত্নীতলা উপজেলায়** নদীতে পল্টুন স্থাপন , খাল খনন /পুনঃখনন, নদী হতে পানি উত্তোলন ও সঞ্চালনের ফলে ১) সেচকৃত জমির পরিমাণ - ২০১৫ হেক্টর, ২) উৎপাদিত ফসলের পরিমাণ - ১২৪৬৫ মেঃ টন এবং ৩) উপকারভোগী কৃষক পরিবার -৯১২৫ জন। **পত্নীতলা উপজেলায় সম্পাদিত কার্যক্রমসমূহের তালিকা নিম্নরুপঃ**

টেবিলঃ পত্নীতলা উপজেলায় সম্পাদিত কার্যক্রমের তালিকা

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	কাজের পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
০১	নদীতে পন্টুন স্থাপন (হুজ পাইপ, কলাম পাইপ ও প্রি-পেইড মিটারসহ) মটরের কভার তৈরী, ল্যান্ডিং এ ৪০০মিঃমিঃ ডায়া পাইপের ওয়াই জংশনসহ।	১ সেট	১২৩.৩০
০২	পন্টুনের ল্যান্ডিং এর জন্য এজিং নির্মাণ	১ টি	৮.০০
০৩	নদীর পানি উত্তোলনের জন্য পন্টুনে সেন্ট্রিফিউগ্যাল পাম্প স্থাপন	৯ সেট	৪১.৮৫
০৪	পন্টুনে বিদ্যুৎ সংযোগের সাব-স্টেশন স্থাপন বৈদ্যুতিক লাইনসহ	১ সেট	১৯.৩৫
০৫	খালের পানি ধরে রাখার জন্য সাব-মার্জড ওয়্যার নির্মাণ	৩ টি	১০৩.৩১
০৬	নদী হতে পানি সঞ্চালনের জন্য ৪০০মিঃমিঃ পাইপ লাইন নির্মাণ	১৯.৫ কিঃমিঃ	৯৭৪.৪৭

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	কাজের পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
০৭	খালের পানি উত্তোলনের সোলার এলএলপি স্থাপন (প্রি-পেইড মিটারসহ)	২১ সেট	৪৭২.৫০
০৮	সেচের জন্য ২৫০মিঃমিঃ ডায়া পাইপ লাইন নির্মাণ	৩৭.৫ কিঃমিঃ	৩৩৮.৫৮
০৯	পাইপ লাইনে ফিতা পাইপ স্থাপন	৪৮০০ মিটার	১৯.২০
১০	নওগাঁ রিজিয়নে পাম্প পাইপ টেষ্টিং যন্তপাতি ক্রয় ও ল্যাব স্থাপন	১ টি	১৬০.০০

১০.৩.৪। পত্নীতলা উপজেলার বেড়িতলাদহ স্থাপিত পন্টুন পরিদর্শনঃ

নওগাঁ জেলার পত্নীতলা উপজেলার আত্রাই নদীতে বেড়িতলাদহে স্থাপিত পন্টুন পরিদর্শন করা হয়। পন্টুনটির দৈর্ঘ্য ১৫.৫ মিটার, প্রস্থ ৭.০০ মিটার। পন্টুনে মোট ৯টি সেন্ট্রিফিউগ্যাল পাম্প স্থান করা হয়েছে। প্রতিটি পাম্পের ডিসর্চাজ ২.০০ কিউসেক করে মোট ১৮.০০ কিউসেক পনি উত্তোলন করা হচ্ছে। মটরগুলোতে মটর কভার লাগানো হয়েছে। প্রতিটি মটরের সাথে ২৫০মিঃমিঃ ডায়া হুজ পাইপ ও কলাম পাইপ দিয়ে ওয়াই জংশন এর মাধ্যমে ৪০০মিঃমিঃ ডায়া প্রধান সঞ্চালন লাইনের সাথে সংযোগ করা হয়েছে। তিনটি মটরের পানি হুজ পাইপের মাধ্যমে ওয়াই জংশন দিয়ে একটি ৪০০মিঃমিঃ ডায়া প্রধান পাইপ লাইন দিয়ে পানি সঞ্চালন করা হচ্ছে। পন্টুন হতে মনোহরগঞ্জা খাল পর্যন্ত তিনটি সঞ্চালন লাইন নির্মাণ করা হয়েছে। সঞ্চালন লাইনের মোট দৈর্ঘ্য ৬.৫০×৩= ১৯.৫০ কিলো মিটার। পন্টুনের একটি ল্যান্ডিং এজিং নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া পন্টুনের বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য ২০০ কেভিএ করে ৩টি মোট ৬০০কেভিএ সাব-স্টেশন তৈরী করা হয়েছে। তিনটি প্রধান সঞ্চালন লাইনের মধ্যে দুটি পাইপ লাইন দিয়ে খালে পানি প্রবাহিত করা হয় এবং একটি পাইপ লাইন দিয়ে পাইপ লাইনের দুপাশের ৫টি স্থানে ২৫০ মিঃমিঃ ডায়া পাইপ লাইনের মাধ্যমে জমিতে সরাসরি সেচ প্রদানের পাশাপাশি প্রয়োজন মোতাবেক খালে পানি সরবরাহ করা হয়।

শুষ্ক মৌসুম ও বর্ষা মৌসুমে নদীর পানির উচ্চতা কম বেশী হওয়ার কারণে হুজ পাইপ ব্যবহার করা হয়েছে। হুজ পাইপের কারণে বর্ষা মৌসুমে পন্টুনের উচ্চতা বেড়ে গেলে কিংবা শুষ্ক মৌসুমে পন্টুনের উচ্চতা কমে গেলে পাইপের সংযোগ ঠিক রাখা সম্ভব হয়। পন্টুন হতে ৬.৫০ কিলো মিটার দূরে মনোহরগঞ্জা খালে রাজাপুর নামক স্থানে পানি প্রবাহিত করা হচ্ছে। উক্ত খালে মোট ২২টি সৌর শক্তি চালিত এলএলপি রয়েছে। মনোহরগঞ্জা খালের প্রায় ১৯.০০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যে পানি প্রবাহিত করে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। উক্ত খাল হতে সংরক্ষিত পানি দিয়ে ২১টি এলএলপি'র মাধ্যমে ২০১৫ হেক্টর জমিতে ফসলে সেচ প্রদান করা হয়।



চিত্র -১৩: আত্রাই নদীতে বেড়িতলাদহে স্থাপিত পন্টুন।



চিত্র -১৪: মনোহর গঞ্জা খালে স্থাপিত সোলার এলএলপি।

পরিদর্শনকালে সুবিধাভোগী কৃষক জনাব লোটন কুমার মন্ডল (টেলিফোন নং-০১৭১৩৭৬১৭৫৬), জনাব মোঃ আব্দুল আলীম (টেলিফোন নং-০১৭৩৩১৯৭৮৯১), জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান (অপারেটর) (টেলিফোন নং-০১৭৪৯৭৮৮৩৯০), জনাব মোঃ গোলাপ হোসেন (টেলিফোন নং-০১৭৬৮৬৭১৪০৯), জনাব মোঃ গোলাম রহমান (টেলিফোন নং-০১৭২৮৯৩৫৭৮৮), জনাব মোঃ ওহিদুল ইসলাম (টেলিফোন নং-০১৭৩১৯৫৬৮৩১) সহ উপস্থিত কৃষদের সাথে কথা বলে জানা যায় আগে তারা বৃষ্টি নির্ভর শুধুমাত্র আমন ধান চাষ করত। বর্তমানে ভূ -পরিস্থ পানির মাধ্যমে সেচ সুবিধা সম্প্রসারিত হওয়ায় আমন ধানে সম্পূরক সেচের পাশাপাশি আউশ, বোরো গমসহ সবধরণের ফসল সেচের মাধ্যমে উৎপাদন করতে পারছে। ফলে এখন তারা আগের চেয়ে অতিরিক্ত ফসল ঘরে তুলতে পেরে খুব খুশি। তবে, তারা জানায় যে, প্রকল্প থেকে স্থাপিত বারিড পাইপের দৈর্ঘ্য ১৫০০ মিটার যথেষ্ট নয়। বারিড পাইপের বাইরেও অনেক কৃষক কাঁচা নালা দিয়ে থাকে। ফলে অনেক পানি অপচয় হয় এবং কৃষকের সেচ খরচ বৃদ্ধি পায়। সুতরাং তারা বারিড পাইপের দৈর্ঘ্য আর অন্ততঃ ১০০০ মিঃ বৃদ্ধি করারা জন্য অনুরোধ জানান।

১০.৩.৫। নওগাঁ রিজিয়নে স্থাপিত পাম্প ও ইউপিভিসি পাইপ পরীক্ষণ ল্যাবরেটরী পরিদর্শনঃ

প্রকল্পের সংস্থান অনুযায়ী নওগাঁ-১ রিজিয়নের চত্বরে পাম্প (সাব-মারসিবল ও সেন্ট্রিফিউগ্যাল) এবং ইউপিভিসি পাইপ পরীক্ষাগার বা ল্যাবরেটরী স্থাপন ও কমিশন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে বিএমডিএ এর কর্মকর্তাবৃন্দ জানান যে , সেচ সুবিধা সচল রাখার স্বার্থে প্রতি বছর ইউপিভিসি পাইপ ও পাম্প ক্রয় প্রয়োজন হয় এবং ক্রয়ের সময় নমুনা পরীক্ষার জন্য RUET/BUET এর উপর নির্ভর করতে হয়। এক্ষেত্রে নিজস্ব ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষার সুযোগ থাকলে ক্রয় কার্যক্রম দ্রুততর হবে । তাছাড়া, অধিক্ষেত্রে বর্তমানে ১৫৮১৮টি সাবমারসিবল ও ৪৬০টি সেন্ট্রিফিউগ্যাল পাম্প ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রতিবছর প্রায় ১৫০০ টি পাম্প মেরামত করা হয়। মেরামতকৃত পাম্প সমূহের কার্যক্ষমতা পরীক্ষণের কোন ব্যবস্থা নাই। বাস্তবতা বিবেচনায় এই ধরনের পণ্য পরীক্ষার জন্য নওগাঁ রিজিয়ন-১ এর অফিস চত্বরে ল্যাবরেটরীটি স্থাপন ও কমিশনিং করা হয়। তারা জানান যে, বনব নির্মিত ল্যাবরেটরীতে তিন ধরণের পরীক্ষার সুযোগ রয়েছে। যেমন - (১) স্পেসিফিক গ্রাভিটি টেষ্ট; (২) ইম্পেক্ট টেষ্ট (২৫ mm হতে উভয় ৫০০ mm উভয় পাইপ) এবং (৩) প্রেসার টেষ্ট (২৫ mm হতে ৫০০ mm পর্যন্ত অব্যহত ২৫০ mm পর্যন্ত করা যাবে)।



চিত্র -১৫: নওগাঁ-১ রিজিয়নে নির্মিত পাম্প ও পরীক্ষণ ল্যারেটরীর বিভিন্ন যন্ত্রাংশ

বিএমডিএ এর কর্মকর্তাবৃন্দ জানান যে , (১) ল্যাবরেটরী তে ব্যবহৃত প্রতিটি মেশিন ডিজিটাল, (২) ইম্পেক্ট টেষ্ট ও প্রেসার টেষ্টিং মেশিন Microprocessor Controlled বিধায় কোন প্রকার ডেটা ম্যানুপুলেশনের সুযোগ নাই। মেশিন থেকে Laptop/Desktop Computer এ Data নিয়ে তা শুধু প্রিন্ট করা যায়; (৩) টেষ্ট পরিচালনার জন্য নূন্যতম জনবল প্রয়োজন এবং (৪) Microprocessor Controlled বিধায় রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় নেই বললেই চলে।

১০.৩.৬। নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট উপজেলারউপজেলায় সম্পাদিত কার্যক্রম পরিদর্শনঃ

প্রকল্পের আওতায় নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট উপজেলায় নদীতে পল্টুন স্থাপন , খাল খনন/পুনঃখনন, নদী হতে পানি উত্তোলন ও সঞ্চালনের ফলে ১১৫৭ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান করে ৮১৭৬ মেঃ টন ফসল উৎপাদিত হচ্ছে এবং ৪৮১০ জন কৃষক উপকার পাচ্ছে। ধামুইরহাট উপজেলায় সম্পাদিত কার্যক্রমসমূহের তালিকা নিম্নরুপঃ

টেবিলঃ ধামুইরহাট উপজেলায় সম্পাদিত কার্যক্রমের তালিকা

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	কাজের পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
০১	নদীতে পল্টুন স্থাপন (হুজ পাইপ, কলাম পাইপ ও প্রি -পেইড মিটারসহ) মটরের কভার তৈরী, ল্যান্ডিং এ ৪০০মিঃমিঃ ডায়া পাইপের ওয়াই জংশনসহ।	১ সেট	১২৩.৩০
০২	পন্টুনের ল্যান্ডিং এর জন্য এজিং নির্মাণ	১ টি	৮.০০
০৩	নদীর পানি উত্তোলনের জন্য পন্টুনে সেন্ট্রিফিউগ্যাল পাম্প স্থাপন	৯ সেট	৪১.৮৫
০৪	পন্টুনে বিদ্যুৎ সংযোগের সাব-স্টেশন স্থাপন বৈদ্যুতিক লাইনসহ	১ সেট	১৯.৩৫
০৫	নদীর পানি সংরক্ষণের জন্য খাল পুনঃখনন	২.২৫ কিঃমিঃ	৪১.৫৯
০৬	খালের পানি ধরে রাখার জন্য সাব-মার্জড ওয়্যার নির্মাণ	৩ টি	১০৩.৩১
০৭	নদী হতে পানি সঞ্চালনের জন্য ৪০০মিঃমিঃ পাইপ লাইন নির্মাণ	১৮ কিঃমিঃ	৮৯৯.৫১
০৮	৪০০মিঃমিঃ ডায়া ডেলিভারি পাইপ পারাপারে বক্স কালভার্ট নির্মাণ।	২টি	২২.০০
০৯	খালের পানি উত্তোলনের সোলার এলএলপি স্থাপন (প্রি-পেইড মিটারসহ)	১৪ সেট	৩১৫.০০
১০	সেচের জন্য ২৫০মিঃমিঃ ডায়া পাইপ লাইন নির্মাণ	২৭ কিঃমিঃ	২৪৩.৭৮
১১	পাইপ লাইনে ফিতা পাইপ স্থাপন	৩২০০ মিটার	১২.৮০

১০.৩.৭। ধামুইরহাট উপজেলার শিমুলতলিদহ স্থাপিত পন্টুন পরিদর্শনঃ

নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট উপজেলার আত্রাই নদীতে শিমুলতলিদহে স্থাপিত পন্টুন পরিদর্শন করা হয়। পন্টুনটির দৈর্ঘ্য ১৫.৫ মিটার, প্রস্থ ৭.০০ মিটার। পন্টুনে মোট ৯টি সেন্ট্রিফিউগ্যাল পাম্প স্থান করা হয়েছে। প্রতিটি পাম্পের ডিসর্চাজ ২ .০০ কিউসেক করে মোট ১৮ .০০ কিউসেক পনি উত্তোলন করা হচ্ছে। মটরগুলোতে মটর কভার লাগানো হয়েছে। প্রতিটি মটরের সাথে ২৫০মিঃমিঃ ডায়া হুজ পাইপ ও কলাম পাইপ দিয়ে ওয়াই জংশন এর মাধ্যমে ৪০০মিঃমিঃ ডায়া প্রধান সঞ্চালন লাইনের সাথে সংযোগ করা হয়েছে। তিনটি মটরের পানি হুজ পাইপের মাধ্যমে ওয়াই জাংশন দিয়ে একটি ৪০০মিঃমিঃ ডায়া প্রধান পাইপ লাইনের মধ্য দিয়ে সঞ্চালন করা হচ্ছে। পল্টুন হতে আগ্রাখাল পযন্ত তিনটি সঞ্চালন লাইন নির্মাণ করা হয়েছে। সঞ্চালন লাইনের মোট দৈর্ঘ্য ৬ .০০×৩= ১৮.০০ কিলো মিটার। এখানে প্রধান সঞ্চালন লাইন রাস্তা পারাপারে দুইটি বক্স কালভাট নির্মাণ করা হয়েছে। পল্টুনের একটি ল্যান্ডিং এজিং নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া পন্টুনের বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য ২০০ কেভিএ করে ৩টি মোট ৬০০কেভিএ সাব-স্টেশন তৈরী করা হয়েছে। পন্টুনে স্থাপিত সেন্ট্রিফিউগ্যাল পাম্পের মাধ্যমে উত্তোলিত পানি প্রায় ৬ .০০ কিলোমিটার দূরে মনিহারি নামক স্থানে আগ্রাখালে প্রবাহিত করা হচ্ছে। তিনটি প্রধান সঞ্চালন লাইনের মধ্যে দুটি পাইপ লাইন দিয়ে খালে পানি প্রবাহিত করা হয় এবং একটি পাইপ লাইন দিয়ে পাইপ লাইনের দুপাশের ৫টি স্থানে ২৫০ মিঃমিঃ ডায়া পাইপ লাইনের মাধ্যমে জমিতে সরাসরি সেচ প্রদানের পাশাপাশি প্রয়োজন মোতাবেক খালে পানি সরবরাহ করা হয়। আগ্রা খালে মোট ১৪টি সোলার এলএলপি প্রি -পেইড মিটারসহ স্থাপন করা হয়েছে। আত্রাই নদী হতে উত্তোলিত পানি খালে সংরক্ষণের মাধ্যমে প্রায় ১১৫৭ হেক্টর জমিতে সেচ দেয়া সম্ভব হয়েছে। বরেন্দ্র এলাকায় যেখানে পানির কোন ইকুইফার নাই অর্থাৎ যেখানে কোন অগভীর বা গভীর নলকূপ বসানো সম্ভব নয় সেসব এলাকাতে পানি সরবরাহ করা হচ্ছে। এতে কৃষক বৃষ্টি র্নিভর এক ফসলী জমিতে তিনটি ফসল উৎপাদন করছে। অর্থাৎ আমন ধানে সম্পূরক সেচসহ গম , ভূট্টা, আউশ ও বোরোসহ অন্যান্য ফসল উৎপাদন করতে পাচ্ছে। কৃষক সারা বছর ফসল উৎপাদন করতে পারাই তাদের মুখে হাসি ফুটেছে।



চিত্র -১৬: বেড়িতলা পন্টুনে কৃষকদের সাথে মত বিনিময়



চিত্র - ১৭: ধামুইরহাট উপজেলার আত্রাই নদীতে শিমুলতলিদহ পন্টুনের সাব-স্টেশন

ঘ. প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিশ্লেষণমূলক পর্যবেক্ষণঃ

প্রকল্পের প্রধান কাজ	প্রকৃত অর্জন	মন্তব্য
ক) খাস খাল খাড়ী পুনঃ খনন ৩৮.৮৫ কিঃমিঃ	৩৮.৮৫ কিঃমিঃ	
খ) খাস পুকুর পুনঃ খনন ৭টি	৭ টি	
গ) সাব-মার্জড ওয়্যার নির্মাণ ১৬ টি	১৬ টি	
ঘ) ২৫০ মিঃমিঃ ডায়া ইউপিভিসি পাইপ লাইন নির্মাণ ১২১.০০কিঃমিঃ	১২১.০০ কিঃমিঃ	
ঙ) ৪০০মিঃমিঃ ডায়া ইউপিভিসি/এমএস পাইপ লাইন নির্মাণ ৮৩.৫০ কিঃমিঃ	৮৩.৫০ কিঃমিঃ	
চ) পন্টুন পাম্পসহ স্থাপন ৭টি	৭ টি	
ছ) সোলার এলএলপি স্থাপন ১০৬টি	১০৬ টি	
জ) ৭টি স্থানে মোট সাব-স্টেশন ২৩টি	২৩টি	
ঝ) পাম্প ও পাইপ টেষ্টিং ল্যাব স্থাপন ১টি	১টি	
ঞ) বৃক্ষ রোপণ ৮০ হাজার টি	৮০ হাজার টি।	

১১। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন (পিসিআর মোতাবেক):

উদ্দেশ্য	অর্জন
ক) সারা বছর সেচ কাজের লক্ষ্যে ভূ -পরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি করা।	ক) ৭টি স্থানে পন্টুন স্থাপনের মাধ্যমে নদী থেকে পানি উত্তোলন করে সারা বছর সেচ কাজে ভূ-পরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি করা হয়েছে।
খ) ভূ-পরিস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে বরেন্দ্র এলাকায় ৩৭৮০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা নিশ্চিত করা এবং বছরে প্রায় ০.৩৭৮ লক্ষ মেঃ টন খাদ্য শস্য উৎপাদন করা।	খ) ১০৬টি সোলার এলএলপি'র মাধ্যমে খাল থেকে পানি উত্তোলন করে ভূ -পরিস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে বরেন্দ্র এলাকায় ৩৭৮০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছ এবং বছরে প্রায় ০.৩৭৮ লক্ষ মেঃ টন খাদ্য শস্য উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে।
গ) জলবায়ূ পরিবর্তন রোধ কল্পে পরিবেশ উন্নয়নের জন্য ০.৮০ লক্ষ বনজ, ঔষধি ও ফলদ চারা রোপণ;	গ) জলবায়ূ পরিবর্তন রোধ কল্পে পরিবেশ উন্নয়নের জন্য ০.৮০ লক্ষ বনজ, ঔষধি ও ফলদ চারা রোপণ করা হয়েছে;
ঘ) কৃষি কাজের মাধ্যমে দিন মজুর ও প্রান্তিক চাষীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা;	ঘ) কৃষি কাজের মাধ্যমে দিন মজুর ও প্রান্তিক চাষীদের নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে;
ঙ) শস্য উৎপাদনের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় আর্থ সামাজিক উন্নয়ন।	ঙ) শস্য উৎপাদনের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় আর্থ সামাজিক উন্নয়ন হয়েছে।

সুত্রঃ কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত পিসি আর

১২। উদ্দেশ্য অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণঃ

প্রকল্পের পিসিআর এবং প্রকল্প পরিচালক ও পরিদর্শনকৃত এলাকা মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সরবরাহকৃত তথ্যনুযায়ী প্রকল্পের উদ্দেশ্যে অর্জিত হয়েছে।

১৩। অডিটঃ (পিসিআরএর প্রদত্ত তথ্য অনুসারে)

১৩.১। অভ্যন্তরীণ অডিট

অডিট কাল	অডিট প্রতিবেদন জমার তারিখ	বড় পর্যবেক্ষণ/ আপত্তিসমূহ	আপত্তিসমূহ নিস্পত্তি হয়েছে কি না
বছরে কমপেক্ষ ২ (দুই) বার	পরিদর্শনের ঠিক পরে	বড় কোন অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়নি	ছোট ছোট উত্থাপিত আপত্তি নিস্পত্তি হয়েছে

১৩.২। এক্সটারনাল অডিট (এজি অফিস হতে বাণিজ্যিক অডিট)

অডিট কাল	অডিট প্রতিবেদন জমার তারিখ	বড় পর্যবেক্ষণ/আপত্তিসমূহ	আপত্তিসমূহ নিস্পত্তি হয়েছে কি না
২০১৪-২০১৫	২০.০৪.২০১৬	বড় কোন আপত্তি উত্থাপিত হয়নি।	ইতোমধ্যে উত্থাপিত আপত্তিসমূহ নিস্পত্তি করা হয়েছে।
২০১৫-২০১৬	০১.০৩.২০১৭		
২০১৬-২০১৭	০৩.০৪.২০১৮		
২০১৭-২০১৮	-		

ঙ. আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণ ও মতামতঃ

১৪। আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণ	১৫। আইএমইডি'র মতামত
১৪.১। প্রকল্পটির মূল অনুমোদিত মেয়াদকাল ছিল জানুয়ারি , ২০১৫ থেকে ডিসেম্বর , ২০১৭ পর্যন্ত এবং ব্যয় ছিল ১২৫২৩.০০ লক্ষ টাকা। ১ম সংশোধনী মোতাবেক প্রকল্পের মেয়াদ জুন , ২০১৮ পর্যন্ত বৃদ্ধি এবং প্রকল্প ব্যয় ১১৬১৩.০০ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হয় । সাধারণতঃ প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির সাথে প্রকল্পের ব্যয়ও বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। কিন্তু এ প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রকল্পের মেয়াদ ৬ মাস ব্যয়	১৫.১। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় পরবর্তীতে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার প্রকল্প বাস্তবায়নে সক্ষমতা বিবেচনাপূর্বক প্রকল্প গ্রহণ করবে; যেন অনুমোদিত ব্যয় ও নির্ধারিত মেয়াদে প্রকল্পের সকল অংগের বাস্তবায়ন যথাসময়ে সম্পন্ন করা যায় এবং প্রকল্পের উদ্যেশ্য যতাযথভাবে অর্জন করা যায় (অনুচ্ছেদ ১.৮, ১৪.১);

পেলেও প্রকল্প ব্যয় ৯১০ .০০ লক্ষ টাকা হ্রাস পেয়েছে ; যা প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্নের উদ্রেক করে। তবে, নির্ধারিত মেয়াদে অর্থাৎ জুন, ২০১৮ পর্যন্ত বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে ১১৬১৪ .০০ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে ব্যয় হয়েছে ১১৬১২.২২ লক্ষ টাকা; যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৯৯.৯৯%। এ ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন অগ্রগতি ভাল মর্মে প্রতীয়মান হয় (অনুচ্ছেদ ১.৮, ১.১০);	
১৪.২। পরিদর্শনকালে উপকারভোগীদের সাথে আলোচনায় জানা যায়, দীর্ঘদিন যাবৎ সংস্কারের অভাবে ভরাট হয়ে যাওয়া পুকুর ও খালসমূহ খনন/পুনঃখনন এবং পুনঃখননকৃত খালে নদীতে স্থাপিত প্লাটুন থেকে পানি সরবরাহের মাধ্যমে খালের পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। উক্ত পানি দ্বারা আউশ/আমন/রবি শস্য চাষে সেচ প্রদান করার ফলে প্রকল্প এলাকায় ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি গবাদি পশু ও গৃহস্থালি অন্যান্য কাজের পানির প্রাপ্যতা সহজ হয়েছে ফলে এলাকাবাসী উপকৃত হয়েছে (অনুচ্ছেদ ১০);	১৫.২। প্রকল্প এলাকার জমিতে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিএমডিএম এর তত্বাবধানে বর্তমানে চলমান অন্যান্য প্রকল্পের আওতায় খননযোগ্য খাস, মজা পুকুর ও খাল পুনঃখনন , নদীতে পন্টুন স্থাপনপূর্বক ডবল লিফটিং এর মাধ্যমে খালের পানি সরবরাহ, সোলার পাম্প ও এলএলপি স্থাপন , পুনঃখননকৃত খালে সাব-মার্জড ওয়্যার নির্মাণ ও সেচযন্ত্র হতে দূরবর্তী স্থানে সেচ সরবরাহের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী পানির প্রাপ্যতার ভিত্তিতে ব্যারিড পাইপ স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে এবং ভবিষ্যতেও অনুরুপ প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে (অনুচ্ছেদ ১০, ১৪.২.২);
১৪.৩। প্রকল্পের আওতায় ৭টি স্থানে পন্টুন স্থাপনের মাধ্যমে নদী থেকে পানি উত্তোলন করে ১০৬-টি সোলার এলএলপি 'র মাধ্যমে ভূ -পরিস্থ পানি ব্যবহার করে বরেন্দ্র এলাকায় ৩৭৮০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে এবং বছরে প্রায় ০.৩৭৮ লক্ষ মেঃ টন খাদ্য শস্য উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে মর্মে জানা যায়। সুতরাং ভূ -উপরিস্থ পানি ব্যবহারের ফলে ভূ -গর্ভস্থ পানির ওপর চাপ কমছে এবং বারিড পাইপের কারণে পানির অপচয় হচ্ছে না । ফলে সেচ খরচ কম হচ্ছে (অনুচ্ছেদ ১০);	১৫.৩। ভূ-গর্ভস্থ পানির ওপর চাপ হ্রাস এবং ভূ -উপরিস্থ পানি ব্যবহার করে সারা বছর কম সেচ খরচে বরেন্দ্র এলাকায় কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্প এলাকার বিভিন্ন নদীর সে সকল স্থানে সারা বছরই পানি থাকে সে সমস্ত স্থানে প্রয়োজন অনুযায়ী পানির প্রাপ্যতার ভিত্তিতে অনুরুপ কার্যক্রম আরো বিস্তৃত আকারে গ্রহণ করা যেতে পারে (অনুচ্ছেদ ১০, ১৪.৩);
১৪.৪। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় খাল পুনঃখননের ফলে প্রকল্প এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও ভূগর্ভস্থ পানিস্তর পূনঃর্ভরণে (recharge) সহায়ক হয়েছে এবং পুনঃখননকৃত খাড়ি /খালের উভয় পাড়ে ফলদ , বনজ ও ঔষধী গাছ লাগানোর ফলে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সহায়ক ভূমিকা পালন করছে মর্মে জানা যায়। তবে কিছু কিছু স্থানে গাছ মরে যাওয়ায় বা অন্য কোন কারণে বৃক্ষ শুন্য রয়েছে মর্মে দেখা যায় (অনুচ্ছেদ ১০);	১৫.৪। প্রকল্পএলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, ভূগর্ভস্থ পানিস্তর পূনঃর্ভরণের (recharge) লক্ষ্যে বিএমডিএম -এর তত্বাবধানে বর্তমানে চলমান অন্যান্য প্রকল্পের আওতায় খননযোগ্য খাস , মজা পুকুর ও খাল খনন /পুনঃখনন কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে এবং এলাকার পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার নিমিত্ব আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় খননকৃত খাল বৃক্ষ শুন্য স্থান সমুহে বৃক্ষ রোপন কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে বন বিভাগ বা অন্য কোন সংস্থার সাথে সমন্বয় পূর্বক কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে (অনুচ্ছেদ ১০, ১৪.৪);
১৪.৫। প্রকল্পের আওতায় খাল খনন /পুনঃখননের ফলে প্রকল্প এলাকায় স্থানীয় পর্যায়ে সীমিত আকারে মৎস্য চাষের সুবিধা হয়েছে। ফলে প্রকল্প এলাকায় কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে , যা আর্থ -সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে মর্মে জানা যায় (অনুচ্ছেদ ১০);	১৫.৫। প্রকল্প এলাকায় মৎস্য চাষ কার্যক্রম আরও সম্প্রসারণ ও কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে খাল খনন /পুনঃখনন কার্যক্রম আরও বৃহৎ পরিসরে গ্রহণ করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে মৎস্য অধিদপ্তরের সাথে সমন্বয় সাধন প্রয়োজন (অনুচ্ছেদ ১০, ১৪.৫);
১৪.৬। বর্তমান প্রকল্পের আওতায় খননকৃত খালের ও পুকুরে স্থাপিত সোলার পাম্পের বারিড পাইপের দৈর্ঘ্য ১৫০০ মিটার যথেষ্ট নয় বিধায় বারিড পাইপের বাইরেও অনেক কৃষক কাঁচা নালা দিয়ে থাকে। ফলে অনেক পানি অপচয় হয় এবং কৃষকের সেচ খরচ বৃদ্ধি পায় মর্মে সুবিধাভোগী	১৫.৬। কৃষি জমির অপচয় রোধ , সেচের পানির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ সেচ পাম্প দ্বারা অধিক এলাকা সেচের আওতায় আনয়নপূবক অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদনের লক্ষ্যে কৃষকের চাহিদা অনুযায়ী ব্যারিড পাইপের দৈর্ঘ্য ও পাম্পের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে

কৃষকেরা জানা এবং তারা বারিড পাইপের দৈর্ঘ্য আর অন্ততঃ ১০০০ মিঃ বৃদ্ধি করারা জন্য অনুরোধ জানান (অনুচ্ছেদ ১০);	(অনুচ্ছেদ ১০, ১৪.৬);
১৪.৭। পুনঃখননকৃত খালের ফুট ওভার ব্রীজ /কালভার্ট না থাকায় খাল সংলগ্ন কৃষি জমিতে কৃষকদের যাতায়াত , গরু-ছাগল পারাপার ও কৃষি পণ্য পরিবহণসহ স্থানীয় জনগণের যাতায়াতের যাতায়াতের সমস্যা হচ্ছে মর্মে জানা যায় (অনুচ্ছেদ ১০);	১৫.৭। খননকৃত খালে গরু , ছাগল, মাঠের উৎপাদিত শস্য ও মানুষ-জন পারা -পারের লক্ষ্যে বিএমডিএম এর তত্বাবধানে বর্তমানে চলমান অন্যান্য প্রকল্পের আওতায় ছোট ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে এবং ভবিষ্যতে অনুরুপ প্রকল্প গ্রহণের সময় ফুট ওভার ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণের সংস্থান রাখা প্রয়োজন (অনুচ্ছেদ ১০, ১৪.৭);
১৪.৮। সেচ চার্জের পরিমাণ নিরুপন, সেচ চার্জ আদায় এবং পানির অপচয় রোধ ইত্যাদি বিবেচনায় বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষের প্রি -পেইড স্মার্ট কার্ডের মাধ্যমে সেচ প্রদান কৃষকদের নিকট সহজ ও স্বচ্ছ মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে (অনুচ্ছেদ ১০);	১৫.৮। বিএমডিএর অন্যান্য সেচ কার্যক্রমেও প্রি -পেইড স্মার্ট কার্ডের ব্যবহার প্রচলন করা যেতে পারে এবং প্রকল্পের আওতায় খনন /পূনখননকৃত খাল , সাবমার্জড ওয়্যার , সোলার পাম্প , এলএলপিসহ অন্যান্য অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে বিএমডিএ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে (অনুচ্ছেদ ১০, ১৪.৮);
১৪.৯। প্রকল্পের ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের অডিট অসম্পন্ন রয়েছে (অনুচ্ছেদ ১০);	১৫.৯। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের প্রকল্পের অডিট (মহা হিসাব নিরীক্ষক কর্তৃক এক্সটারনাল অডিট) সম্পন্ন করতে হবে এবং অডিটে কোন আপত্তি উত্থাপিত হলে তা নিস্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১০, ১৪.৯)
	১৫.১০। কৃষি মন্ত্রণালয় অনুচ্ছেদ ১৫.১ - ১৫.৯ এর উপর প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ এবং গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আইএমই বিভাগকে আগামী ২ (দুই) মাসের মধ্যে অবহিত করবে।

দরপত্র ও ঠিকাদার নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য

ক্রঃ নং	কাজের নাম/প্যাকেজের নাম	আহ্বানের তারিখ খোলার তারিখ মূল্যায়নের তারিখ	পত্রিকার নাম পত্রিকায় প্রকাশের তারিখ ওয়েবে প্রকাশের তারিখ	বিক্রির সংখ্যা জমার সংখ্যা মুল্যায়ন সদস্য সংখ্যা সংস্থা বহির্ভূত সংখ্যা কমিটির সভাপতির নাম ও পদবী	কাজের পরিমাণ প্রাক্কলিত ব্যয় কার্যাদেশকৃত দর দরপত্র আহ্বান ও মূল্যায়ন সময়ের পার্থক্য	চুক্তি অনুমোদনকারীর নাম ও পদবী	চুক্তির তারিখ কার্যদেশ তারিখ কাজের অনুমোদিত তারিখ, প্রকৃত কাজ শেষের তরিখ	ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা	৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত		কার্যদেশের বিপরীতে পরিশোধীত বিল
									বাস্তব কাজের পরিমাণ	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	৪০০মিঃমিঃ ডায়া ইউপিভিসি পাইপ, ওয়াই জংশন, গেট ভাল্ব বক্স ঢাকনা, ল্যান্ডিং এ সেটিং ও আনুষাঙ্গিক মালামাল সরবরাহ ও পাইপ লাইন নির্মাণ (গোদাগাড়ী সুলতানগঞ্জ)।	১৩/৪/১৫ ২৯/৪/১৫ ৩০/৪/১৫	The New nation ১৪/৪/১৫ আমাদের সময় ১৪/৪/১৫ ওয়েব: ১৯/৪/১৫	৪ ৪ ৫ ১ মোঃ শামসুল হোদা, প্রকল্প পরিচালক	৫৪০০মিঃ ৩,৩২,৪৫,৮ ১৯/৮৪ ২,৭৫,৭৬,৯ ৩২/- ১৮দিন	মোঃ আব্দুর রশীদ নির্বাহী পরিচালক	১৮/৫/১৫ ১৮/৫/১৫ ৩০/৮/১৫ ২৯/৮/১৫	A-one Polymer Ltd. Dhaka	৫৪০০মি.	২,৬৯,৩১,৬৯৮/-	২,৬৯,৩১,৬৯৮/-
২	৪০০মিঃমিঃ ডায়া ইউপিভিসি পাইপ, ওয়াই জংশন, গেট ভাল্ব বক্স ঢাকনা, ল্যান্ডিং এ সেটিং ও আনুষাঙ্গিক মালামাল সরবরাহ ও পাইপ লাইন নির্মাণ (ধামুইরহাট শিমুলতলী)।	৯/৭/১৫ ১২/৮/১৫ ১৯/৮/১৫	The Daily Sun ১০/৭/১৫ দৈনিক আজকের খবর ১১/৭/১৫ ওয়েব: ২২/৭/১৫	৩ ৩ ৬ ২ মোঃ শামসুল হোদা, প্রকল্প পরিচালক	১৮০০০মিঃ ৮,৭৫,৬৭,৪৩৮/- ৮,৪৯,৯০,০৭০/- ৪০দিন	মোঃ আব্দুর রশীদ নির্বাহী পরিচালক	২৭/৮/১৫ ২৭/৮/১৫ ১৯/৫/১৬ ১৫/৫/১৬	A-one Polymer Ltd. Dhaka	১৮০০০মি.	৮,৪৮,২৯,১০৮/-	৮,৪৮,২৯,১০৮/-
৩	১৫ অশ্ব শক্তি সম্পন্ন পাম্প, সোলার প্যানেল , ইনভার্টার মাউন্টিং ষ্ট্রাকচার ক্রয় ও স্থাপন এবং সাইট ডেভেলপমেন্টসহ পাম্প ঘর	২০/৯/১৫ ২১/১০/১৫ ৪/১১/১৫	Bangladesh Today ২২/৯/১৫ দৈনিক মানবকন্ঠ ২৩/৯/১৫	৪ ৪ ৬ ২ মোঃ শামসুল হোদা, প্রকল্প পরিচালক	১০ সেট ৩,০০,০০,০০০/- ২,৭২,৩৯,১০০/- ৪৬দিন	মোঃ আব্দুর রশীদ নির্বাহী পরিচালক	২৯/১১/১৫ ১৪/১/১৬ ১৩/৫/১৬ ১২/৫/১৬	Electro Solar Power Ltd. Dhaka	১০সেট	২,৭২,৩৯,০৯৪/-	২,৭২,৩৯,০৯৪/-

	নির্মাণ ও আনুষাঙ্গিক কাজ।										
৪	৪০০মিঃমিঃ ডায়া ইউপিভিসি পাইপ, ওয়াই জংশন, গেট ভাল্ব বক্স ঢাকনা, ল্যান্ডিং এ সেটিং ও আনুষাঙ্গিক মালামাল সরবরাহ ও পাইপ লাইন নির্মাণ (মহাদেবপুর কুমিরদহ)।	২৩/১১/১৫ ২৮/১২/১৫ ৩/১/১৬	The New nation ২৫/১১/১৫ দৈনিক আজকালের খবর ২৬/১১/১৫ ওয়েব: ২৬/১১/১৫	৩ ৩ ৬ ১ মোঃ শামসুল হোদা, প্রকল্প পরিচালক	৬৩০০মি. ২,৮৫,০০,০০০/- ২,৬৩,২০,৪২৪/- ৪০দিন	মোঃ আব্দুর রশীদ নির্বাহী পরিচালক	১৯/১/১৬ ২০/১/১৬ ৮/৫/১৬ ২০/৬/১৬	A-one Polymer Ltd. Dhaka	৬৩০০মি.	২,৬২,৮৮৭৭৯/-	২,৬২,৮৮৭৭৯/-
৫	৪০০মিঃমিঃ ডায়া ইউপিভিসি পাইপ, ওয়াই জংশন, গেট ভাল্ব বক্স ঢাকনা, ল্যান্ডিং এ সেটিং ও আনুষাঙ্গিক মালামাল সরবরাহ ও পাইপ লাইন নির্মাণ (গোদাগাড়ী বালিয়াঘাটা)।	৪/৮/১৬ ৫/৯/১৬ ৩/১০/১৬	সংবাদ প্রতিদিন ৮/৮/১৬ Dhaka Tribune ৯/৮/১৬	২ ২ ৩ - মোঃ শামসুল হোদা, প্রকল্প পরিচালক	১৩৪২০মি. ৬,৮৭,৮২,৬১৬/- ৬,৮৭,০২,৪৭৮/- ৫৭দিন	মোঃ আব্দুর রশীদ নির্বাহী পরিচালক	৪/১০/১৬ ৫/১০/১৬ ১/৬/১৭ ২৯/৫/১৭	National Polymer Industries Ltd.	১৩৪২০মি.	৬,৭৩,৭২,২৯৩/-	৬,৭৩,৭২,২৯৩/-
৬	৫০মিটার হেড ২.০০কিউসেক ও ১৫মিটার হেড ২.০০ কিউসেক সেন্ট্রিফিউগ্যাল পাম্প সেট সরবরাহ ও স্থাপন এবং প্রেসার রিলিজ ভাল্ব, নন-রিটার্ন ভাল্ব, মটর কভার ও আনুষাঙ্গিক মালামাল ক্রয় ও সেটিং।	৪/৮/১৬ ২০/৯/১৬ ২৮/১২/১৬	Dhaka Tribune ৮/৮/১৬ দৈনিক নবচেতনা ১০/৮/১৬ ওয়েব: ১০/৮/১৬	২ ২ ৩ - মোঃ শামসুল হোদা, প্রকল্প পরিচালক	৫০সেট ২,৭০,০০,০০০/- ২,১৮,১০,০০০/- ১৪৭দিন	মোঃ আব্দুর রশীদ নির্বাহী পরিচালক	৩০/১/১৭ ৯/২/১৭ ৮/৬/১৭ ১০/৫/১৭	Milner 's Pump Ltd.	৫০সেট	২,১৮,১০,০০০/-	২,১৮,১০,০০০/-
৭	১৫ অশ্ব শক্তি সম্পন্ন পাম্প, সোলার প্যানেল, ইনভার্টার, মাউন্টিং ষ্ট্রাকচার ক্রয় ও স্থাপন এবং সাইট ডেভেলপমেন্টসহ পাম্প ঘর নির্মাণ ও আনুষাঙ্গিক কাজ (নাচোল ও ধামুইরহাট)।	২৯/৮/১৬ ১৮/১০/১৬ ৮/১/১৭	দৈনিক সংবাদ ১/৯/১৬ The AsianAge ১/৯/১৬ ওয়েব: ১০/৯/১৬	৬ ৬ ৩ - মোঃ শামসুল হোদা, প্রকল্প পরিচালক	১২সেট ২,৬০,০০,০০০/- ২,৪৪,৫৩,০০০/- ১৩৩দিন	মোঃ আব্দুর রশীদ নির্বাহী পরিচালক	৯/১/১৭ ১০/১/১৭ ২৮/৬/১৭ ১৮/৬/১৭	Super Star Renewable Energy Lit. Dhaka	১২সেট	২,৪৪,৫৩,০০০/-	২,৪৪,৫৩,০০০/-
৮	১৫ অশ্ব শক্তি সম্পন্ন পাম্প, সোলার প্যানেল, ইনভার্টার, মাউন্টিং ষ্ট্রাকচার ক্রয় ও স্থাপন এবং সাইট ডেভেলপমেন্টসহ পাম্প ঘর নির্মাণ ও আনুষাঙ্গিক কাজ (গোদাগাড়ী ও পুঠিয়া)।	২৯/৮/১৬ ১৮/১০/১৬ ৮/১/১৭	দৈনিক সংবাদ ১/৯/১৬ The AsianAge ১/৯/১৬ ওয়েব: ১০/৯/১৬	৬ ৬ ৩ - মোঃ শামসুল হোদা, প্রকল্প পরিচালক	১২সেট ২,৬০,০০,০০০/- ২,৫৫,৪৮,৯২৪/- ১৩৩দিন	মোঃ আব্দুর রশীদ নির্বাহী পরিচালক	৯/১/১৭ ১৯/১/১৭ ১৫/৯/১৭ ১৫/৯/১৭	Electro Solar Power Ltd. Dhaka	১২সেট	২,৫৫,৪৮,৯২৪/-	২,৫৫,৪৮,৯২৪/-
৯	পন্টুন, পন্টুনে অপারেটর রুম, ইলেকট্রিক ফিটিং রুম, ওয়্যার রোফ, এংকর পন্টুন, ও আনুসাঙ্গিক মালামালসহ সরবরাহ স্থাপন ও কমিশনিং।	২৭/৯/১৬ ১৭/১০/১৬ ৩/১১/১৬	Dhaka Tribune ২৭/৯/১৬ দৈনিক নবচেতনা ২৭/৯/১৬ ওয়েব: ২৮/৯/১৬	২ ২ ৩ - মাঃ শামসুল হোদা, প্রকল্প পরিচালক	৪টি ২,৮০,০০,০০০/- ২,৫৪,৫৪,২২৪/- ৩৮দিন	মোঃ আব্দুর রশীদ নির্বাহী পরিচালক	২২/১১/১৬ ২৭/১১/১৬ ১৫/৯/১৭ ১১/৯/১৭	M/s. Sobahan Ship Builders, Dhaka.	৪সেট	২,৫৪,৫৪,২২৪/-	২,৫৪,৫৪,৫৫৪/-
১০	৪০০মিঃমিঃ ডায়া ইউপিভিসি পাইপ, ওয়াই জংশন, গেট ভাল্ব বক্স ঢাকনা, ল্যান্ডিং এ সেটিং ও আনুষাঙ্গিক মালামাল সরবরাহ ও পাইপ লাইন নির্মাণ (গোমস্তাপুর বগলা কাঁঠাল)।	২৮/১১/১৬ ২৭/১২/১৬ ২৭/১২/১৬	আমাদের সময় ২৯/১১/১৬ Daily Sun ২৯/১১/১৬ ওয়েব: ৩০/১১/১৬	৩ ৩ ৩ - মোঃ শামসুল হোদা, প্রকল্প পরিচালক	২১০০০মি. ৯,৬০,০০,০০০/- ৯,৪৫,০৬,৩৬৫/- ৩০দিন	মোঃ আব্দুর রশীদ নির্বাহী পরিচালক	২৯/১২/১৬ ২৯/১২/১৬ ১/৬/১৭ ৩০/৫/১৭	RFL Plastic Ltd., Dhaka.	২১০০০মি.	৯,০৪,৯৪,৪৭৬/-	৯,০৪,৯৪,৪৭৬/-
১১	৪০০মিঃমিঃ ডায়া ইউপিভিসি পাইপ, ওয়াই জংশন, গেট ভাল্ব বক্স ঢাকনা, ল্যান্ডিং এ সেটিং ও আনুষাঙ্গিক মালামাল সরবরাহ ও পাইপ লাইন নির্মাণ (ধামুইরহাট বেড়িতলাদহ)।	২৮/১১/১৬ ২৭/১২/১৬ ২৭/১২/১৬	আমাদের সময় ৩০/১১/১৬ Daily Sun ৩০/১১/১৬ ওয়েব: ৩০/১১/১৬	৩ ৩ ৩ - মোঃ শামসুল হোদা, প্রকল্প পরিচালক	১৯৫০০মি. ৯,৩৬,১৭,৭২৬/- ৯,০১,৭৭,০৬৩/- ৩০দিন	মোঃ আব্দুর রশীদ নির্বাহী পরিচালক	৫/১/১৭ ৫/১/১৭ ৩০/৬/১৭ ২৯/৬/১৭	A-one Polymer Ltd. Dhaka	১৯৫০০মি.	৮৮২১৫৩২৯/-	৮৮২১৫৩২৯/-
১২	১৫ অশ্ব শক্তি সম্পন্ন পাম্প, সোলার প্যানেল, ইনভার্টার, মাউন্টিং ষ্ট্রাকচার ক্রয় ও স্থাপন এবং সাইট ডেভেলপমেন্টসহ পাম্প ঘর নির্মাণ ও আনুষাঙ্গিক কাজ (পুঠিয়া)।	১৬/৪/১৭ ৫/৬/১৭ ৪/৭/১৭	মানবকণ্ঠ ২১/৪/১৭ Daily Sun ২০/৪/১৭ ওয়েব: ৩১/৫/১৭	৪ ৪ ৩ - মোঃ শামসুল হোদা, প্রকল্প পরিচালক	১০সেট ২,১৯,৫৫,০০০/- ২,০৩,৭৭,৫০০/- ৮০দিন	মোঃ আব্দুর রশীদ নির্বাহী পরিচালক	১৩/৭/১৭ ২/৮/১৭ ২৮/২/২০১৮ ২৫/৫/২০১৮	Rahimafrooz Renewable Energy Lit. Dhaka	১০সেট	২,০৩,৭৭,৫০০/-	২,০৩,৭৭,৫০০/-

১৩	১৫ অশ্ব শক্তি সম্পন্ন পাম্প, সোলার প্যানেল , ইনভার্টার, মাউন্টিং ষ্ট্রাকচার ক্রয় ও স্থাপন এবং সাইট ডেভেলপমেন্টসহ পাম্প ঘর নির্মাণ ও আনুষাঙ্গিক কাজ(গোদাগাড়ী)।	১৬/৪/১৭ ৫/৬/১৭ ৪/৭/১৭	মানবকণ্ঠ ২১/৪/১৭ Daily Sun ২০/৪/১৭ ওয়েব: ৩১/৫/১৭	৪ ৪ ৩ - মোঃ শামসুল হোদা, প্রকল্প পরিচালক	১১সেট ২,৪১,৫০,৫০ ০/- ২,২৮,২৪,১ ০০/- ৮০দিন	মোঃ আব্দুর রশীদ নির্বাহী পরিচালক	১৩/৭/১৭ ২/৮/১৭ ২৮/২/২ ০১৮ ২৫/৫/২ ০১৮	Rahimafrooz Renewable Energy Lit. Dhaka	১১সেট	২,২৮,২৪,১০০/-	২,২৮,২৪,১০০/-
১৪	১৫ অশ্ব শক্তি সম্পন্ন পাম্প, সোলার প্যানেল , ইনভার্টার, মাউন্টিং ষ্ট্রাকচার ক্রয় ও স্থাপন এবং সাইট ডেভেলপমেন্টসহ পাম্প ঘর নির্মাণ ও আনুষাঙ্গিক কাজ (মহাদেবপুর)।	১৬/৪/১৭ ৫/৬/১৭ ৪/৭/১৭	মানবকণ্ঠ ২১/৪/১৭ Daily Sun ২০/৪/১৭ ওয়েব: ৩১/৫/১৭	৪ ৪ ৩ - মোঃ শামসুল হোদা, প্রকল্প পরিচালক	১৩সেট ২,৮৫,৪১,৫ ০০/- ২,৬৩,৬০,৭ ৫০/- ৮০দিন	মোঃ আব্দুর রশীদ নির্বাহী পরিচালক	১৩/৭/১৭ ২/৮/১৭ ২৮/২/২ ০১৮ ২৫/৫/২ ০১৮	Rahimafrooz Renewable Energy Lit. Dhaka	১৩সেট	২,৬৩,৬০,৭৫০/-	২,৬৩,৬০,৭৫০/-
১৫	১৫ অশ্ব শক্তি সম্পন্ন পাম্প, সোলার প্যানেল , ইনভার্টার, মাউন্টিং ষ্ট্রাকচার ক্রয় ও স্থাপন এবং সাইট ডেভেলপমেন্টসহ পাম্প ঘর নির্মাণ ও আনুষাঙ্গিক কাজ (নাচোল)।	১৬/৪/১৭ ৫/৬/১৭ ৪/৭/১৭	মানবকণ্ঠ ২১/৪/১৭ Daily Sun ২০/৪/১৭ ওয়েব: ৩১/৫/১৭	৪ ৪ ৩ - মোঃ শামসুল হোদা,প্রকল্প পরিচালক	১৪সেট ৩,০৭,৩৭,০ ০০/- ২,৮৫,২৮,৫ ০০/- ৮০দিন	মোঃ আব্দুর রশীদ নির্বাহী পরিচালক	১৩/৭/১৭ ২/৮/১৭ ২৮/২/২ ০১৮ ২৫/৫/২ ০১৮	Rahimafrooz Renewable Energy Lit. Dhaka	১৪সেট	২,৮৫,২৮,৫০০/-	২,৮৫,২৮,৫০০/-
১৬	১৫ অশ্ব শক্তি সম্পন্ন পাম্প, সোলার প্যানেল , ইনভার্টার, মাউন্টিং ষ্ট্রাকচার ক্রয় ও স্থাপন এবং সাইট ডেভেলপমেন্টসহ পাম্প ঘর নির্মাণ ও আনুষাঙ্গিক কাজ (পত্নীতলা)।	১৬/৪/১৭ ৫/৬/১৭ ৪/৭/১৭	মানবকণ্ঠ ২১/৪/১৭ Daily Sun ২০/৪/১৭ ওয়েব: ৩১/৫/১৭	৪ ৪ ৩ - মোঃ শামসুল হোদা, প্রকল্প পরিচালক	১৫সেট ৩,২৯,৩২,৫ ০০/- ৩,১৭,৬০,০ ০০/- ৮০দিন	মোঃ আব্দুর রশীদ নির্বাহী পরিচালক	১৩/৭/১৭ ২/৮/১৭ ২৮/২/২ ০১৮ ২৫/৫/২ ০১৮	Rahimafrooz Renewable Energy Lit. Dhaka	১৫সেট	৩,১৭,৬০,০০০/-	৩,১৭,৬০,০০০/-

”

Tender Information

Sl. No.	Description of procurement (goods/works/consultancy) as per bid document	Tender/Bid/Proposal Cost (in crore Taka)		Date of Tender/Bid/Proposal					Date of completion of works /services and supply of goods
		As per RDPP	Contracted value	Invitation date	Submission	Evaluation	Issuing NOA	Signing Contract/ LC opening date	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Procurement of 400 mm dia uPVC pipe & Fittings and Construction of 400mm dia uPVC Pipe Line (Godagari-Sultangonj).	27576932/-	27576932/-	13/4/2015	29/4/15	30/4/15	3/5/15	18/5/2015	29/8/15
2.	Procurement of 400 mm dia uPVC pipe & Fittings and Construction of 400mm dia uPVC Pipe Line (Dhamuirhat-Shimultaly).	84829108/-	84829108/-	9/7/2015	12/8/15	19/8/15	26/8/15	27/8/2015	15/5/2016
3.	Procurement of 15hp solar water pump, module, mounting structure etc.	27239094/-	27239094/-	20/9/2015	21/10/15	4/11/15	4/1/16	29/11/2015	12/5/2016
4.	Procurement of 400 mm dia uPVC pipe & Fittings and Construction of 400mm dia uPVC Pipe Line (Mohadevpur-Kumirdhoho).	26320424/-	26320424/-	23/11/2015	28/12/15	3/1/16	4/1/16	19/1/2016	20/6/2016
5.	Procurement of 400 mm dia uPVC pipe & Fittings and Construction of 400mm dia uPVC Pipe Line (Godagari-Baliaghata).	68702478/-	68702478/-	4/8/2016	5/9/16	3/10/16	29/9/16	4/10/2016	29/5/2017
6.	Supply, Installation and Commissioning of Centrifugal pump set with necessaries Accessories.	21810000/-	21810000/-	4/8/2016	20/9/16	28/12/16	1/1/17	30/1/2017	10/5/2017
7.	Procurement of 15hp solar water pump, module, mounting structure etc (Nachole-Dhamuirhat).	24453000/-	24453000/-	29/8/2016	18/10/16	8/1/17	8/1/17	9/1/2017	18/6/2017
8.	Procurement of 15hp solar water pump, module, mounting structure etc (Godagari & Puthia).	25548924/-	25548924/-	29/8/2016	18/10/16	8/1/17	8/1/17	9/1/2017	15/9/2017
9.	Supply, Installation and Commissioning of Pontoon with necessaries Accessories.	25454224/-	25454224/-	27/9/2016	17/10/16	3/11/16	8/11/16	22/11/2016	11/9/2017
10.	Procurement of 400 mm dia uPVC pipe & Fittings and Construction of 400mm dia uPVC Pipe Line (Gomastapur-Bogla Kathal).	94506365/-	94506365/-	28/11/2016	27/12/16	27/12/16	27/12/16	29/12/2016	30/5/2017
11.	Procurement of 400 mm dia uPVC pipe & Fittings and Construction of 400mm dia uPVC Pipe Line (Dhamuirhat-Beridhoho).	90177063/-	90177063/-	28/11/2016	27/12/16	27/12/16	28/12/16	5/1/2017	29/6/2017
12.	Procurement of 15hp solar water pump, module, mounting structure etc (Puthia).	20377500/-	20377500/-	16/4/2017	5/6/17	4/7/17	4/7/17	13/7/2017	25/5/2018
13.	Procurement of 15hp solar water pump, module, mounting structure etc (Godagari).	22824100/-	22824100/-	16/4/2017	5/6/17	4/7/17	4/7/17	13/7/2017	25/5/2018
14.	Procurement of 15hp solar water pump, module, mounting structure etc (Mohadevpur).	26360750/-	26360750/-	16/4/2017	5/6/17	4/7/17	4/7/17	13/7/2017	25/5/2018
15.	Procurement of 15hp solar water pump, module, mounting structure etc (Nachole).	28528500/-	28528500/-	16/4/2017	5/6/17	4/7/17	4/7/17	13/7/2017	25/5/2018
16.	Procurement of 15hp solar water pump, module, mounting structure etc (Patnitola).	31760000/-	31760000/-	16/4/2017	5/6/17	4/7/17	4/7/17	13/7/2017	25/5/2018

Name of Project: Extension of irrigation in Barind area through conservation of water in canal (Rivised-1).

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় এবং মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া উপজেলায় দুটি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত: জুন ২০১৮)

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (আইএমই) বিভাগের পরিচালক মোসাঃ তাজকেরা খাতুন গত ২৭ ও ২৮ অক্টোবর, ২০১৮; তারিখ বাঞ্ছারামপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও সাটুরিয়া, মানিকগঞ্জ কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় এবং মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া উপজেলায় দুটি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শনকালে প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কাগজ-পত্রাদি/তথ্যাদি পর্যালোচনার ভিত্তিতে প্রকল্পের পর্যবেক্ষণসমূহ নিম্নে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলঃ

ক. প্রকল্পের মৌলিক তথ্য

১.১	প্রকল্পের নাম	ঃ	"ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় এবং মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া উপজেলায় দুটি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প"।	
১.২	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	ঃ	কৃষি মন্ত্রণালয়।	
১.৩	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	ঃ	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫।	
১.৪	মোট অনুমোদিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ	মূল অনুমোদিত ব্যয়	৪৯১৬.৪৫ লক্ষ টাকা
		ঃ	১ম সংশোধিত ব্যয়	৫৩৫৮.০৩ লক্ষ টাকা
		ঃ	২য় সংশোধিত ব্যয়	৬৩৩৫.৭৭ লক্ষ টাকা
		ঃ	আন্তঃঅঙ্গ সমন্বয় ব্যয়	৬৩৩৫.৭৭ লক্ষ টাকা
		ঃ	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	১৪১৯.৩২ লক্ষ টাকা বা ২৮.৮৭ %
১.৫	প্রকল্পের অর্থায়ন	ঃ	সম্পূর্ণ জিওবি	
১.৬	প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল	ঃ	মূল বাস্তবায়ন কাল	জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০১৮
		ঃ	১ম সংশোধিত	জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০১৬
		ঃ	২য় সংশোধিত	জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০১৮
		ঃ	আন্তঃঅঙ্গ সমন্বয়	জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০১৮
		ঃ	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)	২ বছর বা ৬৬.৬৬%
১.৭	প্রকল্প অনুমোদনের তারিখ	ঃ	একনেক কর্তৃক অনুমোদন	১, অক্টোবর, ২০১৩
		ঃ	১ম সংশোধন অনুমোদন	১৭, জুলাই, ২০১৪ (কৃষি মন্ত্রণালয়)
		ঃ	২য় সংশোধন অনুমোদন	২২, জুলাই ২০১৫ (পরিকল্পনা কমিশন)
		ঃ	আন্তঃঅঙ্গ সমন্বয়	২৮, সেপ্টেম্বর ২০১৭ (কৃষি মন্ত্রণালয়)
১.৮	প্রকল্প এলাকা	ঃ	বাঞ্ছারামপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও সাটুরিয়া, মানিকগঞ্জ।	
১.৯	জুন, ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	ঃ	আর্থিক অগ্রগতি- ৬২৫৭.২৫ লক্ষ টাকা (৯৮.৭৬%) এবং বাস্তব অগ্রগতি - ৯৮.৭৬%।	

(খ) প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য ও সাধারণ তথ্যাবলীঃ

০২। প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমিঃ

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। এক লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার বর্গ কিঃমিঃ আয়তনের এদেশে প্রায় ১৬ কোটি মানুষের বসবাস। প্রতি বছর আশি হাজার হেক্টর কৃষি জমি কমছে। তাছাড়া বিভিন্ন কারণে জমির উৎপাদন ক্ষমতা হারাচ্ছে। উৎপাদন ক্ষমতা কমে যাওয়া, কৃষি উপকরণের দাম বৃদ্ধি, বাজারজাতকরণে অসুবিধা ইত্যাদি কারণে কৃষিতে আয় কমে যাচ্ছে এবং ক্ষুদ্র কৃষকদের জীবিকা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। বাংলাদেশ সরকার সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষমাত্রা (MDG) ২০০০-২০২০ সাল দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র (PRSP) গ্রহণ করেছেন। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও গ্রামীণ উন্নয়নে সহায়তার মাধ্যমে এই কৌশলপত্র বাস্তবায়ন ও দারিদ্র শূণ্যের কোটায় আনা সম্ভব। আমাদের দেশে প্রতি বছর দশ লক্ষাধিক ছাত্রছাত্রী এসএসসি পাশ করেন। তারা বিভিন্ন পাবলিক ও বেসরকারী কলেজে সাধারণ শিক্ষায় ভর্তি হন। আমাদের দেশে আগে ১৬ টি এখন আরো নতুন ২টি মোট ১৮ টি সরকারী ও ১২২টি বেসরকারী কৃষি প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট আছে। ফলে অল্প সংখ্যক তরুন ছাত্রছাত্রী চার বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা কৃষিতে শিক্ষার সুযোগ পায়। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও তার পার্শ্ববর্তী হবিগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ ও নরসিংদী জেলার গড় শস্যের নিবিড়তা জাতীয় শস্যের নিবিড়তার গড় থেকে কম এবং পাশ্ববর্তী টাঙ্গাইল, সিরাজগঞ্জ, পাবনা জেলায় কোন পাবলিক কৃষি প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট নেই এবং শস্যের নিবিড়তা জাতীয় গড়ের চেয়ে কম।

জনবহুল এদশে খাদ্য নিরাপত্তার জন্য খাদ্য উৎপাদন খাড়াভাবে (Vertical) বাড়ানোর বিকল্প নেই। এসএসসি পাশ তরুন ছাত্রছাত্রীদের আধূনিক কৃষি শিক্ষায় শিক্ষিত করার প্রয়াসে "ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার বাঞ্চারামপুর উপজেলায় এবং মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া উপজেলায় দুটি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট স্থাপন করা হলে কৃষকগণ আধূনিক কৃষি প্রযুক্তি সম্পর্কে অবগত হবেন। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে ও দেশের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নতি হবে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর দেশের খাদ্য নিরাপত্তার স্বার্থে এ দুটি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট স্থাপনের প্রস্তাব করেন। এ দুটি এটিআই এর মাধ্যমে চার বৎসর মেয়াদী কৃষি ডিপেস্নামা কোর্স চালু ও কৃষক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রতিটি এটিআই এর জন্য ডিজাইনসহ সকল নির্মাণ ও পূর্ত কাজ একই রকম ভাবে সম্পন্ন হয়।

প্রকল্পটি মোট ৪৯১৬.৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৬ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ০১ অক্টোবর, ২০১৩ তারিখে 'একনেক' কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং ডিপিইসি সভার সুপারিশক্রমে ১৭/০৭/২০১৪ তারিখে মাননীয় কৃষি মন্ত্রী কর্তৃক মোট ৫৩৫৮.০৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৬ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ১ম সংশোধিত করা হয়। পরবর্তীতে নির্মাণ কার্যক্রমে PWD-২০১৪ রেট অন্তর্ভুক্ত করে প্রকল্পটি ২য় সংশোধিত হিসেবে গত ২২-০৭-২০১৫ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক মোট ৬৩৩৫.৭৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। প্রকল্প সুষ্ঠভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাননীয় কৃষি মন্ত্রী কর্তৃক আন্তঃখাত সম্বনয় গত ২৮/০৯/২০১৭ তারিখে অনুমোদন করেন।

০৩। প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

মূল উদ্দেশ্যঃ

প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হলো এদেশে কৃষি প্রযুক্তি বিষয়ে পারদর্শী জনবল সৃষ্টি করা, যারা কৃষি বিষয়ক জ্ঞান ও দক্ষতা কৃষি সমাজে সম্প্রসারণ করবেন। ফলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।

উদ্দেশ্যঃ

ক) এটিআই স্থাপনের লক্ষ্যে প্রশাসনিক ভবন, একাডেমিক ভবন নির্মাণসহ প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির সংস্থান করা।

খ) প্রতিটি এটিআই তে ১৫০ জন ছাত্র থাকার উপযোগী এবং ৫০ জন ছাত্রী থাকার উপযোগী দুটি ছাত্রাবাস নির্মাণ।

গ) শিক্ষা বিষয়ক যন্ত্রপাতি ও প্রয়োজনীয় আবসবাবপত্র ক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ।

ঘ) ছাত্রদের ব্যবহারিক ক্লাশের সুব্যবস্থার লক্ষ্যে পুকুর খনন, ফসলের মাঠ তৈরী, বিষয়ভিত্তিক পরীক্ষাঘার তৈরী, গো-শালা নির্মাণ, পোলট্রি ফার্ম নির্মাণ, থ্রেসিং ফ্লোর নির্মাণ ইত্যাদির ব্যবস্থা করা।

ঙ) কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য ডরমেটরী নির্মাণ, খেলার মাঠ তৈরী ও অন্যান্য কার্যক্রমের ব্যবস্থা গ্রহণ।

চ) প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগের মাধ্যমে চার বছর ব্যাপী কৃষি ডিপ্লোমা কোর্স পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহণ।

ছ) মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কৃষি কর্মীদের, এনজিওদের এবং কৃষকদের আধুনিক প্রযুক্তিতে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধর লক্ষ্যে বাহ্যিক কার্যক্রম গ্রহণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

০৪। প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমসমূহ ঃ

- প্রশাসনিক তথা একাডেমিক ভবন নির্মাণ।
- অফিসার্স ডরমেটরী নির্মাণ।
- ষ্টাফ ডরমেটরী নির্মাণ।
- ছাত্রাবাস ও ছাত্রী নিবাস নির্মাণ।
- কৃষক প্রশিক্ষণ ইউনিট নির্মাণ।
- গো-শালা ও পোলট্রি হাউজ নির্মাণ।
- গো-শালা ও গেরেজের যন্ত্রপাতি ক্রয়।
- থ্রেসিং ফ্লোর সেড ও ফিল্ড অফিস নির্মান।
- আসবাবপত্র ও খামার যন্ত্রপাতি ক্রয়।
- সমাপ্তি বছরে ইনষ্টিটিউটের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(গ) প্রকল্পের অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ

০৫। প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ

১.	একনেক কর্তৃক অনুমোদনের তারিখ	১, অক্টোবর, ২০১৩
২.	১ম সংশোধন অনুমোদনের তারিখ	১৭, জুলাই, ২০১৪ (কৃষি মন্ত্রণালয়)
৩.	২য় সংশোধন অনুমোদনের তারিখ	২২, জুলাই ২০১৫ (পরিকল্পনা কমিশন)
৪.	খ আন্তঃঅঙ্গ সমন্বয়ের তারিখ	২৮, সেপ্টেম্বর ২০১৭ (কৃষি মন্ত্রণালয়)

০৬। প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় এবং মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া উপজেলায় দুটি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন " শীর্ষক প্রকল্পটি ৪৯১৬.৪৫ লক্ষ টাকা (জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয় ও জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০১৬ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ০১ অক্টোবর/২০১৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে জমির মূল্য পরিশোধের জন্য ৫৩৫৮.০৩ লক্ষ ব্যয়ে ১৭, জুলাই ২০১৪ ইং তারিখে ১ম সংশোধন করা হয়। সর্বশেষ গত ২২/০৭/২০১৫ তারিখে মোট ৬৩৩৫.৭৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় ও জুলাই, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পের ২য় সংশোধন পরিকল্পনা মন্ত্রনালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্প সুষ্ঠভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাননীয় কৃষি মন্ত্রী কর্তৃক আন্ত :খাত সম্বনয় গত ২৮/০৯/২০১৭ তারিখে অনুমোদন করেন।

০৭। বছরভিত্তিক অর্থের ব্যবহার:

"ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় এবং মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া উপজেলায় দুটি কৃষি প্রশিড়্গণ ইনস্টিটিউট স্থাপন" প্রকল্পের মূল ডিপিপি ব্যয় ৪৯১৬.৪৫ লক্ষ টাকা, ১ম সংশোধিত ডিপিপি ব্যয় ৫৩৫৮.০৩ লক্ষ টাকা এবং ২য় সংশোধিত ডিপিপি ব্যয় ৬৩৩৫.৭৭ লক্ষ টাকা, যা মূল ডিপিপি অপেক্ষা প্রকল্প ব্যয় ১৪১৯.৩২ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন অর্থ বছরে প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৬২৮০.৬২ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে। তন্মধ্যে ব্যয় হয়েছে ৬২৫৭.২৫ লক্ষ টাকা; যা প্রকল্প ব্যয়ের ৯৯.১৩ %।

অর্থ বছর	মূল বরাদ্দ	সর্বশেষ সংশোধিত ব্যয়	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	প্রকৃত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয় সংশোধিত এডিপি) (% বরাদ্দের	বাস্তব অগ্রগতির (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২০১৩-১৪	৬০০.০০	৬০০.০০	৬০০.০০	৫৯০.০৬	৯৮%	৯.৩১
২০১৪-১৫	৬৪১.০০	৬৪১.০০	৬৩৭.১০	৬২০.১৩	৯৭%	৯.৭৯
২০১৫-১৬	১৫৬৮.০০	১৫৬৮.০০	১৫৬৮.০০	১৫৬৬.৮৬	১০০%	২৪.৭৩
২০১৬-১৭	২৫০০.০০	২৫০০.০০	২৫০০.০০	২৪৩২.৬২	৯৭%	৩৮.৪০
২০১৭-১৮	১০৭১.০০	১০৭১.০০	১০৭০.৯৭	১০৪৭.৫৮	৯৮%	১৬.৫৩
মোট				৬২৫৭.২৩		৯৮.৭৬

সূত্রঃ মন্ত্রণালয়ের প্রেরিত পিসিআর, পত্র পৃঃ ১৯

০৮। অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

"ব্রাহ্মনবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় এবং মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া উপজেলায় দুটি কৃষি প্রশিড়্গণ ইনস্টিটিউট স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের মূল অনুমোদিত ব্যয়৬৩৩৫.৭৭ লক্ষ টাকা। প্রকল্প পরিচালকের সরবরাহকৃত তথ্য অনুযায়ী প্রকল্পের পুরো মেয়াদে ব্যয় হয়েছে ৬২৫৭.২৫ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত প্রধান কাজগুলি হল-

- প্রশাসনিক তথা একাডেমিক ভবন নির্মাণ।
- অফিসার্স ডরমেটরী নির্মাণ।
- ষ্টাফ ডরমেটরী নির্মাণ।
- ছাত্রাবাস ও ছাত্রী নিবাস নির্মাণ।
- কৃষক প্রশিক্ষণ ইউনিট নির্মাণ।
- গো-শালা ও পোলট্রি হাউজ নির্মাণ।
- গো-শালা ও গেরেজের যন্ত্রপাতি ক্রয়।
- থ্রেসিং ফ্লোর সেড ও ফিল্ড অফিস নির্মাণ
- আসবাবপত্র ও খামার যন্ত্রপাতি ক্রয়।
- সমাপ্তি বছরে ইনষ্টিটিউটের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ।

কৃষি মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদেন (PCR) পরিদর্শন কালে প্রাপ্ত তথ্য এবং প্রকল্প পরচিালকের সরবরাহকৃত তথ্য অনুযায়ী প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য নিম্মের টেবিলে এবং প্রকল্পের অংগভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির বিস্তারিত পরিশিষ্ট - 'ক'-তে সংযুক্ত করা হলো:

০৯। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ

প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সরবরাহকৃত তথ্য মোতাবেক কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

১০। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই)-এর নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তা নিজ নামের পাশে বর্ণিত মেয়াদে প্রেষণে "ব্রাহ্মনবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় এবং মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া উপজেলায় দুটি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন" প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন ঃ

প্রকল্প পরিচালকের নাম	মূল পদবী ও দপ্তর	দায়িত্বকাল	দায়িত্বের ধরণ
জনাব মোঃ বেনজীর আলম	উপপরিচালক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খামারবাড়ী, ঢাকা।	১০-১১-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৮	সার্বক্ষনিক দায়িত্ব

১১। মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology)

প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসারণ করা হয়েছে:

- প্রকল্প দলিল পর্যালোচনা;
- কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত পিসিআর পর্যালোচনা;
- কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- প্রকল্পের আন্ত:মন্ত্রণালয় মূল্যায়ন কমিটির প্রতিবেদন পর্যালোচনা;
- ;সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা CEP
- প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটি ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তাব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিন পরিদর্শন ;
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রকল্প পরিচালক এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে মত বিনিময় এবং
- প্রকল্পের সরেজমিন পরিদর্শন এবং প্রকল্পের উপকারভোগী কৃষক ও ছাত্রছাত্রীদের সাথে আলোচনা।

(ঘ) সরেজমিন পরিদর্শন সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ

১২। সরেজমিন পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ (২৭-২৮ অক্টোবর, ২০১৮)

আইএমইডির পরিচালক মোসাঃ তাজকেরা খাতুন ২৭-২৮ অক্টোবর, ২০১৮ তারিখ "ব্রাহ্মনবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় এবং মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া উপজেলায় দুটি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন" প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট দুইটির কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালকসহ প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্প পরিচালক প্রকল্প সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি সরবরাহ করে সহযোগিতা করেছেন। দুটি এটিআই এর নির্মিত একাডেমিক ভবণ, বয়েজ হোস্টেল, গার্লস হোস্টেল, অফিসার্স ডরমেটরীসহ সকল নির্মাণ কাজ পরিদর্শন; প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও এটিআই –তে অধ্যায়নরত ছাত্র ছাত্রীদের সাথে মত বিনিময় করেন। পরিদর্শন সংক্রান্ত তথ্যাদি সংক্ষেপে নিম্মে উপস্থাপন করেন:

১২.১। নির্মাণ কার্যক্রম পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণঃ

কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, সাটুরিয়া এবং বাঞ্ছারামপুর এর একাডেমিক ভবন , গার্লস হোস্টেল, অফিসার্স ডরমেটরীসহ সকল ভবন নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করি। একাডেমিক ভবণে ক্লাশ রুমে ব্যবহৃত বসার কাঠের চেয়ার, বোর্ড সহ সকল সুবিধাদি পর্যবেক্ষণ করি। দ্বিতীয় তলায় স্থাপনকৃত লাইব্রেরীতে পড়ার পরিবেশ, বুক সেলফ, টেবিল, চেয়ার ও কৃষি সংশ্লিষ্ট সকল ধরণের বই এবং উন্নত ও আধুনিক বইয়ের সমাহার পর্যবেক্ষণ করি। তাছাড়া কম্পিউটার রুম ও ব্যবহারিক ক্লাশের সুন্দর ব্যবস্থাপনা ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি পর্যবেক্ষণ করি। পরিদর্শন সংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলোঃ

একাডেমিক ভবণ : চারতলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ঠ চারতলা একাডেমিক ভবণ নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। একাডেমিক ভবনে ক্লাশ রুম, লাইব্রেরী, ল্যাবরেটরী, শিক্ষকদের বসার ব্যবস্থা ও প্রয়োজনীয় ষ্টাফদের বসার ব্যবস্থাসহ সকল সুবিধাদি সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রত্যেকটি একাডেমি ভবন নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৪৯৮.৩৩ লক্ষ টাকা।



চিত্র–১: একাডেমিক ভবণ, সাটুরিয়া, মানিকগঞ্জ



চিত্র-২: একাডেমিক ভবণ, বাঞ্ছারামপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

বয়েজ হোস্টেল : চারতলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ঠ চারতলা বয়েজ হোস্টেল নির্মাণ কাজের প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৯৮.৮৫ লক্ষ টাকা। ১৫৬ জন ছাত্রের থাকার ব্যবস্থা, বুক সেলফ, লাইট, ফ্যান বাথরুম, ডাইনিং, কিচেন, টিডি রুমসহ ইনডোর গেইমের সকল সুবিধাদি স্থাপন করা হয়েছে।



চিত্র ৩: বয়েজ হোস্টেল, সাটুরিয়া, মানিকগঞ্জ



চিত্র ৪: বয়েজ হোস্টেল, বাঞ্ছারামপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

গার্লস হোস্টেল : চারতলা ভীতসহ তিনতলা গার্লস হোস্টেল প্রাক্কলিক ব্যয় ২২৪.২১ লক্ষ টাকায় নির্মাণ করা হয়েছে । এতে ৫৬ জন ছাত্রীর থাকার ব্যবস্থা, বুক সেলফ, আলো ও ফ্যানের ব্যবস্থা, বাথরুম, টিভি রুম, ইনডোর গেমসের ব্যবস্থা, ডাইনিং রুম ও কিচেনের ব্যবস্থা সম্পন্ন করা হয়েছে।



চিত্র ৫: গার্লস হোস্টেল, সাটুরিয়া, মানিকগঞ্জ



চিত্র ৬: গার্লস হোস্টেল, বাঞ্ছারামপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

অফিসার্স ডরমেটরী : চারতলা ভীতসহ তিনতলা অফিসার্স ডরমেটরী নির্মাণের প্রাক্কলিত ব্যয় ২৭০.৩০ লক্ষ টাকায় কর্মকর্তাদের থাকার সুব্যবস্থা করা হয়েছে। এতে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষসহ মোট **১৪** জন শিক্ষকের থাকার ব্যবস্থা, ডাইনিং হল, টিভি রুম, কিচেন ও বাথরুমের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলায় দুটি ইন্সপেকশন রুমের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।



চিত্র ৭: অফিসার্স ডরমেটরী, সাটুরিয়া, মানিকগঞ্জ



চিত্র ৮: অফিসার্স ডরমেটরী, বাঞ্ছারামপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

ষ্টাফ ডরমেটরী : চারতলা ভীতসহ দুতলা ষ্টাফ ডরমেটরী প্রাক্কলিত ব্যয় ১৯১.৬৭ লক্ষ টাকায় ১২ জন ষ্টাফ এর পরিবার থাকার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এতে দুটি বারান্দা পাকের ঘর, ডাইনিং, বাথরুমসহ করিডোরের ব্যবস্থা আছে।



চিত্র ৯: ষ্টাফ ডরমেটরী, **সাটুরিয়া, মানিকগঞ্জ**



চিত্র ১০: ষ্টাফ ডরমেটরী, বাঞ্ছারামপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

কৃষক প্রশিক্ষণ ইউনিট : চারতলা ভীতসহ দ্বিতীয় তলাসহ কৃষক প্রশিক্ষণ ইউনিট প্রাক্কলিত ব্যয় ৬৮.৮৫ লক্ষ টাকায় সম্পন্ন হয়েছে। নীচ তলায় আধুনিক সুবিধাদিসহ ৫০ জনের ট্রেনিং রুম, অফিস কক্ষ, ষ্টোর রুম ও বাথরুমের ব্যবস্থা আছে। তৃতীয় তলার কিয়দংশে কিচেন ও ডাইনিং এর ব্যবস্থা আছে।



চিত্র ১১: কৃষক প্রশিক্ষণ ইউনিট,**সাটুরিয়া, মানিকগঞ্জ**



চিত্র ১২: কৃষক প্রশিক্ষণ ইউনিট, বাঞ্ছারামপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

বিদ্যুৎ লাইন : ২৫০ কেভিএ এর ইলেকট্রিক সাপ্লাইসহ বিদ্যুৎ লাইন স্থাপন।



চিত্র ১৩: ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুর এটিআই এর বিদ্যুৎ লাইন



চিত্র ১৪: ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুর এটিআই এর মেইন গেইট

১২.২| ছাত্র ছাত্রীদের সাথে মতবিনিময়ঃ

প্রকল্পের আওতায় নির্মিত কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এর বিভিন্ন অবকাঠামো পরিদর্শনের পাশাপাশি এটিআইতে কৃষি ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তিকৃত প্রথম বর্ষে ছাত্র ছাত্রীদের (ছাত্রঃ জনাব আশরাফুল ইসলাম (টেলিফোন নং-০১৭৭১০২০৮৫৫), জনাব সাকিব হোসেন (টেলিফোন নং-০১৭১৪৩৫৭৮৪১), জনাব তৈয়ব আলী (টেলিফোন নং-০১৮৫০০৯৫৭১০), জনাব নাজমুল হাসান (টেলিফোন নং-০১৮৭৬২৭৫৪২৭), জনাব তানভীর হাসান (টেলিফোন নং -০১৮৭৫৩৬৪৮৮১), জনাব মেহেদী হাসান (টেলিফোন নং -০১৬২৯০৩২৮১৮); ছাত্রীঃ অনা মন্ডম (টেলিফোন নং-০১৯৪৫৪০৩৩৮৯), আমেনা বেগম (টেলিফোন নং-০১৬৪০০১১৩৪১), সুমাইয়া বেগম (টেলিফোন নং -০১৮৪৫২৯৪৭৫৩), মরিয়ম বেগম (টেলিফোন নং -০১৭০৭৭২১১৬২), তুলি বেগম (টেলিফোন নং -০১৭০৫৩৯১৭৯৮), সাথে মতবিনিময়কালে জানা যায় , এটিআই সমূহের ১৫০ জন ছাত্র ছাত্রীর ভর্তির সুযোগ থাকলেও এ বছর ভর্তি হয়েছে ১৩৩ জন। পরিদর্শনকালে ছাত্র ছাত্রীদের ক্লাশে তাদের সিলেবাসের বিষয়গুলি নিয়ে আলোকপাত করি।



চিত্র -১৫: বাঞ্ছারামপুর এটিআই এর ছাত্র ছাত্রীদের ক্লাশ রুম



চিত্র -১৬: বাঞ্ছারামপুর এটিআই এর ছাত্রীদের হোস্টেল

ছাত্র ছাত্রীরা জানায় যে, আবাসিক হোস্টেলের অবস্থান করে লেখাপড়ার সুযোগ পেয়ে সন্তোষ প্রকাশ করলেও এটিআই সমূহে শিক্ষকের তীব্র সংকট থাকায় শিক্ষা কার্যক্রম দারুনভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। উল্লেখ্য , পরিদর্শনকালে পার্শবর্তী জেলার এটিআইএর এক জন তৃতীয় বর্ষের ছাত্রীকে বাঞ্ছারামপুর এটিআই এর ক্লাশ নিতে দেখা যায়। এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে প্রকল্প পরিচালক এবং বাঞ্ছারামপুর এটিআই এর প্রিন্সিপাল জানান যে , শিক্ষা কার্যক্রম চালানো জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক না থাকায় বাধ্য হয়ে তাদেরকে এ ভাব শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করতে হচ্ছে। তাঁরা আরও জানান যে, জনবল নিয়োগের বিষয়ে জন প্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন পাওয়া গেছে এবং অর্থ বিভাগে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। এটিআই সমূহে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকসহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক অন্যান্য জনবল নিয়োগ পূর্বক শিক্ষাকার্যক্রম সম্পন্নের জন্য এটিআইএর প্রিন্সিপালকে পরামর্শ প্রদান করা হয়।

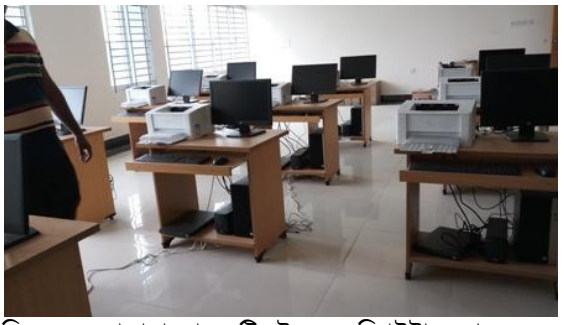
১২.৩| সার্বিক পর্যবেক্ষণঃ

পরিদর্শনকালে এটিআই সমূহে প্রকল্পের আওতায় নির্মিত প্রশাসনিক কাম একাডেমিক ভবন , গার্লস ও বয়েজ হোস্টেল, অফিসার্স ডরমেটরীসহ সকল ভবন নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করি। একাডেমিক ভবণে ক্লাশ রুমে ব্যবহৃত বসার কাঠের চেয়ার, বোর্ড সহ সকল সুবিধাদি পর্যবেক্ষণ করি। দ্বিতীয় তলায় স্থাপনকৃত লাইব্রেরীতে পড়ার পরিবেশ, বুক সেলফ, টেবিল, চেয়ার ও কৃষি সংশ্লিষ্ট সকল ধরণের বই এবং উন্নত ও আধুনিক বইয়ের সমহার লক্ষ্য করি। তবে, বই সমূহ আলমারী বা বুক সেলফএ গুছিয়ে না রেখে টেবিলের উপর ছড়ানো ছিটানো অবস্থায় রয়েছে মর্মে দেখা যায়। তাছাড়া কম্পিউটার রুম ও ব্যবহারিক ক্লাশের ব্যবস্থাপনা ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি পর্যবেক্ষণ করি। তবে, পরিদর্শনকালীন পর্যন্ত কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ক্লাশ হয় নাই এবং ল্যাবরেটরীতেও ছাত্র ছাত্রীদের ব্যবহারিক ক্লাশ অনুষ্ঠানের অনুকূল পরিবেশ নেই মর্মে পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া ছাত্র ছাত্রীদের হাতে কলমে শিক্ষার জন্য কোন মাঠ বা প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা লক্ষ্য কার যায়নি। এটিআই এর পুরো মাঠই শুধুমাত্র বালি দ্বারা ভরাট করা হয়েছে। গবেষণা/প্রদর্শনী খামার হিসাবে ব্যবহার করতে হলে মাঠের উপরিভাগে কৃষি কাজের উপযোগী উর্বর মাটি দেয়া প্রয়োজন মর্মে অভিমত পোষণ করা হয়। প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন প্রকার ফলজ, বনজ ও ঔষধি জাতীয় গাছ লাগানো হলেও মাটি ভাল না হওয়ায় এবং পরিচর্যার অভাবে

গাছগুলির স্বাস্থ্য অত্যন্ত দূর্বল মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে। গাছগুলির যথাযথ বৃদ্ধির জন্য পরিচর্যা ও অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দেয়া হলো।



চিত্র ১৭: বাঞ্ছারামপুর এটিআই এর লাইব্রেরী



চিত্র ১৮: বাঞ্ছারামপুর এটিঅই এর কম্পিউটার ল্যাব



চিত্র ১৯: বাঞ্ছারামপুর এটিঅই এর ল্যাবরেটরী



চিত্র ২০: বাঞ্ছারামপুর এটিঅই এ রোপনকৃত বিভিন্ন প্রকার গাছ

(ঙ) প্রকল্পের বিশ্লেষণ মূলক তথ্যাদিঃ

১৩। প্রকল্পের পরিকল্পিত উদ্দেশ্য ও অর্জন: (পিসিআর মোতাবেক)

	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন	মন্তব্য
	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর উপজেলার সাইফুল্লাকান্দি ইউনিয়ন এবং মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া উপজেলার ধানকূরা ইউনিয়নে ২টি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (এটিআই) স্থাপন;	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর উপজেলার সাইফুল্লাকান্দি ইউনিয়ন এবং মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া উপজেলার ধানকূরা ইউনিয়নে ২টি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (এটিআই) স্থাপনের লক্ষ্যে সকল নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং জুন , ২০১৮ থেকে ২টি এটিআইতেই শিক্ষা/প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আরম্ভ হয়েছে।	
	কৃষি সেক্টরে কারিগরি জ্ঞান সম্পন্ন জনবল তৈরি	প্রকল্পের আওতায় নির্মিত প্রতিটি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (এটিআই) এ প্রতি বছর ২০০ জন ছাত্র কৃষি বিষয়ক ডিপ্লোমা অর্জন করবে।	
	কৃষিক্ষেত্রে দক্ষতাসম্পন্ন কৃষক তৈরি	প্রতিটি এটিআই এ প্রতি বছর ৬০০ জন	

		কৃষককে কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।	
	ক) এটিআই এর কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে সম্পন্নের লক্ষ্যে প্রতিটি এটিআইতে প্রশাসনিক কাম একাডেমিক ভবন, অফিসার ও স্টাফ ডরমেটরি , ছাত্র ও ছাত্রী হোস্টেল , কৃষক প্রশিক্ষণ ইউনিট, গরু ও গবাদি পশুর সেড , যন্ত্রপাতির সেড ও গ্যারেজ , থ্রেসিং ফ্লোর, খেলার মাঠ নির্মাণ;	এটিআই এর কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে সম্পন্নের লক্ষ্যে সকল নির্মাণ কাজ যথা সময় সম্পন্ন হয়েছে। এ ছাড়া	
	এটিআইএর দাপ্তরিক ও শিক্ষা বিষয়ক কার্যক্রম সম্পন্নের লক্ষ্যে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও প্রয়োজনীয় আবসবাবপত্র ক্রয়;	এটিআইএর দাপ্তরিক ও শিক্ষা বিষয়ক কার্যক্রম সম্পন্নের লক্ষ্যে অফিস , প্রশিক্ষণ ও ফার্মের জন্য বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়েছে;	
	ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য লাইব্রেরী ও গবেষণাগারের যন্ত্রপাতি ক্রয়;	ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য লাইব্রেরী ও গবেষণাগারের যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে ব্যবহার করছে;	
	খ) প্রতিটি এটিআইতে শোলার প্যানেল স্থাপন	বিদ্যুৎ সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে প্রতিটি এটিআইতে শোলার প্যানেল স্থাপন করা হয়েছে;	
	প্রতিটি এটিআই-তে জনবল নিয়োগ;	এটিআইএর কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে সম্পন্নের লক্ষ্যে জনবল নিয়োগের বিষয়ে জন প্রশাসন মন্ত্রণালয় অনুমোদন পাওয়া গেছে এবং তা অর্থ বিভাগে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে;	
	এটিআইএর সকল ভবন ও পণ্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট জেলার উপপরিচালকের নিকট হস্তান্তর;	সকল ভবন, যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র, ২টি পিক –আপ, সংশ্লিষ্ট এটিআইএর প্রিন্সিপালবৃন্দের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে;	

সূত্রঃ মন্ত্রণালয়ের প্রেরিত পিসিআর, পত্র পৃঃ **২১**

১৪। উদ্দেশ্য অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণঃ

প্রকল্পের পিসিআর এবং প্রকল্প পরিচালক ও পরিদর্শনকৃত এলাকা মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সরবরাহকৃত তথ্যনুযায়ী প্রকল্পের উদ্দেশ্যে অর্জিত হয়েছে।

১৫। অডিটঃ

ইন্টারনাল অডিটঃ ইন্টারনাল অডিট প্রযোজ্য নয় মর্মে পিসিআর–এ উল্লেখ রয়েছে।

ইক্সটানাল অডিটঃ

অডিট কাল	অডিট রির্পোট দাখিলের তারিখ	প্রধান প্রধান পর্যবেক্ষণ	মতামত
২০১৩–১৬	০৪–০৬–২০১৭	নির্মাণ বিলের চেয়ে ইনকম ট্যাক্স ১ ,২২,২৮৯.৯৮ টাকা হ্রাস করা হয়েছে; টেন্ডার বিক্রয়ের ৩০০০.০০ টাকা জমা দেয়া হয়নি; অফিসিয়াল সম্মানী থেকে ভ্যাট ১০ ,০৫০.০০ টাকা কম কর্তন করা হয়েছে; কোন স্টাফের নিয়োগ ছাড়াই প্রকল্প ব্যয় থেকে ৭৫২০ .০০ টাকা ভ্রমণ বিল উত্তোলন করা হয়েছে।	ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে সকল টাকা জমা দিয়ে সকল অভিযোগের নিস্পত্তি করা হয়েছে;
২০১৬–১৭	২১–০৬–২০১৮	মেসার্স মাসতুরা এন্টারপ্রাইজ ১ ,৭৪,৯৮৭.০০ টাকা কম ট্যাক্স প্রদান করেছেন;	ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে সকল টাকা

অডিট কাল	অডিট রির্পোট দাখিলের তারিখ	প্রধান প্রধান পর্যবেক্ষণ	মতামত
		মেসার্স আহনাফ ট্রেডিং ৪৮ ,৪১৭.০০ টাকা কম ট্যাক্স প্রদান করেছেন; মেসার্স শহিদ কনস্ট্রাকশন ১ ,৭৪,৯৮৭.০০ টাকা কম ট্যাক্স প্রদান করেছেন; মেসার্স মামুন এন্টারপ্রাইজ ১ ,৭৪,৯৮৭.০০ টাকা কম ট্যাক্স প্রদান করেছেন; টেন্ডার বিক্রয়ের ৩০০০.০০ টাকা জমা দেয়া হয়নি; অন্য কোড ব্যবহারের কারণে ৬ ,৭৯৫.০০ টাকা জরিমানা করা হয়েছে; টেন্ডার বিক্রয়ের ৩০০০.০০ টাকা জমা দেয়া হয়নি; কোন স্টাফের নিয়োগ ছাড়াই প্রকল্প ব্যয় থেকে ৭৫২০ .০০ টাকা ভ্রমণ বিল উত্তোলন করা হয়েছে।	জমা দিয়ে সকল অভিযোগের নিস্পত্তি করা হয়েছে;
২০১৭–১৮	–	অডিট সম্পন্ন করা হয়েছে। তবে , রির্পোট এখন ও দাখিল করা হয়নি;	

সূত্রঃ মন্ত্রণালয়ের প্রেরিত পিসিআর, পত্র পৃঃ ২৭

পরিদর্শনকালে প্রকল্প মেয়াদের ইন্টারনাল অডিট এবং ২০১৭ –১৮ অর্থ বছরের এক্সটানাল অডিট দ্রুত নিস্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রকল্প পরিচালককে পরামর্শ দেয়া হলো।

আইএমইডির পর্যবেক্ষণ ও মতামতঃ

১৬। আইএমইডির পর্যবেক্ষণঃ	১৭। আইএমইডির মতামত/সুপারিশ
১৬.১। প্রকল্পের মূল অনুমোদিত ব্যয় ছিল ৪৯১৬.৪৫ লক্ষ টাকা এবং মেয়াদকাল ছিল জুলাই, ২০১৩ থেকে জুন, ২০১৬ পর্যন্ত। প্রকল্পটি ২ বার সংশোধন এবং ১বার আন্তঃঅংগ সমন্বয় এর ফলে প্রকল্প ব্যয় ৬৩৩৫.৭৭ লক্ষ টাকা বা ২৮ .৮৭% এবং প্রকল্পের মেয়াদ ২ বছর বা ৬৬ .৬৬% বৃদ্ধি পায়; যা প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার সক্ষমতা বিষয়ে প্রশ্নের উদ্রেক করে (অনুচ্ছেদ ১ .৪, ১.৬, ১.৭);	**১৭.১।** পরবর্তীতে প্রকল্প গ্রহণকালে প্রকল্পের অনুমোদিত মেয়াদকালে অনুমোদিত অর্থ ব্যয়ে প্রকল্পের সকল অংগের বাস্তবায়ন যেন যথাযথভাবে সম্পন্ন করা যায় সে বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১.৪, ১.৬, ১.৭, ১৬.১);
১৬.২। প্রকল্পের আওতায় নির্মিত দুটি এটিআইতে জুলাই , ২০১৮ শেসন থেকে ছাত্র ছাত্রী ভর্তি করা হলেও বিষয় ভিত্তিক শিক্ষকসহ সহায়ক জনবলের তীব্র সংকটের কারণে ছাত্র ছাত্রীদের লেখা পড়া দারুনভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। সুতরাং কারিগরি জ্ঞান সম্পন্ন কৃষি কর্মকর্তা ও দক্ষ কৃষক তৈরির উদ্দ্যেশ্য ব্যহত হচ্ছে মর্মে প্রতীয়মান হয় (অনুচ্ছেদ ১২.২, ১২.৩);	**১৭.২।** কারিগরি জ্ঞান সম্পন্ন কৃষি কর্মকর্তা ও দক্ষ কৃষক তৈরির লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় নির্মিত এটিআই দুটিতে বিষয় ভিত্তিক শিক্ষকসহ প্রয়োজনীয় সহায়ক জনবলের নিয়োগের দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১২.২, ১২.৩, ১৬.২);
১৬.৩। প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ভবন ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ করা হলেও ছাত্র ছাত্রীদের গবেষণা কাজের জন্য প্রদর্শনী প্লটের জন্য মাঠটি শুধুমাত্র বালি দ্বারা ভরাট করা হয়েছে যা , প্রদর্শনী প্লটের নিমিত্ত ব্যবহার উপযোগী নয় মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে ; (অনুচ্ছেদ ১২.১, ১২.২, ১২.৩);	**১৭.৩। কৃষি বিষয়ক কার্যক্রম** ছাত্র ছাত্রী ও কৃষকদের হাতে কলমে শিক্ষার জন্য প্রদর্শনী প্লটের নিমিত্ত পর্যাপ্ত উর্বর মাটি ও সার অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণের সমন্বয় ব্যবহার উপযোগী করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১২ .১, ১২.২, ১২.৩, ১৬.৩);
১৬.৪। প্রকল্পের আওতায় নির্মিত এটিআই গুলিতে লাইব্রেরী , গবেষণাগার ও কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হলেও সেগুলি ছাত্র ছাত্রীদের ব্যবহার উপযোগী নয় মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে (অনুচ্ছেদ ১২.১, ১২.২, ১২.৩);	**১৭.৪।** ছাত্র ছাত্রীদের লেখা পড়ার মান উন্নয়ন ও জ্ঞান বিকাশের লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত লাইব্রেরী, গবেষণাগার ও কম্পিউটার ল্যাবে প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ ও সহায়ক জনবলের ব্যবস্থা করে ব্যবহার উপযোগী করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১২ .১,

১৬। আইএমইডির পর্যবেক্ষণঃ	১৭। আইএমইডির মতামত/সুপারিশ
	১২.২, ১২.৩, ১৬.৪);
১৬.৫। প্রকল্প মেয়াদে কোন ইন্টারনাল অডিট সম্পন্ন হয়নি এবং ২০১৭ – ১৮ অর্থ বছরের এক্সটানাল অডিস অসম্পন্ন রয়েছে **(**অনুচ্ছেদ ১৫**);**	১৭.৫। প্রকল্পের ইন্টারনাল অডিট এবং ২০১৭–১৮ অর্থ বছরের এক্সটানাল অডিট দ্রুত নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে **(**অনুচ্ছেদ ১৫, **১৬.৫);**
১৬.৬। প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন প্রকার ফলজ, বনজ ও ঔষধি জাতীয় গাছ লাগানো হলেও মাটি ভাল না হওয়ায় এবং পরিচর্যার অভাবে গাছগুলির স্বাস্থ্য অত্যন্ত দূর্বল মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে **(**অনুচ্ছেদ ১২.৩**);**	**১৭.৬।** প্রকল্পের আওতায় রোপনকৃত ফলজ, বনজ ও ঔষধি জাতীয় গাছ গুলির যথাযথ পরিচর্যা করতে হবে। প্রয়োজনীয় সার ও সেচ প্রদান করতে হবে **(**অনুচ্ছেদ ১২.৩, **১৬.৬);**
	১৭.৭। অনুচ্ছেদ ১৭.১ থেকে ১৭ .৬ এর আলোকে গৃহীত কার্যক্রম প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় আগামী ০২ মাসের মধ্যে আইএমই বিভাগকে অবহিত করবে।

পরিশিষ্ট কঃ প্রকল্পের নামঃ"ব্রাহ্মনবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় এবং মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া উপজেলায় দুটি কৃষি প্রশিৱণ ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প (আন্তঃখাত সমন্বয়কৃত) **প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ**

ক্রঃ নং	ডিপিপি অনুযায়ী কর্মকান্ড	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
	অঙ্গের নাম	ইউনিট / সংখ্যা	আর্থিক	ইউনিট / সংখ্যা	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬
	রাজস্ব ব্যয়				
১	অফিসারদের বেতন	২ জন	৪৯.০০	২ জন	৪৭.৮২
২	কর্মচারীদের বেতন	৪ জন	০.০০	৪ জন	০.০০
৩	ভাতাদি	৬ জন	৩৯.০০	৬ জন	৩৬.৯০
	মোট ঃ (বেতন+ভাতা)		৮৮.০০		৮৪.৭২
	সরবরাহ ও সেবা				০.০০
	কনসালটেন্সি সেবার জন্য ডিটেল ডিজাইন, নির্মান কাজের ব্যবস্থাপনা, সুপারভিশন এবং কোয়ালিটি কন্ট্রোল	থোক	৪৬.০০	থোক	৪৫.৮৪
	টেলেক্স/ফ্যাক্স	থোক	০.২৪	থোক	০.২৪
	স্টেশনারী, সীল ও স্ট্যাম্প	থোক	১৮.০০	থোক	১৮.০০
	বই এবং প্রকাশনা	থোক	১০.২০	থোক	১০.২০
	প্রচার এবং বিজ্ঞাপন		১২.০০		১২.০০
	ব্যবহার্য দ্রব্যাদি	থোক	১৭.৪৬	থোক	১৭.৪৬
	সাইড পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা	থোক	১.০০	থোক	১.০০
	সম্মানী ফি	থোক	৮.০০	থোক	৭.২৬
	কপি/অনুলিপি	থোক	১.০০	থোক	১.০০
	যন্ত্রপাতি	থোক	৪.৪০	থোক	৪.৪০
	হায়ারিং চার্জ/ পরিবহন ব্যয়	থোক	১.০০	থোক	১.০০
	অন্যান্য (পিডি অফিস এবং এটিআই)	থোক	২০.০০	থোক	১৯.৯৯
	পেট্রোল এবং লুব্রিকেন্ট (ফুয়েল)	থোক	১৪.০০	থোক	১৪.০০
	টেলিফোন সেট ও টেলিফোন সংযোগ (পিডি অফিস)		০.১০		০.১০
	টেলিফোন/টেলিপ্রিন্টার, টেলিফোন বিল	থোক	১.২০	থোক	১.০৪
	ভ্রমণ বিল (পিডি অফিস)	থোক	৫.০০	থোক	৪.৯৯
	বীমা/ব্যাংক চার্জ		০.০২		০.০১
	অন্যান্য কর	থোক	০.০০	থোক	০.০০
	অনিয়মিত শ্রমিক	১৬ জন	২০.০০		২০.০০
	দুটি এটিআইয়ে চারা রোপন	৫০০টি	০.৫০		০.৫০
	অগ্রগতি পরিবীৱণ	থোক	৬.০০		৬.০০
	মধ্যবর্তী মূল্যায়ন	১ টি	৭.৪৪		৭.৪৪
	ইউটেনসিল (২ এটি্আই)	থোক	৬.০০		৬.০০
	উইনডোজ	থোক	১৫.০০		১৫.০০